ভৈষজ্যতত্ত্ব-বিষয়ক বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী

গ্রন্থ হইতে

চিকিৎসাতত্ত্ব মাসিকপত্রের সম্পাদক, জিবন্-সহচর গ্রন্থ প্রণেতা

ও রাজধানী বিভাগের অন্তর্গত কমার্টিং উপবিভাগস্থ

রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত

চিকিৎসক

শ্রী অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান।

চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে

শ্রী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

ও

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮[illegible]।

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

PREFACE.

The science of medicine, like all other sciences, had its origin in this ancient land of the Hindoos. But, unlike all other countries of the world, here, in this land of political revolutions and changes, the healing art made no further progress than it was in the last days of the Hindoo kings. The advent of the English in this country introduced a developed state of the science, and the result was, till lately, that Ayurvedic medicines had no share of attention from the native medical practitioners of the European school, as well as the educated portion of the native community. But the researches of the eminent European Physicians into the medicinal virtues of the Indian plants and the ancient Aryan books of medicine have brought to light many facts deserving high places in the science of Theraputics. Besides, the experience of the last twenty years has proved that the Indian Drugs, used by the ancient Hindoo Physicians, are more adapted and effective to Hindoo constitution than those imported from abroad. The introduction of Indian Drugs in the more developed European system of medicine has, therefore, become a necessity of the times. Attempts have been made to analyse and examine the virtues of the Indian plants and minerals. Some have already found high places in the British Pharmacopœia.

The want of a Book in the Bengali language on Indian Drugs, compiled from the standard medical works of the Hindoos, and embodying the researches and experiences of the European Physicians, has now been felt among the Bengali knowing medical practitioners of the country. To remove this want of,

the profession to a certain extent I have ventured to undertake to compile this treatise. The subject is so comprehensive, the task so onerous, that I feel myself bent down at the very thought of it. I understand my own position and capabilities and, doing so, I feel that it is presumption on my part to undertake to handle such an important branch of the medicine. But I feel the want, and it is only the dictate of this feeling and nothing more that has induced me to compile this Book. If at my instance abler and more competent men than I, and I know they are innumerable, undertake to compile a more useful work on Indian Materia-Medica and Therapeutics, I shall feel myself amply repaid for the labor and thought I have bestowed on this humble Book.

I am fully conscious that this small volume has numerous defects and short-comings. I shall, therefore, feel deeply obliged to those, who will favor me with any suggestion and observation, which would add to the practical value of future editions, should such be called for.

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

April, 1879

ভূমিকা।

ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে ভারতজাত ভৈষজ্যের ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করা। এস্থলে চিকিৎসক মণ্ডলী বলিতে বঙ্গদেশস্থ মেডিকাল কলেজ ও স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণকে আমরা লক্ষ্য করিতেছি। কারণ তাঁহাদেরই ব্যবহারের জন্য এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইল।

জগদীশ্বর যেরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের রোগ শান্তির জন্য যে সেই সেই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে তদুপযুক্ত ভৈষজ্য দ্রব্যের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় কাহার মতদ্বৈধ হইতে পারে না। মানব, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা ও গবেষণা দ্বারা তাহা আবিষ্কার ও স্ব স্ব হিতোদ্দেশে ব্যবহার করিতে পারিবেন, তজ্জন্য পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে তদনুরূপ মনোবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল জাতি সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা কেবল স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার গুণে তদ্রূপ হইতে সমর্থ হইয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসীগণও সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে হউক বা নিজ দোষে হউক তাঁহাদের বংশধরেরা যে এক্ষণে কিরূপ হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিস্ময়াপন্ন ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানবজাতির যাদৃশ উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয়, বোধ হয় আর কোনরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র তদ্রূপ নহে। কারণ ইহজীবনে মানবজাতির মুখ্য উদ্দেশ্য যে সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা। এই কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত জগতের অতি শৈশ-

ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জগতের সেই শৈশবকালে আর্য্য পণ্ডিত-গণ কর্ত্তৃকই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি সংস্থাপিত হয়, ইহা এক্ষণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুরাবৃত্তবিৎ সুপ্রসিদ্ধ ডাং ওয়াইজ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দ্বারা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে, যে সেই জাতির পরপুরুষগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাহা ছিল তাহার সমূহ অবনতি হইয়াছে। এক্ষণকার ইউরোপীয় জাতির চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের আর্য্য-চিকিৎসা শাস্ত্র নিতান্ত হীন ও অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত ইহাতে এরূপ মহোপকারক ঔষধাদি প্রচলিত আছে, যাহা ইউরোপীয় ভৈষজ্যের অপেক্ষা অধিক উপকারী ও রোগারোগ্য সম্পাদনে সম্যক সমর্থ। সেই সমস্ত ভৈষজিক দ্রব্যের সম্যক আলোচনা ও ব্যবহারাভাবে ক্রমশঃ উহাদের মহোপকারিতা লোক সমাজে নীয়মান হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ দ্বারা যে উক্ত কার্য্য আ[illegible] সম্পাদিত হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। কারণ তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অনুন্নতিশীল এবং ইউরোপীয় সংস্কৃত প্রণালীর অনুক্রমে স্ব স্ব ভূয়োদর্শন লব্ধ জ্ঞান চিকিৎসক সাধারণ্যে বিদিত করিতে অনিচ্ছুক। তবে তাঁহাদের এই প্রকার জড়তাভাবের তিরোধান হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল সংসাধিত ও স্বদেশীয় ভৈষজ্যবিদ্যার সমূহ উন্নতি হইতে পারে।

আমাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বিবিধ রোগের অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকিতে আমরা রোগশান্তির প্রত্যাশায় বিজাতীয় ঔষধের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি, ইহা অপেক্ষা ভারতবাসীর অযশস্কর বিষয় আর কি আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে সকল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গবিশেষ আমাদের দেশে ভালরূপ নাই বা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা ভিন্ন দেশ বা জাতি হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে বিদেশীয় ঔষধের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বদেশীয় ঔষধ দ্বারা

To

James Irving Esqr., M. D.

Surgeon General, Bengal.

SIR.

If it is a custom with writers to dedicate their works to persons whom they admire and esteem, that custom, I presume, has its origin in feelings of the human heart. A Hindoo by birth and persuasion, I can not claim any thing my own, which has not been first offered to him under whom I have the honor to serve. Secondly the book I have undertaken to write being the first of its kind in the Bengali language, I feel that, before it is given to the general public, it should be offered to the fostering care of the highest Authority in the land on the subject treated in the work. So if I am moved to ask your permission to inscribe this book to you, it is the deepest feeling of duty and respect that moves me to take this bold and presumptuous step. I am conscious that this humble work is not, at any rate, worth your great and high name inscribed on it. But knowing that the warm interest you take in the use of Indian Drugs in the treatment of diseases of the people of this country, and that you are ever generous and kind to all your subordinates, high or low, I am confident to hope that this poor offering of an humble servant of yours will not be unacceptable to you.

I am, Sir,

Your most devoted & faithful

Servant,

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

Bharata Bhaishajya Tattwa.

OR

A

HAND BOOK OF MATERIA MEDICA AND
THERAPUTICS ON INDIAN
DRUGS.

*COMPILED FROM VARIOUS SANSKRIT AND
ENGLISH WORKS ON THE SUBJECT*

IN BENGALEE.

BY

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

MEDICAL OFFICER IN CHARGE OF A GOVERNMENT CHARITABLE
DISPENSARY AND SUBDIVISION IN THE PRESIDENCY DIVISION.

CALCUTTA.

printed by Bholanath chatterjee at the chikitsa tattwa press

and

PUBLISHED BY NREESINGHO PROSAD RAKHIT.

No 80 MOOKTARAM BAROO'S STREET CHOREBAGAN.

1879.

স্বজাতির রোগ যন্ত্রণা বিমোচন করিতে পারা যায়, তজ্জন্য ভারতবাসী চিকিৎসক মাত্রেরই অনুক্ষণ চেষ্টা করা উচিত। এই উপায় সংসিদ্ধির জন্য স্বদেশজাত ভৈষজ্যের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানাদিতে আশু প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণের বহুদর্শিতা ও এক্ষণকার ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের গবেষণা দ্বারা আমরা স্বদেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে সমূহ উপকার ও জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রণালীর অণুসরণে নিযুক্ত থাকিলে ক্রমশঃ ভৈষজ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। বর্ত্তমানকালে ভারতবাসীগণ যেরূপ রোগ শোকে জর্জ্জরিত ও তৎসঙ্গে আবার যথোপযুক্ত অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এরূপ অবস্থায় বিজাতীয় ও বিদেশাগত বহুমূল্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে কিরূপ অপরিসীম কষ্ট-জনক হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। যদি স্বদেশীয় সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণ বিদেশজাত ঔষধের পরিবর্ত্তে স্বদেশীয় ঔষধের বহুল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বজাতীয় লোকের অনেক দুঃখ যন্ত্রণা অপসারিত ও ভারত-ভৈষজ্য বিদ্যার উৎকর্ষতা সম্পাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়। কেবল কয়েকটী মাত্র বিদেশীয় ঔষধের উপর আমাদিগকে এক্ষণে নির্ভর করিতে হইতেছে, তদ্ভিন্ন অধিকাংশ ইউরো-পীয় ঔষধের অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসকগণ যদি ক্রমাগত এ বিষয়ের গবেষণায় অধ্যব-সায় সহকারে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিদেশীয় ঔষধের উপর নির্ভর এককালীন বিদূরিত হইতে পারে।

ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়, যে বিগত কয়েক বৎসর হইতে কয়েক জন সুশিক্ষিত কবিরাজ এদেশীয় ভৈষজ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েক খানি পুস্তক মাতৃভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশের অনেক উপকার দর্শি-য়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তকের যত অধিক

প্রচার হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবে। প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয়বর্গের উচিত যে এই সকল পুস্তক প্রণেতাদিগকে যথোচিত উৎসাহিত করেন। উৎসাহ অভাবে যে অনেকে সৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

বঙ্গীয় চিকিৎসক সমাজের মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত অনুসন্ধানেচ্ছার যথা কথঞ্চিৎ সাহায্য করণোদ্দেশে এই পুস্তক খানি প্রণয়নে সযত্ন হইয়াছি। আমাদের ন্যায় হীনবুদ্ধি ও বিদ্যা সম্পন্ন চিকিৎসকগণের এরূপ গুরুতর বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম জানিয়াও যে আমরা ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কারণ এপর্য্যন্ত মাতৃভাষায় এরূপ এক খানিও পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। ইহা দ্বারা যদি এক জন মাত্রও চিকিৎসকের দেশীয় ঔষধ ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হয় ও একটীমাত্রও রোগী ইহাতে বর্ণিত ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করে, তাহা হইলেও শ্রম সফল বোধ করিব।

ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে যেরূপ ভৈষজ্যতত্ত্ব বলিয়া একটী বিভাগ আছে, আর্য্যায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঠিক তদ্রূপ কোন বিভাগ নাই। পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্বের বর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য এই পুস্তক খানি সেই প্রণালী অবলম্বনে ও অকারাদি বর্ণক্রমে ঔষধের বিবরণ, বিবৃত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্য সকলের নাম, পর্য্যায়, উৎপত্তি স্থান, স্বরূপ, রাসায়নিকতত্ত্ব, ক্রিয়া, আময়িক প্রয়োগ, মাত্রা, ডাক্তারীমতের প্রয়োগরূপ, আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ ও মুষ্টিযোগ প্রভৃতি সবিস্তার বিবৃত হইল। যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা পরিশিষ্টে প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তকে যে সকল ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব এবং দ্বিতীয় সংস্করণকালে উহার সংশোধন করিয়া দিব অথবা চিকিৎসক সমাজ ও সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য "চিকিৎসাতত্ত্ব" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ করিব।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ এবং "রোগ ও তদৌষধ নির্ঘণ্ট" পরিশিষ্টে দিবার ইচ্ছা আছে।

১৮০০ শক।
ভাদ্র।

শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত।

উপক্রমণিকা।

মান পরিভাষা।

পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে কালিঙ্গ ও মাগধ নামক দ্বিবিধ মান প্রচলিত আছে। কিন্তু এক্ষণে তদনুরূপ নিয়মে ঔষধাদি মাপ বা ওজন করা হয় না। বর্ত্তমান কালের প্রচলিত মান নিম্নে লিখিত হইতেছে।

৪	ধানে	এক রতি।
৬	রতিতে	এক আনা।
১২	রতি বা দুই আনায়	এক মাষা।
৮	মাষায়	এক তোলা।
২	তোলায়	এক কর্ষ।
৮	তোলায়	এক পল।
৮	পলে	এক সের।
২	সেরে	এক প্রস্থ।
৮	সেরে	এক আড়ক।
৩২	সেরে	এক দ্রোণ।
১০০	পলে	এক তুলা।

তরল পদার্থের পরিমাপার্থে আর্য্য-চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে কোন রূপ মানযন্ত্র ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তরল পদার্থও ওজন করিয়া লওয়ার নিয়ম ছিল এবং এক্ষণেও তদনুরূপ প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দ্রব ও ঘন পদার্থের পরিমাপার্থ যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মিনিম বা বিন্দু।

৬০	মিনিমে	এক ড্রাম।
৮	ড্রামে	১ আউন্স।
২০	আউন্সে	১ পাইণ্ট।
৮	পাইণ্টে	১ গ্যালন।

ঘন পদার্থের ওজন।

১	গ্রেণ বা	অর্দ্ধ রতি।
৪৩৭॥০	গ্রেণে	এক আউন্স।
১৬	আউন্সে	এক পাউণ্ড।

বিন্দু বা ফোটার পরিমাণের স্থিরতা নাই, শিশী বা বোতলের মুখের পরিসর অথবা ঔষধের তরলতার ন্যূনাধিক্যানুসারে বিন্দু ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু মিনিমের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ঔষধ ব্যবস্থাকালে এই বিষয়টী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদমতের ঔষধের মধ্যে তরল দ্রব্যের দ্বিগুণ লওয়া বিধি। অর্থাৎ ঘৃত বা তৈল পাক করিতে যদি উক্ত দ্রব্য এক প্রস্থ লইবার উপদেশ থাকে, তবে উহার ২ প্রস্থ অর্থাৎ ৪ সের লইতে হইবে। কিন্তু এই পুস্তকের যে যে স্থলে সের বলিয়া লেখা আছে, তৎস্থলে দ্বিগুণ লইতে হইবেক না। কারণ সেই সেই স্থলে দ্বিগুণ করিয়াই পরিমাণ (সের) লিখিত হইয়াছে।

ঔষধের মাত্রা।

আয়ুর্ব্বেদমতে সাধারণতঃ এইরূপ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপদেশ থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—এক মাস বয়স্ক শিশুকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ, মধু, দুগ্ধ, চিনি বা ঘৃত সহ অবলেহ করাইবে। তৎপরে প্রতি মাসে এক এক রতি মাত্রা বাড়াইয়া এক বৎসর বয়সের সময় ১২ বার রতি করিবে। এস্থলে ১২ রতিতে এক মাষা ধরিতে হইবে। দুই বৎসর বয়স্ককে ২ মাষা, তিন বৎসর বয়স্ককে ৩ মাষা, এইরূপ প্রতিবৎসর এক এক মাষা বৃদ্ধি করিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়সে মাত্রা ২ তোলা করিতে হইবে। এইরূপ মাত্রা সপ্ততি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রয়োজ্য। তদূর্দ্ধ বয়সে ক্রমশঃ বালবৎ মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এরূপ মাত্রায় প্রায়ই ঔষধাদি ব্যবহৃত হয় না। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত মাত্রাপেক্ষা অনেক কম মাত্রায় ব্যবহার হয়। কারণ এক্ষণকার লোকদিগের বল বীর্য্যাদি, প্রাচীনকালের লোকদিগের অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। বিষাক্ত ঔষধের মাত্রা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে, তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত নহে। বর্ত্তমানকালে যেরূপ মাত্রায় ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা প্রতি ঔষধের বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে। অনবধানতাবশতঃ যে যে স্থলে মাত্রা উল্লিখিত হয় নাই, তাহা পরিশিষ্টে বিবৃত হইবে। এই পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপের যেরূপ মাত্রা বর্ণিত হইয়াছে, ব্যবহারকালে রোগীর শারীরিক শক্তি আদির অবস্থা দৃষ্টে তদপেক্ষা হ্রাস করা সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য মাত্রা ব্যবস্থা করিবেন। এদেশের যে সমস্ত ঔষধ ইউরোপীয়

চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার মাত্রা সম্বন্ধে কোন গোল যোগ নাই। কারণ সে সমস্ত ঔষধের ও অহাদের প্রয়োগরূপ সমূহের মাত্রা যথা স্থানে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেত।

কেবল লবণ উল্লিখিত থাকিলে সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ চন্দনে রক্তচন্দন। চূর্ণ, লেহ ও স্নেহ সাধনে শ্বেতচন্দন এবং কষায় ও লেপে রক্তচন্দন ব্যবহার্য্য। দুগ্ধ ও ঘৃত বলিতে গোদুগ্ধ ও গোঘৃত বুঝিতে হইবে। তৈল বলিতে তিল তৈল। বিষ শব্দে কাট বিষ। পারদ ও গন্ধক একত্রে মর্দ্দন ও কজ্জলী করিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ত্রিকটু ও ত্রিফলা লিখিত থাকিলে শুঠ পিপুল মরিচ এবং হরিতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে অন্যান্য দ্রব্যের (ঔষধের তালিকার লিখিত দ্রব্য) সমান ভাগে গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল মরিচ উল্লিখিত থাকিলে গোলমরিচ দিতে হইবে। পঞ্চলবণ শব্দে সৈন্ধব সচল বিট সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ। লৌহ অভ্র স্বর্ণ রৌপ্য বঙ্গ তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য জারিত ব্যবহার্য্য। মুক্তা শঙ্খ বরাট শুক্তি ও শম্বুকাদির ভস্ম গ্রাহ্য।

প্রতিনিধি।

চিতার অভাবে দন্তী অথবা অপামার্গ ক্ষার, ধন্যয়াস অভাবে দুরালভা, তগরপাদুকা অভাবে কুড়, মূর্ব্বাভাবে পিয়াশালত্বক, কুলেখাড়ার পরিবর্ত্তে মানকন্দ, লক্ষ্মণার অভাবে নীলকণ্ঠশিখা, ময়ুরশিখা, নীলোৎপলের অভাবে সুঁদিপুষ্প, জাতীপুষ্পের অভাবে লবঙ্গ, অর্কপত্রাদির দুগ্ধাভাবে রস গ্রাহ্য। পৌষ্করাভাবে কুড়, লাঙ্গলী অভাবেও কুড়, সোমরাজী অভাবে চাকুন্দেবীজ, দারুহরিদ্রার পরিবর্ত্তে হরিদ্রা। রসাঞ্জনের (রসত) অভাবে দারুহরিদ্রা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে ফটকিরি ব্যবহার্য্য। বামনহাটীর অভাবে তালীশপত্র অথবা কণ্টকারি মূল, রুচক লবণাভাবে খারিলবণ, যষ্টিমধুর অভাবে ধাতকী, অম্লবেতস অভাবে চুক্র (চুকাপালং), দ্রাক্ষাভাবে গাম্ভারী ফল। নখীর পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, কস্তূরী অভাবে কঙ্কোল,

কঙ্কোলের অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধ মুতা বা গেটেলা, কুঙ্কুমাভাবে কুসুমফুল, শ্রীখণ্ড চন্দনাভাবে কর্পূর বা রক্তচন্দন, রক্তচন্দনাভাবে নূতন বেনার মূল। নাগেশ্বরাভাবে পদ্মকেশর, মেদ ও মহামেদ অভাবে শতমূল, জীবক ও ঋষভকাভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ক্ষীরকাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধা, ঋদ্ধি বৃদ্ধির অভাবে চামার আলু। ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, ভেলার অভাবে চিতা। সুবর্ণাভাবে স্বর্ণমাক্ষিক, রজতাভাবে রজত মাক্ষিক, স্বর্ণমাক্ষিকের অভাবে স্বর্ণ বর্ণ গেরিমাটী, স্বর্ণ ও রৌপ্যাভাবে লৌহও প্রশস্ত। মুক্তার অভাবে ঝিনুক, মধু অভাবে পুরাতন গুড়, মিছিরি অভাবে শ্বেতবর্ণ চিনি, চিনি অভাবে খাঁড়, দুগ্ধাভাবে মুগ বা মসূরীর ক্বাথ। পুরাতন গুড় অভাবে নূতন গুড় ৪ প্রহর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ভূম্যামলকীর পরিবর্ত্তে আমলকী। লৌহাভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপাভাবে কৃষ্ণসর্ষপ, চই ও গজপিপুল অভাবে পিপুলমূল। কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রা। পুষ্প অভাবে সেই বৃক্ষের অপক্ক ছোট ফল। চামার আলুর অভাবে চুবড়ী আলু। মতান্তরে মেদ স্থলে বেড়েলা বা অশ্বগন্ধা, মহামেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল, জীবকস্থলে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে বংশলোচন, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা ও বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষ চাকুলে বা অনন্তমূল এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্ত্তে শতমূল গ্রাহ্য।

প্রতিনিধির জন্য সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সংযোগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের তালিকার মধ্যে দ্রব্য বিশেষের অভাব হইলে তৎগুণ বিশিষ্ট পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য সংযোগ করিতে হইবে।

ভেষজের অঙ্গ গ্রহণ।

সাধারণতঃ ভেষজ বৃক্ষের মূলই গ্রহণীয়। উদ্ভিদের অঙ্গ বিশেষ অনুক্ত থাকিলে মূল বুঝিতে হইবে। বৃহৎ মূলের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া উহার বল্কল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র মূল সকলের সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। ফলপ্রধান বৃক্ষের ফলই গ্রাহ্য। খদিরাদির সার, নিম্বাদির বল্কল, দাড়িমাদির ফল ও পটোলাদির পত্র গ্রহণীয়। বিল্বের বল্কল কিন্তু উদরাময়ে বিল্বশুঠ গ্রাহ্য।

দ্রব্যাদির ভাগ পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করিতে হইবে।

ভেষজ বিধান।

স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট এই পাঁচ প্রকার কষায়। ইহারা প্রথম হইতে পর পর লঘু।

দ্রব্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া যে রস বাহির করা যায়, তাহাকে স্বরস কহে। চূর্ণিত দ্রব্য আদ সের, জল ২ সের, ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে তাহাকে উত্তম রস কহে। স্বরসের অভাবে শুষ্ক দ্রব্য ষোলগুণ জলে দিয়া সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে। স্ববসের মাত্রা ৪ তোলা, অগ্নিসিদ্ধ রসের মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু এক্ষণে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

চিনি, গুড়, মধু, যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, লবণ, জীরক, ঘৃত তৈল ও চূর্ণাদি, স্বরসে ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিবে।

তণ্ডুল জলবিধি। কুট্টিত তণ্ডুল ৮ তোলা, জল ১২৮ তোলা ৫।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল গ্রহণীয়।

হিমবিধি। কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, জল ১৯২ তোলা, রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতেঃ ছাকিয়া লইবে। ইহাকে শীত কষায়ও বলে। ইহার মাত্রা ২—৪ তোলা।

মন্থবিধি। জল ৬৪ তোলা, কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, মৃৎপাত্রে রাখিয়া সম্যকরূপে মন্থিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৪—৮ তোলা।

ফাণ্টবিধি। কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, উষ্ণজল ১ সের। ভিজাইয়া রাখিয়া ৩।৪ ঘণ্টা পরে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৪—৮ তোলা। ইহার সঙ্গে গুড় চিনি মধু এক বা দুই তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন বিধেয়।

কল্কবিধি। আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য জলসহ শিলাপিষ্ট করিবে। সেবনার্থ উহা হইতে রস বাহির করিয়া বিধান করিবে।

ভাবনাবিধি। চূর্ণ দ্রব্য সম্যক ভিজিয়া থাকে, এরূপ পরিমাণে স্বরস বা ক্বাথ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হইলে পুনরায় রস বা ক্বাথ দিতে হইবে। এক দিনে ২।৩ বার ভাবনা দেওয়া যাইতে পারে। কোন দ্রব্যের ক্বাথের দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ভাব্য দ্রব্যের সমান ক্বাথ্য দ্রব্য লইয়া ক্বাথ্য দ্রব্যের আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্ট ভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে। রস বা ক্বাথ দিয়া ভাব্য দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

পুটপাকবিধি। ভেষজ দ্রব্য, বট জম্বু আদির পত্রে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। লেপ অঙ্গার বর্ণ হইলে উত্তোলন করিয়া ঔষধীয় দ্রব্য বাহির করিবে। পরে উহা নিঙ্গড়াইয়া রস নিঃসারিত করিবে। কখন কখন পুটপাকের ঔষধ চূর্ণ বা বটিকাকারে ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণোদক বিধি। অষ্টমাংশ বা চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে জল নামাইবে। ইহা পানে শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদ নষ্ট হয়। ইহা বস্তিশোধন ও দীপনকর, কাস শ্বাস ও জ্বরে পান করা বিধেয়।

ক্ষীরপাক বিধি। দ্রব্য হইতে দুগ্ধ ৮ গুণ আর দুগ্ধ হইতে জল ৪ গুণ, পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ক্বাথ বিধি। কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, জল ২৫৬ তোলা, পাকশেষ ৩২ তোলা। মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিতে হইবে।

দ্রব্যের পরিমাণ ২ হইতে ৮ তোলা পর্য্যন্ত হইলে ১৬ গুণ জল দিবে। ৩২ তোলা পর্য্যন্ত হইলে ৮ গুণ এবং দুই সের পর্য্যন্ত দ্রব্য হইলে ৪ গুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। দ্রব দ্রব্যের দ্বৈগুণ্য অর্থাৎ ১৬ গুণ স্থানে ৩২ গুণ জল দিবার বিধি আছে।

ক্বাথপান মাত্রা। উত্তম মাত্রা ১ পল, মধ্যম মাত্রা ৬ তোলা ও হীন মাত্রা ৪ তোলা।

ক্বাথে চিনি ৪, ৮ বা ১৬ অংশ ক্ষেপণ করিবে। জীরক, গুগ্গুল, ক্ষার

লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু, ত্রিকটু একশাণ অর্থাৎ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ক্ষেপণ করিবে। মধুও সিকি বা আদ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে।

সাধারণতঃ বর্ত্তমানকালে কাথ্য দ্রব্য সমষ্টি ২ তোলা, জল ৩২ তোলা সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া দুই বারে পান করা বিধি আছে। যে কোন পাচন হউক না কেন তাহাতে যে কয়েক দ্রব্য আছে তাহাদের মোট ওজন ২ তোলা লইতে হইবে। এই পুস্তকে যেসকল কাথের উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিয়া সেবন করান বিধেয়।

অবলেহ বিধি। চূর্ণ ঔষধীর ৪ গুণ চিনি, বা চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় এবং দ্রব (জল) চারিগুণ দিয়া পাক করিবে। সুপক্ক হইলে আটা আটা হইবে ও হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে গোলাকার হইবে।

বটীকা ও মোদক বিধি। চিনি ৪ গুণ ও গুড় দ্বিগুণ (চূর্ণের) দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া লেহবৎ করিবে, পরে মধু দ্বারা মোদক বা বটীকা বাঁধিবে। চূর্ণ সম মধু ও গুগগুলু দিতে হয়। মোদকে দ্বিগুণ দ্রব বা জল দিয়া পাক করিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই তোলা। কিন্তু এক্ষণে ইহা অপেক্ষা অনেক কম মাত্রায় ব্যবহার হয়।

ঘৃত ও তৈলপাক বিধি। কল্ক দ্রব্যের চারিগুণ ঘৃত বা তৈল এবং স্নেহের চতুর্গুণ দ্রব দিয়া পাক করিতে হয়।

কাথ্য দ্রব্যের চতুর্গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাদশেষ রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে তাহা স্নেহে অর্থাৎ তৈল বা ঘৃতে দিয়া পাক করিবে।

মৃদু দ্রব্যে ৪ গুণ ও কঠিন দ্রব্যে ৮ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেহ কেহ ৮ ও ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে বলেন। মৃদু দ্রব্য যথা গুলঞ্চাদি, কঠিন দ্রব্য যথা শুণ্ঠি আদি।

কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণানুসারে যেরূপ জল দিয়া কাথ প্রস্তুত করার বিধি আছে। তাহা কাথ বিধি দেখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

জল দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কল্ক, স্নেহের চতুর্থাংশ হইবে। কাথ দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কল্ক, দ্রব্য স্নেহের ষষ্ঠাংশ, আর

স্বরস দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কল্ক দ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ দিতে হইবে।

দুগ্ধ, দধির মাত ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্ক দ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ দিবে। এবং কল্কের সম্যক পাকার্থ উহার (কল্কের) চতুর্গুণ জল দিবে। উক্ত জল সহ কল্ক পেষণ করিয়া দিবে।

যখন স্নেহ পঞ্চ দ্রব (দুগ্ধ দধি স্বরস তক্র, কল্কোপযুক্ত জল) দ্বারা পাক করিতে হয়, তখন প্রত্যেক দ্রব স্নেহের সমতুল্য হইবে। দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র মিলিত স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কেবল দ্রব্য (কল্ক) দ্বারা যখন স্নেহ পাক করিতে হয় তখন কল্ক জল পিষ্ট করিয়া দিবে ও স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে। যে স্থানে কেবল ক্বাথ দিয়া স্নেহ পাকের বিধি আছে তথায় ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্কও স্নেহে যোজনা করিবে।

কল্ক দ্রব্য পুষ্প হইলে, জল স্নেহের ৪ গুণ ও কল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ দিবে।

স্নেহের কল্ক বর্ত্তিবৎ, অঙ্গুলিতে বিবর্ত্তিত ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দহীন হইলে স্নেহ পাক সিদ্ধ হয়। স্নেহপাক তিন প্রকার যথা—মৃদু, মধ্য ও খর। কল্ক ঈষৎ সরস থাকিলে মৃদু পাক, কল্ক নীরস ও কোমল হইলে মধ্যপাক এবং কল্ক ঈষৎ কঠিন হইলে খরপাক বলে। তদূর্দ্ধ হইলে দগ্ধ পাক কহে। তাহা কোনরূপ ফলপ্রদ নহে। নস্যার্থ মৃদু পাক, সর্ব্ব কর্ম্মে মধ্য পাক ও অভ্যঙ্গার্থ খর পাক বিধেয়।

ঘৃত তৈলাদি একদিনে পাক সমাধা করা উচিত নহে। ১০।১৫ দিন বা মাসাবধি ধরিয়া উহার পাক করিবে অর্থাৎ ক্বাথাদি দ্রব পদার্থ ক্রমে ২ তৈলাদিতে দিয়া সিদ্ধ করিবে। মৃৎ, লৌহ বা তাম্র পাত্রে স্নেহ পাক করিবে। কেহ কেহ মৃণ্ময় পাত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বিশেষ প্রয়োজনকালে ৫।৭ দিনেও স্নেহ পাক সমাধা করা যাইতে পারে।

তিল তৈল মূর্চ্ছা বিধি। দৃঢ় কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। তৈল নিষ্ফেণ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে পেষিত

হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। পরে কুট্টিত ও জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা (তৈলের ষোড়শাংশ) ক্রমশঃ তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ মুতা নালুকা আমলকী বহেড়া হরীতকী কেয়ার মূল বালা চূর্ণ প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈলের $\frac{১}{৬৪}$ অংশ জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন তদবস্থায় রাখিবে। হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠার সিকি দিতে হয়। সাধারণতঃ কাঁচা হরিদ্রাই প্রযোজিত হইয়া থাকে। তৈলের সহিত কল্ক ও ক্বাথাদি দ্বারা পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্য ছাকিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উহা সুগন্ধ ও অরুণ বর্ণ হয়।

কটু তৈল মূর্চ্ছাবিধি। পূর্ব্ববৎ, কেবল মূর্চ্ছা দ্রব্য এইগুলি দিতে হয়। যথা—আমলকী হরিদ্রা মুতা বেলছাল দাড়িমছাল নাগেশ্বর কৃষ্ণজীরা বালা নালুকা ও বহেড়া।

এরণ্ড তৈল মূর্চ্ছাবিধি। মঞ্জিষ্ঠা মুতা ধনে ত্রিফলা জয়ন্তীপত্র বালা বনখেজুর বটেরঝুরি হরিদ্রা দারুহরিদ্রা নালুকা ও কেয়ারমূল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তৈল ৪ সের, কাঁজি ও দধি তৈলের সমান। পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা দিবে।

ঘৃত মূর্চ্ছাবিধি। ৪ সের ঘৃতে প্রথমে হরিদ্রা ৮ তোলা, তৎপরে লেবুর রস ৮ তোলা দিবে। তদনন্তর হরীতকী আমলকী বহেড়া মুতা প্রত্যেকে ৮ তোলা (মূর্চ্ছা দ্রব্য) ও জল ১৬ সের দিয়া পাক করিবে।

লাক্ষারস। আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। কেহ কেহ ছয় গুণ জলে সিদ্ধ করিতে উপদেশ দেন।

মাংস রস। ঘন রস গ্রহণ করিতে হইলে মাংস ১॥০ সের, জল ৪ সের; যে পর্য্যন্ত মাংস উত্তমরূপ সিদ্ধ না হয়, ততকাল পাক করিয়া

অবতারণ ও হস্ত দ্বারা চট্‌কাইয়া পরে কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইবে। তরল রস করিতে হইলে মাংস তিন পোয়া দিবে। যূষ পাক করিতে চতুর্দ্দশ গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য। পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

গন্ধপাক। প্রত্যেক দ্রবের সহিত পৃথক পৃথক স্নেহের পাক করিতে হয়। অবশেষে কল্কপাক। কল্কপাক করিবার সময় স্নেহে, স্নেহের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হয়। তদনন্তর গন্ধদ্রব্য সহ পাক করা কর্ত্তব্য। গন্ধপাকার্থ নিম্নলিখিত গন্ধদ্রব্য দিতে হয়। যথা—এলাচ (ছোট) দারচিনি লবঙ্গ কুঙ্কুম অগুরু মুরামাংসী কক্কোল জটামাংসী শঠী তেজপত্র শ্বেতচন্দন মূতা লতাকস্তুরী কুড় শৈলেয় বেনারমূল গন্ধবিরোজা মেথী সরলকাষ্ঠ দোনা গেটেলা প্রিয়ঙ্গু জায়ফল জীরা বচ খাটাশী রেণুক নালুকা পদ্মকাষ্ঠ জইত্রী নখী কর্পূর মৃগনাভি কুন্দরখোটী শিলারস গুলফা দেবদারু, মিলিত তৈলের অষ্টমাংশ (কেহ কেহ কল্কের সমান দিতে বলেন) দেওয়া কর্ত্তব্য। পাকের পূর্ব্বে এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য জলসহ কুট্টিত করিয়া তৈলে দিয়া তৈলের সমান জল দিয়া পাক করিবে। অবশেষে তৈল ছাকিয়া লইয়া কর্পূর মৃগনাভি শিলারস ও নখী তৈলের সহিত মিশাইবে। গন্ধপাকের সময় এই দ্রব্য চতুষ্টয় দিতে হইবে না। ৪ সের তৈলে উক্ত গন্ধদ্রব্য সমস্ত প্রত্যেকে ১ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা দিতে কেহ কেহ বলেন। কেয়া, জুই, জাতী, চাঁপা, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুটজ, পারুল এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও তৈলে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ঘৃত পাক কালে গন্ধদ্রব্য দিতে হয় না।

আসবারিষ্ট বিধি। দ্রব ৬৪ সের, গুড় ১০০ পল, মধু ৫০ পল, প্রক্ষেপ দ্রব্য গুড়ের দশমাংশ অর্থাৎ ১০ পল। যেস্থানে পরিমাণ অনুক্ত থাকে, তথায়ই কেবল এই নিয়ম, অন্যত্র নহে। ঔষধ দ্রব্যের কাথ দ্বারা প্রস্তুত হইলে অরিষ্ট কহে। আর ঔষধ দ্রব্য সিদ্ধ না করিয়া কেবল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রস্তুত করিলে আসব হয়। আবৃত পাত্রে সমস্ত দ্রব্য একত্রে একমাস ভিজাইয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক হইয়া আসব বা অরিষ্ট-রূপে পরিণত হয়।

মহাপুট। গভীরতা ও বিস্তৃতিতে কুণ্ডটী চারিদিকে ২ হাত করিয়া হইবে। এক সহস্র বনোপল দ্বারা উহা পূরণ ও তন্মধ্যে কোষ্ঠরুদ্ধ ঔষধ দ্রব্য স্থাপিত করিয়া তৎপরে তদুপরি আর অর্দ্ধ সহস্র বন ঘুটে দিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিবে, ইহাকে মহাপুট কহে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে।

গজপুট। ১।০ হাত গভীর ও আয়তে একটী কুণ্ড কাটিয়া বনোপল দ্বারা অর্দ্ধেক পূরণ করিবে, পরে ঔষধ দ্রব্য সরাব সংপুট বা মুষা-যুগ্মে রুদ্ধ করিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে। পরে বনোপল দ্বারা সমস্ত গর্ত্ত পরিপূরিত করিয়া অগ্নি দিবে।

বারাহপুট। মুটুম হস্ত পরিমিত গর্ত্তে পুটপাক করিলে তাহাকে বারাহ পুট কহে।

কুক্কুট পুট। বিতস্তি (এক বিগাত) বা ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত গভীর কুণ্ডে পোড় দিলে কুক্কুট পুট কহে।

কপোতপুট। যে খাতে আটখানি ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড় দেওয়া হয়, তাহাকে কপোত পুট কহে।

লঘুপুট। মুষাযন্ত্রের নিম্ন ও উপরে অল্প কয়েকখান ঘুটে দিয়া পোড় দিতে হয়।

বালুকাযন্ত্র। ১৬ অঙ্গুলি গভীর ভাণ্ডে কুপিকা নিহিত করিয়া কুপিকার কণ্ঠ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া অগ্নিতে পাক করিলে তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে। একটী হাঁড়ির অর্দ্ধেক বালুকা দ্বারা পূরণ করিয়া তদুপরি মুষাবদ্ধ ঔষধ রাখিয়া সমস্ত হাঁড়ি বালুকা পূর্ণ করিবে, পরে নিচে জ্বাল দিবে। এইরূপ জ্বাল ২।৩ বা ৪ ঘণ্টা দিতে হয়। কেহ-কেহ উক্ত পাত্রের উপর ধান্য ছড়াইয়া দিতে বলেন। ধান্য যখন ফুটিয়া যায়, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

দোলাযন্ত্র। ঔষধ দ্রব্য বস্ত্রমধ্যে বা ভূর্জপত্রে বাঁধিয়া কাঁজিপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া হাঁড়ির নিচে জ্বাল দিতে হয়। কাঁজি ভিন্ন

জল বা অন্য কোন দ্রব পদার্থ দ্বারা সময়ে সময়ে হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হয়।

মূসাযন্ত্র। ধান্যের তুঁষ, মৃত্তিকা ও খড়িমাটী দ্বারা মুষা প্রস্তুত করিবে। কর্ম্মকারেরা সচরাচর যেরূপ মুচী ব্যবহার করে, তাহাতে অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হয়। একটী মুচীতে ঔষধ রাখিয়া আর একটী তদুপরি আবৃত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মুঁচীর উপরে প্রথমে কর্দ্দমসিক্ত বস্ত্র খণ্ড আচ্ছাদন দিয়া পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া শুষ্ক করিলেও হয়। ঝিণুক দ্বয়ের মধ্যে ঔষধ দ্রব্য পুরিয়া ও লেপ দিয়া কোন কোন ঔষধ পাক করিতে হয়।

স্বেদন যন্ত্র। কাঁজি বা জল পূর্ণ হাঁড়ির মুখে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া তদুপরি স্বেদ্য দ্রব্য দিয়া সরাব বা মালশা দ্বারা ঢাকিয়া হাঁড়ির নিচে জ্বাল দিবে।

বিদ্যাধর যন্ত্র। একটী হাঁড়ি বা স্থালীর মধ্যে [illegible]ন বা ভেষজ দ্রব্য রাখিয়া তাহার মুখোপরি আর একটী স্থালী বা মালসা রাখিয়া লেপিবে। ঊর্দ্ধপাত্রে জল দিয়া নিচের পাত্রে ৪ প্রহব পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ ঊর্দ্ধ পাত্রের অধোদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রও এইরূপ। বোতলের মধ্যে ঔষধ দ্রব্য পুরিয়া ও বোতলের চারিদিক কর্দ্দমসিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া ও মৃত্তিকার দ্বারা লেপিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহা বালুকা যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া পাক করিবে। ঔষধ ঊর্দ্ধপাতন ক্রিয়া প্রভাবে বোতলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ভূধর যন্ত্র। গর্ত্ত মধ্যে মূষা রাখিয়া উহার সমস্তাঙ্গ বালুকা দ্বারা পূরণ করিয়া ও দীপ্ত উপল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পোড় দিলে তাহাকে ভূধর যন্ত্র কহে।

ডমরু যন্ত্র। একটী কলসীর উপর আর একটী কলসী রাখিয়া ঔষধ পাক করাকে ডমরুযন্ত্র কহে। নিচের কলসীতে ঔষধ স্থাপন করিতে হয়।

তীর্য্যকপাতন যন্ত্র। চুয়ানে প্রকরণ যদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে তীর্য্যক পাতন বা বকযন্ত্র কহে।

ঔষধ প্রস্তুতের ডাক্তারী রীতি।

সার প্রস্তুত বিধি।

১। হরিত সার। বনজ দ্রব্যের সরস বল্কল ও মূলাদির নিষ্পীড়িত রসকে ২১২ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিবে, পরে জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা ১৬০ তাপাংশের অনধিক সন্তাপে যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত করাইবে। সরস পত্র হইতে সার প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার নিষ্পীড়িত রসকে ১৩০ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহার বর্ণজনক হরিৎ পদার্থকে পৃথক্ করিয়া রাখিবে। পুনরায় ঐ রসকে ২০০ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া তাহার সংযত আণ্ডলালিক পদার্থকে ছাঁকিয়া ফেলিবে, পরে জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া শর্করার পাকের ন্যায় হইলে পূর্ব্বোক্ত পৃথক্‌ভূত বর্ণপদার্থ ইহার সহিত মিলাইয়া ১৪০ তাপাংশের অনধিক সন্তাপে যথোপযুক্ত গাঢ় করিয়া লইবে। গাঢ় করিবার সময় অনবরত খুন্তি দ্বারা বিলোলিত করিবে।

২। জলীয় সার। শুষ্ক বনজ দ্রব্যকে শীতল বা উষ্ণজলে ভিজাইয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া ঐ ফাণ্টকে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা যথোপযুক্ত গাঢ় করিয়া লইবে। শীঘ্র নষ্ট না হয়, এই উদ্দেশে কোন কোন জলীয় সারের সহিত কিঞ্চিৎ সুরা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়।

৩। সুরাবাসিত সার। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সুরা দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া সুরা চুয়াইয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ় করিবে।

অরিষ্ট প্রস্তুত বিধি।

ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, ৭॥০ ছটাক সুরাতে ৪৮ ঘণ্টা

পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সমুদায়কে পার্কোলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া আর আড়াই ছটাক সুরা ঢালিয়া দিবে। আধারভাণ্ডে সমুদায় অরিষ্ট নির্গত হইলে যন্ত্র মধ্যস্থ ঔষধকে চাপিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও নির্গত করিবে। পরিশেষে অপর সুরা সংযোগ দ্বারা দশ ছটাক পূর্ণ করিবে।

পার্কোলেশন যন্ত্রের বিবরণ। একটি দুই মুখ খোলা দীর্ঘ কাচের বা বাঁশের চোঙ্গার এক মুখ শোষক কাগজ ও বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিবে, পরে তন্মধ্যে ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ রাখিয়া তদুপরি সুরা ঢালিয়া দিবে, ঐ সুরা উক্ত চূর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সার অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক শোষক কাগজের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিন্দু বিন্দু হইয়া নিচে স্থাপিত আধার ভাণ্ডে পড়ে।

এই গ্রন্থোক্ত সমুদায় অরিষ্ট দেশী সুরা দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে।

জলস্বেদন যন্ত্র।

এক পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া উষ্ণ করিবে পরে ঐ জলোপরি পাত্রান্তর সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ঔষধ দ্রব্য রাখিয়া নীচের পাত্রে সন্তাপ প্রদান করিবে। নানা প্রকার ঔষধ শুষ্ক করিতে কিম্বা চুয়াইবার জন্য এই যন্ত্র প্রয়োজন হয়।

বালুকা যন্ত্র।

প্রথমতঃ একটী লৌহ পাত্রে বালুকা পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সন্তাপ প্রদান করিবে এবং বালুকোপরি যথোচিত পাত্র স্থাপিত করিয়া ঐ পাত্রে ঔষধ রাখিয়া, শোষণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে।

চুয়ান প্রকরণ।

প্রথমতঃ ঔষধ দ্রব্যকে খণ্ড খণ্ড রূপে কর্ত্তন করিয়া জলপূর্ণ কোন পাত্রের মধ্যে পুরিতে হয়, পরে ঐ পাত্রের মুখ ভাগে একটী নল দিয়া অব-

শিষ্ট সমুদায় ভাগ আচ্ছাদন করতঃ ঐ নল অপর কোন জলোপরিস্থ শীতল শূন্য পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া পাত্রের মুখ আঁটিয়া দিতে হয়। অনন্তর প্রথম পাত্রের তলভাগে জ্বাল দিলেই উহার অভ্যন্তরস্থ ঔষধীয় দ্রব্যের রস সকল বাষ্পের আকারে উদ্গত হইয়া অপর শূন্য পাত্রমধ্যে প্রবেশ করে। বালুকা যন্ত্র, জলস্বেদন যন্ত্র বা দীপশিখা দ্বারা উত্তাপ প্রদান করিবে।

বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ও রাখিবার নিয়ম।

শুষ্ক বনজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবে। বর্ষা ও হিমাদিতে ভিজা হইলে গ্রহণ করিবে না। ঐ সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর নূতন নূতন সংগ্রহ করিবে। এক বৎসর অতীত বা হীনবীর্য্য হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিতে হইলে শাখা ও পত্র নির্গমের পূর্ব্বে বৃক্ষমূল উৎপাটন করিয়া লইবে। বৃক্ষের বল্কল প্রয়োজন হইলে, যে সময়ে বল্কল বৃক্ষ হইতে অনায়াসে পৃথক হইতে পারে, সেই সময়ে সংগ্রহ করিবে। বৃক্ষের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে এবং বীজ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে পত্র সকল সংগ্রহ করিবে।

বীজ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরিপক্ক ফল আহরণ করিবে। ঐ বীজ সকল খোলা হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে না, প্রয়োজন হইলেই খোলা হইতে পৃথক করিয়া লইবে।

এই সকল ঔষধ কিছুকাল রাখিবার আবশ্যক হইলে মৃদু সন্তাপ দ্বারা উহাদিগকে শুষ্ক করিয়া যথোচিত ভাণ্ডের ভিতর রাখিবে এবং ঐ ভাণ্ড এমন স্থানে রাখিবে, যে উহাতে অধিক উত্তাপ বা শৈত্যস্পর্শ না হয়।

সূচীপত্র।

রোগ নির্ঘণ্টের সূচীপত্র।

সম্পূর্ণ

কলিকাতা।
চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত।

পাক শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, খাটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, মেদ, মহামেদ, ত্রিকুট, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া, প্রত্যেকে ১ পল পেষণ করিয়া দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কাস শ্বাস, জ্বর, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মাদি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ র

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পত্র ও পুষ্প সহিত বাসকের রস ১—৪ তোলা, মধু চিনি সহ সেবনে পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বর, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও কামল নষ্ট হয়। ভাব:

বাসকের শীতফাণ্ট; চিনির সহিত পান করিলে কাস, রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

বাসক, যমানী ও পিপুল অথবা বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চের ক্বাথ; মধু সহ পান করিলে জ্বর, কাস শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

বাসকের রস মধুর সহিত লেহন করিলে জ্বরের কাসি ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। ঐ

বাসকের রস ও মধু সহ দ্রাক্ষা, চন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ সেবনে নাশিকা, মুখ, গুহ্য ও যোনি আদি স্থানের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ঐ

বাসা, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিম্ব, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা ও পটোল পত্রের ক্বাথ সেবনে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

বামনহাটী, ভার্গী, ব্রহ্মযষ্টিকা।

ভার্বিনেসী জাতীয় ক্লিরোডেনড্রন সিফোন্যানথস নামক বৃক্ষের মূল। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুক্ষ কটু, তিক্ত, রুচ্য, উষ্ণ, পাচন ও দীপন এবং গুল্ম, রক্ত অর্শোগ, কাস কফ, শ্বাস, পীনস ও বাতজ্বর নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দ্বাত্রিংশ ক্বাথ। বামনহাটী, নিম্ব, মুতা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা বাসক, আতিস, ক্রয়ন্তী (বলাডুমুর) কট্‌কী, বচ, ত্রিকটু, শ্যোনাক, বকুল, রাস্না, দুরালভা, পটোল, পাটলা, শঠী, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণী, তেউড়ী, ব্রাহ্মী, পুষ্কর, বৃহতী, কণ্টকারি, হরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া ও দেবদারুর ক্বাথ সেবনে সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ভাবঃ

ভার্গীগুড়। বামনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, হরীতকী ১০০ টা (বস্ত্রে বাঁধিয়া দিবে) জল ১১৬ সের, পাকশেষ ২৯ সের। বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথে ১০০ পল পুরাতন গুড় ও হরীতকীগুলি দিয়া পাক করিবে; লেহবৎ হইলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ প্রত্যেকে ১ পল, যবক্ষার ৪ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ হইতে ৪ তোলা ও হরীতকী একটী। ইহাতে সুদারুণ শ্বাস কাস, অরুচি, ক্ষয়, প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ঐ

ভার্গীশর্করা। বামনহাটীর মূল, বাসক মূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের; বাদুড়ের মাংস ৪ পল, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের; ছাকিয়া উভয় ক্বাথ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তৎসঙ্গে চিনি ২ সের গুলিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামনহাটী, বচ, গোক্ষুর, দারচিনি, ছোট এলাচ,তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কট্‌ফল, কুলত্থ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে; শীতল হইলে ইহাতে মধু ৪ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণজ্বর নষ্ট এবং বল অগ্নি পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ র

ভার্গোত্তর গুড়িকা। পারদ ১, গন্ধক ২, পিপুল ৩, হরীতকী ৪, বহেড়া ৫, বাসক ৬ ও বামনহাটী ৭ ভাগ। এই সমস্ত চূর্ণ বাব্‌লার আঠায় ২১ বার ভাবনা দিয়া মধু সংযোগে বহেড়া ফলের মত বটিকা

করিবে। প্রাতে: এক এক বটিকা সেব্য। ইহাতে কাস শ্বাস নষ্ট হয়। কণ্টকারীর ক্কাথ ও পিপুল চূর্ণ পশ্চাৎ পান কর্ত্তব্য। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বামনহাটী, গণিয়ারি, কুড় কণ্টকারি, ত্রিকটু, বচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌কী ও রাস্নার কষায় পানে কর্ণমূল শোথ নষ্ট হয়। ভাব

বামনহাটীর মূল ও শুঠ চূর্ণ, উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শ্বাস উপশমিত হয়। চক্রঃ

গুলঞ্চ, শুঠ, বামনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসীর ক্কাথ, পিপুল চূর্ণ সহ সেবনে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ঐ

বাদাম।

রোজেসী জাতীয় য়্যামিগ্‌ডেলস কমিউনিস ডলসিস্ (মিষ্ট বাদাম) ও য়্যামিগ্‌ডেলস কমিউনিস আমারা (তিক্ত বাদাম) নামক বৃক্ষের ফল।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। মিষ্ট বাদাম তরলকারক, স্নিগ্ধকারক ও পোষক। তিক্ত বাদাম আভ্যন্তরিক অব্যবহার্য্য। ইহার তৈল প্রস্তুত হয়; এই তৈল মস্তকে মাখিলে শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। এই তৈল মলমাদি প্রস্তুত করণার্থও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

বাদামাদি চূর্ণ। মিষ্ট বাদাম ৪ ছটাক, পরিষ্কার চিনি ২ ছটাক, গঁদ চূর্ণ আদ ছটাক। বাদামের শস্য বাহির করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে পরে শস্যের উপরিস্থ আবরণটী ফেলিয়া দিয়া কাপড় দ্বারা মুছিবে; তৎপরে খলে ফেলিয়া মর্দ্দন এবং চিনি ও গঁদচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

বাদাম মিশ্র। পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, জল দশ ছটাক, প্রথমে অল্প

জল সহ মর্দ্দন করিবে পরে ক্রমশঃ সমস্ত জল সংযোগ ও বস্ত্রপূত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। কফ-নিঃসারক ও অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য।

হিজলী বা কাজুবাদাম।

য়্যানাকর্ডিয়েসী জাতীয় য়্যানাকার্ডিয়ম অকৃসিডেণ্টল বৃক্ষের কঠিনাবরণ বিশিষ্ট ফল। ইহার অভ্যন্তরস্থ শস্য মিষ্ট ও সুস্বাদু; সাগর উপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে। ইহা পেষণ করিয়া যে তৈল নির্গত হয় তাহা অলিভ অয়েলের তুল্য গুণকর। এই বৃক্ষের বল্কল হইতে এক প্রকার গঁদ নিঃসৃত হয়, তাহা আরবী গঁদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা জলে সম্পূর্ণ দ্রব হয় না। এই ফলের আবরণ হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তীব্র তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রবল ফোস্কাকারক। মালাবার উপকূলে ইহার ফলের রস হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। উত্তেজনার্থ তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ফলের আভ্যন্তরিক শাঁস নিষ্পেষণ দ্বারা যে তৈল নিঃসৃত হয়, তাহা পুষ্টিকারক ও তরলকারক।

বাব্‌লা, বব্বুল।

লিগিউমিনোসী জাতীয় একেসিয়া আরেবিকা নামক বৃক্ষ। ইহা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মে। ইহার গঁদ আরবী গঁদের সমতুল্য। ইহার বল্কলও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। এই বৃক্ষের বল্কল অতিশয় সংকোচক ও ইহার কাথ ওকবার্কের পরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য। উদরাময় ও রক্তামাশয়ে ইহার কচি পাতা চিনির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। ডাং ম্যাগ্রিগর সরলান্ত্র বহির্গমনরোগে ইহার কাথ স্থানীক ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাং ডেলপ্রাট শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার কাথের পীচকারি উত্তম স্থানীক সংকোচক বলিয়া

প্রশংসা করেন। সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচরণ বসু বলেন যে, ইহার কচিপাতা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে সংকোচক ও উত্তেজক হইয়া উহা আরোগ্যোন্মুখ করে। এই বৃক্ষের বল্কলের কাথ রক্তামাশয় রোগে মলদ্বারে পীচকারী দিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দন্তমূল ক্ষত ও তাহার শিথিলতা ও বেদনা প্রভৃতিতে ইহার ক্বাথের কবল ফটকিরী সহ ব্যবহারে উপকার হয়। গুয়ে বাবলার ত্বকও সংকোচক।

প্রয়োগরূপ।

বাবলার ক্বাথ। বাবলার ছাল কুট্টিত তিন কাঁচ্চা, জল দশ ছটাক, ১০ মিনিট পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। সচরাচর পীচকারী আদি বাহ্যিক উপায়ে প্রয়োজ্য।

বাবুনাফুল (বাবুনা কা ফুল, হিন্দী।)

কম্পজিটী জাতীয় য়্যান্থিমিস নোবিলিস নামক বৃক্ষের ফুল। ইহা ইউরোপ ও পারস্যদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এতদ্দেশের বাজারে পাওয়া যায়। এক্ষণে এদেশেও ইহা রোপিত হইয়াছে; এবং ইহা ইউরোপীয় বাবুনা ফুলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে বায়ী তৈল, তিক্তসার, কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড এবং উৎপতিষ্ণু অম্ল আছে। এই বায়ী তৈল ও তিক্তসারে ইহার ধর্ম্ম অবস্থিতি করে। জল ও সুরা দ্বারা ইহার গুণ গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পাচক, আক্ষেপ-নিবারক ও বলকারক। ইহার উষ্ণ ফাণ্ট বমন বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজ্য। বাহ্যিক প্রয়োগে বেদনানিবারক। পুষ্পের ফাণ্ট, ক্বাথ বা পুলটীস প্রয়োগ করা যায়। ইহা হইতে একরূপ তৈল নিঃসৃত হয়, এই তৈলের ক্রিয়া উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ-নিবারক, ঘর্ম্মকারক। বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সাধক। আধ্মান ও আধ্মান শূল রোগে এবং পাকাশয়ের উগ্রতাতে ইহা

বিশেষ উপকার করে। বিসূচিকা রোগে বমন নিবারণ এবং উত্তেজনার্থ ইহা মহোপযোগী। বাত এবং স্নায়ুশূল আদি রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উপকার হয়। মাত্রা ১—৫ মিনিম।

প্রয়োগরূপ।

ফাণ্ট। বাবুনা ফুল অর্দ্ধ আউন্স, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক, ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ফাণ্টের মাত্রা অর্দ্ধ হইতে একছটাক।

বিড়ঙ্গ।

মিরসিনেসী জাতীয় এম্‌বিলিয়া রাইবিস্‌ নামক লতার বীজ। শ্রীহট্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল সংগ্রহ করিয়া গোল-মরিচ বিক্রেতারা তৎসঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করে। ইহার আকৃতি গোল-মরিচের অনুরূপ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক ও কৃমিনাশক। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি, মধু সহ সেব্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণোষ্ণ, বহ্নিকর, লঘু এবং শূল, আধ্মান, উদর, শ্লেষ্মা, কৃমি ও বাতবিবন্ধ-নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বিড়ঙ্গাদি মোদক। বিড়ঙ্গ, ধনে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিবৃৎ, দন্তী ও চিতা সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে; পরে গুড় দ্বারা মোদক বাঁধিবে। ইহা উষ্ণ বারি সহ সেবনে পরিণামশূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ। বিড়ঙ্গ, বনযমানী, পিপুল ও ধনে চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে বালকের অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ তৈল। কটুতৈল ৪সের, গোমূত্র ১৬সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত ১ সের; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হয়। ভৈ রঃ

বিড়ঙ্গ ঘৃত। ত্রিফলা মিলিত ৬সের, বিড়ঙ্গ ২সের, শুঠ, পিপুল,

পিপুলমূল, চিতা ও চই মিলিত ২ সের; দশমূল মিলিত ২ সের; পাকার্থ জল ৬৪সের, শেষ ১৬ সের; ঘৃত ৪সের, কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ ২সের দিয়া পাক করিবে। চিনি সহ এই ঘৃত সেবনে ক্রিমী নষ্ট হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঠ, আকনাদি, ধনে ও কটফলের ক্বাথ অতিসারে প্রয়োজ্য। ভাবঃ

বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু সহ অন্নমণ্ড সেবনে ক্রিমী নষ্ট ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। ঐ

বিড়ঙ্গের ক্বাথ; বিড়ঙ্গ চূর্ণ সহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, গুগ্‌গুল, মনঃশিলা ও বচ চূর্ণের আঘ্রাণ লইলে প্রতিশ্যায় রোগ প্রশমিত হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজ, শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, করঞ্জবীজ সমভাগে গোমূত্র সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

বিষতাড়ক, বিদ্ধড়ক, বৃদ্ধদারক।

কনভলভিউলেসী জাতীয় আরগিরিয়া স্পিসিয়োজা নামক লতা। ইহার বীজ ও মূল ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। বলকর, পরিবর্ত্তক। বিবিধ প্রকার বাতব্যাধিতে প্রযোজ্য। ইহা স্নায়বীয় বলকারক। এতদর্থে চক্রদত্ত বলেন যে, ইহার মূল, শতমূলের রসে ৭দিন ৭বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে; পরে তাহা ½—১তোলা মাত্রায় ঘৃত সহ একমাস সেবন করিলে বলিপলিত, বর্জ্জিত ও মেধা বৃদ্ধি হয়।

শুঠ ১০ ভাগ, বৃদ্ধদারক মূল ৩ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, ভৃষ্টহিঙ্গু ৪ ভাগ, সৈন্ধব ও চিতে প্রত্যেকে ১ভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবনে ঊর্দ্ধবায়ু নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিদ্ধড়ক মূল চূর্ণ; গব্য দুগ্ধ সহ সেবনে বাতরক্ত, ক্রোষ্ঠুশীর্ষ নষ্ট হয়। ঐ

অজমোদাদি চূর্ণ। বনযমানী, মরিচ, পিপ্পল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা, শুলফা, সৈন্ধব, পিপুলমূল প্রত্যেকে ১ পল, শুঠ ১০পল, বৃদ্ধদারকমূল ১৯ পল, হরীতকী ৫পল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। গুড় সহ বটিকা করিয়া উষ্ণাম্বু সহ সেব্য। মাত্রা আদ তোলা। ইহাতে বাতব্যাধি, শ্বযথু, গৃধ্রসী প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

ইহার বীজ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রস্তুত করিতে লাগে। ইহার পত্র ক্ষতাদিতে স্থানীক প্রযুক্ত হয়, এই পত্রের স্থানীক ক্রিয়া উত্তেজক।

বিশলাঙ্গলী, কুশলাঙ্গলী, অগ্নিশিখা।

লিলিয়েসী জাতীয় গ্লোরিয়োজা সুপার্‌বা নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ব্যবহার্য্য, কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত; তদ্ধেতু সদা সর্ব্বদা আভ্যন্তরিক প্রযুক্ত হয় না। কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহা ব্যবহার হয়। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, শোফ, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মা ও ক্রিমিনাশক এবং কটু, তীক্ষ্ণ, পিত্তল ও গর্ভস্রাবকর।

ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে (নাভি বা যোনিতে) সত্বর প্রসব হয়। চক্রঃ

ইহার মূল বাটিয়া পদ ও হস্ততালুতে লেপ দিলে এবং তৎসমব কৃষ্ণজীরা ও পিপ্পুল সেবন করিলে জরায়ু হইতে ফুল নির্গত হয়। ঐ

বিহিদানা।

রোজেসী জাতীয় পাইরস সিডোনিয়া নামক বৃক্ষের বীজ। হিমালয় প্রদেশ, নেপালাদি স্থানে জন্মে। এতদ্দেশের প্রায় সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব। অর্দ্ধ ইঞ্চি দীর্ঘ, এক পার্শ্ব উন্নত, অন্য পার্শ্ব চ্যাপটা, পাটল বর্ণ, গন্ধাস্বাদ রহিত, জলে ভিজাইলে যথেষ্ট পরিমাণে লালবৎ পিচ্ছিল মিউসিলেজ নির্গত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, বলকারক ও পুষ্টি-

কারক। স্নেহদ্রব্য থাকাতে ইহা স্নিগ্ধ ও তরলকারক। বিবিধ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগে উগ্রতানিবারণ ও স্নিগ্ধ করণার্থ ইহা বিশেষ উপযোগী। বিসর্প রোগে ও উগ্র ক্ষতাদিতে স্নিগ্ধ করণার্থ স্থানীক প্রয়োগ করা যায়। মুসলমান চিকিৎসকেরা ইহার স্নিগ্ধ বলকারক গুণের প্রশংসা করেন।

প্রয়োগরূপ।

বিহিদানার ক্বাথ। বিহিদানা দশ আনা, পরিশ্রুত জল দশ ছটাক; মৃদু সন্তাপে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ½ হইতে ১ ছটাক। ডাক্তার জে, নিউটন বলেন যে, তরুণ রক্তামাশয় রোগের প্রদাহাবস্থায় ইহা সেবনে অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্নিগ্ধ থাকে। প্রমেহ রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

বুচ্‌কী, বাব্‌চী।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সোরালিয়া কোরিলিফোলিয়া নামক বৃক্ষের বীজ। বীজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকার, ঘোর পাটলবর্ণ, আস্বাদ তিক্ত ও সুগন্ধযুক্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। পাচক ও শোষক। কুষ্ঠাদি চর্ম্মপীড়ায় প্রযোজ্য। ইহা হইতে সার প্রস্তুত করিয়া চালমুগরার তৈল সহ স্থানীক প্রয়োগে বিবিধ ত্বাচপীড়া উপশমিত হয়। ডাঃ কানাইলাল দে বলেন, ইহা দ্বারা চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি ও চর্ম্ম ক্রমশঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়।

বুড়ীগোপান।

র‍্যাকান্থেসী জাতীয় রিউটিয়া লিটীব্রোজা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালা দেশে আপনাপনিই জন্মে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। ইহার পত্রের সদ্যরস, মধু সহ মুখাভ্যন্তরস্থ ও জিহ্বার ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৃহতী, ব্যাকুড়।

সোলেনেসী জাতীয় সোলেনম ইণ্ডিকম নামক বৃক্ষের মূল। বাঙ্গালা দেশে অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে। ইহা প্রসিদ্ধ দশমূল পাচনের একটী অঙ্গ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কফ-নিঃসারক। ভাবপ্রকাশ বলেন, যে, ইহা গ্রাহী, পাচন, কফবাতহর, কটু, তিক্ত এবং আস্য বৈরস্য অরোচক, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস কাস নাশক। ডাং কানাইলাল দে, ইহার মূল মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রানুৎপত্তিতে ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার পত্রের রস ও আদার রস একত্রে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। ইহার পাতা ও ফল চিনি সহ বাটিয়া পাচড়ায় লাগাইলে উপকার হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহত্যাদি ক্বাথ। বৃহতী, কুড়, বামনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী; দুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী ইহাকে বৃহত্যাদিগণ কহে। ইহাদের কষায় পানে কফোত্তর সন্নিপাত শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত হইলেও প্রযোজ্য। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্ঠিমধু ও কপিত্থের ক্বাথ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

বৃহতী, ভূমি কদম্ব, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারির ক্বাথ দ্বারা কুলী করিলে কৃমিদন্তক বেদনা উপশমিত হয়। ঐ

বৃহতী ও কণ্টকারীর রস, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে ও শুঠের চূর্ণ ও মধু সহ লেহন করিলে শিশুর দুদ তোলা নিবারণ হয়।

বেনারমুল, উশীর, বীরণ, খসখস।

গ্রামিণী জাতীয় য়্যান্ড্রোপোগন মিউরিকেটস্ নামক তৃণের মূল এ মূল বিশেষ সুগন্ধযুক্ত। ভারতের নানাস্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ঈষৎ উত্তেজক ও ঘর্ম্মকারক; কেহ কেহ বলেন যে, ইহার রজোনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক ও মূত্রকারক গুণ আছে; কিন্তু তদ্বিষয়ের স্থিরতা নাই। ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল ও রজন এবং সারপদার্থ আছে। ইহার চূর্ণের মাত্রা ১০রতি। ইহার ফাণ্ট, জ্বরে পিপাসা নিবারণার্থ প্রযোজ্য। ইহা জল সহ চুয়াইলে একরূপ তৈল পাওয়া যায়; তাহাকে খসখসের আতর বলে। এই মূল দ্বারা একরূপ পাখা প্রস্তুত হয়। ইহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে, এই মূল কুট্টিত দশ আনা, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক; আবৃত পাত্রে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে; মাত্রা ১—২ ছটাক। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহা তিক্ত, লঘু, পাচন, মধুর এবং জ্বর, বমন, কফপিত্ত, তৃষ্ণা, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক। যড়ঙ্গ পানীয়ের ইহা একটী উপাদান।

বেনার মূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্যামালতা ও পদ্মপত্রের কষায়; মধু ও চিনি সহ সেবনে গর্ভিণীর জ্বর উপশমিত হয়। ভাবঃ

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ চূর্ণ জলে মিশাইয়া স্নান করিলে দাহ প্রশান্ত হয়। চক্রঃ

বেল, বিল্ব, শ্রীফল।

রুটেসী জাতীয় ইগল মার্মিলস নামক বৃক্ষ। ইহার বল্কল, মূলবল্কল, অপক্ক শুষ্ক ফল এবং অর্দ্ধ পক্ক বা পক্ক ফল ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা শিবের বিশেষ প্রিয়বৃক্ষ, শিব চিকিৎসা-শাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া খ্যাত আছেন। এই বৃক্ষের সমস্ত অংশই কোন না কোনরূপ ঔষধীয় গুণযুক্ত, তজ্জন্য বোধ হয় তিনি এই বৃক্ষের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিল্বপত্র ভিন্ন শিবের পূজা সমাধা হয় না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এই বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পাতা তিন ভাগে চেরা বলিয়া ইহাকে ত্রিপত্র বলে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহার শস্যেতে ট্যানিক এসিড, তিক্তসার,

উদ্ভিজ্জ অম্ল, শর্করা ও তৈল পাওয়া যায়। অধ্যাপক ম্যাকনামারার মতে এই সকল পদার্থ অপক্ক বেল অপেক্ষা পক্ক বেলে অধিক আছে।

ক্রিয়া। মৃদু বিরেচক, সংকোচক ও পোষক। ইহার সংকোচন শক্তি ট্যানিক এসিডের উপর নির্ভর করে। উদরাময় বর্ত্তমানে ইহার সংকোচক ক্রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধে ইহার বিরেচক ক্রিয়া উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ যে প্রকার উদরাময় ও রক্তামাশয় উৎপন্ন হয় তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। অর্দ্ধ পক্ক বেলের শাঁস ১ ছটাক, জল ২ ছটাক ও চিনি ১ তোলা দিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিনে ২।৩ বার সেব্য। বালকদিগের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত। দুর্দম উদরাময় ও রক্তামাশয়েও ইহা ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে। যে প্রকার পেটের পীড়ায় পর্য্যায়ক্রমে তরল ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। রিড্ বলেন যে, মালাবার উপকূলে ইহার মূলের ত্বকের ক্বাথ, নানাবিধ বায়ুরোগ ও হৃৎস্পন্দনে এবং ইহার পত্রের ক্বাথ শ্বাস কাসে ব্যবহার হয়। বিল্বপত্রের সদ্য রস পিত্তনাশক ও জ্বরঘ্ন। অপক্ক বা অর্দ্ধ পক্ক ফল পোড়াইয়া ইক্ষুচিনি বা গুড় সহ সেবনে পুরাতন রক্তামাশয় ও গ্রহণী উপশমিত হয়। অপক্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, ইহাকে বেলশুঠ কহে। ইহা জ্বর ও উদরাময়ে প্রয়োজ্য। ডাং ভোলানাথ বসু বলেন যে, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ ইহার সরবৎ বা পানীয় সেবন করিলে প্রতিষেধক হয় অর্থাৎ রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহার প্রভাবে অন্ত্রের ক্রিয়া রীতিমত সম্পাদিত হয়। অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধে বেল মহোপকারক।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার পক্ক ফল মৃদু রেচক, অর্দ্ধ পক্ক ফল আগ্নেয় ও সংকোচক; বেলশুঠ—সংকোচক, পাচন, কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত ও বাতকফঘ্ন; বল্কল—গ্রাহী, কফ বাত, আম শূলঘ্ন।

প্রয়োগরূপ।

বেল মিশ্র। বেলের শাঁস ১ ছটাক, জল ২ ছটাক, উত্তমরূপে

মিশ্রিত করিয়া ১ ছটাক চিনি সংযোগ করিবে; ইহা দিনে ২।৩ বার দেওয়া যাইতে পারে। পক্ক ফল দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিলে সংকোচক এবং রেচক দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উদরাময় বর্ত্তমানে প্রথমোক্ত এবং অন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শেষোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও পাকাশয় উগ্র থাকা বশতঃ ইহা অসহ্য হইলে মাত্রা হ্রাস বা বেলের সার ব্যবহার কর্ত্তব্য।

বেলের সার। সুপক্ক ফলের শাঁস, একটী পাত্রে জল নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে, তৎপরে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহা আলোড়ন করিয়া, ছাকিয়া লইবে। এইরূপ বারম্বার করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বস্ত্রপূত জল আস্বাদ বিহীন না হয়। বেলের শাঁস ডুবিয়া থাকে, এই পরিমিত জল দিবে; এবং সেই শাঁসই বারম্বার জল দ্বারা নিমজ্জিত ও ছাকিয়া লইবে। পরে সকল জল একত্রে করিয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। অপক্ক ফল দ্বারা এই সার প্রস্তুত করিলে অধিক দিন থাকে। মাত্রা ১৫—৩০ রতি, দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

বেলের তরল সার। বেল শাঁস আদসের, জল ৭॥০সের, সুরাসার ১ছটাক। এক তৃতীয়াংশ জলে, বেল ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া উপরিস্থ জল ঢালিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে; পরে অবশিষ্ট জলে আর দুইবার উক্ত বেলশাঁস এক ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে ও চাপিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সমুদায় জল একত্র করিয়া ফ্লানেল বা অন্য কোন বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। অবশেষে জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে উক্ত জল গাঢ় করিয়া ৭ ছটাক থাকিতে নামাইবে; শীতল হইলে সুরা সংযোগ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহৎ পঞ্চমূল। বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ও গণিয়ারির কাথ; বাতজ্বরে প্রশস্ত। ইহা দীপন ও কফবাতঘ্ন।

স্বল্প পঞ্চমূল। শালপাণ, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর। ইহা বাতপিত্তহর। ইহাকে হ্রস্ব বা কনিষ্ঠ পঞ্চমূলও বলে।

দশমূল। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ পঞ্চমূল একত্র করিলে দশমূল হয়। ইহার

ক্বাথ পানে সন্নিপাত জ্বর সহ কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, উপশমিত হয়; পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। চক্রঃ

দশমূলাদি ক্বাথ। বেল, গাম্ভারী, পাটলা, গনিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা গুলঞ্চ, বালা, দুরালভা ও শুলফার ক্বাথ; উপদ্রব-যুক্ত জ্বর ও সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হব। পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। ইহা কুড়চূর্ণ সহ সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ভাবঃ

দ্বাদশাঙ্গ ক্বাথ। বিল্ব, শ্যোনাক, গাম্ভারী, পাটলা, গণিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পিপুল ও কুড়ের ক্বাথ; সন্নিপাত জ্বরে শ্বাস কাস থাকিলে প্রযোজ্য। কোষ্ঠ পরিষ্কার করাণর প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত তেউড়ী চূর্ণ সংযোগ করিবে। ঐ

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ। দশমূল, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঠের ক্বাথ; সন্নিপাত জ্বরে প্রযোজ্য। ভাবঃ

অষ্টদশাঙ্গ ক্বাথ। দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোল ও কট্‌কীব ক্বাথ সন্নিপাত জ্বরাপহ। ঐ

অষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথ। দশমূল, চিরতা, দেবদারু, শুঠ, মুতা, কট্‌কী ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুলের কষায় সেবনে তন্দ্রা প্রলাপ, অরুচি, শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

বিল্বাদি অবলেহ। বেলশাঁস, গুড়, লোধ, তৈল ও মরিচ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। ঐ

বিল্বাদি চূর্ণ। বেলশুঠ, মুতা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঠ ও মোচরস চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০রতি; তক্র ও ইক্ষু গুড় সহ সেব্য। ইহাতে অতিসার উপশমিত হয়। চক্রঃ

বিল্ব তৈল। বেলশুঠ ১০০পল, জল ৬৪সের, পাক শেষ ১৬ সের; তিলতৈল ৪সের, দুগ্ধ ৪সের, কল্কার্থ—বেলশুঠ, ধাইফুল, কুড়, শুঠ, রাস্না,

পুনর্নবা, দেবদারু, বচ, মুতা, লোধ ও মোচরস প্রত্যেকে ৬ তোলা দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিল্ব তৈল। বেলশুঠ পেষণ করিয়া কল্কার্থ দিবে এবং তৈল, গোমূত্র, দুগ্ধ ও জল দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাধির্য্য নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুতা ও আতিসের কাথ সেবনে পিত্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিল্বপত্রের রস, মধু সহ সেবনে মৃদুরেচক ও জ্বরঘ্ন হয়। ইহার পত্রের রস গোলমরিচ চূর্ণ সহ কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলাতে প্রযোজ্য। চক্রঃ

বেল পোড়াইয়া উহার শাঁস, ইক্ষুগুড় সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার ও আমশূল নষ্ট হয়। ঐ

বেলশুঠ, গজপিপুল, বালা, ধাতকী ও লোধের কাথ পানে শিশুর অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বেলমূলের কাথ; চিনি ও খই সহ সেবনে শিশুর অতিসার ও ছর্দ্দি নষ্ট হয়। ঐ

শঙ্খ ভস্ম।

শঙ্খ, শম্বুক, শুক্তি ও কপর্দ্দক ভস্ম ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভস্ম হইলে চূণ হয়, ইহাদিগকে ভস্ম করিবার পূর্ব্বে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। অবশেষে সরাব সংপুটে সংস্থাপন করিয়া গজপুটে পোড় দিবে। ইহা অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, প্লীহা ও গুল্মাদি রোগে ব্যবহার্য্য। 'বাহ্যিক প্রয়োগে দাহক। বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ইহাদের ভস্ম প্রযুক্ত হয়।

শঙ্খভস্ম উষ্ণজল সহ সেবন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

শঙ্খ চূর্ণের সহিত বিল্বপত্র রস মিশাইয়া লেপ দিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শঙ্খবটী রস। তেঁতুল ছালের ক্ষার ১পল, পঞ্চলবণ ১পল লইয়া লেবুর রসে পেষণ করিবে; পরে শঙ্খ ভস্ম ১পল দিয়া লেবুর রসে সাত বার ভাবনা দিবে। অতঃপর ত্রিকটু ১পল, বচ, হিঙ্গু অর্দ্ধ পল; কাটবিষ দশ আনা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দশ আনা মিশ্রিত করিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহাতে অজীর্ণ, শূল, অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। রস রত্ন

বৃহৎ শঙ্খ বটী। সিজ, আকন্দ, তেঁতুল, অপাঙ্গ, কদলী, তিল ও পলাশের ক্ষার প্রত্যেকে ২তোলা; পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১পল; সর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগার খই প্রত্যেকে ১পল; লেবুর রস ৪সের দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে শঙ্খ ভস্ম ১পল, শুঠ ৩ পল, মরিচ ২পল, পিপুল ১পল, ভৃষ্ট হিঙ্গু ½ পল এবং পিপুলমূল, চিতে, যমানী, জীরক, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৪তোলা; পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, সোহাগা, মনঃশিলা প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মিশ্রিত করিবে; অবশেষে আদ সেব কাঁজি দ্বারা নাড়িয়া এক মাষা প্রমাণ বটি করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ ও শূল নিবারণ হয়। ভাবঃ

শঙ্খপুষ্পী, ডানকুনি, চোরকাঁচকি।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় কাসকোরা ডিকসেটা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা মেধ্য, বৃষ্য, মানসরোগহৃৎ, রসায়ন, কষায় উষ্ণ এবং স্মৃতি, কান্তি, বল ও অগ্নিপ্রদ।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্প, বচ, হরীতকী, কুড়, শতমূল সমভাগে; ঘৃত সহ লেহন করিলে অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয়। চক্রঃ

শঙ্খপুষ্পীর স্বরস ১ পল, কুড় ২ মাষা, মধু ৪ মাষা একত্রে লেহন করিলে উন্মাদ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

শঙ্খপুষ্পের মূল ও পুষ্প সহ সমগ্র গাছ দুগ্ধ সহ বাটিয়া সেবন করিলে বলবর্ণ, অগ্নি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। চক্রঃ

শঠী, বনহলুদ।

সিটামিনী জাতীয় করকুমা জিডোরিযা ও য়্যারোমেটিকা নামক বৃক্ষের মূল। ইহা শুঠের সমগুণকারী। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা দীপন, রুচ্য, কটুক, তিক্ত ও সুগন্ধ এবং কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্মবাত, কৃমি ও কফনাশক।

উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্যে বায়ুনাশার্থ প্রযোজ্য। ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল ও ধুনা আছে। অন্যান্য ঔষধের সহযোগে ব্যবহৃত হয়। শঠী ও বকম চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া আবীর বা ফাক প্রস্তুত হয়।

শঠী, দেবদারু, ত্রিফলা, শৈলেয়, রাস্না, শুঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলের ক্বাথ; গুগ্‌গুল সহ সেবন করিলে জ্বর সহ সন্ধিগ্রহ ও ব্যথা নষ্ট হয়। ভাবঃ

শঠ্যাদি ক্বাথ। শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঠ, কুড়, এলাচ, গুলঞ্চ, কট্‌কী, ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিরতা ও দশমূলের ক্বাথ; সৈন্ধব চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার জ্বর শীঘ্রই নষ্ট হয়। ঐ

শতমূল, শতাবরী, শতমূলী।

লিলিয়েসী জাতীয় য়্যাসপেরেগস বেসিমোসস্ নামক বৃক্ষের স্ফীত গোলাকার মূল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, বলকারক, পরিবর্ত্তক ও পোষক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা স্বাদু, রসায়ন, মেধা, অগ্নি, পুষ্টিপ্রদ, স্নিগ্ধ, বল্য, মূত্রকর, শুক্র ও স্তন্যকর এবং নেত্রাময়, গুল্ম, বাত, রক্তপিত্ত, শোথাতিসার নাশক। বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শতাবরীর পাক। ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ১ সের, চিনি ১ পোয়া, শতাবরীর কল্ক ১ পোয়া; একত্রে ঘৃতাবশেষ পাক করিবে। মাত্রা ৪ তোলা। ইহাতে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও কাস রোগ উপশমিত হয়। ভাবঃ

শতাবরী ঘৃত। শতাবরীর কল্ক, ঘৃতের চতুর্গুণ শতমূলীর রস ও ঘৃত সমান দুগ্ধ দিয়া ঘৃত পাক করিবে; ইহা বাতরক্ত নাশক। ঐ

শতাবরী ঘৃত। শতাবরী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালি-তণ্ডুল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল ও কেশুরের দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বা তাহাদের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক। ঐ

ফলকল্যাণ ঘৃত। গব্য ঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলা, মেদ, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, শুঁদি, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষণামূল (অভাবে শ্বেত কণ্টকারীমূল) প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ভক্ষণ করিলে পুরুষের বলবীর্য্য বৃদ্ধি ও স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নষ্ট হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়। ভৈঃ র

মহাচৈতস ঘৃত। দশমূল, রাস্না, এরণ্ড, ত্রিবৃৎ, বেড়েলা, মূর্ব্বা ও শতমূলীর ক্বাথ প্রত্যেকে ১ সের অর্থাৎ মোট ১৬ সের (১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাদশিষ্ট ক্বাথ গ্রাহ্য), ঘৃত ৮ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; পরে নিম্নলিখিত কল্ক দিবে। যথা—ইন্দ্রবারুণী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণ, দূর্ব্বা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, নীলোৎপল, ছোট এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী ও মালতীপুষ্প প্রত্যেকে ২ তোলা; জল ২২৪ তোলা দিয়া পাক করিবে। ইহাতে চিত্তবিকার, অপস্মার, উন্মাদ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নষ্ট হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ভাবঃ

বৃহৎ বিষ্ণু তৈল। কল্কার্থ—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাচ, দারচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপাণ, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, কুন্দুরখোটী, গেটেলা, নখী প্রত্যেকে ৮ তোলা; তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর

রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৩২ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে উর্দ্ধগ বায়ু, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বিবিধ বাত ব্যাধি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

মধ্যম বিষ্ণু তৈল। তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ—শতমূলী, শাল-পাণ, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষ চাকুলে মূল ও ঝাটীমূল প্রত্যেকে ২ পল; জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শালপান, বেড়েলা, অশ্ব-গন্ধা, সৈন্ধব, রাস্না প্রত্যেকে ৪ তোলা; গব্য ও ছাগ দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮সের; শতমূলীর রস ৪ সের; যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার বাত ব্যাধি প্রশমিত হয়। ভৈঃ র

নারায়ণ তৈল। কাথার্থ—বিল্ব, গণিয়ারি, শ্যোনাক, পাটলা, পারিভদ্র, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্ণবা, প্রত্যেকে ১০ পল; জল ২৫৬ সের; পাক শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচ, শালপাণ, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২ পল; তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, ছাগ বা গব্য দুগ্ধ ৬৪ সের; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল পান, বস্তি ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ব্যবহার্য্য। ইহাতে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, দন্তশূল, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ বাত ব্যাধি প্রশান্ত হয়। চক্রঃ

মধ্যম নারায়ণ তৈল। অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্ব, পাটলা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষ চাকুলে, নিম্ব, শোনাছাল, পুনর্ণবা, গন্ধ-ভাদুলে, গণিয়ারি প্রত্যেকে ১০ পল; জল ২৫৬ সের, পাক শেষ ৬৪ সের। ১৬ সের তিলতৈল, শতমূলের রস ১৬ সের ও গোদুগ্ধ ৬৪ সের; ক্রমে ক্রমে দিয়া পাক করিবে। পরে কল্কার্থ—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, রাস্না, শুলফা, দেবদারু,

শালপান, চাকুলে, মুগানি; মাষানি ও তগরপাদুকা প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া যথারীতি পাক সমাধা করিবে। ইহাতে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। ভাবঃ

শতাবরীর কল্ক ছাগদুগ্ধ সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

শালপাণ, শালপর্ণী।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ডিসমোডিয়ম গ্যানজিটিকম নামক গুল্ম। বঙ্গদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা তিক্ত, বিষহর, স্বাদু এবং ছর্দ্দি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোথ, ত্রিদোষ ও কৃমিনাশক। ইহা দশমূলের একটী অঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দশমূল তৈল। বিল্ব, সোনা, গাম্ভারী, পাটলা, গণিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর মিলিত ১২॥০ সের; জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের; নিসিন্দা পত্র রস ১৬ সের, কল্কার্থ—দশমূল পেষিত ১ সের, কটু তৈল ৪ সের যথারীতি পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে শিরঃপীড়া উপশমিত হয়। ভৈঃ র

মহাদশমূল তৈল। কটু তৈল ১৬ সের, ক্বাথার্থ—দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোঁড়া লেবুর রস, আদার রস ও ধুতুরা পত্র রস প্রত্যেকে ১৬সের। কল্কার্থ—পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, গুলফা, পুনর্ণবা, সজিনা, পিপুল, কটকী, করঞ্জ বীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত সর্ষপ, বচ, শুঠ, পিপুল, চিতা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কটফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল, শুষ্কমূলক, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী, বিষতাড়কমূল, প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া পাক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে শিরোরোগ, কাস ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

বৃহৎ দশমূল তৈল। দশমূল ১০০ পল, ধুতুরা পত্র ১০০ পল, পুনর্ণবা ১০০ পল, নিসিন্দাপত্র ১০০ পল, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কষায়

প্রস্তুত করিবে। উহা প্রস্তুত করিতে জল ৬৪ সের প্রতিবারে গ্রহণ করিয়া পাদ শেষ করিবে। কটু তৈল ১৬ সের, কল্কার্থ—বাসক, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, কটফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতা প্রত্যেকে ১ পল; যথারীতি পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল নিবারণ হয়। ঐ

শিমূল, শাল্মলী।

মালভেসী জাতীয় বম্ব্যাক্স মালাবারিকম নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ও আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠাকে মোচরস বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক, বলকারক ও পরিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহার বল্কল শীতল, স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মল, পিত্ত বাত ও রক্তপিত্ত নাশক। মোচরস—হিম, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, কষায় এবং প্রবাহিকা, অতিসার, কফপিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক। মোচরসে ট্যানিক ও গ্যালিক্ এসিড আছে। মাত্রা ২—৬ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গঙ্গাধর চূর্ণ। মোচরস, মুতা, শুঠ, আকনাদি, সোনাছাল ও ধাইফুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা ১০—২০ রতি মাত্রায় নির্জ্জল দধি সহ সেবন করিলে প্রবল অতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

গঙ্গাধর চূর্ণ। মোচরস, মুতা, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, ধাইফুল ও লোধ চূর্ণ সেবনে অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চূর্ণ। মুতা, সোনা, শুঠ, ধাতকী, লোধ, বালা, বিল্বশুণ্ঠী, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুটজ, আমেরকেশী, লজ্জালু ও আতিস চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলাম্বু সহ পান করিলে অতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণী নিবারিত হয়। মাত্রা ৫—২০ রতি। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মোচরস, লোধ ও দাড়িম ফলের ত্বক চূর্ণ, চালুনী জল ও মধুর সহিত সেবনে পক্কাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

মোচরস, বেলশুঠ, মুতা, ইন্দ্রযব ও বালা দ্বারা ছাগদুগ্ধ তিন দিন সেবনে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

নিশাপর্য্যুষিত ও সুস্বিন্ন শাল্মলীপুষ্প, শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ সহ খাইলে প্লীহা আরোগ্য হয়। ঐ

শিমূলের কাঁটা দুগ্ধ সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পদ্মোপম মুখকান্তি হয়। ঐ

মোচরস, ধাতকী, লজ্জালু ও পদ্মকেশর পেষণ করিয়া যবাগুর সহিত পাক করিবে। ইহা ভক্ষণে শিশুর রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

পুরাতন শিমুল বৃক্ষের রস ৭দিন চিনির সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ র

ছোট শিমুল গাছের মূল ও তালমূলী একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐ

শিয়াল কাঁটা।

প্যাপেভিরেসী জাতীয় আরর্জিমোন মেক্সিকেনা নামক বৃক্ষের বীজ। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে আপনাপনিই উৎপন্ন হয়।

ইহার বীজ হইতে সরিষার বীজের সম পরিমাণ তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল পাণ্ডু, পীতবর্ণ এবং পরিষ্কার পোস্তের তৈলের মত। ইহার ক্রিয়া মৃদু, ইহা অনায়াসে পাওয়া যায় এবং ইহার অল্প মূল্য। মালদহ জেলে ডাঃ টমসন, ইহার তৈল সর্ষপতৈলের পরিবর্ত্তে প্রদীপে পোড়াইয়া অনেক ব্যয় লাঘব করিয়াছিলেন।

ক্রিয়া। মৃদু বিরেচক ও পাচক। অযোধ্যার সিভিল সার্জন জেমসন সাহেব বলেন যে, আধ ছটাক হইতে একছটাক তৈল মৃদু বিরেচক। তিনি তাঁহার অধীনস্থ অনেক কয়েদীকে সেবন করাইয়া ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই তৈলকে শীতল রেচক বিবেচনা করেন। ডাঃ বনভিয়া, শূল বেদনায় সেবন ও দদ্রুরোগে বাহ্যিক প্রয়োগের ফলোপধায়িতা স্বীকার করেন। ইহার রস ক্ষতাদিতে ব্যবহারে উপকার হয়। ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়াতে ইহার তৈলের মাত্রা অর্দ্ধ ড্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

শিরীষ।

য়্যালবিজিয়া লেবেক্ নামক বৃক্ষ। ইহা মধুর, অনুষ্ণ, তিক্ত, কষায়, লঘু, এবং দোষ, শোথ, বীসর্প, কাস ও ব্রণনাশক।

শিরীষের মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্থাবর বিষ নষ্ট হয়। ভাবঃ

শিরীষবীজাদ্যঞ্জন। শিরীষ বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা, বচ ও গোমূত্র একত্রে বাটিয়া অঞ্জন দিলে সংজ্ঞালাভ হয়। ঐ

দশাঙ্গ লেপ। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, ঘৃত সহ লেপ দিলে বীসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর, শোথ নষ্ট হয়। ঐ

শুলফা, শতপুষ্প।

অম্বিলিফেরী জাতীয় য়্যানিথম সোয়া নামক ওষধির সুগন্ধ ফল। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহার (সুগন্ধি ফলের জন্য) চাষ হয়। ইউরোপীয় ডিলের সমগুণকারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক, আগ্নেয় ও অল্প উত্তেজক। উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতাতে ব্যবহার হয়। ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল আছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, দীপন, জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও অগ্নিমান্দ্য নাশক।

প্রয়োগরূপ।

শুলফার তৈল। ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়, মাত্রা ১—৫ বিন্দু, চিনি বা গঁদ সহ প্রয়োজ্য।

শুলফার জল। শুলফা কুট্টিত আদ সের, জল ১০ সের, চুয়াইয়া ৫ সের লইবে। মাত্রা এক কাঁচ্চা হইতে ১ ছটাক। শিশুদের উদরাধ্মানে বিশেষ উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শতাহ্বাদি তৈল। শুলফা, কুড় ও যষ্টিমধুর ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত বেদনা নষ্ট হয়। ভাবঃ

শিলাজতু।

বিন্ধ্যাচল ও অন্যান্য পর্ব্বতে জন্মে। ইহা পর্ব্বতের ঘর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা দেখিতে কাল ও গুগ্‌গুলের ন্যায়।

প্রথমতঃ শিলাজতুর বহির্মল দূরীকরণের জন্য জলে প্রক্ষালন করিবে; তদনন্তর মৃত্তিকাদি দূর করার জন্য ত্রিফলা, পটোল ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে শিলাজতু শীতল জলে ধৌত করিয়া সম পরিমাণ উষ্ণ জল বা দুগ্ধ সহ লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে; উপরে যে সর পড়িবে, তাহা উঠাইয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। যত দিন পর্য্যন্ত সর পড়ে, তত দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিবে। উক্ত পাত্রের জল অত্যন্ত ঘন হইলে আবার অল্প পরিমাণে উষ্ণ জল দিবে; অধিক জল দিলে ভাল সর পড়ে না। এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে; পরে ইহা শাল, পিয়াল ও খদিরের ক্বাথে ভাবনা দিবে।

শিলাজতু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া অত্যুষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহর রাখিবে। তদনন্তর মর্দ্দন করিয়া বস্ত্র দ্বারা জল ছাকিয়া লইবে; সেই জল মৃৎপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। উপরে যে ঘন সর পড়িবে, তাহা লইয়া অন্য পাত্রে রাখিবে। এইরূপ যতদিন সর পড়ে, উত্তোলন করিবে; এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু অগ্নিতে দিলে লিঙ্গোপম হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক, বলকারক ও মূত্রকারক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন এবং শ্লেষ্মা মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদরী রোগনাশক। মাত্রা ১—৬ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

যোগরাজ। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ ভাগ; চিতা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ; শিলাজতু ৫ ভাগ, রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ৫ ভাগ; চিনি ৮ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মধু সহ ডুমুর প্রমাণ ঔষধ সেব্য। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন; ইহাতে জ্বর, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু ও মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর ক্বাথ সহ শিলাজতু প্রযোজ্য। চক্রঃ

শিলাজতু গোমূত্র সহ সেবনে কুম্ভকামলা নষ্ট হয়। ভাবঃ

অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্বাথ বা বীরতরু আদি গণের ক্বাথ সহ শিলাজতু সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র জনিত বেদনা নষ্ট হয়। বীরতরু আদিগণ ("অর্জ্জুন" দেখ)। ঐ

শিলাজতু মধু সহ সেবনে প্রমেহ নষ্ট হয়। ভাব

শালসারাদি গণের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া তাহাদেরই ক্বাথের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মধুমেহ, অশ্মরী, শর্করা নষ্ট হয়। ভৈ রঃ

শিলারস।

হ্যামামিলিডী জাতীয় লিকুইডয়্যাম্বার ওরিয়েণ্টেল নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এসিয়া মাইনরে জন্মস্থান। আয়ুর্ব্বেদমতের পাক তৈলের সুগন্ধ করণার্থ অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের সহযোগে প্রয়োজিত হয়। মধুতে ভাবনা দিলে শিলারস বিশুদ্ধ হয়।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক। কিন্তু প্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। ক্ষতাদিতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার দর্শে। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা স্বাদু, কটুক, স্নিগ্ধোষ্ণ, বৃষ্য, কণ্ঠ্য, শুক্র কান্তিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, জ্বর ও দাহনাশক।

শূকরের বসা।

ইহাকে এডেপ্‌স প্রিপেয়ারেটা কহে। উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ইহাতে ওলিয়িন, মারগারিণ ও ষ্টিরিণ আছে।

ক্রিয়া। তরলকারক, মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না, কিন্তু কথন কথন রেচক বস্তি সহ ব্যবহৃত হয়। আরক্তজ্বর, প্রাদাহিকজ্বর, হাম, বসন্ত, বীসর্প ও পাচড়াদিতে বাহ্যিক প্রযোজ্য। মচকান বেদনাতেও ইহার মালিশ উপকারী।

শেফালিকা, সিউলি, রজনীহাসা।

জ্যাসমিনেসী জাতীয় নিকটান্থিস আর্বর ট্রিস্‌টীস নামক বৃক্ষ। ইহার পুষ্পের ডাঁটায় উত্তম পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার পত্রের রস জ্বর রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা তিক্ত বলকর ও জ্বরঘ্ন। পুটপাক দ্বারা ইহার পাতা হইতে রস বাহির করিয়া ব্যবহার হয়।

তরুণ পত্রের রস সেবনে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। চক্রঃ

শেফালিকা দলের ক্বাথ সেবনে গৃধ্রসী আশু নষ্ট হয়। ভাবঃ

শ্যামালতা।

য়্যাপোসিনী জাতীয় ইচ্‌নোকার্পস ফ্রুটিসেন্স নামক লতা। বাঙ্গালা দেশে অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহার মূল বলকারক ও পরিবর্ত্তক। ইহা অনন্তমূল ও সালসার পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস কাস, আম, বিষ, ত্রিদোষ, রক্তপ্রদর ও জ্বরাতিসার নাশক।

রক্তচন্দন, শ্যামালতা, লোধ ও কিসমিসের ক্বাথ; চিনির সঙ্গে গর্ভিণীর জ্বর শান্তির জন্য দিবে। ভাবঃ

শ্যোনাক, সোনাছাল, অরলু, নাসোনা।

বিগ্‌নোনিয়েসী জাতীয় ক্যালোসান্থিস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। ইহার মূলের বল্কল ব্যবহার্য্য। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক ও বলকারক। ভাবপ্রকাশের মতে দীপন, গ্রাহী, তিক্ত এবং বায়ুপিত্ত, কফ কাস প্রণাশক। ইহার ফল রুক্ষ, বাতকফাপহ ও গুল্ম, অর্শ, ক্রিমিঘ্ন।

ইহার মূল বল্কল, কদলী পত্রে জড়াইয়া ও কর্দ্দম দ্বারা লেপন এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড়াইবে; পরে ঐ বল্কল চাপিয়া রস বাহির করিয়া মোচরস সহ সেবনে সকল প্রকার অতিসার নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

শ্যোনাক মূল কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়। ঐ

সজিনা, শোভাঞ্জন, শিগ্রু।

মরিনগেসী জাতীয় মরিন্‌গা টেরিগস্‌পার্ম্মা নামক বৃক্ষ। ইহার মূল, বল্কল ইউরোপীয় হর্সবেডিসের সমগুণকারী, তজ্জন্য তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, মূত্রকারক, আক্ষেপনিবারক; স্থানীক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পাচন, রুক্ষ, তিক্ত, বিদাহী, সংগ্রাহী, শুক্রল, হৃদ্য, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপকারক। ইহা বাত, কফঘ্ন এবং বিদ্রধী, শ্বযথু, ক্রিমি, মেদ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা ও ব্রণ প্রভৃতি রোগনাশক। ইহার বীজও উগ্র উত্তেজক; বাহ্যিক উত্তেজনার্থ প্রয়োজ্য।

পক্ষাঘাত ও পুরাতন বাত রোগে প্রত্যুগ্রতা সাধন জন্য ইহা স্থানীক প্রয়োজ্য। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়; তাহা বাত বেদনাদিতে ব্যবহার্য্য। উদরী, স্বরভঙ্গ ও গলার বেদনায় ইহার মূলের ফাণ্ট কুলি করিলে উপকার দর্শে। ইহার পত্র, পুষ্প, অপক্ক ফল, তর-

কারির সঙ্গে ব্যবহার হয়। ডাং বিডি বলেন যে, ইহা আর্মোরেসিয়া নামক ইউরোপীয় ঔষধের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি।

প্রয়োগরূপ।

শোভাঞ্জনারিষ্ট। সজিনার মূল খণ্ডীকৃত, কমলালেবুর খোসা প্রত্যেকে দশ ছটাক; জায়ফল কুট্টিত ২ তোলা; সুরা ৫ সের, জল পাঁচ পোয়া; পাঁচ সের চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১—৪ ড্রাম। ক্রিয়া উত্তেজক।

শোভাঞ্জনাদি ফাণ্ট। সজিনার মূল ও সর্ষপ কুট্টিত প্রত্যেকে আদ ছটাক, স্ফুটিত জল দশ ছটাক; আবৃত পাত্রে ২ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত অরিষ্ট আদ ছটাক মিশ্রিত করিবে। উত্তেজনার্থ মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। ডাং ওয়ারিং, শোথ রোগে সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা থাকিলে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শিগ্রু তৈল। সজিনা, কণ্টকারী, দন্তীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধব ও বিল্বপত্র রস দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্য করিলে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়। ভাব

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

—সজিনা পত্র ও মূল বল্কলের স্বরস স্থানীক প্রয়োগে বেদনা-নাশক হয়। ভাবঃ

সজিনা মূল ও রাই সর্ষপ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের শোথ নষ্ট হয়। ঐ

সজিনামূল, কুড়, বালা, জীরা, রসুন, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হিঙ্গু এবং ছাগমূত্র সিদ্ধ তৈলের নস্য টানিলে অপস্মার নষ্ট হয়। ঐ

সজিনা বীজের নস্যে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

সজিনাবীজ, মূলারবীজ, সর্ষপ, তুলসী ও ইন্দ্রযব; তক্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। ঐ

সজিনামূল, শ্বেতসর্ষপ, দেবদারু, শুঠ, গোমূত্র সহ প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। ঐ

সজিনার আঠা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব একত্রে সেবনে অন্তঃবিদ্রধী নষ্ট হয়। ঐ

সজিনামূলের রস, তিলতৈল সহ কর্ণে পূরণ করিলে বেদনা নিবারণ হয়। চক্রঃ

সজিনার আঠাও ঐরূপ তৈল সহ কর্ণ-শূলে প্রয়োজ্য।

সরলকাষ্ঠ।

কোনাইফেরী জাতীয় পাইনস লংগিফোলিয়া নামক বৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠ। হিমালয় পর্ব্বতোপরি জন্মে। এই বৃক্ষ হইতে এক প নির্য্যাস বাহির হয়, তাহাকে সরলদ্রব, শ্রীবাস বা গন্ধবিরোজা কহে। ইহা হইতে একরূপ তার্পিন তৈল প্রস্তুত হয়।

সরলকাষ্ঠ উত্তেজক ও স্বেদজনক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা মধুর, তিক্ত, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ এবং কর্ণ, কণ্ঠাক্ষি, কফ, বায়ু, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণনাশক। বিবিধ ঔষধ ও তৈলের সহিত এই কাষ্ঠ ব্যবহার হয়।

শ্রীবাস, গুগ্‌গুল, অগুরু ও ধূনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে ব্রণের (ক্ষতের) কাঠিনত্ব ও বেদনা উপশমিত হয়। চক্রঃ

গন্ধবিরোজা মলম প্রস্তুতেও ব্যবহার হয়। ইহার প্রলেপে বাগি ও ফোড়াদি সময়ে সময়ে বসিয়া যায়।

সর্জিকাক্ষার ও সাজিমাটী।

ইংরাজীতে ইহাকে কার্ব্বনেট অফ সোডা কহে। কিন্তু প্রায়ই উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। সাজি নামক বৃক্ষ বিশেষ হইতে পঞ্জাব প্রদেশে এই ক্ষার প্রস্তুত হয়। সাজিমাটী হইতে ইহা স্বতন্ত্র। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, [ইহাতে কার্বনেট অফ সোডা ভিন্ন সলফেট অফ সোডা ও পট্‌াশাদি থাকে।

ইহার ক্রিয়া যবক্ষারের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা হীন। ইহাতে গুল্ম শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে দাহক।

সাজিমাটী। মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হয়। দেশী সাবান প্রস্তুত করিতে লাগে। ইহাও একরূপ অবিশুদ্ধ কার্বনেট অফ সোডা, ইহাতে কার্বনেট অফ্ সোডা ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহার ক্রিয়া অম্লনাশক; বুকজ্বালা ও পাকাশয়ে অম্ল হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। চূণ সহ স্থানীক প্রয়োগে দাহক হয়; আঁচিলের উপর দিলে ক্ষত হইয়া তাহা আরোগ্য হয়। কাপড় পরিষ্কারার্থ রজকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সর্জ্জিকাদ্য চূর্ণ। সর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট, সামুদ্র ও রোমক লবণ প্রত্যেকে ১ তোলা; লেবু বা দাড়িমের রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মাত্রা ১০ রতি, ইহাতে গুল্ম, গ্রহণী, শূল বেদনাদি নষ্ট ও অগ্নির দীপ্তি হয়। শার্ঙ্গঃ

সর্জ্জিকাদ্য তৈল। সর্জ্জিকাক্ষার, সৈন্ধব, দন্তীমূল, চিতা, কর্পূর, শৈবাল, অপামার্গ বীজ ও গোমূত্র দ্বারা সাধিত তৈল প্রয়োগে দুষ্ট ব্রণ ও নাড়ী ব্রণ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সর্জ্জিকাক্ষার, মূলকক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ একত্রে লেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। ভাবঃ

সর্জ্জিকাচূর্ণ, টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব, বেদনা দাহ নষ্ট হয়। ঐ

যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার অল্প জল সহ গুলিয়া স্ফোটকের উপর দিয়া রাখিলে উহা ফাটিয়া যায়। সংমে

সর্পবিষ, গরল।

অতি প্রাচীনকালে সর্পবিষ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময় হইতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ঔষধার্থে কৃষ্ণসর্প বিষই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

একটী ঝিনুক, তালপাতায় বাঁধিয়া সর্পের মুখের মধ্যে দিলে উহা বলপূর্ব্বক ঝিনুকের উপরে দংশন করিবে ও তাহাতে বিষ আসিয়া ঝিনুকের উপরে পড়ে। তৎপরে বিষের সিকি পরিমাণ সর্ষপ তৈল দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিবে; তখন ইহার আকার পীতবর্ণ ও দানা দানা হয়। সর্ষপ তৈল দ্বারাই গরল বিশোধিত হয়। ইহা অন্যান্য ঔষধ সহ জ্বর বিকার ও সন্নিপাত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়; ইহা অত্যন্ত উত্তেজক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। **সূচিকাভরণ রস।** পারদ, গন্ধক, সীসা, কাটবিষ, সর্পবিষ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া রোহিৎ মৎস্য, মহিষ, শূকর, ময়ূর ও ছাগপিত্তে এক এক বার ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাত জ্বরে (স্বল্প বিরাম জ্বর সহ মাস্তিষ্ক বিকার লক্ষণ থাকিলে) প্রযোজ্য। অনুপান আদার রস; ঔষধ সেবনের পর মস্তকে জলপটী দিবে। ভৈঃ র

২। **সূচিকাভরণ রস।** কাটবিষ, সর্পবিষ ও দারমুচ প্রত্যেকে ১ ভাগ; হিঙ্গুল ৩ ভাগ; একত্রে মিশ্রিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ডাবের জল সহ এক বটিকা সেব্য, ঔষধ সেবনের পরে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশিত হইলে রোগীর গাত্রে তিলতৈলাদি মর্দ্দন ও শীতল ক্রিয়া করিবে। সন্নিপাত জ্বর ও বিসূচিকার শেষাবস্থায় প্রয়োজ্য। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

কালানল রস। কৃষ্ণসর্প বিষ, গন্ধক, সোঁকো, কাটবিষ, গোলমরিচ, পিপুল, শুঠ, সোহাগা, পারদ, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া অবশেষে টাবানেবুর রসে এক

বার ভাবনা দিয়া যবমাত্রায় মধু ও আদার রস সহ প্রদাতব্য। সন্নিপাত জ্বরে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব থাকিলেও প্রয়োজ্য। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন ও শীতল ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। রস রত্ন

সর্ষপ, সিদ্ধার্থ, রাজিকা।

ক্রসিফেরী জাতীয় সিনাপিস য়্যাল্বা ও নাইগ্রা নামক ওষধি দ্বয়ের বীজ। প্রথমটী শ্বেত ও শেষোক্তটী কৃষ্ণসর্ষপ। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ইহার চাষ হয়।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে স্থায়ী ও উদ্বায়ী দুই প্রকার তৈল, ও এক প্রকার বীর্য্য আছে। ইহার বীজ নিষ্পেষণ দ্বারা শতকরা ৩১ অংশ তীব্র তৈল নিঃসৃত হয়।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয় ও মূত্রকারক; অধিক মাত্রায় বমনকারক। ইহার তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে স্বেদোৎপাদক গ্রন্থি উত্তেজিত হয়; ইহার উদ্বায়ী তৈলের স্থানীক ক্রিয়া প্রত্যুগ্রতা সাধক। সর্ষপের পত্র আগ্নেয়।

আময়িক প্রয়োগ। অফিফেণের দ্বারা বিষাক্ত হইলে, সংন্যাস রোগের উপক্রমে এবং অন্যান্য আবশ্যক স্থলে সর্ষপ চূর্ণ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। ইহা দ্বারা শীঘ্র বমন হয়, অথচ শরীরের অবসাদন হয় না। প্রত্যুগ্রতা সাধনার্থ জ্বর, বিসূচিকা রোগের অবসন্নাবস্থায় কক্ষ, বক্ষঃ ও উরু আদি স্থানে ইহা বাটিয়া পটী দিবে। এতদ্ভিন্ন শ্বাসনলী-প্রদাহ ফুসফুসাবরণ-প্রদাহ, স্নায়ু শূল ও উদর শূলাদিতে প্রত্যুগ্রতা সাধনার্থ ইহার আলেপন প্রয়োজ্য। পাকাশয়ের উগ্রতা বশতঃ বমন নিবারণার্থ ইহার আলেপন মহোপকারক।

মাত্রা—বমনকরণার্থ সর্ষপ চূর্ণ ১ কাঁচ্চা, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

সর্ষপ পুলটীস। সর্ষপ খইল জলে গুলিয়া ও উষ্ণ করিয়া বস্ত্র খণ্ড মধ্যে পুরিয়া দিবে। যদি ইহার উগ্রতা বৃদ্ধি করার আবশ্যক হয়, তবে লঙ্কা বা সজিনামূল উহার সঙ্গে বাটিয়া দিবে। ইহা প্রয়োগে তৎস্থান আরক্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে প্রয়োগ রহিত করিবে। সর্ষপ খইলের অভাবে শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া দেওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সিদ্ধার্থকাদি। শ্বেত সর্ষপ, হিঙ্গু, বচ, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, আতিস, অপরাজিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান ও অঞ্জনরূপে উন্মাদরোগে ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ও গোমূত্র দ্বারা ঘৃত পাক করিয়াও ব্যবহার করিলে সুফল দর্শে। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব বমন করণার্থ প্রয়োজ্য। চক্রঃ

সর্ষপ তৈল, পিপুল, হিঙ্গু, বচ, রসুন একত্রে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে দিলে কর্ণস্বন ও ব্যথা নিবৃত্তি হয়। ভাবঃ

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব, মূলকবীজ; তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থি সত্বর বিলুপ্ত হয়। ঐ

সর্ষপতৈল সহ শৈবাল দগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নষ্ট হয়। ঐ

সর্ষপ খইল, পিপুল, সজিনারত্বক, মোম, হরীতকী, গোমূত্র পিষ্ট ও ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ দিলে শ্লেষ্মব্রণ, শোথ নষ্ট হয়। ঐ

সর্ষপ, জীরা, ভর্জিতহিঙ্গু, শুঠ ও সৈন্ধব সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য নিবারিত হয়।

পুনর্ণবামূল, দারুহরিদ্রা, সজিনামূল, শুঠ ও সর্ষপ একত্রে কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা উপশমিত হয়। শার্ঙ্গঃ

সবেদা, সফেদা।

অবিশুদ্ধ কার্বনেট অফ লেড। বাজারে পাওয়া যায়; রং করিতে ব্যবহার হয়।

স্থানীক ক্রিয়া সংকোচক, আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। কোন স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হইলে ও দগ্ধ ক্ষতাদি শুষ্ক করণার্থ প্রযোজ্য। সফেদা ১২ রতি, মোমের মলম আদছটাক মিশ্রিত করিয়া মলমাকারে বা শুষ্ক চূর্ণ প্রযোজ্য।

সাগু, সাগুদানা।

পালমেসী জাতীয় সেগস্ লিভিস নামক বৃক্ষ। সুমাত্রা ও মলাক্কা দ্বীপে অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ১৫।২০ বৎসর পরে এই বৃক্ষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় ইহার কান্ড স্থূল হয়। সাগু বাহির করিতে হইলে বৃক্ষকে ছেদন করতঃ লম্বালম্বি চিরিয়া মজ্জা বাহির করিয়া লইতে হয়; অনন্তর ঐ মজ্জা চূর্ণ করতঃ চালুনী দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া ও জলে গুলিয়া মণ্ডের মত করিতে হইবে। ঐ মণ্ডকে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইলেই দানার মত সাগু প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। অল্প পুষ্টিকারক, সহজ পাচ্য, এজন্য বিবিধ তরুণ রোগে লঘু পথ্য প্রয়োজন হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। জলে বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবনার্থ বিধান করিবে।

সাপসন্দ।

কনভলভিউলেসী জাতীয় এক প্রকার ফারবাইটিস বৃক্ষের বীজ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যথেষ্ট জন্মে। বাঙ্গালা দেশে চাস করিলেও উত্তমরূপ হয়। প্রতি ফলের মধ্যে তিনটী বীজ থাকে, তাহা পিঙ্গলাভ লালবর্ণ এবং উহাতে কেশবৎ সূত্রখণ্ড থাকে। জলে গুলিলে এই বীজ স্ফীত হয় ও একরূপ স্নেহ দ্রব্য নিঃসৃত হয়; এই বীজ রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হয়।

ক্রিয়া। মৃদু বিরেচক ও বলকারক। বীজ চূর্ণ সহজেই অন্ত্রে ক্রিয়া দর্শায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যবন চিকিৎসকেরা নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করেন ও তাহাতে সুফল উপলব্ধি হয় বলেন। কুষ্ঠরোগে ইহা ব্যবহার হয়। ১০ রতি হইতে ১৫ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইহার ক্রিয়া অন্ত্রে দর্শাইয়া পেট কামড়ান ও বমন না হইয়া ২।৩ বার তরল মল নিঃসৃত হয়। বিরেচনার্থ কালাদানা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

সাবান।

এতদ্দেশে একরূপ সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা সচরাচর সকল বাজারেই পাওয়া যায় এবং রজকেরা বস্ত্র ধৌত করণার্থ ব্যবহার করে।

প্রস্তুত করণ। সাদা উত্তম সাজিমাটী, কলিচূণ ও নারিকেল তৈল; ইহাদের সমান সমান অংশ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয়। অনন্তর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে হয়, ফুটাইবার সময়ে হাতা দ্বারা উহাকে অনবরত নাড়িতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া এক প্রকার আঠার ন্যায় হইয়া উঠে কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জল ভাগ থাকে। ঐ জল পৃথক করিতে হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ দ্রবীভূত ও জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ঘন পদার্থটা উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে; তখন উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল করিলেই বিলক্ষণ গাঢ় হইয়া উঠে এবং উষ্ণোষ্ণ ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া বিবিধাকার করা যায়। শোধিত সুরাতে ইহা সম্পূর্ণ দ্রব হয়।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, স্নিগ্ধকারক, স্থানীক কোন উগ্রতা প্রকাশ করে না।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ দ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষনাশার্থ ও স্নিগ্ধ করণার্থ সাবান বিধেয়। অজীর্ণ রোগে, পাকাশয় মধ্যে

অম্লাধিক্য হইলে তন্নিবারণার্থ সাবান ব্যবস্থেয়। দ্রাবক দ্বারা কোন স্থান দগ্ধ হইলে সাবানের দ্রব স্থানীক প্রয়োগ করা যায়। সাবান ও শর্করা একত্রে ব্রণের উপর আলেপন প্রয়োগ করিলে শীঘ্র পূঁযোৎপাদন করে। নানাবিধ চর্ম্মপীড়ায় ইহা দ্বারা ধৌত করা উপকারক; মচকান ও পুরাতন বাতবেদনাতে ইহার মর্দ্দন উপকার করে। মাত্রা ২ হইতে ২০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

সাবান মর্দ্দন। সাবান ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, কর্পূর ৩ কাঁচ্চা, শোধিত সুরা ৯ ছটাক, পরিশ্রুত জল ১ ছটাক। জল এবং সুরা একত্র করিয়া তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য দ্রব করিয়া লইবে। মর্দ্দনার্থ বাহ্য প্রয়োগ করা যায়, অহিফেন মর্দ্দন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সাবান পলস্ত্রা। সাবান চূর্ণ ৩ ছটাক, মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রা ১ সের ২ ছটাক, ধূনা আধ ছটাক। মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রাকে অল্প সন্তাপে গলাইবে, পরে রজন ও সাবান গলাইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া অনবরত বিলোড়িত করিবে, যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ত ঘন হয়।

শালেপ মিশ্রি।

অর্চিডী জাতীয় অর্চিস ম্যাসকিউলা নামক বৃক্ষের মুস্তা।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাবস্থায় প্রাপ্তব্য। অসমান, কঠিন, শৃঙ্গবৎ এবং অর্দ্ধ স্বচ্ছ, ঈষৎ পীতবর্ণ, অতীব্র গন্ধ, আস্বাদে নির্য্যাসবৎ। ইহাতে ব্যাসোরিণ, দ্রবশীল গঁদ এবং শ্বেতসার আছে। ৬০ ভাগ স্ফুটিত জলে দ্রব হয়। কাশ্মীরের স্যালেপ মিশ্রী উৎকৃষ্ট এবং তথাকার বণিকেরা ইহা হরিদ্বারের বাজারে বিক্রয় করে।

ক্রিয়া। অত্যন্ত পোষক ও স্নিগ্ধকারক। দুর্ব্বল ব্যক্তি ও পীড়িত শিশুদের পক্ষে উত্তম পথ্য। সাগুর ন্যায় ইহা পীড়িত ব্যক্তিদের পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসকেরা বলেন যে, ইহার কামোদ্দীপক গুণ আছে।

প্রয়োগরূপ।

ক্বাথ। স্যালেপ মিশ্রী চূর্ণ পাঁচ আনা, জল চারি ছটাক, সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা যথেচ্ছা।

সাসাফ্রাস (নেপাল)।

লরেসী জাতীয় ক্যাম্ফরা গ্লাণ্ডিউলিফেরা নামক বৃক্ষ। নেপালে জন্মস্থান। ইহা আমেরিকা দেশোৎপন্ন সাসাফ্রাসের সমান। ধনী-লোকেরা চর্ব্বণার্থ পানের সঙ্গে ব্যবহার করেন। ইহা উত্তেজক ও স্বেদজনক। ইহার এই গুণ স্থায়ী তৈলের উপর নির্ভর করে।

সিজ, মনসাসিজ, বজ্রী, স্নূহি, সেহুণ্ড।

ইউফবিয়েসী জাতীয় ইউফবিয়া নেরিফোলিয়া ও এণ্টিকোরম নামক বৃক্ষ। শেষোক্ত বৃক্ষকে বাঙ্গালায় তেকাঁটা সিজ বলে। ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার দুগ্ধবৎ রস বিরেচক ও ক্রিমিনাশক এবং ইহার পাতার রস মূত্রকারক ও শোষক। নিমের তৈল বা অন্য কোন তৈলের সঙ্গে ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বাতবেদনা বা তজ্জনিত অঙ্গ সংকোচন ব্যাধিতে প্রয়োজিত হয়। সিজের আঠা ২।৩ ফোটা মাত্রায় অল্প চিনির সঙ্গে সেবনে বিরেচক হয়। ইহার বিরেচন ক্রিয়া অত্যন্ত উগ্র, অতএব বিশেষ সাবধানতা সহকারে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মনসাসিজের পাতার রস শ্বাস কাস উপশমার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাং এমেস্‌বরী ছয় জন শ্বাসাক্রান্ত রোগীকে ইহা প্রদান করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন। সাবধানে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে। ইহার মূল গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সর্প দংশনে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহাতে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই। ইহার পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া

কর্ণের ভিতর দিলে কর্ণশূল উপশমিত হয়। পাতা উষ্ণ করিয়া তল-পেটে দিয়া রাখিলে মূত্রকারক হয়; ইহার দুগ্ধবৎ রস আঁচিলে দিলে তাহা আরোগ্য হয়। এই রসের উপদংশ বিষঘ্ন গুণ আছে বলিয়া কথিত হয়; ডাং জে শর্ট ইহা ২ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া পরিবর্ত্তক গুণের পরিচয় পাইয়াছেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রেচক, দীপক, কটু, তীক্ষ্ণ এবং শূল, অষ্ঠি-লিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর, বায়ু, উন্মাদ, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু ব্রণ শোথ, জ্বর ও প্লীহানাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বজ্রক্ষার। সামুদ্র, সৈন্ধব ও করকচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল, সোহাগা, সর্জ্জিকাক্ষার সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে সিজ ও আকন্দের আঠায় তিন দিন ভাবনা দিয়া ও আকন্দের পত্রে বেষ্টন করতঃ ভাণ্ডে রাখিয়া পুটপাক করিবে। পশ্চাৎ উহা চূর্ণ করিয়া তৎসঙ্গে শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যমানী, জীরা, চিতা চূর্ণ (মিলিত) পূর্ব্বোক্ত ক্ষার সমূহের সমান লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ½—১ তোলা মাত্রায় জল সহ সেব্য। ইহাতে গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, উদরী, শোথ, উদা-বর্ত্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জল, পিত্তাধিক্যে ঘৃত, কফাধিক্যে গোমূত্র ও ত্রিদোষজ রোগে কাঁজি সহ সেব্য। ভাবঃ

নারাচ ঘৃত। সিজদুগ্ধ, দন্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতা প্রত্যেকে ২ তোলা; ঘৃত ১ সের, পাক করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা, জল সহ সেব্য; পরে উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে উদরী রোগ প্রশমিত হয়। ঐ

বিন্দু ঘৃত। ঘৃত ৪ সের, সিজের আঠা ৪৮ তোলা; আকন্দের আঠা ১২ তোলা, একত্রে পাক করিবে। ইহার যে কয় বিন্দু সেবন করা যায়, সেই কয়বার বিরেচন হয়। গোদুগ্ধ, কুলথ কাথ ও উষ্ণোদক সহ ইহা সেব্য। এই ঘৃত নাভিতে প্রলেপ দিলেও বিরেচন হয়। ইহাতে গুল্ম, উদরী, শূল, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত ও আধ্মান নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

বার্ত্তাকু গুড়িকা। সিজ বৃক্ষের কাণ্ডের বল্কল ৪ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট লবণ ৩ পল; বার্ত্তাকু ৩২ তোলা, আকন্দমূলের ত্বক ১পল, চিতা ১ পল, একত্রে দগ্ধ করিয়া বার্ত্তাকুর রসে মাড়িয়া গুড়িকা করিবে। আহারের পর ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক, গ্রহণী, শ্বাস কাস ও অর্শ নষ্ট হয়। ভাবঃ

স্নুহিন্বাদি তৈল। সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, কুশলাঙ্গলী, ভৃঙ্গরাজ, কাটবিষ, কুঁচ, ইন্দ্রবারুণীমূল, শ্বেতসর্ষপ, বচ এবং ছাগ ও গোমূত্র দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট ও কেশপতন নিবারণ হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সিজ বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড ও শিরীষ ফল মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে মলদ্বারের অর্শ নষ্ট হয়। ভাবঃ

তেউড়ী, পিপুল, হরীতকী, সিজের আঠায় ভিজাইয়া ও শুষ্ক করিয়া সেবন করাইলে বিরেচন হয়।

হরিদ্রা চূর্ণের সহিত সিজের আঠা মিলাইয়া লেপ দিলে অর্শ নষ্ট হয়। চক্রঃ

দারুহরিদ্রা চূর্ণ সহ সিজ ও আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ স্থানীক প্রয়োগে ভগন্দর ও নালী ক্ষত আরোগ্য হয়। ঐ

সীসা, সীসক।

সীসা শোধন—বঙ্গের ন্যায়। তাম্বুল রস সংপিষ্ট মনঃশিলা দ্বারা সীসার পাত লেপিয়া মুচীর মধ্যে করিয়া পোড় দিবে। এইরূপ ৩২ পোড়ে সীসা ভস্ম হয়।

মৃৎপাত্রে সীসা গালাইয়া তাহাতে অশ্বত্থ ও তেঁতুল ছাল চূর্ণ (সীসার ¼ অংশ) দিয়া লৌহ দার্ব্বী দ্বারা অনবরত নাড়িতে হইবে; তাহা হইলে এক প্রহরে সীসা ভস্ম হয়। উক্ত ভস্ম ও তৎসম মনঃশিলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে; এইরূপ ৬ পোড়ে সীসা ভস্ম হয়।

ইহার গুণ—মেহনাশক, কামোদ্দীপক ও আগ্নেয়। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়।

সিন্দুরকে রেড অকসাইড অফ লেড কহে, ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োজ্য।

সিন্দূরাদ্য তৈল। সিন্দুর ৪ তোলা, জীরা ৮ তোলা, সর্ষপ তৈল ১ সের, জল ৪ সের, পাক করিবে। ইহাতে পামা নষ্ট হয়। চক্রঃ

শুরমা ও সীসা। ইহা বিবিধ চক্ষু রোগে ব্যবহৃত হয়। সৌবীরাঞ্জন দেখ।

সকমুনিয়া।

কনভলভিউলেসী জাতীয় কনভলভিউলস স্কামোনিয়া নামক বৃক্ষের ফল। লিবান্ট ও সিরিয়া দেশে জন্মস্থান। গুজরাট প্রদেশে ডাং রসবর্গ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মূলের প্রথমাংশে অস্ত্রাঘাত করিলে রস বাহির হইয়া গোলাকারে জমিয়া থাকে, ইহাতে সচরাচর শ্বেতসার ও নানা প্রকার অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধাবস্থায় ইহাকে ভর্জিন স্কামনী কহে।

ইহা প্রবল বিরেচক, জেলাপ অপেক্ষা ক্রিয়া সতেজ কিন্তু আস্বাদনে তত অতৃপ্তিকর নহে। ইহা দ্বারা সময় সময় পেট কামড়ায়। অন্ত্রের উদ্দীপনা ও প্রদাহাবস্থায় ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। উদরী রোগে জলবৎ ভেদ করণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সুখদর্শন, বড়কানুর।

য়্যামারিলিডেসী জাতীয় ক্রিমম এসিয়াটিকম্ নামক বৃক্ষের মূল। কনকন, ঘাট, জাবাদ্বীপে জন্মে। বাঙ্গালা দেশে ক্রিনম টক্‌সিকেরিয়ম জন্মে। ডাং ওসানেসী এই উভয়কে এক জাতীয় বৃক্ষ বলেন এবং ডাং রসবর্গ ও বিডী ইহাদিগকে বিভিন্ন বলেন।

ক্রিয়া। বমনকারক, বিবমিষাজনক, স্বেদজনক। ডাং ওসানেসী,

ইহার বমনকারক গুণ; ডাঃ হর্সফিল্ডের নিকট অবগত হইয়া পরীক্ষা করেন এবং দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য বিবেচনা করেন। কোন্ প্রকার বৃক্ষ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই; কারণ তাঁহার গ্রন্থে উভয়ই একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্থূলাকার মূল ও পত্রের মাদক দ্রব্যের ন্যায় গন্ধ এবং তরুণাবস্থায় উহারা বমনকারক। তরুণ বৃক্ষ বাটিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া যে রস পাওয়া যায়, তাহা সেবনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বমন হয়। অল্প মাত্রায় স্বেদজনক ও বিবমিষাজনক। ইহা ব্যবহারে কখন কুফল উপলব্ধি হয় নাই। শুষ্ক মূলও প্রবল বমনকারক কিন্তু তরুণ মূল অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রযোজ্য। পত্র বাটিয়া এরণ্ড তৈল সহ আঙ্গুলহাড়ায় আলেপনরূপে ব্যবহার্য্য। কর্ণশূলে ইহার রস কর্ণে দিলে বেদনা আরোগ্য হয়। ইহা স্কুইলের অনুরূপ ধর্ম্মশালী।

প্রয়োগরূপ।

সুখদর্শন রস। সুখদর্শন মূল (স্বরস) ১কাঁচ্চা, শীতল জল ১ছটাক। প্রথমতঃ মূলকে কুট্টিত করিবে, পরে ক্রমশঃ জল সংযোগ করিবে; অবশেষে বস্ত্র দ্বারা নিঙ্গড়াইয়া লইবে। মাত্রা ২।৪ ড্রাম। ২০মিনিট অন্তর প্রযোজ্য অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বমন না হয়।

সুখদর্শন পাক। সুখদর্শনের সরস মূল ৪ ছটাক, স্ফুটিত জল ১০ ছটাক, শর্করা অর্দ্ধসের; জলেতে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মূল ভিজাইয়া পরে কুট্টিত করিয়া ছাঁকিবে, অবশেষে মৃদু সন্তাপে শর্করা দ্রব করিবে। মাত্রা ১।২ ড্রাম। বালকদিগের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইপিক্যাকের পরিবর্ত্তে বমন করণার্থ প্রয়োজ্য।

সুপারি, গুবাক, পূগ।

পালমেসী জাতীয় য়্যারিকা ক্যাটিকিউ নামক বৃক্ষের ফল। পূর্ব্বোপদ্বীপ সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে ইহার জন্মস্থান। এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় রোপিত হইয়াছে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। সংকোচক। ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক

এসিড আছে। ইহা পানের সঙ্গে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সুপারি, খদির, কর্পূর, গন্ধবোল ও চাখড়ি চূর্ণ সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহা দন্তে মাজনরূপে লাগাইলে দন্ত ও মাড়ির শিথিলতা নষ্ট হইয়া উহারা দৃঢ় হয়। উদরাময় রোগে ডাং শর্ট ইহার চূর্ণ ৫—৮রতি মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। কেবল সুপারি (চিকি) দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া দন্তমূলে লাগাইলেও দন্তমূল শক্ত ও রক্তস্রাবাদি বন্ধ হয়। সুপারির খোলা দ্বারা স্প্লিণ্টের কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুক্ষ কষায়, কফপিত্তঘ্ন, মাদক, দীপক, রুচ্য ও আস্য বৈরস্যনাশক। সুপারি ভক্ষণ জন্য মত্ততা উপস্থিত হইলে অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করা উচিত। অপক্ক সুপারি ঈষৎ রেচক ও বায়ু-নাশক। সুপক্ক ফল কাঁচাবস্থায় মাদক। এই ফল শুষ্ক করিয়া পানের সঙ্গে চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হয়; ইহা দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ ও মাড়ি শক্ত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রতিবল্লভ পূগপাক। সুপারি ১০পল, দ্বিখণ্ডিত করতঃ জলে সিদ্ধ করিবে; পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। এই চূর্ণ উহার আট গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে, তৎপরে উহাতে ঘৃত ১সের, চিনি ৫০পল দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ছোট এলাচ, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, সিদ্ধি, জায়ফল, কপিত্থ, তেজপত্র, জাতীপত্র, দারচিনি, শুঠ, বেনারমূল, সুগন্ধ বালা, মুতা, ত্রিফলা, বংশলোচন, আলকুশীবীজ, দ্রাক্ষা, কোকিলাক্ষবীজ, গোক্ষুরবীজ, মহাখর্জ্জুর, ক্ষীরখর্জ্জুর, ধনে, কেশুর, যষ্ঠিমধু, পাণিফল, জীরা, বড়এলাচ, যমানী, পদ্মবীজকোষ, জটামাংসী, শুলফা, মেথি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, কর্চূর, নাগেশ্বর, মরিচ, পিয়ালবীজ, শাল্ম লীবীজ, গজপিপুল, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ১পল এবং রসসিন্দুর, বঙ্গ, সীসা, লৌহ, অভ্র, মৃগনাভি ও কর্পূর প্রত্যেকে ৪তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পরে ৪তোলা প্রমাণ মোদক বাঁধিবে, ইহা সেবনে অত্যন্ত ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

সুরিণজন, সরিণ্জন।

লিলিয়েসী জাতীয়, অজ্ঞাত বৃক্ষের বর্দ্ধিত মূল। ইহা দুই প্রকার।

১ম তিক্ত সুরিণজন, ইহা কাশ্মীর হইতে আনীত হয়।

২য় মিষ্ট সুরিণজন, ইহা আরবদেশ হইতে আনীত হয়। ইহা কল্‌চিকম জাতীয় বৃক্ষের সমধর্ম্মী, তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য।

ক্রিয়া। মূত্রকারক এবং অবসাদক। তিক্ত সুরিণ্জন্ হইতে এক প্রকার সির্কা মিশ্রিত অরিষ্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহা দ্বারা নিঃস্রবশীল যন্ত্রের স্রাবণ ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা চর্ম্মের ক্রিয়া উত্তেজিত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হ্রাস হয়।

আময়িক প্রয়োগ। কল্‌চিকমের ন্যায় বিবিধ বাত রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য ও কোন কোন উদরীরোগে ব্যবহারে উপকার হয়। ইহার অবসাদনকর গুণ থাকা প্রযুক্ত, ইহাকে সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে।

এই ঔষধ পশ্চিমাঞ্চলীয় যবন চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন; কিন্তু ইহাদের ফল অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে অবগত হন নাই, অতএব পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

সুরিণজনের অরিষ্ট। তিক্ত সুরিণজন চূর্ণ ২॥০ ছটাক, সুরা পাঁচ পোয়া; সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ৫—২০ মিনিম্।

সেঁকো, দারমুচ, সাম্বলক্ষার, শঙ্খবিষ।

ইংরাজীতে ইহাকে হোয়াইট আর্সিনিক কহে। ইহা চীন, জাবা, ব্রহ্মদেশ ও পারস্য উপসাগর হইতে এতদ্দেশে আনীত হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশাদিতে ইহার বর্ণনা আছে। সুশ্রুতে ফেণাশ্ম ভস্ম নামে একটী ঔষধের বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত

সেঁকো বা হরিতাল ভস্ম, তদ্বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। হরিতাল ভস্মের বর্ণও শ্বেত।

সেঁকো, লেবুর রস বা কদলীমূলের রসে ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। ইহা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক জ্বরাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। অল্পমাত্রায় পরিবর্ত্তক, বলকারক ও পর্য্যায়-নিবারক। বাহ্য প্রয়োগে পচন-নিবারক ও দাহক। অধিক মাত্রায় উগ্র প্রদাহিক ও দাহক বিষক্রিয়া করে। বিষ মাত্রায় সেবন করিলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টার মধ্যেই বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্বচিৎ ৫।৭ ঘণ্টা বিলম্বে, ক্বচিৎ বা কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

বিষাক্ত হওনের লক্ষণ—পাকাশয় প্রদেশে জ্বালা ও বেদনা, হস্ত দ্বারা চাপিলে বেদনা বৃদ্ধি, বিবমিষা, বমন, ভেদ, ভেদ বমনের সহিত সরক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ওষ্ঠ, মুখ ও গলদেশে জ্বালা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, মুখ গহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী রক্তবর্ণ, মলদ্বারে বেদনা ও প্রদাহ, উদর প্রদেশ কঠিন, স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত, শরীর উষ্ণ অথবা শীতল, পাণ্ডুবর্ণ এবং ঘর্ম্মাভিষিক্ত, নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত, বৈষম্যদোষযুক্ত বা অননুভবনীয়, শ্বাসগতি আয়াস-সাধ্য, হৃৎকম্প, মূর্চ্ছা, অবসাদ, হিক্কা, আক্ষেপ, ধনুষ্টংকার, প্রলাপ, পক্ষাঘাত অবশেষে মৃত্যু। কখন কখন ভেদবমন ও প্রদাহাদি না হইয়া রোগী এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মূর্চ্ছা, তন্দ্রা ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হয়। ১ বা দেড় রতি মাত্রাতেই বিষক্রিয়া করে।

শবচ্ছেদ। পাকাশয় ও অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ চিহ্ন, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোনস্থান গলিত, কোথায় রক্ত নিঃসৃত, কোথা বা ক্ষত দৃষ্ট হয়।

বিষ-চিকিৎসা। বমনকারক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে শীতল পানীয় সেবন করাইবে। অন্ত্র পরিষ্কার জন্য এরণ্ড তৈল বিধান করিবে। বিষনাশার্থ অঙ্গার, আর্দ্রক, পার-অকসাইড অফ আয়রণ, অধঃপাতিত হাইড্রেট অফ ম্যাগনিসিয়া এবং চূণের

জল নিষেধ। যে পরিমাণে বিষ সেবন করা হইয়াছে, তাহার বিংশতি গুণ পার অক্সাইড অফ্ আয়রণ পুনঃ পুনঃ বিধান করিবে, অভাবে কার্ব্বনেট অফ্ আয়রণ দেওয়া যায়। আন্ত্রিক উগ্রতা নিবারণার্থ অহিফেণ মহৌষধ। অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক বিধেয়।

আময়িক প্রয়োগ। কুষ্ঠ, সর্পদংশন এবং দুর্দম্য পর্য্যায়-জ্বরে ও স্নায়ুশূলে উপকারক। পুরাতন ও বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয়।

মাত্রা $\frac{1}{60}$ হইতে $\frac{1}{12}$ গ্রেণ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জ্বর ব্রহ্মাস্ত্র। সেঁকো ২ তোলা লইয়া তিন দিবস গোমূত্রে ও এক দিবস কুকসিমের রসে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে শীতল জলে ধৌত করিবে। উহার এক সর্ষপ পরিমাণ জ্বর আসার পূর্ব্বে চিনির (বাতসা) মধ্যে পুরিয়া সেব্য। এইরূপ তিন দিবস সেবন করিলে তরুণ ও প্রাচীন জ্বর নষ্ট হয়। সং সেঃ

দারুণ ব্রহ্ম রস। সেঁকো, হিঙ্গুল, ধুস্তূরবীজ ও পিপুল প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা স্বল্প-বিরাম জ্বরে কম্প, প্রলাপ, অধিক স্বেদস্রাব, উষ্ণাতিশয্য ও শ্বাসকষ্ট থাকিলে প্রযোজ্য। একবার মাত্র সেব্য। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহাতে যে পরিমাণ সেঁকো থাকে তাহাতে অনিষ্ট হওয়ায় সম্ভব; অতএব সেঁকোর মাত্রা কম করা উচিত। ঐ

চণ্ডেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, তাম্র, সেঁকো প্রত্যেকে সমভাগ; লেবুর রসে ৬ ঘণ্টা মর্দ্দন করণানন্তর ৭ দিন আদার রসে ও ৭ দিন নিসিন্দা পত্র রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে; জ্বরে আদার রস সহ সেব্য। ইহা সেবনের পর রোগীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন, অগুরুচন্দন লেপন ও সুশীতল জলে স্নান, দুগ্ধ পান ও মৎস্য সেবন বিধেয়। ভৈঃ র

সৈন্ধব লবণ।

শ্বেতবর্ণ সৈন্ধব লবণই ঔষধার্থে প্রযোজ্য। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু, দীপন, পাচন, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, রুচ্য, বৃষ্য ও ত্রিদোষ নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। **বড়বানল চূর্ণ**। সৈন্ধব, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঠ ও হরীতকী সমভাগ চূর্ণ; একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

২। **বড়বানল চূর্ণ**। হরীতকী, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, করঞ্জ, বিল্ব ও চিতা সমভাগ; সর্ব্ব সমান চিনি। অতি গুরু দ্রব্যও ইহা সেবনে পরিপাচিত হয়। ঐ

সৈন্ধবাদ্য নস্য। সৈন্ধব, সজিনার বীজ, সর্ষপ, কুড়, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তন্দ্রা নিবারণার্থ নস্য দিবে। ঐ

সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব ২, শুঠ ৫, পিপুল মূল ২, চিতা ২ এবং ভেলা ২০ পল; কাঁজি ৩২সের, এরণ্ড তৈল ২০সের, যথারীতি পাক করিবে। ইহাতে গৃধ্রসী, উরুগ্রহ ও বিবিধ বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ঐ

২। **সৈন্ধবাদ্য তৈল**। সৈন্ধব, অর্ক, মরিচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সিদ্ধ তৈল প্রয়োগে নাড়িব্রণ পুরিয়া উঠে। ঐ

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব, গজপিপুল, রাস্না, শুলফা, যমানী ধুনা, মরিচ, কুড়, শুঠ, সচল ও বিট লবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাদালে, কুড়, যষ্টিমধু ও পিপুল প্রত্যেকে ৪তোলা; এরণ্ড তৈল ৪সের, শুলফার ক্বাথ ৪সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ৮ সের; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে আমবাত, কটী, জানু, সন্ধিজ শূলাদি নষ্ট হয়। ঐ

মহা সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব, বিট, সচল লবণ, বচ, বামনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণ, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঠ, শঠী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, কটফল, কুড়, বনযমানী, আতিস, এরণ্ড মূল, নীলবৃক্ষ, নীলোৎপল (সুঁদিপুষ্প) কল্কার্থ; এবং কাঁজি দ্বারা তৈল (এরণ্ড) পাক করিবে। এই তৈল পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ চূর্ণ, মধু সহ অঞ্জন দিলে জ্বরের মূর্চ্ছা অপনোদিত হয়। ভাবঃ

সৈন্ধব ও টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ করিলে জ্বরের অরুচি আরোগ্য হয়। ঐ

সৈন্ধব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য দিলে জ্বরের হিক্কা আরোগ্য হয়। ঐ

সৈন্ধব ও কুড় কল্ক দ্বারা বিপাচিত তৈল মর্দ্দন করিলে বিসূচিকার খালধরা নিবারিত হয়। ঐ

সৈন্ধব, শুঠ, ছোটএলাচ, হিঙ্গু ও বামনহাটী চূর্ণ; ঘৃত সহ লেহনে শিশুর আনাহ ও শূল নষ্ট হয়।

সৈন্ধব, পিপুল, পিপুলমূল, শর্করা, ছোটএলাচ ও মধু একত্রে লেহন কবিলে শিশুব মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

সোনামুখী, সোনাপাতা।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া ল্যানসিয়োলেটা নামক বৃক্ষের শুষ্ক পত্র। সিন্ধু প্রদেশ, পঞ্জাব ও ভারতেব অন্যান্য স্থানে জন্মে। নানা প্রকার কেসিয়া বৃক্ষ এদেশে জন্মে। ইহাতে এক প্রকার বায়বী তৈল ও ক্যাথার্টিন নামক বীর্য্য আছে। যে সকল সোনামুখীর পাতা আস্ত আস্ত থাকে ও যাহা পরিষ্কার, ভঙ্গুর, ঈষৎ হরিতবর্ণ বা পীতবর্ণ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত, তাহাই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারযোগ্য।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিবেচক, অন্যান্য রেচক ঔষধের সঙ্গে প্রয়োজ্য। ইহা বালক, শিশু ও স্ত্রীদিগের পক্ষেও প্রশস্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, জ্বর ও প্রদাহাদি রোগে বিরেচনার্থ ব্যবহার্য্য। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি, সোনাপাতার ফাণ্ট দুগ্ধ ও চিনি সহ চার মত সেবন করিলে বিরেচন হয়। এইরূপ উপায়ে সেবন করার সুবিধা এই যে, ইহার আস্বাদ অতৃপ্তিকর হয় না।

প্রয়োগরূপ।

সোনাপাতের ফাণ্ট। সোনাপাত আদ ছটাক, শুঠ ও লবঙ্গ কুট্টিত আড়াই আনা (প্রত্যেকে) স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। এক ঘণ্টা আবৃতপাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১ ছটাক, বালকদের জন্য অর্দ্ধ ছটাক বা তদপেক্ষা কম।

সোনাপাতের অরিষ্ট। সোনাপাত খণ্ডীকৃত ৫ কাঁচ্চা, কিসমিস ১ ছটাক, জীরা ১ কাঁচ্চা, ধনে ১ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক; সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম।

সোমরাজ, অবল্‌গুজ, বাকুচী।

কম্পজিটী জাতীয় ভিবোনিয়া এন্থেলমেণ্টিকা নামক বৃক্ষের বীজ। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। এই বৃক্ষের সমস্ত অংশই অত্যন্ত তিক্ত, কিন্তু কেবল বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রবল ক্রিমীনাশক, কেহ কেহ মূত্রকারকও বলেন। চূর্ণের মাত্রা চারি আনা, মধু সহ অবলেহরূপে সেব্য। এক দিনে দুই বার দিবে, তৎপরে একটী বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে মহীলতার ন্যায় কৃমি নিঃসৃত হয়। ডাং রস ইহার বীজের ফাণ্ট ব্যবহার করিতে বলেন। ডাং গিব্‌সন, ১০—১২ রতি মাত্রায় এই চূর্ণের ক্রিয়া বলকারক ও আগ্নেয় বলেন। ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে বীজ, লেবুর রসে পেষণ করিয়া চর্ম্মস্থ কীট নাশার্থ বাহ্যিক প্রয়োজিত হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ ইহার রসের নস্য ব্যবহার হয়। মালাবার উপকূলে ইহার ফাণ্ট, কাসি ও উদরাধ্মানে ব্যবহৃত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মধুর, তিক্ত, রুচ্য এবং বিষ্টম্ভ, রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কৃমি ও ত্বক রোগঘ্ন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সোমরাজ তৈল। কল্কার্থ—সোমরাজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত-

সর্ষপ, সোঁদাল পত্র, কুড়, করঞ্জবীজ বা ছাল, চাকুন্দেবীজ মিলিত ১ সের, সর্ষপতৈল ৪ সের; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কণ্ডু, কচ্ছু, পামা, নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। চক্রঃ

বৃহৎসোমরাজ তৈল। সর্ষপতৈল ১৬ সের, কল্কার্থ—সোমরাজ বীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; চাকুন্দেবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—চিতা, কুশলাঙ্গলী, শুঠ; কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাপরমালী, আকন্দমূল, করবী মূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময় রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ, কালকাসুন্দে বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, দদ্রু, কৃমি, দুষ্টব্রণ ও কণ্ডু আদি, চর্ম্মপীড়া নষ্ট হয়। কেহ কেহ তৈল ১৬ সেরের পরিবর্ত্তে ৪ সের দিতে উপদেশ দেন। ভৈঃ র

সোমরাজ ঘৃত। সোমরাজ বীজ ৪ পল, খদির ১পল, পটোলমূল, ত্রিফলা, ত্রায়মাণা, দুরালভা ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা; গুগ্গুল ২ পল লইয়া ৪ সের ঘৃত সহ পাক করিবে। ইহা সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও শ্বিত্র নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সোমরাজ, করঞ্জ, শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ; গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কেবল সোমরাজ আদার রসে পেষণ করিয়া মাখিলে চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ঐ

সোমরাজ, হরিতাল, মনঃশিলা, গুঞ্জাফল ও চিতামূল; গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপ দিলে শ্বিত্র (ধবল) রোগ নষ্ট হইয়া চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক হয়। ঐ

সোমরাজ, কালকাসুন্দে ও চাকুন্দের বীজ; হরিদ্রা, কাল লবণ সমভাগে লইয়া তক্র ও কাঁজি সহ পেষণ করিয়া লেপ দিলে কণ্ডু, কচ্ছু, সিধ্ম নষ্ট হয়। চক্রঃ

সোমরাজ বীজ ও তিল মিলিত ৷৷ তোলা অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে বিবিধ চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রদত্ত এক বৎসর পর্য্যন্ত সোমরাজ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে সকল প্রকার চর্ম্ম-রোগ আরোগ্য হয়।

সোরা।

প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণের নিকট ইহা অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। সোরা ও যবক্ষার এক দ্রব্য নহে, কিন্তু অনেকে নাইট্রেট অফ পটাশকে যবক্ষার বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ সোরা—নাইট্রেট অফ পটাশ ও যবক্ষার—কার্বনেট অফ পটাশ। ইহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানের মৃত্তিকাতে জন্মে। বাজারে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় অবিশুদ্ধ থাকে; অতএব তাহা ব্যবহারের পূর্ব্বে শোধিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এতদর্থে স্ফুটিত জলে দ্রব করিয়া গাদ কাটিয়া ফেলিবে; অবশেষে খানিক রাখিয়া পুরু বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া রাখিলে দানা বাঁধিবে; কলিকাতার বাজারে পরিষ্কৃত শুভ্রবর্ণ সোরা পাওয়া যায়।

ক্রিয়া। শৈত্যকারক, ধামনিক অবসাদক, মূত্রকর, স্বেদজনক। মূত্রকরণার্থ অধিক পরিমিত শীতল জল সহ ইহা প্রযোজ্য। অধিক মাত্রায় অল্প জল সহ সেবন করিলে পাকাশয় ও অন্ত্রে উগ্রতা এবং প্রদাহ সমুপস্থিত করে। তৎপরে ভেদ বমন, অবসন্নতা, উদরে জ্বালা, বেদনা, নাড়ীর ক্ষীণতা, হস্তপদাদির শীতলতা, আক্ষেপ, মূর্চ্ছাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবে, তৎপরে যথেষ্ট পরিমাণে স্নিগ্ধ পানীয় ও অহিফেণ ব্যবস্থা করিবে। অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক প্রযোজ্য। সোরা জলে দ্রব করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে শৈত্যকারক হয়।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর ও প্রদাহে চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, মূত্রের অল্পতা ও গাঢ় বর্ণতা বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় সোরা আধ তোলা, জল দশ ছটাক, চিনি আধ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবনার্থ বিধান করিলে উপকার হয়; ইহা সমস্ত দিনে পান করিতে হইবে। আবশ্যকানুসারে ইহার সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করা যাইতে পারে, ইহাতে জ্বর হ্রাস হয়। বসন্ত, হাম, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগেও এই পানীয় বিশেষ উপকারী। তরুণ বাতরোগে সোরা ২০ রতি মাত্রায় তণ্ডুলের ক্বাথ এক পোয়া সহ দিনে ২ বার সেবন করিলে উপকার দর্শে। রোগের হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোরার মাত্রাও কমান উচিত। সোরা ২ ছটাক, জল দশ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্রদাহিত সন্ধিতে সংস্থাপন করিলে বেদনাদি সত্বর উপশমিত হয়। শিরোবেদনা ও জ্বরে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য-জনিত প্রলাপাদিতে সোরা ১৷৹ ছটাক ও তৎসমান নিশাদল ও জল ১২ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া মস্তকে জলপটীরূপে প্রয়োগ করিলে আশু রোগোপশম লক্ষিত হয়। ফুসফুস, পাকাশয়, জরায়ু প্রভৃতি স্থানে রক্তস্রাবের সহিত জ্বর থাকিলে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। মাত্রা ৫—১০ রতি। তণ্ডুল ক্বাথ বা জল সহ সেব্য। শ্বাস কাসে সোরার ধূমপান উপকারী। এতদর্থে সোরা ২ ছটাক, জল ৫ ছটাকে দ্রব করিয়া উহাতে পুরু শোষক কাগজ ভিজাইবে, পরে তাহা বায়ু বা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিবে। উক্ত কাগজ এক টুকরা পোড়াইলে যে ধূম নির্গত হয়, তাহার আঘ্রাণ লইতে হইবে; কিন্তু সাবধান থাকা উচিত যেন অধিক পরিমিত ধূম আঘ্রাণ না করা হয়। কারণ তাহাতে অপকারের সম্ভাবনা; আক্ষেপিক কাসিতে ইহা উপকারক। প্রমেহ রোগে ঢেড়সের ক্বাথ সহ ইহা সেবনে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা হ্রাস হয়। সজিনামূলের ফাণ্ট সহ সোরা সেবনে উদরীরোগের উপশম হইতে পারে। শ্বেতপ্রদর রোগে সোরা ৫ রতি, ফটকিরি ২ রতি একত্রে দিনে তিন বার সেবন করিলে অনেক সময় সুফল দর্শে।

মাত্রা ২—১৫ রতি, ১ ছটাক জল বা অন্য তরল দ্রব্য সহ প্রযোজ্য। প্রতি ৪ রতি সোরাতে ১ ছটাক জল মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

সোহাগা, টঙ্কণ।

ইংরাজীতে ইহাকে বাইবোরেট অফ সোডা বা বোরাকস্ কহে। নেপাল, আসাম ও তিব্বতে জন্মে, তথা হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে আনীত হয়। তিব্বতে একটী হ্রদ আছে, তাহার কিনারায় সোহাগা দানা বাঁধিয়া থাকে। বাজারে যে সোহাগা পাওয়া যায় তাহা অনেক সময় অবিশুদ্ধাবস্থায় থাকে; অতএব তাহা শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আধ সের সোহাগা, পাঁচ আনা ওজনে চূর্ণ ও ৩০ ছটাক জল একত্রে দ্রব করিয়া পরে পুরু বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া সূর্য্যোত্তাপে বা অগ্নি সন্তাপে জল আশোষণ করিলে বিশুদ্ধ সোহাগা পাওয়া যায়। ইহার মাত্রা ৫—২০ রতি। আয়ুর্ব্বেদমতে সোহাগা এক রাত্রি কাঁজিতে ভিজাইয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশোধিত হয়।

ক্রিয়া। শৈত্যকারক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক ও অম্লনাশক। অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্য-চিকিৎসকগণ, ইহা অজীর্ণ, কাস শ্বাস, উদরাময় ও চর্ম্মপীড়ায় ব্যবহার করিতেছেন। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা রুক্ষ, আগ্নেয়, কফহারক ও বাত পিত্তকর। যবক্ষার ও সর্জ্জিকা-ক্ষারকে ক্ষারদ্বয় ও তৎসঙ্গে সোহাগা হইলে ক্ষারত্রয় কহে। আয়ুর্ব্বেদমতে, প্রায়ই অগ্নি সন্তাপে সোহাগার খই করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। মুখ গহ্বর ও জিহ্বার ক্ষতে সোহাগার খই মধু সহ মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উহা আরোগ্য হয়। এতদর্থে সোহাগা চূর্ণ ৫ আনা, মধু আধ ছটাক একত্রে মিশাইবে; পারদ সেবন দ্বারা মুখ আসিলে সোহাগা এক তোলা, জল ২০ তোলা একত্রে মিশাইয়া কুল্লী করিলে উপকার হয়। চুচুকাগ্র ক্ষতে ইহা পাঁচ আনা ও ঘৃত ২।০ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে ও সোহাগা

মিশ্রিত জলে উক্ত স্থান প্রক্ষালন করিবে। জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা নিবারণার্থ ইহার দ্রব (১। তোলা, জল ৪ ছটাক) স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে। বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহা প্রয়োজ্য। জরায়ুর শক্তিহীনতা বশতঃ প্রসব বিলম্ব হইলে সোহাগা ১০ রতি ও দারচিনি ৫ রতি একত্রে ১২ ঘণ্টান্তর ৩।৪ বার সেবন করাইবে। প্রসবকালে আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য। রজঃরোধ বা বিশৃঙ্খলা থাকিলেও প্রোক্ত ঔষধ হিত ফলপ্রদ হয়। বাগিব ক্ষত ও পচা ক্ষতে সোহাগা দশ আনা, জল দশ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করতঃ ধৌতরূপে ব্যবহার করিলে ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়; অথবা বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া উক্ত স্থানে সংস্থাপন করিবে। সোহাগা খদির ও গন্ধক মিশ্রিত ১ তোলা, ঘৃত ২॥০ তোলা একত্রে মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিবিধ প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়। দদ্রু, ছুলি, প্রভৃতি চর্ম্মরোগে চন্দন ঘষার সঙ্গে সোহাগার খই মর্দ্দন করতঃ স্থানীক প্রয়োজ্য।

প্রয়োগরূপ।

সোহাগা মধু। সোহাগার খই চূর্ণ ৩২ রতি, শোধিত মধু আদ ছটাক; একত্রে মিশ্রিত করিবে। মুখ গহ্বরস্থ ক্ষতে স্থানীক প্রয়োজ্য। জলের সহিত গুলিয়া কুল্যার্থও ব্যবহার করা যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অগ্নিকুমার রস। সোহাগা, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ; কাটবিষ ৩ ভাগ, কপর্দ্দক, সর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার, পিপুল, শুঠ প্রত্যেকে ২ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ, লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বিসূচি শূল নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিঃ

অমৃতকল্প রস। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগা ৩ ভাগ, তিন দিন ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে; মাত্রা ২ বটিকা। ইহাতে শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

টঙ্গনাদি বটী। সোহাগার খই, শুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ

প্রত্যেকে সমভাগ, মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয়। ভৈঃ র

চন্দ্রামৃত রস। ত্রিফলা, ত্রিকটু, চই, ধনে, জীরা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিবে; পরে পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ২ তোলা; সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; এক একটী বটী ছাগদুগ্ধ সহ সেব্য। অনুপান বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুতা ও কণ্টকারীর ক্বাথ।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। রস, গন্ধক, প্রত্যেকে ১ ভাগ; সোহাগার খই ২ ভাগ; মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রত্যেকে ২ ভাগ; স্বর্ণ অর্দ্ধ ভাগ, সকলগুলি খলে ফেলিয়া নিমছালের রসে মাড়িয়া গোলক করিবে; পরে উহা রুদ্ধমুষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তৎসঙ্গে লৌহ অর্দ্ধভাগ, হিঙ্গুল সিকি ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি; ইহা সেবনে কাশ ও যক্ষ্মা উপশমিত হয়। ভৈঃ র

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। গন্ধক, পারদ, অভ্র, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, পুষ্কর, হিঙ্গুল, সৈন্ধব, যবক্ষার, সোহাগা, গজপিপুল, জয়িত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতুরাবীজ, জয়পাল, কটফল, চিতা প্রত্যেকে ১ কর্ষ; শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ করিবে। লৌহ পাত্রে লৌহ মুদ্গর দ্বারা মর্দ্দন করতঃ বিল্বমূল, আকন্দ, চিতা, দন্তী, অপামার্গ, জীবন্তীলতা, বাসা, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতুরা, কৃষ্ণজীরা, পাল্তেমাদার, পিপুল, কণ্টকারী ও আদার মূলের রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস বা উষ্ণ জল সহ সেব্য। ইহাতে শ্লেষ্ম ব্যাধি, শিরোরোগ ও জ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সোহাগা, বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত ঋতুকালীন পান করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না। ভাবঃ

সোহাগার খই, মরিচ, শুঠ, লবঙ্গ একত্রে সেবনে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়।

সৌবীরাঞ্জন, সুরমা।

ইহা সিন্ধু নদীর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে জন্মে। ইংরাজীতে ইহাকে গ্যালিনা বা সলফাইড্ অফ লেড বলে। কয়েক প্রকার অঞ্জন পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

স্রোতোঞ্জন—ইহা শ্বেতবর্ণ, যমুনা নদীতে জন্মে; ইহাকে সাদা সুরমা বলে। ইহা কাল সুরমা অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট।

পুষ্পাঞ্জন—দুষ্প্রাপ্য।

রসাঞ্জন—দারুহরিদ্রার সার, তৎস্থান দেখ।

সৌবীরাঞ্জন বা কাল সুরমা চক্ষের সৌন্দর্য্য ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়। ইহা অগ্নি সন্তাপে উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার জলে ৭ বার নিষেচন করিবে; তৎপরে নারী দুগ্ধে ঘর্ষণ করতঃ চক্ষে তাহার অঞ্জন দিলে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, সর্জ্জিকাক্ষার, তুঁতে, শৈলেয় ও মনঃশিলা সমভাগে স্থানীক প্রয়োগ করিলে লিঙ্গার্শ ও মাংসাঙ্কুর নষ্ট হয়। ভাবঃ

সৌবীরাঞ্জন, শঙ্খ ভস্ম ও যষ্টিমধুর প্রলেপে অহিপূতন রোগ প্রশমিত হয়। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ত্রিফলা ও খদিরের কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করা উচিত। ঐ

বিশুদ্ধ সীসা ১ ভাগ দ্রব করিয়া তাহাতে ১ ভাগ শোধিত পারদ ও ২ ভাগ কৃষ্ণাঞ্জন (সুরমা) নিক্ষেপ করতঃ মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে; পরে সর্ব্ব সমষ্টির দশমাংশ কর্পূর দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিবিধ নেত্রাময় প্রশমিত হয়। শার্ঙ্গঃ

স্বরবাণ, আগ্যাঘাস, লেবু ঘাস।

গ্রামিনী জাতীয় য়্যাণ্ড্রোপোগন সাইট্রেটম নামক ঘাস। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ও সিংহল দ্বীপে ইহা যত্নপূর্ব্বক লোকে উদ্যানে রোপণ করে।

ইংরাজীতে ইহাকে লিমন গ্র্যাস বলে। ইহার গন্ধ লেবুর মত; এই ঘাস চুয়াইয়া একরূপ তৈল পাওয়া যায় তাহাকে হিন্দীতে হজারমসেলা কা তেল বা আতর বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ-নিবারক ও স্বেদজনক। স্থানীক প্রয়োগে আরক্তকারক। উদরাধ্মান ও তজ্জনিত শূল, অন্ত্রের আক্ষেপিক পীড়া, পাকাশয়ের উগ্রতায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ৩—৬ ফোটা ইহার তৈল চিনির সঙ্গে সেবন করা বিধেয়। ইহা দ্বারা বমন নিবারণ হয়, বিসূচিকার বমনেও ইহা দ্বারা বিশিষ্ট হিতফল উপলব্ধি হইয়াছে। অন্যান্য ঔষধ ব্যর্থ হইলেও ইহাতে উপকার পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বিসূচিকা রোগে ইহা উত্তেজক হইয়া উপকার করে। ৫ ফোটা মাত্রায় অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর প্রযোজ্য; ডাং ওয়ারিং ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে বমন নিবারণ হয় ও শরীরের অবসন্নতা দূর করে। ডাং রস বলেন যে, এই ঘাসের ফাণ্ট সেবনে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের উপকার হয়। এই ঘাস ১০তোলা, উষ্ণ জল দশ ছটাক; ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পুরাতন জ্বরের পর উদরী রোগ হইলে ইহা সেবন করান কর্ত্তব্য। পুরাতন বাতরোগে ও স্নায়ুশূল বেদনায় এই তৈল মর্দ্দন বিশেষ হিতফলপ্রদ। অন্য কোন তৈলের সঙ্গে সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণ, সুবর্ণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বর্ণ, আর্য্য-চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে; বিশুদ্ধ স্বর্ণই ঔষধার্থ প্রযোজ্য। যে স্বর্ণ কষ্টিপাথরে কসিলে কুঙ্কুম সদৃশ বর্ণ হয়, তাহাই জারণ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সোনার পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিতপ্ত করতঃ তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র, কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথে তিন তিন বার নিষেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ শোধন করিতে হয়। যে সুবর্ণে তাম্র বা রৌপ্য বিমিশ্রিত না থাকে; তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

স্বর্ণমারণ। স্বর্ণের দ্বিগুণ (সমান দিলেও হয়) পারদ দিয়া অম্ল-রস (লেবু) দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। পরে মুচীর নিচে গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি স্বর্ণ ও পারদ মিশ্রিত গোলক স্থাপন করতঃ তদুপরি আর খানিকটা গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে; পরে উহার উপরে আর একটী মুচী ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপিবে। তদনন্তর ৩০ খানি বনোপল দিয়া পোড় দিবে; এইরূপ ১৪ পোড়ে স্বর্ণ ভস্ম হয়। প্রতিবার পোড় দিবার পূর্ব্বের পারদ দিয়া মাড়িয়া গোলক করিবে ও উহার নিম্নে ও উর্দ্ধে স্বর্ণের তিন গুণ গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে।

২। স্বর্ণ মুচীতে করিয়া অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া, তাহাতে স্বর্ণের ষোড়শাংশ বাং নিক্ষেপ করিবে; পরে চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক সরাব সংপুটে রাখিয়া ৩০ খানি বন ঘুটে দিয়া পোড় দিবে; গোলকের নিম্নে ও উর্দ্ধে পূর্ব্ববৎ গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে; এইরূপ সাত পোড়ে স্বর্ণ ভস্ম হয়।

৩। কাঞ্চন বৃক্ষের বল্কলের রসে গন্ধক, পারদ (সমভাগে) ঘর্ষণ করিয়া কজ্জলী করিবে। তাহা স্বর্ণপত্রে প্রলিপ্ত করিবে, কাঞ্চন বৃক্ষের ত্বকের দ্বারা নির্ম্মিত মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে উহা পুরিয়া ও তাহা আবার মৃন্মুষা সংপুটে রাখিয়া ও লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে; পরে খরতর বহ্নিতে পোড় দিবে। এইরূপ তিন বার পোড় দিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। কাঞ্চনের ন্যায় লাঙ্গলীর মুষা করিয়াও স্বর্ণ ভস্ম করা যাইতে পারে। তদ্রূপ জ্বালা-মুখী (কুশলাঙ্গলী) ও মনঃশিলা দ্বারাও স্বর্ণ ভস্ম হয়।

৪। মনঃশিলা ও সিন্দুর চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ অর্ক দুগ্ধে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, এইরূপ সাতবার করিবে; তদনন্তর উহা দ্রবীভূত স্বর্ণে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ধমন করিবে, যাবৎ উক্ত কল্ক বিলীন না হয়। এইরূপ ৩ বার কল্ক নিক্ষেপ করিবে, ইঁহাতে স্বর্ণ ভস্ম হয়।

৫। স্বর্ণাদি সকল প্রকার ধাতু, মনঃশিলা, গন্ধক ও অর্ক দুগ্ধাক্ত করিয়া দ্বাদশ বার পোড় দিলে নিশ্চয়ই ভস্ম হয়। ভাবঃ

স্বর্ণ ভস্ম হইলে উহার বর্ণ বেগুণ ফুলের ন্যায় হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক ও বলকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা বৃষ্য, বল্য, রসায়ন, মেধা স্মৃতিপ্রদ, আয়ুষ্কর। ইহা জ্বর, যক্ষ্মা, উন্মাদ, মূত্ররোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাতব্যাধি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। অসম্যক মারিত স্বর্ণ বলবীর্য্য নষ্ট ও রোগোৎপাদন করে। মারিত স্বর্ণের মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রাজ মৃগাঙ্ক রস। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, মনঃশিলা, হরিতাল, গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করতঃ কড়ির মধ্যে পুরিবে; পরে ছাগদুগ্ধে পেষিত সোহাগা দ্বারা উক্ত কড়িগুলির মুখ অবরুদ্ধ করিয়া সরাব সংপুটে সংস্থাপন পূর্ব্বক গজপুটে পোড় দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা ২।৪ রতি, ১৯ টী গোলমরিচ ও ১০ টী পিপুল চূর্ণ ও ঘৃত মধু সহ সেব্য। ইহাতে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয়। রসেন্দ্র চিন্তাঃ

মৃগাঙ্ক রস। পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ও মুক্তা প্রত্যেকে ২ ভাগ, সোহাগা ½ ভাগ, কাঁজি দ্বারা মাড়িয়া গোলক করিবে। পরে উহা শুষ্ক ও মুষাবরুদ্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণ পূর্ণ হাঁড়িতে রাখিয়া ৪ প্রহর জ্বাল দিবে; শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ½—২ রতি। এক মাষা মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে যক্ষ্মারোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

জয় মঙ্গল রস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ; স্বর্ণ ২ ভাগ, লৌহ ও রৌপ্য প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া ধুতূরার রসে, শেফালিকার রসে এবং দশমূল ও চিরতার ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। জীরক চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর ও সমস্ত বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ঐ

স্বর্ণপর্পটী। পারদ ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয় তাবৎ মর্দ্দন করিবে। পরে গন্ধক ৮ তোলা সংযোগ করতঃ উত্তমরূপে

মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অবশেষে লৌহ চাটুতে ঘৃত মাখাইয়া উহা দ্রবীভূত ও রসপর্পটীর নিয়মানুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১—৫ রতি। ইহাতে গ্রহণী, জ্বর, শোথাদি নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে লবণ ও জল নিষিদ্ধ। ৪২ দিন পর্য্যন্ত ইহা সেবন কর্ত্তব্য। মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতঃ পুনরায় হ্রাস করা বিধেয়। ঐ

বৃহৎ সোমনাথ রস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ, পাল্‌তে মাদারের রসে ও গন্ধক, ইন্দুরকানির রসে মাড়িয়া পরে কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর দ্বিগুণ লৌহ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও সুবর্ণ প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধেক দিয়া পুনরায় ঘৃত-কুমারীর রসে মাড়িয়া ও থলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু সহ সেব্য; ইহাতে সোমরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ মূত্ররোগ নষ্ট হয়। ঐ

মকরধ্বজ। শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ ভাগ, পারদ ৮ ভাগ, গন্ধক ১৬ ভাগ, রক্ত কার্পাসপুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে একটী সমতল বোতলের মধ্যে উহা পুরিয়া বোতলের মুখে এক খানি চাখড়ী চাপা দিয়া ও বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে রাখিয়া ক্রমাগত ৯ ঘণ্টা পাক করিবে। যখন উর্দ্ধপাতন হইতে থাকে; তখন চাখড়ী ফেলিয়া দিবে ও অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত করিবে। বোতলের গলদেশ গন্ধকের অধঃপাতিত পদার্থ দ্বারা রুদ্ধ হইলে লৌহশলাকা দ্বারা তাহা অপসারিত করিবে। পাক সমাপ্ত ও শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উহার গলদেশস্থ লালবর্ণ চিক্কণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, পারদ ও গন্ধক একত্রে মিশ্রিত হওতঃ রেড্ সলফাইড আকারে বোতলের গলে সংলগ্ন হয় ও স্বর্ণ বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। ঐ স্বর্ণ পুনরায় মকরধ্বজ প্রস্তুতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাত্রা ½ রতি। স্নায়বীয় পীড়া (বাতব্যাধি) অত্যন্ত শ্রমজনিত মাস্তিষ্ক দুর্ব্বলতা, সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, প্রসবান্তে স্ত্রীদের পীড়াদিতে

প্রযোজ্য; ইহা শ্রেষ্ঠ বলকর ও পরিবর্ত্তক ঔষধ। ইহা সেবনে কামোদ্দীপন হয়। সং মেঃ

স্বল্পচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ। জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা; স্বর্ণ দুই আনা, মৃগনাভি দুইআনা, রসসিন্দুর ৪।০ তোলা; একত্রে জল দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া ৪রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মাখন ও মিশ্রী সহ সেব্য। ইহাতে বলবীর্য্য বৃদ্ধি ও ধ্বজভঙ্গাদি বিবিধ পীড়া নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ। মকরধ্বজ ১তোলা, কর্পূর ৪তোলা, জায়ফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, লবঙ্গ, মৃগনাভি প্রত্যেকে অর্দ্ধমাষা, একত্রে মাড়িয়া ৫রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; পানের সহিত সেব্য। পথ্য—ঘৃত, ঘনদুগ্ধ ও মাংস ইত্যাদি। ইহাতে অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

মারিত স্বর্ণ, কুড়, বচ, মধু ও ঘৃত সহ সেবনে বালকের মেধা বৃদ্ধি ও পুষ্টিপ্রদ হয়। ভাবঃ

স্বর্ণমাক্ষিক।

ইহাকে ইংরাজীতে আয়রণ পাইরিটিস্ বলে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাওয়া যায়। ইহা দ্বিবিধ এক প্রকার স্বর্ণবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও অপর প্রকার রৌপ্যবৎ বর্ণযুক্ত। এই শেষোক্ত প্রকারকে তারমাক্ষিক বলে। রাসায়নিক পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহাতে বাইসলফাইড অফ আয়রণ আছে। ইহার আস্বাদ ঈষৎ মিষ্ট ও তিক্ত।

স্বর্ণমাক্ষিক ৩ভাগ, সৈন্ধব ১ভাগ, লৌহপাত্রে লেবুর রস সহ পাক করিবে, যাবৎ পাত্র সুলোহিত না হয়; ইহাতে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হয়, তৎপরে ইহা কুলত্থের কষায়, তৈল, তক্র বা ছাগমূত্রে মাড়িয়া পোড় দিলে ভস্ম হয়।

তারমাক্ষিক শোধনার্থ কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী ও লেবুর রসে মাড়িয়া

এক দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে; তৎপরে কুলত্থের ক্বাথ, তৈল বা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পোড় দিলে ইহা ভস্ম হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর ও পরিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশের মতে মধুর, তিক্ত, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদরী, অর্শ, ক্ষয় ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগনাশক।

স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, রসসিন্দুর, লৌহ, হরীতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ; ঘৃত সহ ২১ দিন সেবনকরিলে ইন্দ্রিয় শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ভাবঃ

লৌহ, তিল, পিপুল, মরিচ, শুঠ প্রত্যেকে ১ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু সহ ১৫ রতি মাত্রায় সেবনে রক্তহীনতা ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গর্ভবিনোদ রস। শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ৩ ভাগ; হিঙ্গুল ৪ভাগ, জইত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৬ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ, জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভাবস্থার জ্বরাদি রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

গর্ভপীযূষবল্লী রস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রজতমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাপড়া ও দশমূলের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগ উপশমিত হয়। ভৈঃ র

রামেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ তোলা; একত্রে লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, শুড়কাউনি, গিমা, হুড়হুড়ে, সালিঞ্চা ও থলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সঙ্গে মরিচ আদ তোলা ও শ্বেত অপরাজিতা মূল আদ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। বালকদের জ্বর ইহা সেবনে আরোগ্য হয়। ঐ

পূর্ণচন্দ্র রস। রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও

স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বিশেষ পুষ্টিকর ঔষধ। ঐ

স্বর্ণসূত্রমূল, মিসমিতিতা।

র‍্যামনকিউলেসী জাতীয় কপটীস্ তিতা নামক বৃক্ষের মূল। উত্তর আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। মিসমীস, লামাস ও আসামীস্‌দিগের মধ্যে ইহা বিশেষ বিখ্যাত। এই বৃক্ষের মূল ব্যবহার হয়। আসাম হইতে বেত্র নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিতে প্রেরিত হয়, তাহার প্রতি থলিতে আধ ছটাক করিয়া মূল থাকে। বঙ্গদেশের বাজারে সচরাচর প্রাপ্তব্য নহে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সময় সময় পাওয়া যায়। ইহা ঈষৎ সদ্‌গন্ধ যুক্ত, অত্যন্ত তিক্ত, চর্ব্বণ করিলে লাল পীতবর্ণ হয়। জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়। ইহাতে একপ্রকার পীতবর্ণ তিক্ত বীর্য্য পাওয়া যায়, ইহাতে গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড নাই।

ক্রিয়া। বলকারক ও আগ্নেয়। কলিকাতার জেনারেল ও কলেজ হাঁসপাতালে ব্যবহার করিয়া সুফল উপলব্ধি হইয়াছে এবং ইউরোপীয় তিক্ত বলকারকের সম গুণকারক। ইহার অরম্ন গুণ অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহা সেবনে শীঘ্র বলাধান হয়। মন্দাগ্নিতেও ইহা উপকার করে, চূর্ণের মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।

প্রয়োগরূপ।

মিসমিতিতার অরিষ্ট। স্বর্ণসূত্র মূল চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক; ৭ দিন ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম।

মিসমিতিতার ফাণ্ট। স্বর্ণসূত্র মূল চূর্ণ ১ ভরি ৯ আনা, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল দশ ছটাক। ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত পাত্র মধ্যে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

হরিতাল।

ইংরাজীতে ইহাঁকে অর্পিমেণ্ট বা ইয়েলো সল্‌ফিউরেট অফ মার্করী বলে। হরিতাল দ্বিবিধ, বংশপত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। প্রথমোক্ত প্রকার ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য, শেষোক্ত প্রকার রং করিতে ও তুলট কাগজ প্রস্তুত করণার্থ ব্যবহৃত হয়। হরিতাল অবিশুদ্ধাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে বিবিধ রোগোৎপাদন করে, অতএব ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁজিতে দোলাযন্ত্রে এক প্রহর, তৎপরে কুমুড়ার জলে, তিল তৈলে ও ত্রিফলার ক্বাথে এক এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিবে বা পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তালক বিশোধিত হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, অনেকে সময় বাঁচাইবার জন্য সমস্ত জলীয় পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করতঃ তাহাতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত হরিতাল পাক করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে অনেকে কেবল কুমড়া বা চূণের জলে ইহা ভিজাইয়া পরে ব্যবহার করেন। আমরাও সচরাচর এইরূপ উপায়ে ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করি।

ভাবপ্রকাশ নিম্ন লিখিত উপায়ে হরিতাল ভস্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শোধিত সদল হরিতাল, পুনর্ণবার রসে এক দিন বিমর্দ্দন ও গোলক করিয়া বিশুষ্ক করিবে। তৎপরে একটী মালসার অর্দ্ধেক পুনর্ণবার ক্ষার দ্বারা পূরিত ও তদুপরি উক্ত গোলক সংস্থাপন করিয়া তাহার মুখে একটী ঢাকনী দিবে; পরে তাহার সংলগ্ন স্থান উত্তমরূপে লেপিবে। অবশেষে উহা চুলার উপর বসাইয়া ক্রমাগত ৫ দিন জ্বাল দিবে; তাহা হইলে হরিতাল ভস্ম হইবে। ইহার মাত্রা ¼—১ রতি। যথাযোগ্য অনুপান সহ সেব্য। ডাং দত্ত বলেন যে, ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে হরিতাল ভস্ম হয়। শীতল হইলে উপরিস্থ ক্ষার ফেলিয়া দিয়া হরিতালের গোলক বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ভস্ম শ্বেতবর্ণ কর্পূরবৎ হয়।

শোধিত হরিতাল ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা পত্র

রসে মাড়িয়া গোলক প্রস্তুত করতঃ সরাব সংপুটে রাখিয়া পাক করিবে।

ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, যে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় জনৈক চিকিৎসকের নিকট কিঞ্চিৎ হরিতাল ভস্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাসায়নিক পরীক্ষায় তাঁহাতে অল্প পরিমাণে আর্সিনিক থাকা দৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কোন কোন প্রকার হরিতালভস্ম বিষাক্ত গুণযুক্ত অর্থাৎ তাহাতে অধিক পরিমাণে আর্সিনিক থাকে। বঙ্গদেশীয় কবিরাজেরা স্বয়ং হরিতাল ভস্ম করেন না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহা কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ, বিষহর এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, মুখরোগ, রক্ত, কফপিত্ত ও ব্রণনাশক। হরিতাল ভস্ম সেবনে বীর্য্য, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহাও পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহে ব্যবহার্য্য। ইহার প্রধান ক্রিয়া পরিবর্ত্তক ও জ্বরঘ্ন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বেতাল রস। পারদ, গন্ধক, হরিতাল, কাটবিষ ও গোলমরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে সম ভাগ; প্রথমে পারা ও গন্ধক মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, পরে অন্যান্য দ্রব্য সংযোগ করতঃ জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাত জ্বরে (স্বল্পবিরাম জ্বর) মোহ, প্রলাপাদি মাস্তিষ্ক লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ভৈঃ র

শীতজ্বরারি রস। পারদ ১, গন্ধক ২, হরিতাল ৪, ও মনঃশিলা ৫ ভাগ লইয়া করলা উচ্ছে, পাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১২ ভাগ তাম্র পাতে উহা লেপন করিবে; তৎপরে তাহা সরাব সংপুটে সংস্থাপন পূর্ব্বক লেপ দিয়া পুটপাক করিবে। অবশেষে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১ যব, ইহাতে শীতজ্বর নষ্ট হয়। রসঃ প্র

১। শীতভঞ্জী রস। হরিতাল, শুক্তিকাচূর্ণ সমভাগ; তুঁতে ½ ভাগ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে; শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ রতি, চিনির

সহিত প্রভাতে সেব্য; ইহাতে শীতজ্বর নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে কাহার কাহার বমন হইতে পারে। ভাবঃ

২। **শীতভঞ্জীরস।** হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগা সমভাগে লইয়া করলাউচ্ছে পাতার রসে এক দিন মাড়িয়া তাম্রপত্রে লেপিবে; তদনন্তর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। যন্ত্রের উপরিস্থ ধান্যাদি ফুটিয়া গেলে পাক সিদ্ধ হয়, অবশেষে শীতল হইলে তাম্র পত্র হইতে ঔষধ গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—৫ রতি, মরিচ চূর্ণ ও পানের রস সহ সেব্য; ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চি

৩। **শীতভঞ্জীরস।** হরিতাল ৪ ভাগ, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৩ ভাগ; গন্ধক ২ ভাগ ও মনঃশিলা ১ ভাগ লইয়া করলাউচ্ছে পাতার রসে মাড়িয়া সর্ব্ব সমষ্টির সমান তাম্রপত্র বা থল তদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা অধোমুখে সরাবোপরি রাখিয়া ও তাহার উপর ঢাকা দিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—৫ রতি, পানের রস সহ সেব্য, ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিদ্যাধর রস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথ ও সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুসহ সেব্য; ইহাতে গুল্ম, প্লীহাদি-রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

কল্পতরু রস। কজ্জলী, হরিতাল, তাম্র প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া একত্রে মর্দ্দন করতঃ নিম পাতার রসে ১৪ বার ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে; ইহা সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

তালকেশরী রস। হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ ভাগ; গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে ২ ভাগ; জম্বীর রসে মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত সর্ব্ব সমষ্টির ৬ অংশ কাটবিষ মিশ্রিত করতঃ ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঘৃত মধু ও সোমরাজ চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

মহাতালকেশ্বর। বংশপত্র হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুমড়ার জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ও কাঁজি, অম্ল দধি এবং পুনর্ণবার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে; পরে একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধেক পলাশের ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া হরিতালকে তদুপরি রাখিয়া অপরার্দ্ধ পলাশ ক্ষার দ্বারা পূর্ণ এবং হাঁড়ীর মুখ আবৃত ও প্রলিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পাক করিবে। পশ্চাৎ সেই হরিতাল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, একত্রে মাড়িয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ½—১ রতি। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার রক্তমণ্ডল, বাতরক্তাদি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাংশ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চই, বিড়ঙ্গ, বিন্ধড়ক, কর্পূর, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষা, বচ, ছোট এলাচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া হরীতকীর কাথের দ্বারা মাড়িয়া ¼—½ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। এক একটি বটীকা জল সহ সেব্য। ইহাতে অণ্ডবৃদ্ধি (কোষবৃদ্ধি) উপশমিত হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হরিতাল, দেবদারু, মূলকবীজ, দারুহরিদ্রা, তাম্বুলপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা; শঙ্খ চূর্ণ আদ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম আরোগ্য হয়। ভাবঃ

হরিতাল চূর্ণ, উষ্ণ জলে মর্দ্দন করতঃ সলোম স্থানে লেপ দিলে সদ্যই লোম সকল নিপতিত হয়। ভৈঃ র

শঙ্খ চূর্ণ ২ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, মনঃশিলা অর্দ্ধভাগ, সর্জিকাক্ষার ১ ভাগ, জল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে কেশ নিপতিত হয়। শার্ঙ্গঃ

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খ চূর্ণ ও পলাশক্ষার প্রত্যেকে ৫ ভাগ লইয়া ৭ দিন কদলী মূলের রসে ভিজাইয়া রাখিয়া সলোম স্থানে লেপ দিলে লোম সকল পড়িয়া যায়। ভৈঃ র

হরিদ্রা, নিশা, হলুদ।

সিটামিনী জাতীয় করকুমালংগা নামক ওষধির স্থূল মূল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক। শুঠ অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু। উদরাধ্মানে ২—১০ রতি মাত্রায় হরিদ্রা চূর্ণ সেবনে উপকার হয়। ক্ষতের উপর এই চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে ক্ষতের রস শোষণ করে; চূণের সহিত মিশাইয়া ইহা আঘাত জনিত বেদনায় ও মচমান স্থানে স্থানীক প্রয়োজ্য। সর্দ্দিতে, হরিদ্রার ধূম নাসারন্ধ্র দিয়া টানিলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া উপকার হয়। চক্ষু প্রদাহে (চক্ষু উঠাদি) জ্বালাদি নিবারণার্থ ইহার কাথে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া চক্ষের উপর প্রয়োগ বা তদ্দ্বারা চক্ষু সদাসর্ব্বদা মুছিলে উপকার দর্শে। হরিদ্রা কুট্টিত আদ ছটাক, জল ১০ ছটাক, ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, তিক্ত, রুক্ষ, বর্ণকর এবং কফপিত্ত ত্বক দোষ, মেহ, শোথ, ব্রণ ও পাণ্ডু রোগনাশক।

প্রয়োগরূপ।

হরিদ্রার অরিষ্ট। হরিদ্রা কুট্টিত আদ ছটাক, সুরা ৩ ছটাক সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে; ইহাতে কাগজ ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলে টরমেরিক কাগজ হয়। তাহা প্রস্রাবের ক্ষারত্ব দোষ পরীক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্রাবে ক্ষার থাকিলে তাহার সংস্পর্শে ইহার পীত-বর্ণ লোহিত বর্ণে পরিণত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নিশাদ্য চূর্ণ। হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপুল, চাকুলে ও শুলফা; ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে বালকের গ্রহণী, অতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

হরিদ্রা খণ্ড। হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১॥০ পল, মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু,

দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা, লৌহ প্রত্যেকে ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ½—১ তোলা। ইহাতে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠাদি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

কল্যাণকাবলেহ। হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, জীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ১৫—৩০ রতি মাত্রায় ঘৃত-সহ ২১ দিন সেবন করিলে অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ ঐ

নিশাদ্য তৈল। হরিদ্রা, আকন্দের আঠা, সৈন্ধব, গুগ্‌গুল, করবীমূল ও কুটজ ছাল দ্বারা সিদ্ধ তৈল লাগাইলে ভগন্দর আরোগ্য হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হরিদ্রা, বাসকের রস ও গোমূত্র একত্রে বাটিয়া মাখিলে তিন দিনে কচ্ছু নিবারণ হয়। চক্রঃ

হরিদ্রা চূর্ণ, সিজের আঠায় মিশ্রিত করিয়া অর্শ বলিতে প্রলেপ দিবে। ভাবঃ

হরিদ্রা ও ঘোষাফল চূর্ণ, কটুতৈল সংযুক্ত করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে। ঐ

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুল, রাস্না, শঠী, গুড় ও কটুতৈল একত্রে লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

হরিদ্রা, গুলঞ্চের কাথ ও মধু সহ সেবনে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ঐ

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলফা, কুড়, বচ ও গৃহধূম একত্রে প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ঐ

লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রস দিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া চিপ্প অর্থাৎ কুনখে প্রলেপ দিবে। ঐ

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা।

কম্ব্রিজেটেসী জাতীয় টারমিনেলিয়া চিবিউলা নামক বৃক্ষের ফল; এই ফলকে ইংরাজীতে চিবিউলিক মাইরোবেলান কহে। ভারতবর্ষের আরণ্য প্রদেশে ও মহীসূরে সচরাচর জন্মে। এক্ষণে বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। ইহার ফলের সংকোচন গুণ থাকায় রং করিতে ব্যবহার হয়। কাঁচা হরীতকী শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে জাঙ্গী হরীতকী বলে; অন্য প্রকার হরীতকী, সুপুষ্ট ফল শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। এতদ্দেশে প্রবাদ আছে যে সুপক্ক হরীতকী দুষ্প্রাপ্য, তাহা সেবন করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না; কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহার স্থিরতা নাই। ভাবপ্রকাশ সাত প্রকার হরীতকীর বিষয় বর্ণনা করেন; রোগ বিশেষে উহাদের ব্যবহারেরও পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিবিধ হরীতকীই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনের মিলনকে ত্রিফলা কহে। ব্যবহারের পূর্ব্বে হরীতকীর অভ্যন্তরস্থ বীজ ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অপক্ক শুষ্ক (জাঙ্গি) হরীতকী তীব্র রেচক। ইহা দ্বারা পেট বেদনা বা বমন হয় না। হরীতকীর সুপুষ্ট ফল সংকোচক ও রেচক দ্বিবিধ গুণই ধারণ করে। ডাঃ ওয়ারিং বিরেচনার্থ নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। হরীতকী ৬টী, দারচিনি বা লবঙ্গ কুট্টিত ৩০ রতি, জল বা দুগ্ধ ২ ছটাক, দশ মিনিট সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা এক মাত্রায় সেব্য; ১২—১৪ বৎসর বয়সের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রায় বা তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শিশুদের বিরেচনার্থ—ইহা না দিয়া এরণ্ড তৈল ব্যবস্থা করা উচিত। কোষ্ঠবদ্ধে ইহা প্রয়োগ বিধেয়; ইহাতে ৩।৪ বার অধিক পরিমাণে মল নিঃসৃত হয়। পেট কামড়ান, বমন বা অন্য কোন উপদ্রব সংঘটিত হয় না। প্রাচীন ক্ষত, আঘাত-জনিত ক্ষত ও অধিক স্রাবযুক্ত চর্ম্মপীড়ায় ইহার দ্বারা

প্রস্তুত মলম স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হরীতকী চূর্ণ ও খদির চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরূপ পরিমিত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে, যে মলমের মত হয়। ইহা পুরাতন ন্যাকড়ায় মাথাইয়া ক্ষতোপরি সংস্থাপন করিবে। ডাং অসওয়াল্ড বলেন যে, রক্তস্রাবণশীল অর্শ ও শ্বেতপ্রদরাদি রোগে ইহার কাথ দ্বারা পীচকারী দিলে উপকার দর্শে। ডাং টইনিংও হরীতকীর বিশেষ প্রশংসা করেন; তিনি একটী প্লীহাবিবৃদ্ধি বিশিষ্ট রোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ সুফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের পত্রে এক প্রকার কীট অণ্ড স্থাপন করে ও তাহাতে পাতার উপরে এক প্রকার উচ্চতা লক্ষিত হয়, উহার গুণ সংকোচক। রক্তামাশয় ও উদরাময়রোগে ডাং ওয়ারিং তাহা অৰ্দ্ধ রতি মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তর ব্যবহার করিতে বলেন। শিশুদের জন্য এই মাত্রা, অধিক বয়সের রোগীর জন্য আবশ্যকানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ইহার অন্যান্য ক্রিয়ার মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান যথা—বিরেচক, আগ্নেয়, বলকারক ও পরিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা শ্বাস কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, গ্রহণী, বিষমজ্বর, আধ্মান, গুল্ম, কামল, আনাহ, শূল, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগনাশক। তিনি বলেন যে, কফরোগে লবণ, পিত্তে শর্করা, বাতজ রোগে ঘৃত ও ত্রিদোষে গুড় সহ হরীতকী সেব্য। মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ২।৩ টী হরীতকী বাটিয়া সৈন্ধব সহ সেবন করিলে মৃদু বিরেচক হয়।

ঋতু হরীতকী। বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে চিনি, হেমন্তে শুণ্ঠী, শীতে পিপুল, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ হরীতকী সংবৎসর সেবন করিলে রসায়ন হয়। ভাবঃ

মাত্রা ১০—৩০রতি। আবশ্যকস্থলে তদধিক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী বহেড়া আমলকী, শিমূল মূল, রাস্না, সোঁদাল ও পরুষকের কাথ সেবনে বাতপিত্ত জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

পথ্যাদি ক্কাথ। হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঠ ও আতিসের ক্কাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

২। **পথ্যাদি ক্কাথ।** হরীতকী, হরিদ্রা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু ও শুণ্ঠীর ক্কাথ, উদরী ও শোথে প্রযোজ্য। ঐ

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, নিম্বপত্র, শুঠ, সৈন্ধব ও চিতাচূর্ণ সেবনে দুর্জ্জল জ্বর শান্তি হয়। ঐ

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, শুঠ, যমানী সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। তক্র, উষ্ণোদক বা কাঁজি সহ পান করিবে। ইহাতে আমবাত, অরোচক ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয়। ভাবঃ

বৈশ্বানর চূর্ণ। সৈন্ধব ও যমানী প্রত্যেকে ২ভাগ, বনযমানী ৩, শুঠ ৫ এবং হরীতকী ১২ভাগ, সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণোদক সহ সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

বিজয় চূর্ণ। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, এলাচ, তেজপত্র, দারচিনি, বচ, হিঙ্গু, আকনাদি, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বিল্ব, বন-যমানী একত্রে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা; উষ্ণ জল বা এরণ্ড তৈল সহ সেব্য। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার শ্বাস কাস, গ্রহণী আদি নষ্ট হয়। ঐ

হরীতক্যাদি কল্ক। হরীতকী, আতিস, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, বচ, সৈন্ধব, সংপেষণ করিয়া উষ্ণ বারি সহ সেবন করিলে আমাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

হরীতক্যাদি গুটী। হরীতকী, ত্রিবৃৎ, বৃদ্ধদারক প্রত্যেকে ২পল; পিপুল, শুঠ, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শতমূল, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে

১ পল, মধুর সহিত ৳—৶ মাত্রায় গুড়িকা করিবে; ইহার এক বা দুইটা সেবন করিলে মলস্তম্ভ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ভাবঃ

চতুঃসম মোদক। হরীতকী, শুঠ, মুতা ও গুড় সমভাগে লইয়া বটিকা করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ হয়। ঐ

পথ্যাবলেহ। হরীতকী, তৈল, ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিলে জ্বরের দাহ নষ্ট হয়। ঐ

অভয়া মোদক। হরীতকী, মরিচ, শুঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল পিপুল মূল, দারচিনি, তেজপত্র, মুতা প্রত্যেকে ১ ভাগ; দন্তী ৩ভাগ, ত্রিবৃৎ ৮ভাগ, শর্করা ৬ভাগ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত ৶—১ তোলা মাত্রায় মোদক বাঁধিবে। প্রাতঃকালে শীতল জল সহ সেব্য। উষ্ণ সেবা না করা পর্য্যন্ত বিরেচন হয়। ইহাতে বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, কাস এবং পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর ও জংঘাদির বেদনা নষ্ট হয়। একদিন তৈলমর্দ্দন ও ক্রোধ পরিত্যজ্য। ঐ

অমৃত হরীতকী। এক শত হরীতকী, তক্রে সিদ্ধ করিয়া বীজ বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে পিপুল, মরিচ, শুঠ, দারচিনি, চিতা, চই, পঞ্চলবণ, জোয়ান, বনজোয়ান, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু, লবঙ্গ প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ৪তোলা; তেঁতুল ও লেবুর রসে তিন২ দিন ভাবনা দিয়া বীজশূন্য হরীতকীর মধ্যে পুরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহার এক একটী প্রত্যহ প্রাতে সেব্য; ইহাতে নানা প্রকার অজীর্ণ, মন্দাগ্নি নিবারণ হয়। ভৈঃ র

ভৃগু হরীতকী। সমূল পুষ্প পত্র কণ্টকারি ১০০পল, শ্লথ পোটুলী বদ্ধ হরীতকী ১০০টা, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের; ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ১০০পল ও হরীতকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া তাহা একত্রে পাক করিবে। সুপক্ক হইলে নামাইয়া শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ১পল; দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২তোলা; মধু ৬পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া ৳—১ তোলা

মাত্রা ব্যবস্থা করিবে; ইহাতে সকল প্রকার কাস রোগ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

চন্দ্রোদয় বর্ত্তি। হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, শঙ্খনাভি, মনঃশিলা সমভাগে লইয়া, গব্যদুগ্ধ দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষুর তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, শুক্র, অধিমাংস ও রাত্র্যন্ধ নষ্ট হয়। ঐ

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি। হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, ভদ্রমুস্তা ও হরীতকী; ছাগ মূত্রে পেষণ ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা জলে গুলিয়া চক্ষে লাগাইলে তিমির, গোমূত্রে পিষ্টিক, মধু সহ পটল, নারী দুগ্ধের সহিত লাগাইলে পুষ্পক নামক চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হরীতকী, রাস্না, কটকী, গুলঞ্চ, গুগ্‌গুল, চোরহুলি, পীতবেড়েলা, বচ, কুড় ও কাঁজি দ্বারা বিপাচিত তৈল অভ্যঙ্গ করিলে শীতজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

হরীতকী, সোঁদালমজ্জা, কটকী, তেউড়ী ও আমলকীর ক্বাথ কোষ্ঠবদ্ধে প্রয়োজ্য। ঐ

হরীতকী, শুঠ, সৈন্ধব, গুড় সহ সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়। ঐ

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও মরিচ চূর্ণ; মধু সহ লেহন করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা ও নিমের কাথ; মধু সহ সেবনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক নষ্ট হয়। ঐ

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অরুচি ও ছর্দ্দি নষ্ট হয়। ঐ

হরীতকী বাটিয়া গাত্রে মাখিয়া পশ্চাৎ স্নান করিলে স্বেদ প্রশান্ত হয়। ঐ

হরীতকী চূর্ণ, গুড়ের সহিত ১৫ দিন বা এক মাস সেবন করিলে শোথ, শ্বাস কাস, জ্বর, গ্রহণী নষ্ট হয়। ভাবঃ

ত্রিফলার জল দ্বারা উপদংশীয় ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়। ঐ

হাজরমণি ও ভুঁইআমলা।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় ফিলান্থস ইউরিনেরিয়া ও নিরুরী নামক দ্বিবিধ বৃক্ষ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। ইহার ক্রিয়া মূত্রকারক; তজ্জন্য উদরী, প্রমেহ ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার্য্য। হর্সফিল্ড প্রভৃতি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

হাড়্জোড়া, অস্থিসংহার।

ভাইটিস কোয়াড্রাঙ্গুলেরিস লতা। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। ইহাতে ৬।৮ অঙ্গুলি অন্তর এক একটী গাঁট আছে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা উষ্ণ, রুক্ষ, বৃষ্য, পাচন, পিত্তল, ক্রমিঘ্ন, অর্শঘ্ন ও অক্ষিরোগ নাশক।

লাক্ষা, হাড়্জোড়া, অর্জ্জুন ছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেকে সমভাগ; সর্ব্ব সমান গুগ্গুল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি শীঘ্র জোড়া লাগে। ভাবঃ

হাতিশুঁড়া, হস্তিশুণ্ডী।

বোরাজিনেসী জাতীয় টায়ারিডিয়ম ইণ্ডিকম্ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

সবেদন ও উগ্রক্ষতে ইহার পত্র বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার দর্শে; বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহা ব্যবহার হয়। স্থানীক প্রদাহে ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। এই বৃক্ষের ক্রিয়া স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকর, ইহার অন্যান্য ক্রিয়া অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই।

হালীমদানা, চন্দ্রশূর।

ক্রুসিফেরী জাতীয় লিপিডিয়ম স্যাটাইভম নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর ও পরিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা হিক্কা, বাতশ্লেষ্মা, অতিসার, বাতরক্ত নাশক ও বলপুষ্টি-

বিবর্দ্ধক। ১৫ রতি মাত্রায় মৃদু বিরেচক হয়। জবীর রস সহ বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগে প্রদাহ উপশমিত হয়।

চন্দ্রসূর রস। হালিমদানা আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ করিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে; এই জল পুনঃ পুনঃ পান করাইলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ভাবঃ

মেথি, হালিমদানা, কৃষ্ণজীরা ও যমানী একত্রে সেবন করিলে বায়ু, অজীর্ণ, শূল, আধ্মান ও কটিবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

হিঙ্গু, হিং।

অম্বিলিফিরী জাতীয় ফিরুলা এসাফেটিডা নামক বৃক্ষের মূলের নির্য্যাস। পারস্য, খোরাসান ও মূলতানে পাওয়া যায়। ইহা গঁদ ও ধুনাযুক্ত নির্য্যাস। ইহার আস্বাদ তিক্ত ও উগ্র দুর্গন্ধযুক্ত, ইহা পরিশ্রুত সুরাতে দ্রব হয়।

ক্রিয়া। উত্তেজক, প্রবল আক্ষেপনিবারক, কফনিঃসারক, ঈষৎ রেচক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, কৃমিঘ্ন ও রজোনিঃসারক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা পাচন, উষ্ণ, রুচ্য, তীক্ষ্ণ এবং বাতবলাস, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও কৃমিনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাধ্মানে বায়ুনাশার্থ প্রয়োজ্য। মূর্চ্ছাগত বায়ু (হিষ্টিরিয়া) ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় পীড়া, শ্বাস, হুপশব্দক কাসি, ফুসফুস প্রদাহ ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে প্রয়োজ্য। ইহা বটিকাকারে বা মিশ্ররূপে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। হিঙ্গু ১৷৷০ তোলা, উষ্ণ জল দশ ছটাক, একত্রে খলে মর্দ্দন করতঃ ছাকিয়া লইবে; মাত্রা ১—২ কাঁচ্চা। বটিকাকারে দিতে হইলে হিঙ্গু ১—৫ রতি মাত্রায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য। হৃৎস্পন্দন, শৈশবাবস্থায় দন্তোদ্ভেদ কালীন আক্ষেপ ও মহীলতার ন্যায় কৃমিরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা ব্যবহারের পূর্ব্বে ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া রীতি আছে।

প্রয়োগরূপ।

হিঙ্গুর অরিষ্ট। হিঙ্গু ৫কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক; সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে; মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম।

হিঙ্গ্বাদি বটিকা। হিঙ্গু, গন্ধবোল, মুসব্বর প্রত্যেকে ১ ছটাক; গুড় আদ ছটাক, একত্রে জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি। স্ত্রীলোকদের মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগের সঙ্গে অজীর্ণ থাকিলে প্রয়োজ্য। রজোনিঃসরণার্থেও কখন কখন ব্যবহার হয়।

হিঙ্গুর পীচকারি। হিঙ্গু ১৫ রতি, জল ২ ছটাক, একত্রে মর্দ্দন করিবে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অসুবিধাজনক হইলে ইহা প্রয়োজ্য। রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। হিঙ্গু, সচল লবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বচ ও আতিসের চূর্ণ, উষ্ণাম্বু সহ পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

২। **হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।** হিঙ্গু, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতে, আকনাদি, তেঁতুল, লবণত্রয়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, দাড়িম, হরীতকী, কুড়, অম্লবেতস ও হবুষা চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে; পরে আদার ও লেবুর রসে ভাবনা দিবে। উষ্ণ জল সহ এই চূর্ণ সেবন করিলে অষ্ঠীলা, গুল্ম আদি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

৩। **হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।** হিঙ্গু, চই, বিটলবণ, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, জীরা ও কুড়, ক্রমশঃ এক এক ভাগ করিয়া লইবে; অর্থাৎ হিঙ্গু ১ হইলে চই ২ ও বিটলবণ ৩ হইবে ইত্যাদি। ইহাতে আমবাত নষ্ট হয়। ভাবঃ

হিঙ্গ্বষ্টক। শুঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু সমভাগে, (চূর্ণ) গ্রহণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

হিঙ্গ্বাদি ফলবর্ত্তি। হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধব একত্রে পেষণ করিয়া

বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ; ইহাতে ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বারে দিয়া রাখিলে উদাবর্ত্ত (আধ্মান) নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব চূর্ণ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে প্লীহা, শূল নষ্ট হয়। ঐ

হিং, রসুন ও নিম্বপত্র একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কৃমি নষ্ট হয়। ঐ

হিং, সৈন্ধব ও শঠী সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়। ঐ

হিঙ্গুল, (সিনেবার)।

ইহার লাটিন ও ইংরাজি নাম যথাক্রমে হাইড্রাবজিরাই পারসলফিউরেটম ও পার সলফিউরেট অফ মার্করী।

মেষদুগ্ধ বা লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধিত হয়।

হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ করিতে হইলে লেবুর রস বা নিমের রস দ্বারা উহা এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে পারদ যে প্রক্রিয়ায় ঊর্দ্ধপাতন করিতে হয়, তদ্রূপ করিবে ঊর্দ্ধ পাত্রে সংলগ্ন রস আঁচড়াইয়া লইয়া লেবুর রসে মর্দ্দন ও জলে সিদ্ধ করিবে। তৎপরে উহা সর্ব্ব কর্ম্মে যোজনা করা কর্ত্তব্য।

পানতে মাদারের রসে হিঙ্গুল এক দিন মাড়িয়া চাকি করিবে, পরে একটী হাঁড়ির মধ্যে একটী পান রাখিয়া তদুপরি উক্ত চাকি সংস্থাপন করতঃ একটী মালসা দ্বারা ঢাকা দিবে ও উত্তমরূপে লেপিবে। অবশেষে মালসায় জল দিয়া হাঁড়ির নিচে জ্বাল দিবে ও মালসার জল উষ্ণ হইলে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া শীতল জল সংযোগ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন হাঁড়ির মধ্যে আর হিঙ্গুল নাই অনুমিত হইবে, তখন জ্বাল বন্ধ করিবে। মালসার নিচে কেহ কেহ চাখড়ি ঘষিয়া দেন ; পারদ উহাতে গিয়া অবস্থিতি করে। পরে তাহা আঁচড়াইয়া লইয়া লেবুর রসে মর্দ্দন ও জলে সিদ্ধ করিবে। হিঙ্গুল সমস্ত ঊর্দ্ধপাতিত হইয়াছে কি হাঁড়িতে অবশিষ্ট আছে, তাহা

জানার জন্য হাঁড়ি মধ্যে মধ্যে নাড়িলে বুঝা যাইবে; অর্থাৎ উহার চাকি থাকিলে শব্দ হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক, পিত্তনিঃসারক, লালাস্রাবক ও রেচক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত কষায়, নেত্ররোগ, কফ পিত্ত, হৃল্লাস, কণ্ডু, জ্বর, কামল, প্লীহা ও আমবাত নাশক। যৌণিক উপদংশে উদ্ভেদ বাহির হইলে নিম্নলিখিত ঔষধের ধূম প্রদান বিশেষ উপকারী; যথা—হিঙ্গুল ১ তোলা, মনঃশিলা অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে; ইহার ৮ রতি প্রতিবার ধূম প্রদান করিবে। কুলকাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারে একটী পাত্র রাখিয়া তদুপরি উক্তচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। যে ধূম নির্গত হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। বিবিধ চর্ম্মপীড়ায় ইহার ধূম প্রদানে উপকার হয়। হিঙ্গুল, গন্ধক, মুদ্রাশঙ্খ, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণক্ষীরি ও কুড় প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ; ধুতুরা, নিম ও পানের রসে মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমাকার করিবে। শার্ঙ্গধর বলেন ইহা দ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু ও রকস রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হয়। দদ্রু আদি চর্ম্মপীড়ায় হিঙ্গুল ১ ভাগ, মোমের মলম ৮ ভাগ একত্রে মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে। অতিসার রোগে আফিং ও হিঙ্গুল সমভাগে লইয়া তেলাকুচার রস দিয়া মাড়িবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। ইহা ½—১ রতি মাত্রায় দিনে ২বার সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

হিঙ্গুলেশ্বর। হিঙ্গুল, কাটবিষ, পিপুল একত্রে খলে মর্দ্দন (জল সহ) করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতজ্বরে মধু সহ সেব্য। ভৈঃ র

বৃহৎজ্বরাঙ্কুশ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটি, সোহাগা ও দন্তীবীজ প্রত্যেকে সমভাগে, গোঁড়ালেবুর রসে, তুলসীপত্র, চিতাপত্র, সিদ্ধিপত্র ও তেঁতুল পত্ররসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর বিশেষতঃ জীর্ণ জ্বর ও প্লীহা আরোগ্য হয়। ভৈঃ র

হিন্‌চা, হিলমোচিকা।

কম্পজিটী জাতীয় এনহিড্রা হিল্‌নচা নামক জলজ লতার পত্র। ইহার পত্র ও ডগা সিদ্ধ করিয়া সেবনে পিত্ত সান্ত্বনা হয়। ইহা অম্ল, তিক্ত, বলকর, ঈষৎ রেচক; চর্ম্ম ও স্নায়ুরোগে প্রয়োজ্য। প্রমেহরোগে ইহার রস ১ ছটাক ও কাঁচা দুগ্ধ ১ পোয়া একত্রে পান করিলে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা উপশমিত হয়। ইহার রস বিবিধ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হিন্‌চার রস ও শ্বেত চন্দন ঘসা একত্রে মসূরিকা রোগে সেবন করাইলে উপকার হয়। ভাবঃ

হীরক, হীরা।

আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ইহার আকর আছে।

হীরা একটী লেবুর মধ্যে পুরিয়া বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রসে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা চূর্ণ করিবে। কার্পাসমূল পানের রসে বাটিয়া, তন্মধ্যে হীরক পুরিয়া পোড় দিবে। এইরূপ সাত বার পোড় দিলে হীরা ভস্ম হয়। কণ্টকারী মূলের মধ্যে হীরা পুরিয়া কুলত্থের কাথে, দোলাযন্ত্রে পাক করিলেও উহা বিশোধিত হয়। হীরার পরিবর্ত্তে এক্ষণে প্রায়ই বৈক্রান্ত ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক, বলকর, পুষ্টিকর ও বিবিধ প্রাচীন রোগঘ্ন। মাত্রা ⅛ রতি, কিন্তু ব্যবহার হয় না। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রযুক্ত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি রস। হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য (কেহ কেহ মুক্তা দেন), প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র, রসসিন্দূর প্রত্যেকে ৪ ভাগ,

লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বিবিধ পীড়ায় নানামুপান যোগে ইহা ব্যবহার্য্য; ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। যে সকল প্রাচীন রোগে পরিবর্ত্তক ও বলকর ঔষধ আবশ্যক, তাহাতে ইহা প্রযোজ্য। রসেন্দ্র সারঃ

২। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি রস। পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ; চিতামূলের রসে ৭ দিন, আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও সিজের আঠায় ৩ দিন ভাবনা দিয়া পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে পুরিয়া তাহাদের মুখ সকল অর্কদুগ্ধ সিক্ত সোহাগা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। পরে তাহা সরার সংপুটে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া চূর্ণ তুল্য রসসিন্দুর, রসসিন্দুরের সিকি বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া সজিনামূলের রসে ৭বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২—৪ রতি, ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন; ইহাতে সকল প্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ বাতবিদ্রধী, শূল, গ্রহণী, পাণ্ডু, রক্তাতিসার মেহ, প্লীহা, জলোদরী, শোথ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বিজয় পর্পটী। ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক ৮ ভাগ, পারদ ৪ ভাগ, রৌপ্য ২, স্বর্ণ ১ এবং বৈক্রান্ত ও মুক্তা প্রত্যেকে ½ ভাগ। একত্রে মর্দ্দন, পরে যথারীতি পর্পটী করিবে। মাত্রা ১—১০ রতি। ইহাতে গ্রহণী, শোথ, আমশূল, অতিসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানাব্যাধি আরোগ্য ও দেহের পুষ্টি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

হীরাকস, কাশীশ।

ইহাকে ইংরাজীতে সলফেট অফ আয়রণ ও লাটিনে ফেরি সলফাস বলে। ইহা খনিজ দ্রব্য। হীরাকস যাহা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়, তাহার উপরিস্থ পীতবর্ণ পদার্থ ফেলিয়া দিয়া ব্যবহার করা উচিত। ঈষৎ হরিৎ বর্ণ ও স্ফটিকাকার হীরাকসই উৎকৃষ্ট।

রাসায়নিক তত্ত্ব। অগ্নি সন্তাপে দিলে ইহার জলীয়াংশ শুষ্ক ও দেখিতে শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছ চূর্ণ হয়। অধিক সন্তাপে ইহা পার-অকসাইড অফ আয়রণ রূপে পরিণত হয়; জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

ক্রিয়া। ইহার স্থানীক ক্রিয়া সংকোচক ও উগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে রক্তজনক, বলকারক, রজোনিঃসারক, পর্য্যায়-নিবারক ও কৃমিনাশক। ইহা সেবনকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিক মাত্রায় সেবনে পাকাশয়ে জ্বালা ও বেদনা করে এবং বমন হয়; অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া করে।

আময়িক প্রয়োগ। নীরক্তাবস্থায় ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্লীহারোগে মুসব্বর সহযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। নীল-প্রদর, রজঃস্তম্ভ, পালাজ্বর, স্নায়ুশূল, শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতিতে ইহা সেবনে বিশিষ্ট হিতফল উপলব্ধি হয়। নীরক্তাবস্থায় হৃৎকম্প হইলে ডাং এবরক্রম্বী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন। যথা—হীরাকস ও মুসব্বর প্রত্যেকে ১ রতি, দারচিনি চূর্ণ ২॥০ রতি; ইহাতে দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করাইবে। প্লীহা ও পর্য্যায় জ্বরে ডাং ওয়ারিং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করাইতে উপদেশ দেন। হিরাকস ১২ রতি, গোলমরিচ ১৫ রতি, মধু দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ১২ বটিকা করিবে; ইহার ২ বটিকা দিনে ২।৩ বার সেব্য। গুলঞ্চ বা চিরতার ক্কাথ তৎসময় সেবন কর্ত্তব্য। পাকাশয় উগ্র ও উদরাময় বর্ত্তমানে ইহা অপ্রযোজ্য। রক্তহীনতা সম্বলিত শোথে ইহা বিশেষ উপকার করে। সরলান্ত্র বহি-র্গমন রোগে ও যদি অর্শ হইতে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং প্রদাহ না থাকে, তবে হীরাকস ১॥০ রতি, জল ১ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া মলদ্বারে পীচকারী দিবে। হুপ শব্দক কাসিতে কখন কখন ইহা ব্যবহার হয়। উদরাময় ও রক্তামাশয় প্রাচীন আকার ধারণ করিলে কখন কখন নিম্নলিখিত ঔষধের দ্বারা উপকার দর্শে। যথা—হীরাকস ২ রতি, অহি-ফেণের অরিষ্ট ৫ ফোটা, জল আধ ছটাক। বীসর্প রোগে ইহার ধৌত (৩০ রতি, জল দশ ছটাক) স্থানীক প্রয়োগে উপকার করে; ন্যাকড়া

ভিজাইয়া দিতে হয়। উপদংশীয় ক্ষতে ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগ করিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয়। মাত্রা ১—৩ রতি।

প্রয়োগরূপ।

দগ্ধ হীরাকস। হীরাকসকে টিন বা লৌহ পাত্রে অগ্নি সন্তাপে দিবে ও ক্রমশঃ তাহা ৪০০ তাপাংশ বৃদ্ধি করিবে। জলীয় বাষ্প নির্গমন শেষ হইলে চূর্ণ করিয়া বোতলে রাখিবে। মাত্রা ½—১ রতি; বটিকাকারে সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কাশীশাদ্য তৈল। হীরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল দ্বারা পাচিত তৈল মর্দ্দনে স্তন দৃঢ় হয়। চক্রঃ

বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল। কল্কার্থ—হীরাকস, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, কুড়, কুষলাঙ্গলী, পাতরকুচী, করবী, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা ও স্বর্ণক্ষীরি এবং সিজ ও আকন্দের আঠা ও চারিগুণ গোমূত্র দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহার স্থানীক প্রয়োগে অর্শ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবহল চূর্ণ, মধুর সঙ্গে প্রয়োগ করিলে শীতাদ ও পূতিমাংস নষ্ট হয়। ভাবঃ

হীরাকস ও কৎবেলের শাঁস, মধু সহ লেহন করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। চক্রঃ

হীরাকস, গোরোচনা, হরিতাল, রসাঞ্জন ও কাঞ্জি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষকচ্ছু ও অহিপূতন নষ্ট হয়। ঐ

হুড়হুড়ে, সূর্য্যাবর্ত্ত, আদিত্যভক্ত।

ক্যাপারিডী জাতীয় গাইনান-ড্রপসিস্ পেন্টাফিলা নামক বৃক্ষ। বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের আস্বাদ অত্যন্ত উগ্র; ইহার পত্র মূল ও বীজ ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। এই বৃক্ষের বীজ উগ্র ও কৃমিনাশক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক। নিষ্পেষণ করিলে এক প্রকার তৈল নিঃসৃত হয়, কর্ণশূলে ইহার সদ্য পত্রের রস উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে উপকার হয়। পত্র বাটিয়া চর্ম্মোপরি লাগাইলে প্রত্যুগ্রতা সাধক ও ফোস্কাকারক হয়। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন যে, ইহাব আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে; ইহার মূলও কৃমিনাশক বলিয়া কখন কখন ব্যবহার হয়। কয়েক প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহার পত্রেব রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কষায়, উষ্ণ, রুক্ষ এবং বিষ্টম্ভ; কফবাত, রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ ও কৃমিনাশক। তিনি বলেন যে, হুড়হুড়ের পাতার রস নস্য করিলে বৃশ্চিক বিষ শীঘ্রই নষ্ট হয়।

হুড়হুড়ের বীজ, উহার পত্রের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালে বেদনা নিবারণ হয়। ভৈঃ র

পরিশিষ্ট।

কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে ভ্রম হওয়ায় এস্থলে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

মহাতিক্ত-ঘৃত। ছাতিম, আতিস, সোঁদাল, কট্‌কী, আকনাদি মুতা, বেণারমূল, ত্রিফলা, ক্ষেৎপাপড়া, পটোল, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রক্তচন্দন, দুরালভা, রাখালশশা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুড়ুচী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মূর্ব্বা, বাসক, শতমূল, বলালতা, যব, শাটিধান্য ও চিরতা প্রত্যেকে ২ তোলা; সমস্ত সমষ্টির চতুর্গুণ ঘৃত; ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীর রস ও আট গুণ জল দিয়া যথারীতি পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক বা দুই তোলা। এই ঘৃত সেবনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, রক্তার্শ, পাণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

ইরিমেদাদী তৈল। গুয়েবাবলার ত্বক কুট্টিত ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের; তৈল ৪ সের, কল্কার্থ—গুয়েবাবলা, লবঙ্গ, গেরীমাটি, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, বট, মুতা, দারচিনি, জায়ফল, কর্পূর, কাঁকলা, খদির, রক্তচন্দন, ধাইফুল, ছোট-এলাচ, নাগেশ্বর ও কটফল প্রত্যেকে ২ তোলা; যথারীতি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে মুখের বেদনা, প্রদুষ্ট মাংস, চলিত ও শীর্ণ দন্ত, শৌশির, শীতাদ, দন্তহর্ষ, বিদ্রধী, কৃমিদন্ত, দন্তস্ফুটন, দৌর্গন্ধ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠের বেদনা নষ্ট হয়। ঐ

উশীরাসব। বেনার মূল, বালা, পদ্মমূল, গাম্ভারী, শুঁদিমূল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরতা, বট, যজ্ঞডুম্বুর, শঠী, ক্ষেৎপাপড়া, পুণ্ডরীক, পটোলপত্র, রক্তকাঞ্চন, জাম ও মোচরস প্রত্যেকে ১ পল লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে কিসমিস ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, শর্করা ১০০ পল, মধু ১০০ পল ও জল ১২৮ সের দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য-

মাংশী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত ভাণ্ডে সংস্থাপন করিয়া পাত্রের মুখ অবরুদ্ধ করতঃ একমাস রাখিবে; পরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৪ তোলা। ইহাতে রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শ, কৃমি ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

বব্বুলারিষ্ট। বাব্‌লার ছাল ২০০ পল, জল ২৫৬ সের, পাকশেষ ৬৪ সের; শীতল হইলে তাহাতে গুড় ৪০০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁকলা, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল প্রদান করিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। ইহা সেবনে অতিসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা এক হইতে ৪ তোলা। ঐ

রোহীতকারিষ্ট। রোহিতক ছাল ১০০ পল, ২৫৬ সের জলে পাক করিবে, সিকি থাকিতে নামাইবে; শীতল হইলে তাহাতে গুড় ২০০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে শুঠ, দারচিনি এলাচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। মাত্রা ১—৪ তোলা; ইহাতে প্লীহা, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু নষ্ট হয়। ঐ

দশমূলারিষ্ট। দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পল, চিতে ২৫ পল, কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুড়চী ২০ পল, আমলকী ১৬ পল, দুরালভা, ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী প্রত্যেকে ৮ পল; কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামনহাটী, কৎবেল, বহেড়া, পুনর্ণবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরক, ত্রিবৃৎ, রেণুক, রাস্না, পিপুল, গুবাক, শঠী, হরিদ্রা, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, শুঠ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেকে ২পল; সমুদায় দ্রব্য সমষ্টির আট গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাকিয়া লইয়া মৃত্তিকা ভাণ্ডে রাখিবে। পরে দ্রাক্ষা ৬০ পল, চারি গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ত্রিপাদ শেষ অর্থাৎ বার আনা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া পূর্ব্ব কাথে ঢালিয়া দিবে। অবশেষে উহাতে মধু ৩২ পল, গুড় ৪০০ পল, ধাইফুল ২০পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ,

তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল; মৃগনাভি অর্দ্ধ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ভাণ্ড রুদ্ধ করতঃ মৃত্তিকার নিম্নে এক মাস পুতিয়া রাখিবে; তৎপরে উত্তোলন করিয়া ও নির্ম্মালীফল প্রক্ষেপ দিয়া রসকে নির্ম্মল করিবে। মাত্রা ১—৪ তোলা। ইহাতে গ্রহণী, অরুচি, শূল, শ্বাস কাস, ভগন্দর, বাতব্যাধি, ক্ষয়, ছর্দ্দি, পাণ্ডু, কামল, কুষ্ঠ, অর্শ, মেহ, মন্দাগ্নি, উদর, মূত্রকৃচ্ছ ও ধাতুক্ষয় নষ্ট হয়। ইহা তেজস্কর, শুক্রবর্দ্ধক ও বলপ্রদ। ইহা কৃশদের পুষ্টিজনক ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গর্ভাধানকর হয়। ঐ

ভার্গ্যাদি ক্বাথ। বামনহাটী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়, শুঠ, হরীতকী, পিপুল, বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের কাথ সেবনে বিষমজ্বর, সন্নিপাত ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বৃহৎভার্গ্যাদি ক্বাথ। বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঠের কাথ পানে সকল প্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, অরুচি নষ্ট হয়। ঐ

হিমসাগর তৈল। শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমলকী, শিমূলমূল, গোক্ষুর, নারিকেল(জল) ও কদলীমূলের স্বরস প্রত্যেকে ৪ সের, তৈল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খাটাসী, পিড়িংশাক, কুন্দরু, নালুকা, শতমূল, লোধ, মুতা, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, মউরী, শঠী, শ্বেতচন্দন, গেটেলা ও কর্পূর প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, হনু মন্যাদির বিকৃতি, মিণ্‌মিণ্‌ ভাষণ, লম্বজিহ্বতা, গাত্রদাহ ও নানাবিধ বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা বাতব্যাধির অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ঐ

যোগেন্দ্র রস। রসসিন্দুর ১ ভাগ, স্বর্ণ, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকে

অর্দ্ধভাগ; মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, প্রমেহ, অম্লপিত্ত ও পক্ষাঘাত নষ্ট হয়। ত্রিফলার রস বা চিনি সহ সেব্য। রাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পান করিবে। ঐ

বৃহৎগঙ্গাধর চূর্ণ। বেলশুঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, শুঠ, মুতা, আতিস, আফিং, লোধ, কচি দাড়িমফলের ত্বক, কুটজ-ত্বক, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ; একত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা, তক্র সহ সেব্য। ইহাতে অতিসার, গ্রহণী ও জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বিসূচীবিধ্বংস রস। সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঠ, পারদ, গন্ধক, কাটবিষ ও সর্পবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ; হিঙ্গুল ৭ ভাগ একত্রে গোঁড়া-লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া শ্বেতসর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বিসূচিকা ও অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

গর্ভচিন্তামণি রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ১ কর্ষ; অভ্র ২ কর্ষ এবং কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে প্রত্যেকে ১ তোলা; জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্বর দাহ, সূতিকা ও প্রদর রোগ বিনষ্ট হয়। ঐ

বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট। শ্বেত পুনর্ণবা, এরণ্ড, পুনর্ণবা, বৃহতী, কণ্টকারী চিতে মিলিত ৪ সের; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; পিপুল, চিতা চূর্ণ ও মধু দ্বারা লিপ্ত ভাণ্ডে উক্ত কাথ রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের ও হরীতকী চূর্ণ ১ সের দিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে দশ দিন রাখিবে। ইহা সেবনে গুল্মরোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ১—৪ তোলা। চক্রঃ

ত্রিশতী প্রসারণী তৈল। গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা ও দশমূল প্রত্যেকে ১০০ পল, তিনবার পৃথক্ পৃথক ৬৪সের জলে পাক করিয়া ১৬সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তিলতৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, দধির-মাত ১৬ সের, কাঁজি ৩২ সের; কল্কার্থ—পিপুলমূল, যবক্ষার, সচললবণ;

গন্ধতাম্বুলে, সৈন্ধব, মঞ্জিষ্ঠা, চিতা, যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২ পল, জীবনীয়গণ প্রত্যেকে ১ পল, শুঠ ৫ পল, ভেলা ৩০ পল দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সন্ধি ও শিরাস্থিত বাত নষ্ট ও বলবর্ণ, অগ্নি বৃদ্ধি হয়। জীবনীয়গণ যথা—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। ঐ

অমৃতারিষ্ট। গুলঞ্চ ১০০ পল, দশমূল মিলিত ১০০ পল, জল ২৫৬ সের, পাক শেষ ৬৪ সের; ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩০০ পল ও কৃষ্ণজীরা ১৬ পল, ক্ষেৎপাপড়া ২ পল, ছাতিম, ত্রিকটু, মুতা, নাগেশ্বর, কট্‌কী, আতিস ও ইন্দ্রযব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। মাত্রা ১—৪ তোলা, দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ভৈঃ র

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্য তৈল। শুষ্ক মূলা, দশমূল (মিলিত), পিপুল-মূল, পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২ সের, জল আট গুণ অর্থাৎ ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের; তৈল ৮ সের, গোমূত্র ৮ সের এবং কল্কার্থ—মুস্তক, গুলঞ্চ, শুঠ, পটোলপত্র, পিপুলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্ণবা, বাসা, বেনা, সজিনা-বীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসক, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুঁড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, গজপিপুল, বেনশুঠ ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল পেষণ করিয়া দিতে হয়। যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহাতে সকল দোষোদ্ভূত শোথ নিঃসংশয় নষ্ট হয়। ভৈঃ র

কন্দর্পসার তৈল। ছাতিম, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, শিরীষ, নিম, ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে ও হরিদ্রা প্রত্যেকে দশ পল, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের, তৈল ৪ সের, গোমূত্র তৈলের ৪ গুণ, আরগ্বধ, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী, ধুতুরা, সিদ্ধি, সিজ, আকন্দ ও খেজুর পত্রের রস এবং হরিদ্রা, চিতা ও গোময় রস প্রত্যেকে তৈলের সমান। কল্কার্থ—মাখাল, বচ, বক্সী, তিতলাউ, চিতা, ঘৃতকুমারী, কুঁচিলা, পটোল-পত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিপুলমূল, সোঁদালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কালকাসুন্দেমূল, ঈশমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, ঘোড়ানিম, রাখালসসার মূল।

বিছাটীপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালী, মূর্ব্বা, ছাতিম, শিরীষ, কুটজ, নিম, ঘোড়ানিম, গুলঞ্চ, হাকুচ, সোমরাজ, চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্ঠিমধু, বনওল, কট্‌কী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেটেলা, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাচ, বাসক ও বেনা প্রত্যেকে ১ কর্ষ; যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মপীড়া নষ্ট হয়। ঐ

মালতী তৈল। মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ দ্বারা বিপাচিত তৈল মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়। ঐ

ক্রিমি ঘাতিনী গুড়িকা। পারদ ১, গন্ধক ২, বনযমানী ৩, বিডঙ্গ ৪, বামনহাটীর বীজ ৫ ও কেঁউ ৬ ভাগ চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঔষধ সেবনের পর পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতা বা ইন্দুরকানির কাথ, মধু সহ পান করা বিধেয়। ইহাতে ক্রিমী নষ্ট হয়। ঐ

রোহীতকাদ্য চূর্ণ। রোহীতক, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুতা, নিশাদল, আফিম ও শুঁট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, শীতল জল সহ সেব্য; ইহাতে সত্বর যকৃৎরোগ প্রশমিত হয়। ঐ

গুড়ুচ্যাদি চূর্ণ। গুলঞ্চ, আতিস, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুতা, পিপুল, নবসার, হীরাকস ও চাপার ছাল চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ মাষা। ইহাতে জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ উপশমিত হয়। ঐ

বৃহৎ লোকনাথ রস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্রে কজ্জলী করিবে, পরে অভ্র ১ ভাগ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে; তদনন্তর তাম্র ও লৌহ প্রত্যেকে ২ ভাগ ও কড়িভস্ম ৯ ভাগ দিয়া কাকমাচির রসে মাড়িয়া গোলাকার করিবে। অবশেষে উহা সরাব সংপুটে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পোড় দিবে। মাত্রা ২ রতি, মধু সহ সেব্য। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বরাদি নষ্ট হয়। ঐ

শূলকেশরী রস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ লইয়া এক প্রহর দৃঢরূপে মর্দ্দন করিবে, পরে উভয়ের তুল্য শোধিত তাম্র লইয়া একত্রে

মুষাবরুদ্ধ করতঃ লেপিবে ; পরে একটী ভাণ্ডে লবণ পুরিয়া তাহাতে উহা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি আবার লবণ দিয়া ভাণ্ড পূরণ করিবে। তৎপরে উহা গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করতঃ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ রতি, পানের সঙ্গে সেব্য। ইহাতে শূলবেদনা নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পর হিঙ্গু, শুঠ, জীরা, বচ ও মরিচ চূর্ণ মিলিত ১০—১৫ রতি; উষ্ণ জল সহ সেবন কর্ত্তব্য। শাঙ্গ

গ্রহণী কপাট রস। রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ লইয়া এক দিন কতবেলের রসে মর্দ্দন করিয়া গাঢ় হইলে মৃগশৃঙ্গের মধ্যে পুরিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে। তৎপরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া বেড়েলার রসে ৭ বার, অপামার্গের রসে ৩ বার এবং লোধ, আতিস, মুতা, ধাইফুল ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস বা কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক মাষা, মধু ও মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার অতিসার ও গ্রহণী নষ্ট হয় ; ইহা অত্যন্ত আগ্নেয়। ঐ

কন্দর্পসুন্দর রস। পারদ, হীরক, আফিং, মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, অভ্র প্রত্যেকে ১ কর্ষ (বা ১ ভাগ) গুয়ে বাবলার রসে মর্দ্দন করিবে, পরে উহার সহিত প্রবাল ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ কর্ষ (বা ২ ভাগ) মিশ্রিত করতঃ অশ্বগন্ধার স্বরসে বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মৃগশৃঙ্গের ভিতর পুরিয়া মৃদুপুটে পাক করিবে। তদনন্তর ধাইফুল, কাকোলী, যষ্ঠিমধু, বংশলোচন, ত্রিবিধ বেড়েলা, কাটবিষ, লতাফটকী, দ্রাক্ষা, পিপুল, বন্দাক (বাঁদরা,) শতমূলী শালপাণ, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পরুষক, কেশুর, যষ্টিমধু ও আলকুশীর রসে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। অবশেষে উহার সহিত ছোটএলাচ, দারচিনি, তেজপত্র, জটামাংসী, লবঙ্গ, অগুরু, নাগেশ্বর, মুতা, মৃগনাভি, পিপুল, বালা ও কর্পূর প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা (বা ½ ভাগ) মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—৪ মাষা, চিনি, আমলকী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ মিলিত ১—২ তোলা, ঘৃত ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য; তৎপরে দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য। ইহাতে অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় ; ধ্বজভঙ্গাদি রোগে প্রয়োজ্য। ঐ

মাত্রাবলী।

যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগকল্পের মাত্রা যথাস্থলে সন্নিবেশিত হয় নাই, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক সমূহে ঔষধের যে মাত্রা লিখিত আছে, তাহা বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে। অতএব মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথমতঃ অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

ঔষধের নাম।	মাত্রা।
অগ্নিরস	৩—১০ রতি।
অঙ্কোট মূল	১—১৫ রতি।
অজমোদাদি চূর্ণ	১০—৩০ ”
অমৃত ভল্লাতকাবলেহ	১—২ মাষা
অমৃতাদ্য ঘৃত	১/৪—২ তোলা
অর্জুন ঘৃত	১/৪—১ তোলা
অলম্বুষাদ্য চূর্ণ	১০—২০ রতি
অশোক ঘৃত	১—২ তোলা
অশ্বগন্ধা ঘৃত	ঐ
অষ্টমঙ্গল ঘৃত	১/৪—১ তোলা
অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ	৩—৮ রতি
আমলকী খণ্ড	১/২—২ তোলা
আর্দ্রক খণ্ড	১/৪—১/২ ”
এলাদি চূর্ণ	৫—১৫ রতি
কণ্টকার্য্যাবলেহ	১/২—২ তোলা
কদল্যাদি ঘৃত	ঐ
করঞ্জাদি চূর্ণ	৫—১০ রতি
কল্যাণক চূর্ণ	১৫—২০ রতি
” অবলেহ	১৫—৩০ ”
কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত	১—২ তোলা
কিরাতাদি চূর্ণ	১০—২০ রতি
কুটজাষ্টকাবলেহ	১/৮—১ তোলা
কুষ্ঠাদি চূর্ণ	৫—১৫ রতি
কৈশরিক গুগ্গুল	১/৪—১ তোলা
খদিরারিষ্ট	১—৪ তোলা
গঙ্গাধর চূর্ণ	১০—২০ রতি
গুড়াদি বটীকা	১/৮—১/২ তোলা
গুড়াষ্টক	১০—৩০ রতি
গুড়ূচী ঘৃত	১/৪—২ তোলা
,, মোদক	১/৮—১/৪ ”
গোক্ষুরাদি মোদক	১/২—২ তোলা
গোক্ষুরাদ্যবলেহ	ঐ
চাঙ্গেরী ঘৃত	১/৪—২ তোলা
চিত্রকাদি গুটিকা	৫—২০ রতি
ছাগাদি ঘৃত	১—৪ তোলা
তৃণ পঞ্চমূল ঘৃত	১—২ তোলা
ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত	১/২—২ ”
ত্রিফলাদ্য ঘৃত	১/২—৩ ”
দ্রাক্ষাদি চূর্ণ	২০—৫০ রতি
” ঘৃত	১—৩ তোলা
দাড়িমাদ্য ঘৃত	১/২—২ তোলা
দূর্ব্বাদ্য ঘৃত	১/২—২ তোলা
ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত	১/২—২ তোলা
ধান্বন্তর ঘৃত,	১—৪ তোলা
ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ	১৫—৩০ রতি
নারাচ চূর্ণ	১০—৩০ রতি

ঔষধের নাম।	মাত্রা।	ঔষধের নাম।	মাত্রা।
নারায়ণ চূর্ণ	৫—২০ রতি	বরুণাদ্য চূর্ণ	১০—৩০ রতি
নিদিগ্ধিকাবলেহ	½—২ তোলা	বাহুশাল গুড়	½—২ তোলা
পাঠাদি চূর্ণ	৫—১৫ রতি	বড়বানল চূর্ণ	১০—২০ রতি
পঞ্চ জীরক পাক	¼—১ তোলা	বিশ্বাদ্য চূর্ণ	১৫—৩০ রতি
পঞ্চ নিম্বকাবলেহ	১৫—৩০ রতি	বাসাবলেহ	১—৩ তোলা
পরূষক ঘৃত	½—২ তোলা	বিড়ঙ্গাদি মোদক	১—৪ মাষা
পাষাণ ভেদাদ্য ঘৃত	ঐ	বিল্বাদি অবলেহ	১—৮ তোলা
পথ্যাদি গুগ্‌গুল	½—২ তোলা	বিদারী ঘৃত	১—৪ তোলা
পথ্যাদি চূর্ণ	১৫—৩০ রতি	বৈশ্বানর চূর্ণ	৫—২০ রতি
পুনর্ণবাদি চূর্ণ	১৫—৩০ রতি	বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ	১০—২০ রতি
পুনর্ণবাবলেহ	½—২ তোলা	ব্রাহ্মী ঘৃত	১—৪ তোলা
পুনর্ণবা মণ্ডুর	১—৪ মাষা	বৃদ্ধ গঙ্গাধর চূর্ণ	১০—২০ রতি
প্রসারণী লেহ	১—৩ তোলা	বাতারি রস	৪—১৫ রতি
পুষ্করাদি চূর্ণ	২—৫ রতি	ব্যোষাদি বটী	৫—২৫ রতি
ফলকল্যাণ ঘৃত	½—৩ তোলা	ব্যোষাদ্য শক্তু	১—৪ তোলা
ফল ঘৃত	ঐ	বৃহৎ শূরণ মোদক	½—২ তোলা
ভদ্রাবহ ঘৃত	১—২ তোলা	শতাবরী ঘৃত	½—৩ তোলা
মদন মোদক	¼—১ তোলা	শিবাঘৃত	১—৪ তোলা
মহাচৈতস ঘৃত	½—৩ তোলা	শুণ্ঠী ঘৃত	½—২ তোলা
মহাভল্লাতক	১—২ মাষা	" ধান্যক ঘৃত	ঐ
মাণিক ঘৃত	১—৮ তোলা	" খণ্ড	¼—১ তোলা
মৃগনাভ্যাদ্যাবলেহ	৫—২০ রতি	শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত	½—২তোলা
মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত	১—৩ মাষা	শূরণ মোদক	½—১তোলা
যক্ষারি লৌহ	৫—১৫ রতি	সারস্তব গুগ্‌গুল	¼—১ তোলা
যমানী খাণ্ডব চূর্ণ	১৫—৪০ রতি	সারস্বত ঘৃত	১—২ তোলা
যোগরাজ গুগ্‌গুল	½—১ তোলা	সমশর্কর চূর্ণ	১৫—৩০ রতি
যোগসারামৃত	¼—১ তোলা	সিতোপলাদি	¼—½ তোলা
রসাঞ্জনাদি চূর্ণ	১০—৩০ রতি	সোমরাজী ঘৃত	¼—১ তোলা
লবঙ্গাদি চূর্ণ	১—৩ মাষা	সৌভাগ্য শুণ্ঠী	½—২ তোলা
লোধ্রাদি চূর্ণ	১০—২০ রতি	হরীতক্যাদি চূর্ণ	১৫—৩০ রতি
বলাঘৃত	১—২ তোলা	হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ	৫—১৫ রতি
বলাদ্য ঘৃত	ঐ		

ক্রিয়ানুসারে ঔষধের শ্রেণী বিভাগ।

পরিবর্ত্তক ও পরিবর্ত্তক বলকারক। অনন্তমূল, অভ্র, অশ্বগন্ধা, আকন্দ, আমলকী, এলবালুক, কঙ্কোল, কাংস, কাঞ্চন, কেশরাজ, গন্ধক, গন্ধভাদুলে, গুগ্গুলু, গোরক্ষ চাকুলে, চোবচিনি, চালমুগরা, তাম্র, তালমাখানা, তালমূলী, থলকুড়ী, দাদমর্দ্দন, নারিকেল, নিশাদল, পদ্মকাষ্ঠ, পরুষক, পারদ, পিত্তল, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, বংশলোচন, বঙ্গ, ব্রহ্মী, বহেড়া, বাবচী, বিদ্ধড়ক, বেড়েলা, মঞ্জিষ্ঠা, মণ্ডুর, মনঃশিলা, মাছের তেল, মাষকলাই, মাষপর্ণী, মুক্তা, মুদ্গপর্ণী, যশদ, রকস, রসকর্পূর, রাস্না, রৌপ্য, লাক্ষা, লৌহ, শঙ্খপুষ্পী, শতমূলী, শিমূল, শিলাজতু, শ্যামালতা, সালসাফ্রাস, সীসা, সোমরাজ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, হরীতকী, হালীমদানা, হিঙ্গুল, হীরক ও হীরাকস।

তিক্ত ও সুগন্ধি বলকারক। অগুরু, ইশেরমূল, কমলালেবুর ত্বক, করিতা, কক, কলম্বা, কাকনাসিকা, কাকাতোদালি, কালমেঘ, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, গণিয়ারি, গাম্ভারী, গুলঞ্চ, ঘোষালতা, চিরতা, ঝাটী, তেজবতী, দারুহরিদ্রা, নিম, নিসিন্দা, পাটলী, বকপুষ্প, বাবুনা, মেথি মুতা, লালিতাপাত, শালপাণ, স্বর্ণসূত্রমূল ও হিন্চা।

সংকোচক বলকারক। অর্জ্জুন, আতিস, কুষ্মাণ্ড, চাকুন্দে, ছাতিম, তুঁতে, নাগেশ্বর, বালা, মৌয়া, রোহন, বহেড়া, নিম, কালমেঘ, হীরাকস, হরীতকী।

জ্বরঘ্ন ও পর্য্যায়নিবারক। আতিস, ইশেরমূল, করঞ্জ নাটা, করলাউচ্ছে, কাকাতোদালি, কুঁচিলা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ, গোলমরিচ, ঘোষালতা, চাঁপা, চিরতা, ছাতিম, দারুহরিদ্রা, নিম, ভাঁট, মনঃশিলা, রোহন, শেফালিকা, সেঁকো, হরিতাল।

সংকোচক। অক্ষোট, অশোক, অশ্বত্থ, অহিফেণ, আমলকী, আমেরকেশী, ইন্দ্রযব, কত্‌বেল, কদম্ব, কাঞ্চন, বুকসিম, কুটজ, কুমরকস, খড়ি, খদির, গন্ধভাদুলে, গাব, গৈরিক, চন্দন, জবা, জাম, তুঁতে, দাড়িম,

দূর্ব্বা, পলাশ গঁদ, পাকুড়, ফটকিরি, বকম, বকুল, বট, বাবলা, বুড়ীগোপান, বেল, মাজুফল, মাংগষ্টিন, মুদ্রাশঙ্খ, যজ্ঞডুম্বুর, লজ্জালু, লোধ, শাল, মোচরস, শ্যোনাক, সবেদা, হরীতকী।

বায়ুনাশক ও আগ্নেয়। অম্লবেতস, আনারস, আমআদা, আর্দ্রক, এলাচ বড় ও ছোট, কমলালেবুর ত্বক, কমলাফুলের আতর, কালজীরা, কালকস্তুরী, কুলিন্‌জন, গন্ধহুমার, গোলমরিচ, চই, জায়ফল, জীরা, তেজপত্র, দারচিনি, ধনে, পান, পিপুল, পিঁয়াজ, পুদিনা, বচ, মহাবুড়ী বচ, মৌরি, যমানী রাধুনী, লবঙ্গ, শঠী, শুলফা, হরিদ্রা।

উত্তেজক। আয়াপাণ, আর্দ্রক, এলাচ, কর্পূর, কফি, কুঁচিলা, গজপিপুল, গাঁজা, চা, জায়ফল, পলাণ্ডু, মদ্য, মৃগনাভি, রসুন, লঙ্কা সজিনা, সর্পবিষ, লেবুঘাস, হিঙ্গু, বিবিধ উদ্বায়ী তৈল।

স্থানীক উত্তেজক। আকরকরা, কুন্দরু, কোপাল, গন্ধবিরোজা, গুগ্‌গুলু, ধূনা, শিলারস, বিবিধ উদ্বায়ী তৈল ইত্যাদি।

মাদক, অবসাদক ও বেদনা নিবারক। অহিফেণ, কর্পূর, কাটবিষ, খোরাসানী যমানী, গাঁজা ও চরস, ভাং, তামাক, ধুতুরা, পোস্ত-ঢেড়ী ইত্যাদি।

আক্ষেপ নিবারক। অহিফেণ, কর্পূর, কালকস্তুরী, গাঁজা, জটা-মাংসী, তামাক, ধুতুরা, মৃগনাভি, পোস্তঢেড়ী, বনযমানী, লেবুঘাসের তৈল, হিঙ্গু।

শৈত্যকারক। আমড়া, আমরুল, চিনি, কাঁজি, তেঁতুল, তেলা-কুচা, বেনারমূল, টাবালেবু, লেবু, শতমূলী, পাষাণভেদী ইত্যাদি।

স্বেদজনক। অন্তমূল, অনন্তমূল, অহিফেণ, আকন্দ, আয়াপাণ, কাটবিষ, বনপ্সা, সরলকাষ্ঠ, সোরা, সুখদর্শন ইত্যাদি।

মূত্রকারক। অপাঙ্গ, আকনাদি, আবুল, কদলী, কাকমাচী, কাঁকুড় ও শশা, কাঁটানটে, কাবাবচিনি, কাশ ও কুশ, কুষ্মাণ্ড, গর্জন-তৈল, গোক্ষুর, গোয়ালিয়া লতা, চন্দনতৈল, ছাগলনাদি, তেলাকুচা, তেলিনী, দুরালভা, দূর্ব্বা, দেবদারু, পাতরকুচী, পুনর্ণবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড,

বঙ্গ, বরুণ, মসিনা, যজ্ঞডুম্বুর, যবক্ষার, লবণ, শিলাজতু, সুরিনজন, সোরা, হাজরমণি, হাতিশুঁড়া।

বমনকারক। অস্তমল, আকন্দ, তাম, তুঁতে, বচ, মদনফল, লবণ, সর্ষপ।

কফনিঃসারক। কটফল, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুন্দ্র, কুন্দরু, গন্ধবোল, তালীশপত্র, তুলসী, বাবুইতুলসী, বাকস, বামনহাটী, বৃহতী, মুক্তাঝুরী, মেষশৃঙ্গী, পিপুল, হিঙ্গু।

রক্তরোধক। অশোক, আমের কেশী, কুটজ, কুষ্মাণ্ড, দূর্ব্বা, তুঁতে, ফটকিরি ইত্যাদি।

বিরেচক। অপরাজিতা, আরগ্বধ, আলুবোখারা, ইন্দ্রবারুণী, এরণ্ড, কট্‌কী, কালাদানা, কিসমিস, খারিলবণ, গ্যাম্বোজ, ঘৃতকুমারী ও মুসব্বর, জয়পাল, তেউড়ী, তেঁতুল, দন্তী, পটোলমূল, পিত্ত, বেল, মাখাল, মূত্র, রেউচিনি, বিটলবণ, সাপছন্দ, সিজ, সুকমুনিয়া, সোনামুখী, হরীতকী।

লালানিঃসারক। আকবকরা, সজিনা, চিতা, কণ্টকারীর বীজ প্রভৃতি।

স্নিগ্ধকারক, পোসক ও তরলকারক। আখরোট, আতা, আম্র, আরারুট, আলু, চিনি, ইষপগুল, ওল, কতিরা, কদলী, কাঁটানটে, কিসমিস, কুঁচ, গোমধু, ঘৃত, ঘৃতকুমারী, চাউল, তিল, তুতফল, বাবুইতুলসী দুগ্ধ, নারিকেল, পদ্ম, পানিফল, পুঁই, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাদাম, বিহিদানা, মধু, মসিনা, মেষের বসা, মোম, যব, যষ্ঠিমধু, রামতরুই, শতমূলী, শূকরবসা, সাগু, সালেপ মিশ্রী।

পিত্তনিঃসারক। আনারস, কেশরাজ, নিশাদল, পারদ প্রভৃতি।

কৃমিনাশক। আমের কেশী, আলকুশী, ইন্দ্রযব, কমলাগুড়ী, করলা-উচ্ছে, দন্তী, দাড়িমমূলের ত্বক, পাল্‌তেমাদার, পেঁপে, ভাঁট, বিড়ঙ্গ, পলাশ-বীজ, নিমমূলের ছাল, ছাতিম, সোমরাজ, হুড়হুড়ে।

রজোনিঃসারক ও জরায়ু সংকোচক। আবুল, ইশেরমূল, ওলটকম্বল, গন্ধবোল, চিতা, বিষলাঙ্গলী, মুসব্বর, গাঁজা, পেঁপেরবীজ, লতাফটকী, সোহাগা, হিঙ্গু।

দুগ্ধস্রাব হ্রাসক। পান, বেলফুল।

দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধক। কৃষ্ণজীরা, এরণ্ডপত্র।

কামোদ্দীপক। অশ্বগন্ধা, আখরোট, আলকুশী, তালমূলী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, ভাং, শিমুলমূল, সুপারি ইত্যাদি।

অম্লনাশক। খড়ি, লবণ, শঙ্খ কড়ি শুক্তি ও শম্বুক ভস্ম, চূণের-জল, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, সাবান, সৈন্ধব, সোহাগা ও বিবিধ বৃক্ষের ক্ষার বা ভস্ম।

হাঁচীকারক। ভূতরাজ, কটফল ইত্যাদি।

সর্পবিষঘ্ন। ইশেরমূল, গোরোচনা, আপাংশীস, আয়াপান, মনসাসিজ, মেষশৃঙ্গী ইত্যাদি।

কীটঘ্ন। কাকজংঘা, কাকমারি, গন্ধক, বচ, নিম্ববীজ, সোমরাজ ইত্যাদি।

অক্ষিতারা প্রসারক। ধুতুরার সার।

প্রত্যুগ্রতাসাধক, দাহক ও ফোস্কাকারক। চিতা, লাল-চিতা, জ্যাঙ্গাল, তেলিনী, ভেলা, লঙ্কা, সজিনা, সর্জ্জিকাক্ষার, সর্ষপ, হুড়হুড়ে, জয়পালতৈল, গোলমরিচ, সিজ ও আকন্দের আঠা, পিপুল, দারচিনি, চই, তুঁতে, ক্ষার ইত্যাদি।

বিবিধ। করবী, কার্পাস, কালকাসুন্দে, ক্রিমদানা, কুল, কুলথ কেতকী, খাটাশী, গোরোচনা, চাকুন্দে, জইন্তী, জাতী, জাফরাণ, তাল, দ্রোণপুষ্প, নখী, নির্গুণ্ডী, নীল, মল্লিকা, মাংস, মানকচু, মুচুকুন্দ, মূর্ব্বা, মূলা, রিটা, শিয়ালকাটা, শিরীষ, হাড়জোড়া।

রোগ-নির্ঘণ্ট

ও

তাহার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ।

জ্বরাধিকার।

সাধারণ ভেষজ। ষড়ঙ্গ পানীয়, আরগ্বধাদি ক্বাথ, বিরেচনার্থ—শঠ্যাদি ক্বাথ, গুড়ুচ্যাদি ক্বাথ, জ্বরঘ্নী বটিকা, বৈদ্যনাথবটী, মৃত্যুঞ্জয় রস, পঞ্চানন রস, প্রচণ্ড রস। জ্বর বিচ্ছেদ করণার্থ—নবজ্বরেভ বটী, তরুণজ্বরারি, জ্বরধূমকেতু, হুতাশন রস, জ্বরমুরারী রস, রবিসুন্দর রস, জ্বরব্রহ্মাস্ত্র, চণ্ডেশ্বর রস, হ্রীবেরাদি।

মু। কুড়আদি, জ্বরের কাসি, ক্ষেৎপাপড়াআদির ক্বাথ, জ্বর প্রলাপে, নিমের পাতা ও ঝুঁটি, দাহে, পটোল পত্রাদি, পলাশের পাতা ও কাঞ্জি, দাহে, বচআদি ক্বাথ, বিল্ব পত্রের রস, সর্ষপাদি, বমন করণার্থে।

বাতিকজ্বর (Simple Remittent Fever).

আরগ্বধাদি, পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ, হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় রস, রবিসুন্দর রস, কল্পতরু রস, ত্রিপুর ভৈরব রস।

পিত্তজ্বর (Bilious Remittent Fever).

আরগ্বধাদি ক্বাথ, তিক্তাদি, হ্রীবেরাদি, ছর্দ্দি দাহে—দ্রাক্ষাদিক্বাথ, মহা-দ্রাক্ষাদি ক্বাথ, গুড়ুচ্যাদি, পর্পটকাদি ক্বাথ, যব পটোল, কিরাতাদি সপ্তক। উদক ভঞ্জীরস, উদক মঞ্জরীরস, কাঞ্জিক তৈল।

মু। গুলঞ্চের শীত ফাণ্ট।

রোগের নিদান, লক্ষণ ও ভাবীফলাদি জানিবার আবশ্যক হইলে ডাং উদয়চাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত "মাধব নিদান" দেখিতে হইবে। 'মু' শব্দে মুষ্টিযোগ বুঝিতে হইবে।

কফজ্বর (Catarrhal Fever).

নাগরাদি, পিপ্পল্যাদি, আরগ্বধাদি, পঞ্চকোল, নিম্বাদি, বাসাদি ক্বাথ, চতুর্ভদ্রাবলেহ। অমৃতাদি বটী, কল্পতরু রস, ত্রিপুর ভৈরব রস, কফকেতু-রস, স্বল্প জ্বরাঙ্কুশ রস।

বাতপৈত্তিকজ্বর।

পঞ্চভদ্র ক্বাথ, কিরাতাদি ক্বাথ, ধান্য পটোল, ত্রিফলাদি ক্বাথ, মধুকাদি, গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। জ্বরমুরারী রস, তরুণ জ্বরারি, নবজ্বরহর বটী, মৃত্যুঞ্জয়-রস।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর।

নাগরাদি, কণ্টকার্য্যাদি, পর্পটকাদি, গুড়ূচ্যাদি, অমৃতাষ্টক ক্বাথ। জ্বরমুরারী রস, নবজ্বরহর বটী, তরুণ জ্বরারি, রবিসুন্দর রস, মৃত্যুঞ্জয় রস।

মু। বাসকের রস।

বাতশ্লেষ্মজ্বর।

আরগ্বধাদি, দশমূল ক্বাথ, চতুর্ভদ্রক ক্বাথ, পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাদি ক্বাথ, কিরাতাদি, ভূনিম্বাদি ক্বাথ, বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ, কল্যাণক চূর্ণ, অষ্টাঙ্গা-বলেহ। তরুণজ্বরারি, স্বল্প জ্বরাঙ্কুশ, মৃত্যুঞ্জয় রস, সূর্য্যশেখরী রস, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্র রস।

মু। পিপুলাদি ক্বাথ।

সন্নিপাতজ্বর (Typhoid type of Remittent Fever).

যোগরাজ ক্বাথ, শৃঙ্গ্যাদি ক্বাথ, অষ্টাঙ্গাবলেহ, বৃহত্যাদি ক্বাথ, দ্বাত্রিংশ-ক্বাথ, দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ ক্বাথ, চতুর্দ্দশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথ, ভার্গ্যাদি ক্বাথ, লৌহচূর্ণাঞ্জন, শিরীষবীজাদ্যঞ্জন। মৃত্যুঞ্জয় রস, পঞ্চবক্ত্র রস, ত্রিনেত্র রস, অগ্নিকুমার রস, স্বাচ্ছন্দ ভৈরব, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস, বেতাল রস, দারুব্রহ্ম রস, স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, মকরধ্বজ, রসসিন্দুর, মৃতসঞ্জীবনী-বটী, ভস্মেশ্বরী রস, মৃতোত্থাপন রস, স্বল্প কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব রস, সূচিকাভরণ রস, কালানল রস। মৃতসঞ্জীবনী সুরা। সৈন্ধবাদি নস্য।

মু। আকন্দআদির ক্বাথ, আদার রসের নস্য মূর্চ্ছায়; কাটবিষ সান্নিপাতিক মোহে; পিপ্পলাদি, কাসে; সৈন্ধবাদি, তন্দ্রায়; লৌহ আদি অঞ্জন তন্দ্রায়, বামনহাটী আদি ক্বাথ, কর্ণমূলশূলে।

জীর্ণজ্বর (Chronic Fever).

ভার্গ্যাদি, বৃহৎভার্গ্যাদি ক্বাথ, দ্রাক্ষাদ্যষ্টদশাঙ্গ ক্বাথ, বর্দ্ধমান পিপ্পলী, দাস্যাদি পাচন, অমৃতাদ্য ঘৃত, ধাত্রীমোদক, অমৃতারিষ্ট। জ্বরাশনী চূর্ণ, সৌভাগ্য বটিকা, বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ রস, জ্বরাঙ্কুশ, স্বর্ণসিন্দূর, বসন্তমালতী রস, রসায়নামৃত লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, চন্দনাদি লৌহ, বিষমজ্বরান্তক-লৌহ, জয়মঙ্গল রস, জ্বরব্রহ্মাস্ত্র। কিরাতাদি তৈল, বৃহৎ কিরাতাদি তৈল, লাক্ষাদি তৈল, মহালাক্ষাদি তৈল।

মু। গুলঞ্চ রস ও ক্বাথ, শেফালিকাপত্রের রস।

বিষমজ্বর (Intermittent Fever).

অভয়াদি মোদক, কোষ্ঠবদ্ধে, ভার্গ্যাদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি ক্বাথ, গুড়ূচী-মোদক, সুদর্শন চূর্ণ, অমৃতারিষ্ট। শীতকেশরী, জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র রস, মৃত্যুঞ্জয় রস, বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ রস, শীতজ্বরারি রস, শীতভঞ্জীরস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, জ্বরাঙ্কুশ, কল্পতরু, চাতুর্থকারী রস, জ্বরব্রহ্মাস্ত্র, চন্দনাদি লৌহ, বিষমজ্বরান্তক-লৌহ, জয়মঙ্গল রস, লৌহারিষ্ট, বসন্ত মালতী রস। কাঞ্জিক তৈল, দাহে ষটতক্র তৈল, মহাষটতক্র তৈল, দাহসমন্বিত জ্বর; পদ্মকাদি তৈল, লাক্ষাদি-তৈল, মহালাক্ষাদি তৈল, বৃহৎ কিরাতাদি তৈল।

মু। হরীতক পাচিত তৈল, শীতজ্বরে; ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, কালজীরা ও গুড়, গুলঞ্চ, তুলসীপত্র, নিমছালাদি, পটোলপত্রাদি, বেড়েলা ও শুঠ, মুতা আদি ক্বাথ, রসুন।

দুর্জ্জলজ্বর।

দুর্জ্জলজেতা রস, হরীতক্যাদি চূর্ণ, কিরাতাদি চূর্ণ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর-লৌহ।

জ্বরাতিসার (Diarrhœa with Fever).

গঙ্গাধর ক্বাথ, কনাদি, হ্রীবেরাদি ক্বাথ, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ, বৃহৎ-গঙ্গাধর চূর্ণ। শম্ভুনাথ রস, কর্পূর রস।

মু। আতিস আদি, গুলঞ্চ ও কুটজ, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব।

অতিসার, রক্তাতিসার (Diarrhœa, Dysentery).

স্ফোটক বটিকা, নাগরাদি, বৎসকাদি ক্বাথ, লোধ্রাদি, পথ্যাদি ক্বাথ, আমাতিসারে; হরীতক্যাদি কল্ক, চব্যাদি ক্বাথ, শ্লেষ্মাতিসারে; জম্ব্বাদি স্বরস, রক্তাতিসারে; গম্ভারী ক্বাথ, ধাতক্যাদি, কুটজাষ্টকাবলেহ, কুটজ দাড়িম কষায়, কুটজাদি ক্বাথ, কুটজ পুটপাক, কুটজাবলেহ, কুটজারিষ্ট, পঞ্চমূলাদি ক্বাথ, চতুঃসম মোদক। পাঠাদিচূর্ণ, কপিত্থাষ্টক চূর্ণ, পাঠাদ্য-চূর্ণ, বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ, গঙ্গাধর চূর্ণ, বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, শ্লেষ্মা তিসারে; বব্বুলারিষ্ট, দাড়িমাষ্টক চূর্ণ, রসাঞ্জনাদি চূর্ণ, বিল্বাদি চূর্ণ, বিল্বাদি অবলেহ। আমবাক্ষসী, শম্ভুনাথ রস, কর্পূর রস, আনন্দভৈরব-রস, বজ্রকপাট রস, মহাগন্ধ রস।

মু। অতিসারি, আমছায়া, আমের কেশী, আদার রস। ইন্দ্রযব ক্বাথ, ইন্দ্রযব ও মুতা; শ্বেত চন্দন, চিতা আদি, তিল ও ছাগ দুগ্ধ, দাড়িম ফলের ত্বক, মুতা, কুটজ কষায়, সমঙ্গা আদি, বিড়ঙ্গ আদি, বেলশুঁঠ আদি কষায়, বেলের শাঁস ও ইক্ষু গুড়, শতাবরীর কল্ক ও দুগ্ধ, মোচরস আদির চূর্ণ, শোনাকের পুটপাক রস।

গ্রহণী (Chronic Diarrhœa, Dysentery).

কপিত্থাষ্টক চূর্ণ, বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ জাতীফলাদ্য চূর্ণ, দাড়িমাষ্টক চূর্ণ, এলাদি চূর্ণ, লাই চূর্ণ, বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ, সর্জ্জরস চূর্ণ, মুস্তাদি চূর্ণ। ষড়-দূষণ, বিল্বাদি অবলেহ, বার্ত্তাকু গুড়িকা, ধান্যপঞ্চক, কল্যাণ গুড়, মহা-কল্যাণ গুড়, কুষ্মাণ্ড কল্যাণক গুড়, চাঙ্গেরীঘৃত, কামেশ্বরমোদক। গ্রহণীমিহির তৈল, বিল্বতৈল। কুটজারিষ্ট, বব্বুলারিষ্ট, লৌহাসব। দুগ্ধ-বটী, গ্রহণী কপাট রস, বিজয় পর্প্পটী, গ্রহণীকপাট রস, বজ্রকপাট রস, রস-পর্প্পটী, পঞ্চামৃত পর্প্পটী, রস পর্প্পটী, জ্বালানল রস, স্বর্ণ পর্প্পটী, নৃপবল্লভ।

মু। মোচরস আদি দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ।

অর্শ (Piles).

লঘু শূরণ মোদক, বৃহৎ শূরণ মোদক, বাহুশাল গুড়, করঞ্জাদি চূর্ণ, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, প্রাণদা গুড়িকা, চন্দনাদি কষায়, পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, অমৃত-ভল্লাতকী, ধান্বন্তর ঘৃত, মানশূরণাদ্য লৌহ। বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল।

মু। হরিদ্রা ও সিজের আঠা, হরিদ্রা ও ঘোষালফল, কুরুভিল, মাপেষর, ভেলা আদি, সমঙ্গা আদি, সিজের আঠা।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ (Dyspepsia, Indigestion).

সম শর্করচূর্ণ, বড়বানল চূর্ণ, আমলকাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, হরীতক্যাদি গুটী, পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক, বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ, ক্ষারাষ্টক, যমানীখাণ্ডব, বৈশ্বানর ক্ষার, ভাস্কর লবণ, গুড়াষ্টক, ষড়ধরণ যোগ, অভয়ামোদক, অমৃত হরীতকী। শুণ্ঠী ঘৃত, ধাত্রী অরিষ্ট, কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত, চতুঃসম মোদক, বার্ত্তাকু গুড়িকা, মেথি মোদক, চিত্রকাদি বটী। অগ্নিকুমাররস, সুলোচনামৃতাভ্র, ক্রব্যাদ রস, শঙ্খবটীরস, বৃহৎ শঙ্খবটী, টঙ্গনাদি বটী, অমৃতাদি বটী, রামবাণ রস, অজীর্ণকণ্টক রস, জ্বালানল রস।

মু। হরীতকী ও সৈন্ধব, হালীমদানা, চিতা আদি, আদার রস ও মধু, চিতা ও কটকী, বেড়েলা ও পিপুল চূর্ণ, বচাদি চূর্ণ ও সচল লবণ, বিড়ঙ্গাদি, সর্ষপাদির চূর্ণ।

বিসূচিকা (Cholera).

কর্পূরাসব, বিসূচী বিধ্বংস রস, মৃতসঞ্জীবনী সুরা, সূচিকাভরণ রস, কালানল রস।

মু। অপাঙ্গ ও গোলমরিচ, অপাঙ্গপত্রের অঞ্জন, শুঁঠ ও বেলশুঁঠার কাথ, কট্‌ফল ও বেলশুঁঠ, কুড় ও কটুতৈল, খালধরায়; বেড়েলা ও পিপুল চূর্ণ, সৈন্ধব ও কুড়পাচিত তৈল খাল ধরায়।

অলসক, উদাবর্ত্ত (Tympanitis).

হিঙ্গ্বাদি ফলবর্ত্তি, ষড়ধরণযোগ, নারাচ চূর্ণ, তুম্বুর্বাদ্য চূর্ণ, নারাচ রস, দারুষটক লেপ, ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি, মদনফলাদি ফলবর্ত্তি, শুষ্ক মূলাদ্য ঘৃত, বিন্দু ঘৃত।

মু। হালীমদানা, লেবুর রস ও যবক্ষার।

বিলম্বিকা, আনাহ (Constipation).

হরীতক্যাদি গুটী, অভয়ামোদক, ইচ্ছাভেদী রস, রুকেশী রস, নারাচচূর্ণ, গুড়াষ্টক, নারাচ রস, অবিপত্তিকর চূর্ণ। বিন্দু ঘৃত, ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি।

মু। হরীতকী আদি, ত্রিবৃৎ, ত্রিবৃতাদি, বিল্বপত্রের কাথ।

কৃমি (Worms).

কৃমিঘাতিনী গুড়িকা, রসুন তৈল।

মু। হিঙ্গু, কম্পিল্লক চূর্ণ, কম্পিল্লক ও সৈন্ধব, করঞ্জ পত্রের লেপ, বহিঃকৃমিতে, ধুস্তুরপত্র-রস, নিম পত্র, পলাশ বীজাদি, বিড়ঙ্গ আদি, বিড়ঙ্গ ক্বাথ, সোমরাজী।

পাণ্ডু, কামলা, হলীমক (Anæmia, Jaundice; Malignant Jaundice).

পাণ্ডুসূদন রস, পটোলাদি চূর্ণ, ধাত্রী অরিষ্ট, ত্রিফলাদ্য তৈল, পুনর্ণবা মণ্ডুর. ত্র্যূষণ মণ্ডুর, পিত্তান্তক রস, নবায়স লৌহ, অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ. লৌহ রসায়ন, লৌহাসব, যোগরাজ।

মু। হরীতকী ও মরিচ, হরীতকীর ক্বাথ, আমলকী চূর্ণ, গুলঞ্চ ও তক্র, চিতা আদি, লৌহ ও মুতা, বাসকের রস, বিল্বপত্রের রস ও গোলমরিচ, শিলাজতু ও গোমূত্র, স্বর্ণমাক্ষিকাদি।

রক্তপিত্ত (Hæmorrhage).

কুষ্মাণ্ড কল্যাণক গুড়, কুষ্মাণ্ড খণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ড খণ্ডাবলেহ, কুষ্মাণ্ড খণ্ড. উশীরাসব, চন্দনাদি তৈল, দূর্ব্বাদ্য ঘৃত, রক্তবমন ও নাসা কর্ণ চক্ষুর রক্তস্রাবে। খণ্ডকাদ্য লৌহ, আমলকাদ্য লৌহ, শতাবরী-পাক।

মু। ক্ষেৎপাপড়াদির কষায়, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠাদির ক্বাথ, বালা আদি, যজ্ঞডুমুর রস ও বাসকের রস।

যক্ষ্মা, শোষ (Phthisis, Consumption).

এলাদি গুড়িকা, দ্রাক্ষাদি ঘৃত, দ্রাক্ষারিষ্ট, কুষ্মাণ্ড কল্যাণক গুড়, চন্দনাদি তৈল, বৃহচ্চন্দনাদি তৈল, জাতীফলাদ্য চূর্ণ ২, নারিকেল খণ্ড, বৃহৎ নারিকেল খণ্ড, সিতোপলাদি অবলেহ, বাসাবলেহ, বালাচন্দনাদি তৈল, ষড়ঙ্গ, চ্যবন প্রাশাবলেহ, অমৃতেশ্বর রস, রাজমৃগাঙ্ক রস, মৃগাঙ্ক-রস, বসন্ততিলক রস, খণ্ডকাদ্য লৌহ, যক্ষ্মারি লৌহ, অগ্নিরস লৌহ।

মু। অশ্বগন্ধা ও দুগ্ধ বা ঘৃত।

কাস (Chronic Bronchitis, cough).

শুণ্ঠীধান্যক ঘৃত, চতুরক্ষাবলেহ, এলাদি গুড়িকা, কটফলাদি চূর্ণ, শৃঙ্গাদি চূর্ণ, কন্টকার্য্যাবলেহ, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, মরিচাদি গুড়িকা, বিজয় চূর্ণ,

ভৃগু হরীতকী, ব্যোষাদি বটী, জাতীফলাদ্য চূর্ণ, তালীশাদ্য চূর্ণ, পিপ্পল্যাদি কাথ, সিতোপলাদি অবলেহ, বাসাবলেহ, বাসকাদি কাথ, ভাগোত্তর গুড়িকা, যোগরাজ। কুষ্ঠাদি ঘৃত, বাসাচন্দনাদি তৈল, কাস-চন্দনাদি তৈল। কফকেতু রস, রসেন্দ্র গুড়িকা, শ্রী লক্ষ্মীবিলাস রস, মহা-লক্ষ্মীবিলাস রস, শৃঙ্গারাভ্র, স্বর্ণসিন্দূর, [illegible] রস, বসন্তমালতী রস, [illegible] লৌহ, লৌহাসব, চন্দ্রামৃত রস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।

মু। আকন্দ মূলের ধূমপান, আদার রস ও মধু, কণ্টকারি আদির কাথ, কুষ্মাণ্ড মূল, তুলসী পত্র, পিপুলাদি, মনঃশিলা ও কুলপত্র, বাসকের শীতকষায়, বাসকাদি কাথ।

শ্বাস (Asthma).

কণ্টকার্য্যাবলেহ, ভার্গী গুড়, ভার্গী শর্করা, বিজয় চূর্ণ, ব্যোষাদি বটী, ভাগোত্তর গুড়িকা, দ্রাক্ষারিষ্ট, বাসা কুষ্মাণ্ডখণ্ড, চ্যবন প্রাশাবলেহ, লৌহাসব। স্বর্ণাবর্ত্ত রস, শ্বাসকুঠার রস, মহাশ্বাসারি লৌহ, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ শ্বাসচিন্তামণি। বৃহৎ চন্দনাদি তৈল, মহাবলা তৈল।

মু। হরীতকী ও কটু তৈল, কণ্টকারি আদির কাথ, কাঁটানটে ও বামনহাটী, কালজীরা, কুষ্মাণ্ড মূল, পিপুল ও ত্রিফলা, বহেড়া ও ছাগদুগ্ধ, বামনহাটীর মূল ও গুড়, বামনহাটী আদি কাথ ও পিপুল চূর্ণ।

হিক্কা (Hiccough).

চন্দ্রশূর রস, চতুর্ম্মুখ রস, মহাবলা তৈল, লবঙ্গাদি চূর্ণ, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ।

মু। হিরাকস ও কৎবেলের শাঁস, মনঃশিলাদি, মক্ষিমধু, সৈন্ধবের নস্য।

স্বরভেদ (Hoarseness).

সারস্বত ঘৃত, বিশ্বাদ্য চূর্ণ, নিদিগ্ধিকাবলেহ, মৃগনাভ্যাদি অবলেহ।

মু। বহেড়া ও সৈন্ধব।

অরোচক।

সমশর্করা চূর্ণ, আমলক্যাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, চতুঃসম মোদক, অম্লীকা-পান, দাড়িমাদি চূর্ণ, লবঙ্গাদি চূর্ণ, যমানী খাণ্ডব, সুলোচনামৃতাভ্র।

মু। হরীতকী আদি ও মধু, আকনাদি আদি ও মধু, আমলকী ও দ্রাক্ষা, শুণ্ঠীর কাথ আদার রস ও সৈন্ধব, কালজীরা আদি, দাড়িম ও চিনি বা দ্রাক্ষা, দারচিনি আদি, টাবালেবু আদি, সৈন্ধব ও টাবালেবুর কেশর।

তৈল, মহাবলা তৈল, মাষ তৈল, মাষাদি তৈল, স্বল্প মাষতৈল, মহামাষাদি-তৈল, (বেপথু অর্দ্দিত, মন্যা ও হনুস্তম্ভ, ধনুস্তম্ভ, পক্ষবধ, শিরোগ্রহ); প্রস্থিকাদি তৈল, পক্ষবধ; বিষ্ণু তৈল, বৃহৎ বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, সর্ব্ব বাতরোগে। সৈন্ধবাদি তৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, গৃধ্রসী, আমবাত, কটী জানু ও সন্ধিজ শূলাদিতে। ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল, পথ্যাদি গুগ্গুল, ত্রিক, জানু ও হনুগ্রহ, সন্ধিস্থ বাত, পক্ষাঘাতাদিতে। অজমোদাদি চূর্ণ, সন্ধিবাত: রসোনাষ্টক, স্বল্প রসোনপিণ্ড, গৃধ্রসী; রাস্না সপ্তক, রাস্নাদশমূল। হংসাদি ঘৃত, বাত-ব্যাধি ও শিরঃপীড়া। ছাগাদি ঘৃত, অর্দ্দিত, মন্যা, খঞ্জ, গৃধ্রসী, অপতান ও অপতন্ত্র প্রভৃতিতে।

মু। কিরাততিক্তাদি কল্ক, আজকুলীয়াদি কাথ, পক্ষাঘাত, এরণ্ডবীজ ও মূল, কটিশূল ও গৃধ্রসী; কুচেলালেপ, অববাহু গৃধ্রসী, গুগ্গুল, ক্রোষ্টুশীর্ষে, মাষাদি কাথ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, [illegible], রাস্নাদি কাথ গুগ্গুল সহ, বৃহদ্ভুক আদি, বিষতিন্দুকমূল ও ফল, ক্রোষ্টুশীর্ষে, শেফালিকা পত্রের কাথ, গৃধ্রসীতে।

বাতরক্ত (Gout mixed with skin Disease).

পিণ্ড তৈল, মহাপিণ্ড তৈল, গুড়ূচী তৈল, রুদ্রবালা তৈল, মহাপদ্মক তৈল, খড্ডাকপদ্ম তৈল, মৃণালাদি তৈল, (পিত্তবাতে); শতাহ্বাদি তৈল, মধুকাদি তৈল। মহাযোগরাজ গুগ্গুল, পুনর্নবা গুগ্গুল, শর্করা সম গুগ্গুল, অমৃতা গুগ্গুল, কৈশোর গুগ্গুল, সাবস্তব গুগ্গুল, যোগ সারামৃত, গুড়ূচী-ঘৃত, অমৃতাদ্য ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, বলাঘৃত, বলাদ্য ঘৃত, ধান্যস্তবক-ঘৃত, শতাবরী ঘৃত। মহারাস্নাদি কাথ, রসোনপিণ্ড, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, পুনর্নবাবলেহ, মহাতালকেশ্বর।

মু। হরিদ্রা ও গুলঞ্চ, হরিদ্রাদির লেপ, গুলঞ্চ, নিম্বাদি।

ঊরুস্তম্ভ (Paraplegia).

গুঞ্জাভদ্র রস, কুষ্ঠাদ্য তৈল, দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল, রাস্নাদি কাথ, স্বল্প রসোনপিণ্ড।

মু। ক্ষেলাদি পঞ্চমূলের কষায়।

আমবাত (Rheumatism).

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ, বৈশ্বানর চূর্ণ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, পুনর্নবা চূর্ণ, অজমোদাদি চূর্ণ। শুণ্ঠী খণ্ড, সিংহনাদ গুগ্‌গুল, প্রসারণী লেহ, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু, যোগরাজ ও মহাযোগরাজ গুগ্‌গুল, পুনর্নবা ও আদিত্যপাক গুগ্‌গুল। অমৃতাদ্য ঘৃত, বাতারি রস, দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল, রসোনাষ্টক, রসোনাদি-কষায়, রসোনপিণ্ড, রাস্নাদি কাথ, মধ্যম রাস্নাদি কাথ। মহাসৈন্ধবাদি তৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল। কার্পাসাস্থি স্বেদ। কেতকী তৈল।

মু। ধুস্তুরবীজ ও সর্ষপ তৈল; শঠী আদির কষায় ও গুগ্‌গুল, অর সহ সন্ধি গ্রহণিতে ...

শূল (Colic, Enteralgia, Gastrodynia).

অবিপত্তিকর চূর্ণ, তুম্বুর্বাদ্য চূর্ণ, বৈশ্বানর চূর্ণ, কুষ্মাণ্ড ক্ষার, শূলহরণ যোগ, অভয়ামোদক, বৈশ্বানর ক্ষার। নারিকেল খণ্ড, বৃহৎ নারিকেল খণ্ড নারিকেলক্ষার, পরিণামশূলে। বিড়ঙ্গাদি মোদক, পরিণামশূলে। শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত, আমলকী খণ্ড, রসোনপিণ্ড, বজ্রক্ষার। বিদ্যাধরাভ্র, ধাত্রীলৌহ, শূল কেশরীরস, মহানারাচ রস, রেচনার্থ; গুড়মণ্ডুর, পিত্তান্তক রস, ক্রব্যাদ রস, শঙ্খবটি রস, বৃহৎ শঙ্খবটি, অমৃতকল্প রস, শর্করা লৌহ। বিন্দুঘৃত রেচনার্থ। রসুন তৈল।

মু। হিঙ্গু, এরণ্ডমূল ও শুণ্ঠীর কাথ, এরণ্ড ও সৈন্ধব, কটুকী ও চিতামূল, তিল, গো-... শম্বুকভস্ম।

গুল্ম।

নারায়ণ চূর্ণ, বৈশ্বানর চূর্ণ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, বিদ্যাধর রস, বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট, গুল্ম কালানল রস, দন্তীহরীতকী, ধান্বন্তর ঘৃত, ক্ষারাষ্টক, ভাস্কর লবণ, ক্রব্যাদ রস, রসায়নামৃত লৌহ, সর্জিকাদ্য চূর্ণ, বজ্রক্ষার, বিন্দু ঘৃত।

মু। তেঁতুল ও ত্রিফলা, পলাশক্ষার, রক্তগুল্মে।

হৃদ্রোগ (Heart Disease).

অর্জুন ঘৃত, অর্জুনাভ্র, চিন্তামণি রস, বলাদ্য ঘৃত।

মু। অর্জুন অর্জুন ও গোধূম্র, ত্রিফলা ও মুথা।

মূত্রকৃচ্ছ্র (Strangury, Painful Micturition).

এলাদি ক্কাথ, তৃণ পঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূলাদ্য ঘৃত, কুশাদ্য তৈল, বীরতরাদ্য তৈল, ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত, গোক্ষুরকাদ্যাবলেহ, তুবালজাদি ক্কাথ, শিলোদ্ভেদাদি-তৈল, পুনর্ণবাবলেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস, শিলেশ্র রস, ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ, শুষ্ঠাদি বরুণাদি কষায়, বরুণাদ্য চূর্ণ, বরুণাদ্য ঘৃত, বরুণ তৈল, বসুন-তৈল, শতাবরী ঘৃত।

মু। আকনাদি খদির ক্কাথ, কাঁকুড়বীজ, কাঁকুড়বীজ ও সৈন্ধব, শশারবীজ ও সৈন্ধব, গোক্ষুরাদি, গোক্ষুর ও যবক্ষার, ডালিম, পাষাণভেদাদি, লৌহ ও মধু, বৃহতী আদির ক্কাথ, শিলাজতু ও গোক্ষুর ক্কাথ, শিলাজতু ও অর্জুন ক্কাথ।

মূত্রাঘাত (Retention of Urine).

তগ্রাবিহ ঘৃত, কুলথাদ্য ঘৃত, গোক্ষুরকাদ্যাবলেহ, তুবালজাদি ক্কাথ, শিলোদ্ভেদাদি তৈল, ত্রিকটু গুড়িকা, বিদারী ঘৃত।

মু। আমলকীর লেপ, শশারবীজ ও চিনি, কুষ্মাণ্ডবীজ, কুমড়ার রস ও যবক্ষার, গোক্ষুরাদি, গোক্ষুর ও যবক্ষার, পাষাণভেদাদি, যবক্ষার।

অশ্মরী (Stone, Calculi).

বীরতরাদ্য তৈল, এলাদি ক্কাথ, কুশাদ্য ঘৃত ও তৈল, কুলথাদ্য ঘৃত, পাষাণভেদাদ্য ঘৃত, বিদারী ঘৃত, শুণ্ঠী বরুণাদি কষায়, বরুণাদি ক্কাথ, বরুণ ঘৃত, বরুণাদ্য চূর্ণ, বরুণাদ্য ঘৃত, বরুণ তৈল।

মু। কুমড়ার রস ও যবক্ষার, অশ্মরী, শিলাজতু।

প্রমেহ, মেহ (Urinary disorders, or Morbid secretions of urine).

অর্জুনাদ্য ঘৃত, সোমাদ্যশক্তু, সিংহামৃত ঘৃত, গোক্ষুরাদি চূর্ণ, গোক্ষুরকাদ্যাবলেহ, দাড়িমাদ্য ঘৃত, ত্রিকটুকাদ্য মোদক, ত্রিকটু গুড়িকা, মদনানন্দ মোদক, ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ, ধান্বন্তর ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল, যোগরাজ। হরিশঙ্কর রস, বসন্ত কুসুমাকার রস, বঙ্গেশ্বর, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, স্বর্ণবঙ্গ, বৃহৎ সোমনাথ রস, মেহমুদ্গার বটিকা।

মু। অশ্বথ, আমলকীর রস, কদলী, কণ্টকারীর স্বরস, গোক্ষুর ক্কাথ ও গুলঞ্চ, শিলাজতু ও মধু।

সোমরোগ (Diabetis, Diuresis).

কর্পূরাদি বটী, কদল্যাদি ঘৃত, সিংহামৃত ঘৃত, বসন্ত কুসুমাকার রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, স্বর্ণবঙ্গ, বৃহৎ সোমনাথ রস।

মু। কদলী ও আমলকী, বেড়লা, লৌহ ও ত্রিফলা।

মেদরোগ (Obesity).

ত্রিফলাদ্য তৈল, দশাঙ্গ গুগ্‌গুল, লৌহ রসায়ন, বোবাদ্য শক্তু।

মু অলম্বুষা ও কাঁচি গরস্থ পাত্রের ক্ষার, ত্রিফলা ও ত্রিকটু।

উদরী (Ascites).

নারায়ণ চূর্ণ, গুড়াদি চূর্ণ, পটোলাদি চূর্ণ, পথ্যাদি ক্বাথ, পুনর্ণবাদি ক্বাথ। বজ্রক্ষার, মানমণ্ড, রসুন তৈল, পুনর্ণবা তৈল, নাগরাদি তৈল। চুম্বকবটী, মহানারাচ রস ইচ্ছাভেদী রস, রক্তেশী রস, অভয় লবণ, ভাস্কর-লবণ, নারাচ ঘৃত, বিন্দু ঘৃত। রস পর্পটী, স্বর্ণ পর্পটী, লৌহ রসায়ন, পঞ্চামৃত পর্পটী, বিজয় পর্পটী।

মু। অপামার্গ, এরণ্ড তৈল ও লম্ফল, ত্রিবৃৎ আদি।

প্লীহারোগ (Diseases of Spleen).

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ, বিদ্যাধর রস, রোহীতকারিষ্ট, রোহীতক লৌহ, বৃহৎ লোকনাথ রস, মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ, ভাস্কর লবণ, অভয় লবণ, রসায়নামৃত লৌহ, লৌহারিষ্ট, চন্দনাদি লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বিষমজ্বরান্তক লৌহ। চিরাতাদি তৈল, বৃহৎ কিরাতাদি তৈল।

মু। আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ পলাশ ক্ষার, যবক্ষার আদি, জেবুর রস ও নাভিদগ্ধ শিমুল পুষ্প।

যকৃৎরোগ (Diseases of Liver).

রোহীতকাদ্য চূর্ণ, মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ, অভয় লবণ, রসায়নামৃত লৌহ বিষমজ্বরান্তক লৌহ, যকৃদরি লৌহ, রোহীতক লৌহ, রোহিতকারিষ্ট। বৃহৎ লোকনাথ রস।

মু যবক্ষার ও হরীতকী আদি।

শোথ (Anasarca)

গুড়াদি বটীকা, নারায়ণ চূর্ণ, পটোলাদি চূর্ণ, পথ্যাদি ক্বাথ, বজ্রক্ষার। নারাচ ঘৃত, মাণিক ঘৃত, মানমণ্ড। মহানারাচ রস, ইচ্ছাভেদী রস। দুগ্ধবটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, রস পর্পটী, পুনর্ণবাদি ক্বাথ, পুনর্ণবা তৈল, বৃহৎ শুষ্ক মূলকাদ্য তৈল, শুষ্ক মূলাদ্য তৈল, লৌহারিষ্ট, লৌহাসব, স্বর্ণপর্পটী, ত্র্যূষণাদি লৌহ।

মু। শুঠ ও পুনর্ণবার রস, পিপুল চূর্ণ ও গুড়, পুনর্ণবাদি, শেউড়ী ও সিজের আটা, বিরেচনার্থ।

বৃদ্ধিরোগ (Scrotal Tumors &).

বৃদ্ধিবাধিকা বটী, বাতারি রস।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা (Bronchocele & Scrofula).

কাঞ্চনার গুগ্‌গুল, গুঞ্জাতৈল, তোষাদি তৈল, চক্রমর্দ্দ তৈল, চন্দনাদি তৈল, নির্গুণ্ডী তৈল।

মু। অপরাজিতা, সজিনা বীজাদির প্রলেপ, সর্জ্জিকা ক্ষারের লেপ, সর্ষপাদি তক্র সহ লেপ, সর্ষপ তৈল ও শৈবাল ভক্ষ।

শ্লীপদ (Elephantiasis).

নিত্যানন্দ রস। সজিনা মূলাদির প্রলেপ।

বিদ্রধী (Diffuse or Deepseated Abscess).

অশ্বথাদির বল্কল ও ঘৃতের লেপ। আকনাদি মূল ও তণ্ডুলাম্বু। এরণ্ড মূল ও ঘৃতের লেপ। কটকী ও নিমের ক্বাথ।

মু। অশ্বথাদি ও ঘৃতের লেপ, আকনাদি ও তণ্ডুলাম্বু, এরণ্ড মূল ও ঘৃতের লেপ, কটকী ও নিমের ক্বাথ, রক্তচন্দনাদির লেপ, শ্বেত পুনর্ণবা, সজিনার আঠা, ও সৈন্ধব।

ব্রণশোথ (Abscess).

জাত্যাদি তৈল, আতার পাতার প্রলেপ।

মু। ক্ষেতপাপড়াদির ক্বাথ, জ্বরে; চিতা ও সিজের আঠা আদি, তিলের লেপ, মঞ্জিষ্ঠাদি লেপ, যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার, বিদারণার্থে [illegible] খইলের লেপ।

শারীর ব্রণ, ক্ষত (Ulcer).

বিপরীত মল্ল তৈল, জম্ব্বাদি তৈল, জাত্যাদি ঘৃত, জাত্যাদি তৈল, নিগুণ্ডী তৈল, পটোলাদি তৈল, দগ্ধ ক্ষতে; মঞ্জিষ্ঠাদি ঘৃত, সিন্দুরাদি ঘৃত, দূর্বাদ্য তৈল।

মু। অশ্বত্থ ও গোধূম চূর্ণ অশ্বত্থমূল বল্কল সিন্দুর লেপ, ধাইফুল, নিমপত্র ও তিল, সরল কাষ্ঠাদির ধূপ।

সদ্যব্রণ। (Injuries wound).

তিক্তাদি ঘৃত, কুষ্ঠাদ্য তৈল।

মু। পাথরকুচির রস, অর্জুন ত্বক ও দুগ্ধ, কর্পূর ও শতধৌত ঘৃত।

ভগ্নাধিকার (Fracture).

হাড়জোড়া, আমির প্রলেপ, অর্জুন ত্বক ও দুগ্ধ।

নাড়ীব্রণ (Sinus, Fistula)

সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলু, কুষ্ঠাদ্য তৈল, বিপরীতমল্ল তৈল, নিগুণ্ডী তৈল, ভল্লাতকাদ্য তৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল।

মু। অপাঙ্গ বীজ ও সৈন্ধব, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা, সিজের আঠা ও দারুহরিদ্রা।

ভগন্দর (Fistula in anus).

করবীরাদি তৈল, নিশাদ্য তৈল, বিষ্যন্দন তৈল।

মু। সিজের আঠা ও দারুহরিদ্রা।

উপদংশ, ফিরিঙ্গীরোগ (Syphilis).

করঞ্জাদ্য ঘৃত, কজ্জলীর ধূম প্রয়োগ, জম্ব্বাদি তৈল, রসশালী বটী।

মু। ত্রিফলার জলের ধাবন, তিন্দুলের ধূম, হীরাকস চূর্ণ, করবী মূল, গন্ধক ও পারদের ধূম, জটামাংসী ও সৈন্ধব, জীরা আদির লেপ, পাকিলে; দারুহরিদ্রাদি লেপ, ত্রিফলাদি, ভৃঙ্গরাজের রস, সৌবীরাঞ্জনাদির লেপ, লিঙ্গার্শে ও মাংসাঙ্কুরে।

মহাকুষ্ঠ (Leprosy).

কন্দর্পসার তৈল, গলিত কুষ্ঠারি রস, খদিরারিষ্ট, অমৃত ভল্লাতকাবলেহ, মহাভল্লাতক, করবীরাদ্য তৈল, মহাতালকেশ্বর, মহামরিচাদি তৈল, ধন্বন্তর

ঘৃত, সোমরাজীঘৃত ও তৈল, পৃথ্বীসার তৈল, তালকেশ্বরী, পঞ্চনিম্বকাবলেহ, পঞ্চনিম্ব চূর্ণ।

মু। হরিতালাদি লেপ, কুঁচ ও চিতামূল, শ্বেতকুষ্ঠে, কুড়, সিধ্মে, অপাঙ্গ ও মূলার বীজ, মনঃশিলা ও অপাঙ্গ, ধবলে, মনঃশিলা ও আকন্দের আঠা।

কুষ্ঠ, চর্ম্মপীড়া (Diseases of Skin).

অর্ক তৈল, পামা কচ্ছু বিচর্চ্চিকায়; কচ্ছুরাক্ষস তৈল, পামা কচ্ছু কণ্ডু প্রভৃতিতে; ক্ষুরবীরাদ্য তৈল, পৃথ্বীসার তৈল, করঞ্জ তৈল, বিচর্চ্চিকা; বিষতৈল, শ্বিত্র, বিস্ফোট, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু ও কচ্ছু আদিতে। আদিত্যপাকতৈল, পামাতে; কন্দর্পসার তৈল, লঘু মরিচাদি তৈল, মহামরিচাদিতৈল, শ্বিত্র, পামা, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা দক্রু আদিতে। মহাসুগন্ধি তৈল, মনঃশিলাদ্য তৈল, বল্মীক; সিন্দুরাদ্য তৈল, পামা আদি; সোমরাজী তৈল ও বৃহৎ সোমরাজী তৈল। সোমরাজীঘৃত, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, লৌহ রসায়ন, খদিরারিষ্ট, একবিংশতিক গুগ্গুলু, তালকেশ্বরী, মহাতালকেশ্বর (রক্তমণ্ডলাদি); মহাতিক্ত ঘৃত, কুষ্ঠেশ্বর রস, পঞ্চ নিম্বকাবলেহ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, পঞ্চনিম্ব চূর্ণ। লঘু, মধ্যম ও বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ, কণ্ডু, পামা, রক্তমণ্ডল, দক্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে। অমৃত ভল্লাতকাবলেহ।

মু। হিঙ্গুলের ধূম, ইন্দ্রবারুণী মূল ও গুগ্গুল, করঞ্জবীজ তৈল, করঞ্জ বীজের প্রলেপ, চিঞ্চাদির প্রলেপ, দক্রুতে; আমলী ও সৈন্ধবের লেপ, চর্ম্মদলে, হরিদ্রার লেপ, কাচ্ছুতে; অপরাজিতা মূল, শ্বিত্রে; বেলপুষ্প, ঘামাচীতে, বিড়ঙ্গাদির লেপ, সোমরাজী আদির লেপ।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ (Urticaria).

আর্দ্রক খণ্ড, হরিদ্রা খণ্ড, পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

মু। আমলকী ও গুড়, আদার রস ও গুড়, গুগ্গুলাদি, গুলঞ্চ চাকুন্দে বীজ, নিমপত্র ও আমলকী, যবক্ষার ও ত্রিকটু।

অম্লপিত্ত (Acidity of Stomach).

আমলকী খণ্ড, আমলকাদ্য লৌহ, পিত্তান্তক রস, নারিকেল খণ্ড, বৃহৎ নারিকেল খণ্ড, অবিপত্তিকর চূর্ণ, শতাবরী ঘৃত, শতাবরী পাক, সৌভাগ্যশুণ্ঠী, সুলোচনামৃতাভ্র, শঙ্খবটী, বৃহৎ শঙ্খবটী, ধাত্রী অরিষ্ট, অভয়ামোদক।

মু। আর্দ্রকাদি ও মধু, বাকসের রস ও মধু, বাসকাদির কাথ।

বিসর্প (Erysipelas).

পঞ্চতিক্তক ঘৃত, দশাঙ্গলেপ, কালাগ্নি রুদ্ররস, করঞ্জ তৈল।

মু। কটকী ও নিমের কাথ, রাস্না আদি, ত্রিফলাদি লেপ।

মসূরিকা (Small Pox).

খদিরাষ্টক, নিম্বাদি কাথ।

মু। হিঞ্চার রস ও সাদা চন্দন পটোল পত্রাদির কাথ। হরিদ্রা চূর্ণ ও উচ্ছেপাতার রস। শিয়ালকাঁটার মূল।

রোমান্তিকা, হাম (Measles).

খদিরাষ্টক, হরিদ্রা চূর্ণ ও উচ্ছেপাতার রস।

ক্ষুদ্ররোগ।

করঞ্জ তৈল, বিসর্পে; চাঙ্গেরী ঘৃত, গুহ্যভ্রংশে; মালতী, ধুস্তুরাদ্য, ভৃঙ্গরাজ ও মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল, ইন্দ্রলুপ্ত বা টাকে। ভৃঙ্গরাজ তৈল, আমেরকেশী ও সৈন্ধবের লেপ, দারুণকে। উন্মত্ত তৈল, পাদদারী; মাষাদি তৈল, ক্ষার-তৈল, অরুংষিকায়; ত্রিফলাদ্য তৈল, অরুষিকায়; কুঙ্কুমাদ্য তৈল, মুখদূষিকা, পদ্মিনীকণ্টক, ব্যঙ্গ, নীলিকা আদিতে। মূষক তৈল, গুহ্যভ্রংশে।

মু। হরিদ্রা ও হরীতকীর লেপ, চিপে; আমেরকেশী ও সৈন্ধব, দারুণকে; আমলকী ও যষ্টিমধুর লেপ, অরুষিকায়; আমেরকেশী ও লৌহ চূর্ণ পলিতে; অশ্বত্থ ত্বক ও দুগ্ধ, মাছের ছলি বা মাছতে; হীরাকসের লেপ, বৃষণ কচ্ছু ও অহিপুতন। হরিতালাদির লেপ, লোমশাতনার্থ কণ্টকারির লেপ, বিস্ফোটকে; চক্রমর্দ্দ, পামা কচ্ছু; চাকুন্দে আদির লেপ, দদ্রু কুষ্ঠ; চাকুন্দে ও সিজের আঠা, অর্ব্বুদে; জাতীআদি পাচিত তৈল, ইন্দ্রলুপ্তে; তিলপুষ্প ও গোক্ষুর, টাকে হস্তিদন্ত ও রসাঞ্জন, টাকে; গুঞ্জাদি, পা ফাটায়; নাগেশ্বর ও শতধৌত ঘৃত, পাদজ্বালা; পটোল পত্র রস, টাকে; পলাশ ক্ষার, লোমশাতনার্থ; কেশে, ভৃঙ্গরাজ আদি, মঞ্জিষ্ঠা, ব্যঙ্গে; মনঃশিলাদি, অলসকে, যষ্টিমধু ও হরি পুষ্প টাকে। লোধাদি লেপ, অর্ব্বুদে; লোধাদি লেপ তারুণ্য পীড়কা; বটপত্রাদি লেপ, নীলিকা আদিতে; সৌবীরাঞ্জনাদির লেপ, অহিপুতনে।

মুখরোগ (Diseases of Mouth).

স্বল্প খদির বটীকা; ইরিমেদাদি তৈল, জাত্যাদি তৈল, দন্তরোগে; সহচরাদ্য তৈল, মুস্তাদি বটীকা, দন্ত শিথিলতায়। লাক্ষাদি তৈল।

মু। হীরাকস ও মধু, পূতিমাংস ও শীতাদ; পঞ্চবল্কল কষায়, অশ্বত্থ মূল ত্বক, আকন্দের আঠা, দন্তশূলে; শুণ্ঠী আদির কাথ, কণ্টকারী কাথ, ক্রিমদন্তে, জাতিমাদি, জাতিপত্র, জাতী আদি কবল, রসত, ক্ষতে; নিমপত্রাদি সিদ্ধ তৈল, পটোল পত্রাদি কাথ, যষ্টিমধ্বাদি, বদনব্রণে। লোধ্রাদি, শৈশিরে; বকুল, দন্তরোগে; বৃহতী আদির কাথের কুলী, কৃমিদন্তক বেদনায়।

কর্ণরোগ (Diseases of Ear).

অপামার্গ তৈল, বাধির্য্য, কর্ণনাদ; কুষ্ঠাদি তৈল, পূতিকর্ণে; বিল্ব তৈল, বাধির্য্যে; শম্বুকাদি তৈল, কর্ণনাদীতে; বৃহৎ দশমূল তৈল, কর্ণশূলে।

মু। হিং, কর্ণশূলে, হুড়হুড়ের রস, আদার রস ও তৈল, কর্ণশূলে। শ্বেত আকন্দের মূল ও রেস, আম্রছাল ও তৈল, পূতিকর্ণে; গন্ধকাদি পাচিত তৈল, গুগ্গুল ধূপ, জাতীপত্র রস, রসুন, শ্যোনাক মূল সিদ্ধ তৈল, কর্ণশূলে; সজিনামূলাদি লেপ, কর্ণমূল শোথে, সজিনা মূলের রস ও তৈল, কর্ণশূলে।

নাসারোগ (Diseases of Nose).

শিখরী তৈল, নাশার্শে; ব্যাঘ্রী তৈল, পূতিনাশায়; ব্যোষাদি বটী, পীনসে; শিগ্রু তৈল, পূতিনাশায়।

মু। আদার রস ও মধু, সর্দ্দিতে। তুলসী পত্র, পূতিনাসা; দাড়িম পুষ্পের রস, রক্তস্রাবে; বিড়ঙ্গআদি চূর্ণের নস্য, প্রতিশ্যায়ে।

নেত্ররোগ (Diseases of Eyes).

চন্দ্রোদয়বর্ত্তি, তিমির পটোল রাত্র্যন্ধাদিতে; চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি, তিমির, পটল ও পুষ্পক রোগে; নয়ন শানাঞ্জন, তিমির, ক্ষয়, পটল ও পুষ্পক রোগে। ষড়ঙ্গ গুগ্গুল, শোথ শূল অক্ষিপাক প্রভৃতি চক্ষুরোগে। ত্রিফলাদ্য ঘৃত ১, ত্রিফলাদ্য ঘৃত ২, নক্তান্ধ, কাচ, নীলিকা, পটোল, অর্ব্বুদ, অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ আদিতে। মুক্তাদি মহাঞ্জন, পূর্ব্ববর্ত্তি। বৃহৎ দশমূল তৈল, নেত্রশূলে।

মু। করবী পত্র রস, চক্ষুউঠা, কর্পূর ও বটক্ষীর, শুক্র; রসাঞ্জন, রসাঞ্জন ও দুগ্ধ, পলাশ পত্রাদি, শুক্র ও ষর্ম্ম; পিপুল, নক্তান্ধ। লোধাদি লেপ, চক্ষুউঠায়; সৌবীরাঞ্জন।

শিরোরোগ (Headache).

মরিচাদি নস্য, কুমারী তৈল, [illegible] তৈল, ষড়বিন্দু তৈল, হংসাদি

ঘৃত, ময়ূরাদি ঘৃত, রাস্না দশমূল, দশমূল তৈল, মহা দশমূল তৈল, বৃহৎ-দশমূল তৈল, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্র রস।

মু। হুড়হুড়ের লেপ, আধকপালে; আদার রসের নস্য, এরণ্ড মূল ও তক্রের লেপ, কট্‌-ফলের নস্য, কাটবিষ ও যষ্টিমধু, কুড় ও এরণ্ড তৈল, শ্বেত চন্দন ঘসা, তিলের লেপ, দারুহরিদ্রার লেপ, ভৃঙ্গরাজের নস্য, সূর্য্যাবর্ত্তে; মউল বীজের তৈল, ত্রিফলাদি কাথের নস্য, সজিনা-বীজের নস্য।

স্ত্রীরোগ (Diseases of Women).

অশোক ঘৃত, প্রদরে; প্রদরারি লৌহ, কাশীশাদ্য তৈল। দার্ব্বাদি কাথ, ফল ঘৃত, রজদোষঘ্ন; ফলকল্যাণ ঘৃত, গর্ভ ও যোনিদোষ নাশক।

মু। অশোক বকল ও দুগ্ধ, অশ্বগন্ধার কাথ, বন্ধ্যা; পঞ্চবল্কল কষায়, আলকুশীর মূল, ইন্দ্রবারুণীর লেপ, স্তনের বেদনা ও শীতলতা। কাঁটানটে ও রসাঞ্জন, রক্তপ্রদরে; কাবাআদি প্রদরে। রসাঞ্জন ও কাঁটানটে, রক্তশালি বা, মুস্তা ও হরিদ্রার লেপ, স্তনের বেদনায়। নাগেশ্বর শ্বেতপ্রদরে। বেড়েলা প্রদরে। যজ্ঞডুমুর রক্তপ্রদরে। লতাকটকী আদি, ঋতুরোধে। সোহাগাদি ঋতুর সময় সেবনে গর্ভসঞ্চার হয় না।

যোনিরোগ।

পুনর্ণবাবলেহ, যোনিশূলে; ত্রিফলা ঘৃত, ফলঘৃত।

মু। পঞ্চবল্কল কষায়, কালজীরা ও মদ্য, যোনিশূলে।

গর্ভিণী-চিকিৎসা।

গর্ভচিন্তামণি, জ্বর দাহ সূতিকা ও প্রদরাদি। গর্ভবিলাস রস, জ্বর-শূল, অজীর্ণে। দেবদার্ব্বাদি কাথ, শূল কাসজ্বরে। লাক্ষাদি তৈল, জ্বরে। গর্ভবিনোদ রস, গর্ভপীযূষবল্লী রস।

মু। আম ও জামের ত্বক, গ্রহণী। এরণ্ড মূলের কাথ, শূলে; বালাদি, জ্বরে, ঈশলাঙ্গলী মূল প্রলেপ, প্রসব বিলম্ব হইলে। বেণার মূলাদির কষায়, জ্বরে। শ্যামালতা আদির কাথ, জ্বরে।

সূতিকারোগ।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী, পঞ্চজীরক পাক, দেবদারু আদি কাথ, মহাগন্ধক রস, মকরধ্বজ।

বালরোগ (Diseases of Childhood).

অশ্বগন্ধা ঘৃত, বাল চতুর্ভদ্রিকা, শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ, দ্রাক্ষাদি চূর্ণ, পুষ্করাদি চূর্ণ, নিশাদ্য চূর্ণ, গ্রহণী অতিসারে, মহাগন্ধক রস, উদরাময়ে; অষ্টমঙ্গ-

ঘৃত, মেধাবর্দ্ধক। বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, অতিসারে; ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ, জ্বরে; সমঙ্গাদি ক্বাথ, অতিসারে। বালশাক্যাদি তৈল, রামেশ্বর রস, জ্বরে।

মু। অনন্তমূলের কষায়, মুখস্রাবে; অশ্বগন্ধা ও ঘৃত, কৃশতায়। অতিসঘ্নাদি, অতিসারে। আমেরকেশী ও সৈন্ধব, ছর্দ্দিতে। ইন্দ্রযব ও গৃহধূম, সিধ্ম পামা বিচর্চ্চিকা। কট্‌কী ও মধু, হিকা। কুমড়ার বীজের লেপ, শোথে। ধাইকুলাদি, অতিসারে। পটোল পত্রাদি ক্বাথ, মসূর, ক্ষত বীসর্প বিস্ফোটক ও জ্বরে। ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃশতায়। বৃহতী ও কণ্টকারীর রস, মূত্রজ্বালায়। বেলশুঠআদির কষায়, অতিসারে। বেলমূলের ক্বাথ, ছর্দ্দিতে। মোচরসআদি সহ যবাগু, রক্তাতিসারে। সৈন্ধবাদির চূর্ণ, আনাহ ও শূলে। সৈন্ধবাদি, মুখপাকে। মারিত স্বর্ণ ও বচ, পুষ্টিপ্রদ।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency).

মহালক্ষ্মীবিলাস রস, মদন মঞ্জরী বটী, অমৃতপ্রাস ঘৃত, ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগ-ঘৃত, বানরী বটীকা, কন্দর্পসুন্দর রস, বসন্ত কুসুমাকার রস, রতিবল্লভাখ্য-পুগপাগ, মন্মথাভ্র রস।

মু। আলকুশী ও গোক্ষুর, শিমুল মূলের রস, শিমুল মূল ও তালমূলী।

বিষাধিকার (Serpent & Insect &c poisons).

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত, সর্প ও কীটাদির বিষে। চড়ছড়ের পাতার রসের নস্য, বৃশ্চিক বিষে।

মু। জটামাংসী ও গৈরিক, জীবার লেপ, বৃশ্চিক বিষে। দারুহরিদ্রাদির লেপ, লূতাবিষে। ধুস্তুর পত্র।

রসায়নাধিকার।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস, অশ্বগন্ধা তৈল, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, দশমূলারিষ্ট, লৌহ গুগগুল, ঋতু হরীতকী, কল্যাণকাবলেহ।

বাজিকরণাধিকার।

মদনমঞ্জরী বটী, অশ্বগন্ধাদি চূর্ণ, অকরাদি চূর্ণ, আম্রপাক, গোক্ষুরাদি-মোদক, কন্দর্প সুন্দর রস, রসালা, কামেশ্বর মোদক, মদনানন্দ মোদক, মকরধ্বজ, স্বল্প চন্দ্রোদয় ও বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, রতিবল্লভাখ্য পুগপাগ।

মু। ভূমিকুষ্মাণ্ড, স্বর্ণমাক্ষিকাদি লেহন।

দুরূহ শব্দের অর্থ।

----****----

অনিল—বায়ু, বাত।

অনুলোমন—মলের পরিপাক ও তাহার বন্ধ ভেদ করিয়া যদ্দারা তাহা অধোভাগে আনীত হয়, তাহাকে অনুলোমন বলে।

অপচী—গণ্ডমালার যে গ্রন্থিগুলি অবস্থান্তর না হইয়া অধিক কাল থাকে ও পাকে না, তাহাকে অপচী কহে।

অভিন্যাসজ্বর — সন্নিপাত জ্বরে কম্প প্রলাপ নিদ্রা বিভ্রান্ত ও ওজো নাশ হইলে অভিন্যাস জ্বর কহে।

অভ্যঙ্গ—মর্দ্দন, মাখা।

অর্দ্ধাবভেদক—আদ কপালে মাথা-বেদনা।

অলসক—পাকুই।

অস্র—রক্ত।

অপতান—একরূপ আক্ষেপ (Hysterical convulsion).

অপতন্ত্র—ঐ, Apoplectic convulsion.

অববাহুক—Stiffness of shoulder-joint, বাতপীড়া বিশেষ।

অবধূলিত—ছড়াইয়া দেওয়া।

অশ্মরী—পাতরী রোগ।

অরুষিকা—Prurigo. একরূপ চর্ম্ম-পীড়া।

অর্ম্ম—চক্ষুরোগ বিং Pterygium.

অষ্ঠিলা—নাভির অধঃদেশে ডেলার ন্যায় হইলে তাহাকে অষ্ঠিলা কহে।

অর্কক্ষীর—আকন্দের আঠা।

অর্দ্দিত—Facial paralysis. মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত।

অহিপূতন—শিশুদের মলদ্বারের ক্ষত-বিশেষ।

আময়—রোগ।

আনাহ—কোষ্ঠবদ্ধ Constipation.

আমবাত—Rheumatism. বাত, রসবাত, গেঁটে বাত। ভাবায় শীত পিত্তকে আমবাত কহে।

ইন্দ্রলুপ্ত—টাক, Baldness.

উপল—ঘুঁটে।

উদাবর্ত্ত—প্রকৃতির বেগ ধারণ জনিত পেট ফাঁপা।

উদ্বায়ী—যাহা শীঘ্র উড়িয়া যায়।

উদর্দ্দ—একরূপ কণ্ডুযুক্ত শোথ গাত্রে উৎপন্ন হয়।

উরুস্তম্ভ—Paraplegia, অধোঙ্গের পক্ষাঘাত।

কটিগ্রহ—কটিবেদনা।

কফনুৎ—কফনাশক।

কোঠ—একরূপ শীতপিত্ত, Urticaria Evanida.

কপালিকা—দন্তবল্কল, দন্ত মলাবৃত হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইলে কপালিকা কহে।

ক্রোষ্টুশীর্ষ—শিবমুণ্ড, Synovitis of knee joint.

ক্ষতকারক—হাঁচিকারক।

কেশ্য—কেশবর্দ্ধনকর।

কণ্ঠ্য—স্বরবর্দ্ধনকর।

কচ্ছু—পাচড়া, Scabis.

কফাপহ—কফঘ্ন।

কনীনিকা—চক্ষের তারা।

গৃধ্রসী—Sciatica. নিতম্ব হইতে পদ পর্য্যন্ত বেদনা হয়।

গলগ্রহ—গলায় বেদনা।

গ্রাহী—সংকোচক।

গ্রন্থি—গাঁট, তদ্বৎ স্ফীতি।

গদগদ—অস্পষ্ট ভাষণ।

গুদভ্রংশ—Prolapsus, Rectum. সরলান্ত্র নিঃসরণ।

চিপ্প—onychia. কুনিতে ক্ষত বিশেষ।

চর্ম্মদল—Impetigo. চর্ম্মরোগ বিশেষ।

চনক—ছোলা।

চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতকর, নেত্র্য।

জিৎ—জয়কারক, নাশক।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিহ্বার পক্ষাঘাত।

ত্রিদোষ—বাত পিত্ত কফ। সন্নিপাত।

ত্রিকোত্থন—সন্নিপাতের অত্যন্ত বর্দ্ধিতাবস্থা।

তর্পণ—তৃপ্তিজনক, সুখকর।

দীপন—অগ্নিবৃদ্ধিকর। যাহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, অথচ পরিপাক শক্তির সাহায্য করেনা।

দূষীবিষ—ঔষধাদির দ্বারা বীর্য্য হীনবিষ।

দারুণক — Ringworm of scalp. কেশদদ্রু।

দালন—Toothache, দন্তশূল।

দন্তচাল—শিথিল দন্ত।

নীলিকা—মুখমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ দাগ।

নাসার্শ—নাসারন্ধ্রে অর্শের মত বলি হইয়া রক্তস্রাব হইলে বলে।

পটল—চক্ষুরোগবিশেষ।

প্রবাহিকা — Mucous Diarrhoea ইহাতে অধিক আমযুক্ত মল নিঃসৃত হয়।

পামা—Eczema একরূপ চর্ম্মরোগ।

পিত্তাস্র—রক্তপিত্ত।

পাচন—পরিপাক কারক, কিন্তু ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি করে না।

পক্ষবধ—পক্ষাঘাত।

পিত্তল—পিত্তবৃদ্ধিকর।

পলিত—অকালে কেশ শুভ্রবর্ণ হওয়া।

পাদদারী—পা ফাটা।

পদ্মিনী কণ্টক—Lichen, চর্ম্মরোগ বিশেষ।

পীড়কা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট, ফুসকুড়ি।

পূতিবক্ত্র—মুখ দৌর্গন্ধ।

পূতিনাস্য—Ozena, ইহাতে নাসাভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়।

প্রতিশ্যায়—Catarrh, সর্দ্দি।

পীনস—নাসারন্ধ্রের প্রাচীন প্রদাহ ও ঘ্রাণশক্তির লোপ।

পূতিকর্ণ—কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব

ফলবর্ত্তি—ঔষধ বাতির মত করিয়া মলদ্বারে দেওয়া।

ভগ্নসন্ধানকর—যদ্দারা হাড় যোড়া লাগে।

মূত্রল—মূত্রকারক।

মূত্রবিবন্ধ—মূত্ররোধ।

মাষক—আঁচিল।

মদকৃৎ—মাদক।

মেধ্য—মেধাবৃদ্ধিকর।

মলস্তম্ভ—কোষ্ঠবদ্ধ।

মুখদূষিকা—Acne, চর্ম্মরোগ বিশেষ।

মূর্দ্ধা—মস্তকের উপরি অংশ, ব্রহ্মতালু।

মূত্রাঘাত, মূত্রস্তম্ভ, মূত্রনিগ্রহ, মূত্রবিঘাত, মূত্রাবরোধ।

মূকতা—বাকরোধ বা অস্পষ্টতা।

বিদ্রধী—রাজফোঁড়, বৃহদাকার ফোড়া।

রক্তজিৎ—রক্তরোধক।

রকস—চর্ম্মপীড়া বিশেষ।

শীতাদ—Scurvy, মুখরোগ বিশেষ।

সামজ্বর—নবজ্বর।

সোমরোগ—বহুমূত্র।

শ্লীপদ—গোদ।

শুক্র ও বলাস—চক্ষুরোগ বিশেষ।

স্থৌল্য—মেদরোগ।

শোফ—শোথ।

শঙ্খক—শিরোরোগ বিশেষ।

সূর্য্যাবর্ত্ত—শিরোবেদনা বিশেষ।

শারীর ব্রণ—ক্ষতরোগ।

সদ্য ব্রণ—আঘাত-জনিত ক্ষত।

শর্করা—মূত্ররোগ বিশেষ।

শ্বিত্র—ধবল।

শৃত—সাধিত।

ষ্ঠীবন—থুথু ফেলা।

সিধ্ম—কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

শ্বয়থু—শোথ।

সারক—রেচক।

স্তন্য—দুগ্ধস্রাব বৃদ্ধিকর।

শ্লেষ্মল—শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর।

স্তম্ভন—রুদ্ধকরণ, জড়ীকরণ।

শুক্রল—শুক্রবৃদ্ধিকর।

ব্রধ্ন—বাগি। স্ফুটন—ফাটা।

স্বিন্ন—সিদ্ধ।

শীতপিত্ত—ইহাকে ভাষায় আমবাত বলে।

দারুহরিদ্রা।

অপর নাম—দার্ব্বি, রসত, রসাঞ্জন।

বার্বিরিডী জাতীয় বার্বেরিস এসিয়াটীকা, বার্বেরিস লিসিয়ম ও বার্বেরিস য়্যারিষ্টেটা নামক বৃক্ষের শাখা, কন্দ ও খণ্ডীকৃত মূল হইতে এক প্রকার জলীয় সার প্রস্তুত হয়, তাহাকে রসত বা রসাঞ্জন কহে। আর উক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠকে দারুহরিদ্রা বলে। ইহার মূলের ত্বক অধিক গুণশালী। এই বৃক্ষ হিমালয় পর্ব্বতে জন্মে। নেপালাদি স্থানে পূর্ব্বোক্ত জলীয় সার প্রস্তুত হয়। ইহাতে বারবিরিণ নামক বীর্য্য আছে।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, পর্য্যায়-নিবারক।

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন ও তরুণ চক্ষু পীড়ায় (প্রদাহে) সমানাংশ ফটকিরি ও আফিং সহ রসতের প্রলেপ ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিতে হয়। ডাং ওসানেসী বলেন যে, রসত ১৫ রত্তি মাত্রায় দিনে তিন বার ব্যবহার করিলে জ্বরঘ্ন হয়। ইহা সেবনে পাকাশয় প্রদেশে এক প্রকার মৃদু উত্তাপ অনুভূত হয়। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর এবং জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহা ব্যবহারে বিশেষ হিতফল দর্শে। প্লীহাজ্বরে হিরাকস সহ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার হয়।

প্রয়োগরূপ।

দারুহরিদ্রার অরিষ্ট। দারুহরিদ্রা মূলের বল্কল খণ্ডীকৃত ৬ছটাক, সুরা পাঁচ পোয়া, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইবে। মধ্যে মধ্যে কেবল আলোড়ন করিবে। মাত্রা পর্য্যায় নিবারণার্থে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ৩—৬ ড্রাম, বলকরণার্থ অর্দ্ধ হইতে ১ ড্রাম দিনে ২।৩ বার সেব্য।

দারুহরিদ্রার ফাণ্ট। দারুহরিদ্রার মূলের বল্কল ১ কাঁচ্চা, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত পাত্র মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক।

দারুহরিদ্রার সার। মূলের বল্কল ৭॥০ ছটাক, সুরা আড়াই সের। প্রথমতঃ পাঁচ পোয়া সুরাতে উক্ত বল্কল ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহা পার্কোলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট পাঁচ পোয়া সুরা ক্রমশঃ সংযোগ করিবে। যে অরিষ্ট হইবে তাহার সুরা চুয়াইয়া ফেলিয়া পরে গাঢ় করিয়া সার প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৫—১০ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দার্ব্ব্যাদি ক্কাথ। দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন চিরতা বাসক মূতা বিল্ব-শুঠ, রক্তচন্দন ও অর্ক পুষ্পের ক্কাথ মধু সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ। রসত আতিস ইন্দ্রযব ধাতকীপুষ্প ও শুঠ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ১০।২০ রতি মাত্রায় তণ্ডুলাম্বু ও মধু সহ পান করিলে পিত্তাতিসার ও বেদনা আরোগ্য হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

দারুহরিদ্রা শঙ্খনাভি রসাঞ্জন লাক্ষা গোময়রস তৈল মধু ঘৃত ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিবে। ভাবঃ

হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া লেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। ঐ

দারুহরিদ্রা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা নিম্ব বেনারমূল ও পদ্মকাষ্ঠের প্রলেপে শঙ্খক নামক শিরোরোগ প্রশমিত হয়। ঐ

দারুহরিদ্রা হরিদ্রা চন্দন মঞ্জিষ্ঠা নাগেশ্বর শীতল জল দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লূতাবিষ নষ্ট হয়। ঐ

রসত ও কাঁটানটের মূল সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া মধু সহ সেবন করিলে রজসাধিক্য নিবারণ হয়। সং মেটিঃ মেডিকা

রসত, মধুসহ স্থানীক প্রয়োগ করিলে জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হয়।

রসত হরীতকী সৈন্ধব গৈরিক সমভাগে জল সহ মর্দ্দন করিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে বেদনাদি নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

রসত স্তন দুগ্ধে গুলিয়া চক্ষুতে ফোট দিলে দাহ, বেদনা ও জলপড়া নিবারণ হয়। চক্রঃ

দুগ্ধ।

লাটিন ভাষায় ল্যাক ও ইংরাজীতে মিল্ক কহে। গো মহিষ ছাগ মেষ ও গর্দ্দভাদির দুগ্ধই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার ক্রিয়া স্নিগ্ধকারক পোষক ও ঈষৎ রেচক। কাঁচা দুগ্ধ গুরুপাক কিন্তু জ্বাল দিলে লঘুপাক হয়। শরীর পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য যে সমস্ত পদার্থের আবশ্যক, দুগ্ধে তৎসমস্তই আছে তজ্জন্য কেবল দুগ্ধ পান করিয়া মানব দেহ সংরক্ষিত হইতে পারে।

মহিষ দুগ্ধ—মিষ্ট গুরু শীতল নিদ্রাকর ও অগ্নিকর।

ছাগ দুগ্ধ—শীতল গ্রাহী মিষ্ট আগ্নেয়। অতিসার ও ক্ষয়রোগে ব্যবহার্য্য। ছাগ দুগ্ধ ও তণ্ডুল জল একত্রে পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

মেষ দুগ্ধ—লবণাক্ত অতৃপ্তিকর ও দুষ্পাচ্য।

গর্দ্দভ দুগ্ধ—সহজ পাচ্য, দৌর্ব্বল্য ও মূত্রপীড়ায় ব্যবহার্য্য।

নারী দুগ্ধ—লঘু শীতল পুষ্টিকর বলকর ও চক্ষুষ্য।

গোদুগ্ধ—স্নিগ্ধ, অল্প রেচক। বালক, বৃদ্ধ, যক্ষ্মা রোগীকে ও মানসিক পীড়া, অজীর্ণ উদরাময় মূত্ররোগ উদরীরোগে পথ্যরূপে ব্যবহার্য্য। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বিশেষ উপকারী।

দধি—আগ্নেয় শীতল। অতিসার ও গ্রহণীতে উপকারী।

ছানা—দুষ্পাচ্য বলকর পুষ্টিকর। ইহার সংস্কৃত নাম কিলাটক।

শর—স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। ইহার সংস্কৃত নাম সন্তানিকা।

নবনীত—বলকর গ্রাহী আগ্নেয়। ক্ষয় কাশ অর্শ বাতব্যাধিতে প্রয়োজ্য।

তক্র—দধির সহিত সিকি জল মিশাইয়া মন্থন করিলে তক্র হয়। ইহার গুণ—গ্রাহী লঘু শীতল আগ্নেয় পুষ্টিকর বলকর। অতিসার গ্রহণী মেহ উদরীরোগে ও বিষক্রিয়ায় প্রয়োজ্য। জ্বর ক্ষয়কাস ও বাতব্যাধিতে নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ নীরক্তাবস্থা অজীর্ণ পাকাশয় ক্ষত, পুরাতন উদরাময় ও বাত ইত্যাদি রোগে দুগ্ধ ব্যবহার্য্য। মধুমেহ রোগে দুগ্ধ আহার ও ঔষধরূপে ব্যবস্থা করিলে উপকার হয়। উগ্র বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষের উগ্রতা দমনার্থ ও স্নিগ্ধকরণার্থ দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। উদরী ও সার্ব্বাঙ্গিক শোথ রোগে কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিয়া কিছু কাল থাকিতে পারিলে রোগারোগ্য হয়। দেশীয় কবিরাজেরা সচরাচর এইরূপ উপায়ে উদরী রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। রোগীকে লবণ জল প্রভৃতি বন্ধ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিতে বিধি দিবে, তৎসঙ্গে মানকচু চূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। আমরা ৩ জন সার্ব্বাঙ্গিক শোথ-গ্রস্থ রোগীকে কেবল দুগ্ধ সেবন করাইয়া দেড় মাসের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। রোগী যত পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করিতে পারে তাহা অবাধে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

রসালা। ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, মধু ১ পল ঘৃত ৫ পল, শুণ্ঠি ৮ মাষা, মরিচ ৪ মাষা, লবঙ্গ ২ তোলা ও ছোট এলাচ চূর্ণ ৪ মাষা একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে পরে ছাকিয়া লইবে। অবশেষে মৃগনাভি চন্দন ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

ষট্‌তক্র তৈল। সর্জিকাক্ষার শুঠ কুড় মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রা

মঞ্জিষ্ঠা ও ষড়্গুণ তক্র সিদ্ধ তৈল মর্দ্দনে দাহসমন্বিত জ্বর প্রশমিত হয়। ঐ

মহাষটতক্র তৈল। কল্কার্থ—রাস্না শুঠ কুড় শ্বেতচন্দন হরিদ্রা যষ্টিমধু কালজীরা বেড়েলা লাক্ষা সৈন্ধব অনন্তমূল মূর্ব্বা দেবদারু রোহিতক, বেনার মূল, সমুদ্র ফেণ, রোহিষ [তৃণ বিশেষ] ও বালা, তক্র তৈলের ৬ গুণ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে দাহ শীতাদি সমন্বিত জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

অষ্টকট্টর তৈল। পিপুল মূল ও শুঠ প্রত্যেকে ২ পল, তক্র ৩২ সের, সর্ষপ তৈল ৪ সের, দধি ৪ সের, একত্রে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ নষ্ট হয়। দধি মন্থন করিয়া মাখন না তুলিয়া লইলে যে তক্র হয়, তাহাই প্রয়োজ্য। ঐ

দুরালভা।

লিগিউমিনোসী জাতীয় অলহাগিমরোরম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার শাখা ও সকণ্টক এবং পুষ্পযুক্ত অগ্রভাগ সাধারণতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশে জন্মে।

ক্রিয়া। মূত্রকর ও কফনিঃসারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাদু সারক তিক্ত, কফ মেদ রক্তপিত্ত কুষ্ঠ কাস তৃষ্ণা বিসর্প বাতরক্ত বমি ও জ্বরহর। দুরালভার ক্বাথ শোষণ করিয়া একরূপ সার প্রস্তুত হয় তাহা বালকদের কাশিতে বিশেষ উপকার করে। ইহা ঈষৎ মিষ্ট ও তিক্ত। এই বৃক্ষের রস মূত্রাঘাতে সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দুরালভাদি ক্বাথ। দুরালভা হরিতকী সোঁদাল শাঁস, গোক্ষুর ও পাতরকুচীর ক্বাথ, মধু সহ পান করিলে মূত্রবিবন্ধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র সহ বেদনা দাহ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

দুরালভা কিসমিস হরীতকী ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ইহা বালকের পক্ষে প্রশস্ত। চক্র

দূর্ব্বা।

নীল ও শ্বেত ভেদে দ্বিবিধ।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। ছাগ ঘৃত ৪ সের, তণ্ডুল জল ১৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ—দূর্ব্বা হুঁদিপুষ্প পদ্মকেশর মঞ্জিষ্ঠা শৈলবালুকা চিনি শ্বেতচন্দন বেণার মূল, মূতা রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, একত্রে যথাবিধি পাক করিবে। রক্তবমনে ইহা সেবন এবং নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা স্থানীক প্রয়োজ্য। ভাবঃ

শ্বেত দূর্ব্বা মূলের কষায় মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্র সংরোধ নিবারণ হয়। ঐ

দূর্ব্বা কেশুর পুই পুন্নাগ কৈবর্ত্তমূতা ও শৈবাল ইহাদের ক্বাথ পানে শুক্রমেহ নষ্ট হয়। ঐ

দূর্ব্বা নলমূল পদ্মকাষ্ঠ নাগেশ্বর বেণারমূল বালা ও পদ্ম, ইহাদের দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্ত ব্রণ ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

নাসা রক্তস্রাবে দূর্ব্বার রস নস্য টানিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

পোষিত দূর্ব্বা সদ্য ব্রণে স্থানীক প্রযোজ্য।

দেবদারু।

কোনাইফেরি জাতীয় পাইনস ডিয়োডার নামক বৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠ। হিমালয় পর্ব্বতে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে। ইহার সংস্কৃত নাম সুরদারু। এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার তার্পিন তৈল প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকর স্বেদজনক বায়ুনাশক।

াবপ্রকাশের মতে ইহা স্নিগ্ধ তিক্ত উষ্ণ। বিবন্ধ আধ্মান শূল শোথ দা হিক্কা জ্বর প্রমেহ পীনস কাস ও কণ্ডুনাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ। দেবদারু বচ কুড় পিপুল শুঠ চিরতা কটফল মূতা কটকী ধনে হরীতকী গজপিপুল গোক্ষুর দুরালভা বৃহতী আতিস গুলঞ্চ কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সৈন্ধব ও হিঙ্গু সহ সেব্য। ইহাতে প্রসূতির শূল কাস জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

দারুষ্টক লেপ। দেবদারু শ্বেতবচ কুড় সুল্ফ হিঙ্গু ও সৈন্ধব অম্ল পিষ্ট করিয়া শূলাধ্মানযুক্ত উদরে লেপ দিবে। ঐ

দেবদারু বেড়েলা জটামাংসী পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উহাতে ঘৃত মাখাইয়া ও জ্বালিয়া তাহার ধূম পান করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

দেবদারু হরিতকী বচ শুল্ফ হিঙ্গু সৈন্ধব; কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া শূলযুক্ত উদরে সুখোষ্ণ প্রলেপ দিবে। ঐ

দেবদারু শ্বেত পুনর্ণবা, সজিনা শুঠ ও শ্বেতসর্ষপ কাঁজিতে পেষণ করিয়া সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়। ঐ

দেবদারু সজিনা মূল ও অপামার্গ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া সেবন করিলে উদরী উপশমিত হয়। চক্রঃ

দ্রোণপুষ্প।

অপর নাম—গলঘসা, হলকসা।

লেবিয়েটী জাতীয় লিউকাস লিনিফোলিয়া নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার মূল পত্র ও পুষ্প ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের মাঠে বিস্তর জন্মে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুক্ষ উষ্ণ বাতপিত্তকর ভেদক এবং কফ, আম কামল শোথ শ্বাস ও কৃমিনাশক।

মরিচ চূর্ণ সহ দ্রোণপুষ্প রস সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ভা

দ্রোণপুষ্প রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহা ২।৩ রতি মাত্রায় সেবন করিলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

দ্রোণপুষ্পের রসের অঞ্জন দিলে কামল রোগ উপশমিত হয়। ভাবঃ

এই বৃক্ষের পত্রের রস স্থানীক প্রয়োগে শ্লেষ্মার বেদনা আরোগ্য হয়। ইহার মূলেরও কফঘ্ন গুণ আছে।

ধনিয়া, ধনে।

অম্বিলিফেরী জাতীয় কোরিয়াডম স্যাটাইভম নামক ক্ষুদ্র ওষধির পক্ব ফল। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই প্রতি বৎসর ইহা রোপিত হইয়া থাকে। অপক্কাবস্থায় ইহার ফলের গন্ধ ভাল নহে, পক্কাবস্থায় সুগন্ধি হয়। ইহাতে এক প্রকার বায়ী তৈল আছে, তাহার উপরেই ইহার সুগন্ধ নির্ভর করে।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক ও সুগন্ধি উত্তেজক। অন্যান্য ঔষধের গন্ধাস্বাদ নিবারণার্থ তৎসহ প্রয়োজ্য।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা দীপন পাচন রোচক ও গ্রাহী এবং পিত্ত তৃষ্ণা দাহ বমি শ্বাস ও কৃমিঘ্ন।

রাত্রিতে শীতল জলে ধনে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল শর্করা সহ পান করিলে অন্তর্দ্দাহ পিত্তজ্বর ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ভাবঃ

ধান্যাদি পঞ্চক। ধনে বালা বিল্ব শুঠ মূতা শুঠ অথবা শুঠ বাদে চারিটী দ্রব্যের কাথ সেবনে আম শূলঘ্ন ও পাচন হয়। ঐ

ধনে ও শুঠ সিদ্ধ জল অজীর্ণ ও শূল প্রশমনার্থ প্রয়োজ্য। ঐ

ধনে চূর্ণের মাত্রা ১৫—৩০ রতি।

ধাতকী পুষ্প, ধাইফুল।

লিথ্রাসী জাতীয় উড্‌ফর্ডিয়া ফ্লোরিবন্‌ডা নামক বৃক্ষের পুষ্প। ইহা ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। শুষ্ক ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক। ইহাতে তৃষ্ণা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

ধাইফুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় রক্তামাশয় রোগে তক্র বা তণ্ডুল জল সহ ও রক্তপ্রদরে মধু সহ প্রযোজ্য। চক্রঃ

ধাতক্যাদি। ধাতকী, কুলপত্র ও কপিত্থ, মধু সহ সেবনে প্রবাহিকা নষ্ট হয়। ভাবঃ

ধাতকী পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, যষ্ঠিমধু ও জম্বুফল চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ অবধূলিত করিলে পুরিয়া উঠে। ঐ

ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, লোধ, গজপিপুল ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে শিশুর অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

ধাইফুল ও পিপুল, আমলকীর রস সহ সেবনে দন্তোদ্ভেদ জনিত রোগ নষ্ট হয়। ঐ

ধাইফুল চূর্ণ ক্ষতোপরি ছড়াইয়া দিলে পূঁয পড়া কমিয়া ক্ষত পুরিয়া উঠে। চক্রঃ

ধূতুরা, ধূস্তুর।

সোলেনেসী জাতীয় ধূতুরা ম্যাল্পা ও ধূতুরা ফ্যাসটুজা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশ সমূহে অপর্য্যাপ্ত জন্মে, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ। ইহার পত্র, মূল ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহার বীজের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য।

ইহাতে ডাটুরিয়া বা ডাটুরিণ নামক বীর্য্য আছে। উহা সর্ব্ব মতে বেলেডোনার বীর্য্য এট্রপিনের মত।

ক্রিয়া। বেদনা-নিবারক, মাদক ও আক্ষেপ-নিবারক। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে। বিষাক্ত করণোদ্দেশে মিষ্টান্ন সহ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য প্রয়োগে বেদনা নিবারক। ধূতুরা সেবনে সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা, স্পন্দহীনতা সহ প্রলাপ, শ্বাসকষ্ট ও চক্ষের তারা প্রসারিত হয়। ঔষধার্থে ইহা বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আময়িক প্রয়োগ। শ্বাস কাসে ইহার শুষ্ক পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাঁটার ধূম পান করিলে শ্বাসকষ্ট শীঘ্রই উপশমিত হয়। শ্বেত ধূতুরা অপেক্ষা কৃষ্ণ ধূতুরার ক্রিয়া অধিকতর প্রবল। বিবিধ চক্ষুরোগে চক্ষু-তারা প্রসারণ ও বেদনা নিবারণ করিয়া উপকার করে। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ইহার সারের প্রলেপ দিবে ও ইহার সার জলে গুলিয়া চক্ষুতে ফোট দিবে। উন্মাদ, ধনুষ্টংকার, মৃগী ও দুর্দম্য শিরঃপীড়ায় ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারক। সদ্য পত্রের রস ও সর্ষপ তৈল একত্রে বাত বেদনায় প্রযুক্ত হইতে পারে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা জ্বর, কুষ্ঠ, বহ্নিক্রমী, কণ্ডু ও ব্রণনাশক। ইহার পত্রের ফাণ্টের দ্বারা স্বেদ দিলেও বেদনা উপশমিত হয়।

মাত্রা। পত্র চূর্ণ অর্দ্ধ হইতে ১ রতি। শুষ্ক পত্র ও ডাঁটা ধূম-পানার্থে ৫—১৫ রতি। ইহা অপেক্ষাও কম মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

ধূতুরার সার। ধূতুরার বীজ ৭।।০ ছটাক, অত্যুষ্ণ জল ৫ সের। উক্ত বীজকে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলেতে ভিজাইয়া অগ্নির সন্নিকটে ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ঐ বীজ সকল জল হইতে তুলিয়া কুট্টিত করণান্তর

পুনর্ব্বার ঐ জলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, অর্দ্ধাবশেষ হইলে ছাকিয়া মৃদু সন্তাপে শোষণ করিয়া সার প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ⅛ হইতে ½ রতি। ইহা একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। ডাং ব্লাকলক বলেন যে, এই সার ১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করায় একটী যক্ষ্মা রোগীর শ্বাস কষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। ডাং বিডিও এইরূপ বলিয়াছেন। এই সার ৪ ভাগ মোমের মলমের সহিত মিশাইয়া বাত বেদনায় মালিশ কর্ত্তব্য।

ধূতুরার অরিষ্ট। ধূতুরার বীজ স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, সুরা ১০ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০—২০ মিনিম। ডাং ওয়ারিং এই অরিষ্ট লডেনমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা সেবন করিতে করিতে যদি চক্ষুর তারা প্রসারিত হয় তবে ইহা সেবন বন্ধ করিবে। এই অরিষ্ট ২০ মিনিম, অর্দ্ধ রতি অহিফেণের সমতুল্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ধূস্তুরাদ্য তৈল। ধূতুরা, অপামার্গ ও মানকচুর ক্ষার ক্কাথ এবং নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ ও ধূনার কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে ইন্দ্রলুপ্ত ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

উন্মত্ত তৈল। ধূস্তুর বীজ ও মানকচুর ক্ষার, জল দ্বারা বিপক্ক কটু তৈল মর্দ্দনে পাদদারী নষ্ট হয়। ঐ

ধূস্তুর তৈল। কটু তৈল ৪ সের, ধুতুরার রস বা ক্কাথ ১৬ সের, কল্কার্থ--ধূতুরাপত্র ১ সের, যথারীতি পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্না

মহাকনক তৈল। কটু তৈল ৪ সের, ধূতুরা পত্রের রস ৪ সের, পুনর্ণবা রস ৪ সের, নিসিন্দাপত্র রস ৪ সের, দশমূলের কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, বরুণ ছালের রস ৪ সের। কল্কার্থ—শুঠ মরিচ সৈন্ধব পুনর্ণবা কাঁকড়াশৃঙ্গী বহুবার ছাল, পিপুল, গজপিপুল প্রত্যেকে ৪ তোলা

যথাবিধি পাক করিবে। ইহার দ্বারা শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ঐ

স্বল্প জ্বরাঙ্কুশ রস। পারদ গন্ধক বিষ (কাষ্ঠ) শুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, ধূতুরার বীজ ২ ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরের সহিত কাসি ও সর্দ্দি থাকিলে প্রযোজ্য, পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। রসেন্দ্রসার

উন্মাদ গজাঙ্কুশ রস। পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধূতুরা পত্র রসে, জল ও পিপুলের রসে এবং কুঁচিলার রসে তিন দিন উর্দ্ধপাতন করিয়া পরে ২ তোলা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত ধূস্তুর বীজ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বিষ ২ তোলা মিশ্রিত ও জল সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে ইহা মধু সহ সেবনে উন্মাদ রোগ নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্না

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ধূস্তুর পত্রের রস, পারদ সহ মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে যুকা বিনষ্ট হয়। ভাবঃ

ধূতুরা পত্রের কল্ক ও রস দ্বারা পাচিত তৈল মর্দ্দনে যুকা প্রভৃতি বহিস্থ ক্রমি নষ্ট হয়। ঐ

ধূতুরা সেবনে মত্ততা উপস্থিত হইলে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পানে তাহা নিবারিত হয়। ঐ

ধূতুরার মূল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবনে জঙ্গম বিষ নষ্ট হয়। ঐ

ধূতুরার পাতা ও হরিদ্রার প্রলেপে স্তনের বেদনা ও স্ফীততা উপশম হয়। ঐ

ধূতুরা পত্র রস ও আফিং একত্রে মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে স্থানীক বেদনা ও স্ফীততা নষ্ট হয়।

শ্বেত ধূতুরার মূল, দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত ও গুড় সহ সেবনে উন্মাদ রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

ধুস্তুর বীজ আদ ছটাক, সর্ষপ তৈল অর্দ্ধ সের, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দনে বাত বেদনা আরোগ্য হয়।

ধূনা, রজন, রাল।

শাল বৃক্ষের ধূনাকে রাল ও তার্পিন তৈল চুয়াইয়া লইলে পর যে ধূনা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে রেজিন কহে। ইহার ধূম সুগন্ধ, তজ্জন্য ভারতবর্ষে বিস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। সংকোচক, বালকদের উদরাময়ে ধূনা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে ভাবপ্রকাশ উপদেশ দেন। মাত্রা ৩—৫ রতি। ইহা গুরু তিক্ত কষায় এবং বিসর্প জ্বর ব্রণ ভগ্ন, অগ্নি-দগ্ধ ও শূলাতিসার নাশক। বিবিধ মলম প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। বাহ্যিক প্রয়োগে উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ।

ধূনার পলস্ত্রা। ধূনা ২ ছটাক, মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রা ১৫ ছটাক, কঠিন সাবান ১ ছটাক। মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রাকে মৃদু সন্তাপে গলাইবে, পরে ধূনা ও সাবান দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে।

ধূনার মলম। ধূনা ৪ ছটাক, পীতবর্ণ মোম ২ ছটাক, মোমের মলম ৮ ছটাক, মৃদু সন্তাপে একত্রে গালাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে, পরে শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত অনবরত নাড়িবে। বিবিধ প্রকার ক্ষতে প্রযোজ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ধূনা, সৈন্ধব চূর্ণ, ঘৃত ও মধুসহ পাদদারী বা পাফাটায় লাগাইবে। ভাবঃ

মোম মনঃশিলা ঘৃত গুড় গুগ্‌গুলু ধূনা গেরিমাটী দ্বারা লেপ দিলে পাদস্ফূটন (ফাটা) আরোগ্য হয়। ঐ

নখী।

সচরাচর পাকতৈলের গন্ধদ্রব্যের মধ্যে ইহা লাগে। ইহা ঘৃতে ভাজিয়া ও চূর্ণ করিয়া তৈলে দিতে হয়। ঘৃতে ভাজিবার পূর্ব্বে কেহ কেহ উহা এইরূপে বিশোধিত করিতে অনুমতি দেন। "মহিষীর বিষ্ঠা, তেঁতুলপত্র গোময় বা মৃত্তিকার সহিত নখী জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঘৃতে ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত হরীতকীর জলে নিষিক্ত করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়।"

নাগেশ্বর, নাগকেশর।

গটীফেরী জাতীয় মেসুয়া ফেরিয়া নামক বৃক্ষের পুষ্প। ইহা শুষ্কাবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। কষায় উষ্ণ রুক্ষ লঘু, আম পাচক এবং জ্বর কণ্ডূ তৃষ্ণা স্বেদ ছর্দ্দি হৃল্লাস দৌর্গন্ধ কুষ্ঠ বিসর্প ও কফপিত্তনাশক। ভাবঃ। ইহার পুষ্প ও পত্র সর্পবিষের প্রতিবিষ বলিয়া খ্যাত আছে। ইহা সংকোচক ও আগ্নেয়। চূর্ণের মাত্রা ৫—৩০ রতি, মাখম সহ সেব্য। অর্শরোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়। ইহার পুষ্প চুয়াইয়া একরূপ আতর প্রস্তুত করে, তাহাকে নাগেশ্বরের আতর বা তৈল কহে। ইহা দ্বারা পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

নাগেশ্বর মাখম ও চিনি একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ রোগে উপকার দর্শে। শার্ঙ্গঃ

নাগেশ্বর তক্রসহ পেষণ করিয়া তিনদিন সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

নাগেশ্বর পুষ্প চূর্ণ, শত ধৌত পুরাতন ঘৃতসহ [মিশ্রিত করিয়া] পায়ে লাগাইলে পাদজ্বালা নিবারণ হয়। চক্রঃ

নারিকেল।

পালমেসী জাতীয় কোকস নুসিফেরা নামক বৃক্ষের ফলাভ্যন্তরস্থ শস্য। বঙ্গদেশের সাগরতীরস্থ প্রদেশ সমূহে অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহা জন্মে না। এই বৃক্ষের সকল অংশই প্রয়োজনে লাগে।

ইহার ফলের শাঁস হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহা কিছুদিন থাকিলে দুর্গন্ধ হইয়া যায়। এই তৈল মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করা যাইতে পাবে। এই তৈল কেশবর্দ্ধন, রক্ষণ ও কোমল করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। শাঁস--পোষক, বস্তিশোধক, শুক্রল, হৃদ্য। ডাং থিয়োফাইলস টমসন বলেন যে, ইহার তৈল কডলিভর অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাং গ্যারডও ঐ মতের সপক্ষতা করেন। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার শাঁস নিঃসৃত সদ্য দুগ্ধ ১—৪ ছটাক মাত্রায় যক্ষ্মাদি রোগে ব্যবহারে উপকার দর্শে। ডাং শর্ট ইহা ব্যবহারে সুফল লাভ করিয়াছেন। অধিক মাত্রায় এই দুগ্ধ বিরেচক হয়। ডাং উড ওর্জ্জন্য ইহা ক্যাষ্টর অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে অনুমোদন করেন। অপক্ক নারিকেলের জল বিসূচিকা ও জ্বরের তৃষ্ণা নিবারণার্থ দেওয়া যাইতে পারে। বমন নিবারণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। নারিকেলের কোমল শাঁস পিত্তজ্বরে প্রযোজ্য। সুপক্ক ফলের শাঁস সহজে জীর্ণ হয় না। আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহার হয়। এই বৃক্ষের মূল মূত্রপীড়ায় প্রস্রাব বৃদ্ধি করণার্থ প্রয়োজিত হয়। ইহাব পত্রের ছাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে পটাশ থাকে। এই বৃক্ষের সদ্য রস শৈত্যকর ও মূত্রকর।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নারিকেল খণ্ড। সুপক্ক নারিকেল শস্য ৩২ তোলা, ৮ তোলা

ঘৃতে অল্প ভাজিবে, পরে নারিকেলের জল ৪ সের, চিনি অর্দ্ধসের দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া ধনিয়া, পিপুল, মূতা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ, গুড়ত্বক তেজপত্র ছোট-এলাচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ মাষা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১—৪ তোলা। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, বমি, অরুচি ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

বৃহৎ নারিকেল খণ্ড। সুপক্ক নারিকেল শস্য সূক্ষ্ম পেষিত ২ সের, নিষ্কুলীকৃত কুষ্মাণ্ড শস্য ৪ সের, অর্দ্ধসের গব্য ঘৃতে ভাজিবে, পরে গব্য দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ৪ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, সুপক্ক হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ছোট এলাচ, ধনে, আমলকী, ক্ষেত-পাপড়া, মূতা, বালা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, পানিফল, কেশুর, দারচিনি, তেজপত্র, কর্পূর প্রত্যেকে ৪ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে পরে নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ২—৪ তোলা। যথাবল প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত অরুচি, বাতরক্ত, পাণ্ডু, ক্ষয় ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ইহা বিশেষ বল-কারক, পুষ্টিকারক ও কামোদ্দীপক। ভাবঃ

নারিকেল ক্ষার। জলপূর্ণ নারিকেল মধ্যে সৈন্ধব লবণ পুরিয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন ও শুষ্ক করিবে, পরে তাহা গোময়ের অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা ভাঙ্গিয়া নারিকেল শস্য সহ লবণ চূর্ণ করিবে। ইহা পিপুল চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার পরি-ণাম শূল নষ্ট হয়।

নিম্ব, নিম।

মিলিয়েসী জাতীয় য়্যাজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ইহার মূল, পত্র, বল্কল, পুষ্প ও ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহার বল্কলে দুইপ্রকার বীর্য্য আছে যথা ম্যাজাডিরাইন ও মার্গোসিন। বিশুদ্ধ বীর্য্য এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ডাং পিডিংটন অনেক যত্নে সলফেট অফ ম্যাজাডিরাণ ও ডাং কর্ণিস সলফেট অফ মার্গোসিন এবং সলফেট অফ সোডা সংযুক্ত লবণ বাহির করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ক্যাটেকিণ্ নামক এক প্রকার কষায় বীর্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক, পর্য্যায়-নিবারক, সংকোচক। মূলের বল্কল ক্রিমীনাশক। সুপক্ক নিম্বফল হইতে একপ্রকার স্থায়ী তৈল পাওয়া যায়। বৃক্ষের কন্দ হইতে একপ্রকার গঁদ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে ছিদ্র করিয়া দিলে এক প্রকার শর্করা মিশ্রিত রস বাহির হয়, তাহা হইতে আসব প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার পত্র বাটিয়া পুলটীস রূপে প্রয়োগ করিলে বিবিধ প্রকার ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হয়। বাগিতেও এতদ্বারা উপকার হয়। পত্রের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার দর্শে। ইহার তৈলও ক্রিমিনাশক এবং দুষ্ট ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োজ্য। বাত, আক্ষেপিক পীড়া ও সূর্য্যোত্তাপজনিত শিরঃপীড়ায় এই তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। কুষ্ঠাদি চর্ম্মপীড়ায় ইহার তৈল ব্যবহারে সুফল লব্ধ হইয়াছে। সিনকোনার পরিবর্ত্তে নিম্ববল্কল ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা পর্য্যায়-জ্বর আরোগ্য হয়, রোগান্তের দৌর্ব্বল্যেও ইহা উপকারক। অর্শরোগে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হয়। যথা—নিম্বফল, নিম্বমূল ও জাঙ্গীহরীতকী এক সের, জামের রসে ভিজাইয়া রাখিবে, তিন দিবসের পর অগ্নি সন্তাপে শুষ্ক করিয়া খদির ও নিম্ব আঠা সমভাগ লইবে ও সকল দ্রব্যের অর্দ্ধেক রক্তচন্দন চূর্ণ লইয়া খলে মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতেঃ ও সন্ধ্যার সময় এক এক বটিকা গব্য ঘৃতের সহিত সেব্য ও বলীর মুখে স্থানীক প্রয়োজ্য। এইরূপ এক মাস ব্যবহার করিলে অর্শরোগ ভাল হয়। ডাং সি ম্যাকনামারা ইহার শুষ্ক পত্রের জলীয় সার কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিবিধ চর্ম্ম রোগে নিম্বপত্র ও কাঁচা হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মাখিলে উপকার হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন—ইহার পত্র নেত্ররোগের উপশম কারক, কৃমি পিত্ত ও বিষনাশক, বাতল এবং অরুচি ও কুষ্ঠাদি চর্ম্ম রোগঘ্ন। নিম্বফল তিক্ত, কুষ্ঠঘ্ন, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও মেহনাশক। বল্কল কটু তিক্ত। তৃষ্ণা, কাস জ্বর, অরুচি, কৃমি, ব্রণ, পিত্ত কফ নাশক।

ঘোড়া নিম বা মহানিম। তিক্ত কষায়, গ্রাহী। বাত, পিত্ত, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, প্রমেহ, অর্শ, শ্বাস, গুল্ম ও মূষিক বিষনাশক।

বল্কল চূর্ণের মাত্রা ১০—২০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

নিম্ব বল্কলের ক্বাথ। নিম বল্কলের আভ্যন্তরিকাংশ ১ ছটাক, পরিশ্রুত জল ১৫ ছটাক। ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা পর্য্যায় নিবারণার্থ ১—২ ছটাক, বলকরণার্থ অর্দ্ধ হইতে ১ ছটাক। ইহা শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য সদ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

নিম্ব বল্কলের অরিষ্ট। নিম্ব বল্কল ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

নিম্বের তরল সার। নিম্ব বল্কল স্থূল চূর্ণ ৮ ছটাক, পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন, সুরা অর্দ্ধ ছটাক। বল্কলকে পাঁচ পোয়া জলে দুই দিবস ভিজাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিবে। পরে পার্কোলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ জল দিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না বল্কল অসার হয়। তৎপরে উক্ত ফান্টকে ১৬০ তাপাংশের অনধিক সন্তাপে ক্রমশঃ গাঢ় করিয়া দশ ছটাক হইলে একবার ছাকিয়া লইবে, দেড় ছটাক পরিমাণ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে সুরা সংযোগ করিবে। মাত্রা ১০—৩০ মিনিম।

নিম্বপত্রের পুলটীস। সরস পত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত বাটিয়া বস্ত্র খণ্ডে করিয়া লাগাইবে, ইহার সঙ্গে তণ্ডুল চূর্ণ দিলে অনেক সময় ক্ষতের বিশেষ উপকার হয়। অল্প অল্প উষ্ণ করিয়া পুলটীস দিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পঞ্চ নিম্বকাবলেহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল মরিচ, ব্রহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বরাহী কন্দ (অভাবে চামার-আলু) লোহ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, সোঁদাল, শর্করা, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, খদির অশন নিম্ব কাথে ভাবনা দিবে; নিম্ব পুষ্প, ফল, পত্র, ত্বক ও মূল প্রত্যেকে ২ ভাগ চূর্ণ, ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিবে। পরে উভয় চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে, মধু সহ সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ ও বিবিধ প্রকার চর্ম্ম রোগ এবং প্রমেহ, প্রদরাদি আরোগ্য হয়। ভাবঃ

নিম্বাদি ক্বাথ। নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কট্‌কী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেনার মূল, আমলকী, বাসক ও দুরালভার কাথ শর্করান্বিত করিয়া পান করিলে জ্বর বীসর্প সংযুক্ত মসূরিকা নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বাদি ঘৃত। গোঘৃত, ঘৃতের চতুর্গুণ নিম্বপত্রের কাথ ও কল্কার্থ নিম্ব ও ক্ষুদ্র সোদাল গাছের পত্র দিয়া পাক করিবে। ইহা অর্দ্ধ পল মাত্রায় সেবন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পঞ্চ তিক্ত ঘৃত। নিম্বছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ঘৃত ৪ সের, ত্রিফলার কল্ক মিলিত ১ সের দিয়া যথারীতি পাক করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার চর্ম্ম পীড়া আরোগ্য হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ তোলা। চক্রঃ

পঞ্চনিম্ব। নিম্বের পত্র, মূল, ত্বক, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা ঘৃত, মধু, গোমূত্র, জল, আমলকীর রস বা দুগ্ধ সহ এক বৎসর ধরিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ (চর্ম্মরোগ) আরোগ্য হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

নিমের পাতা কাজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারিত হয়। ভাবঃ

নিম ছাল, পটোলপত্র, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা ও কুটজের কষায় পানে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বপত্র রস, মধু সহ সেবনে ক্রমিঘ্ন হয়। ঐ

নিম, ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরিদ্রা প্রত্যেকে ৫ রতি, জল ১৬ গুণ দিয়া কষায় প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বপত্র ও তিল সম ভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শোধন হয়। চক্রঃ

নিম্বপত্র, তিল, দন্তী, ত্রিবৃৎ, সৈন্ধব ও মধুর প্রলেপ দুষ্ট ব্রণ শোধনার্থ দিবে। ভাবঃ

নিম্বপত্র ও আমলকী ঘৃত সহ সেবনে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, কণ্ডু নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বপত্র ৮ ভাগ, হরীতকী ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, হরিদ্রা অর্দ্ধ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ৪ মাসা পরিমাণে জল সহ সেবন করিলে বাহ্যাভ্যন্তর ফিরিঙ্গী (গরমি) রোগ নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বপত্র, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, নীল সুঁদিপুষ্প দ্বারা সিদ্ধ তৈল মুখ পাক হয়। ঐ

নির্ম্মাল্য, নির্ম্মালী।

অপর নাম—নির্ম্মল, কতক, পর প্রসাদ।

লোগেনিয়েসী জাতীয় ষ্ট্রীকনস্ পোটেটোরম নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের পর্ব্বত ও অরণ্যে জন্মে। ইহার কাষ্ঠ শক্ত ও বহুদিন স্থায়ী বিধায় গৃহাদি নির্ম্মাণার্থ প্রয়োজিত হয়। পক্ক ফলের শস্য কোন কোন স্থানে ভক্ষণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের সমগ্র অংশ বিষহীন। সুপক্ক বীজ শুষ্ক করণানন্তর অপরিষ্কার জল বিশুদ্ধ করণার্থ ব্যবহৃত হয়। দ্বিখণ্ডিত বীজ এক কলসী পরিপূর্ণ জলে খানিক ক্ষণ ঘসিলে উক্ত জল শীঘ্রই পরিষ্কার হয় এবং অবিশুদ্ধ পদার্থাদি অধঃপতিত হয়। জল

রাখিবার হাঁড়ীর অভ্যন্তর ভাগে ইহার বীজ ঘসিয়া তৎপরে তাহাতে জল ঢালিয়া খানিক ক্ষণ রাখিলে উহা বিশোধিত হয়। ডাং পেরেরার মতে ইহাতে যে আল্‌বুমেণ ও কেজিন থাকে, তদ্দ্বারা জল পরিষ্কৃত হয়।

ক্রিয়া। দক্ষিণ ভারতবর্ষের চিকিৎসকেরা ইহার বীজ বমন করণার্থ ব্যবহার করেন। ডাং এনিস্‌লিও ইহার বমনকারক গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বীজ চূর্ণ মধু সহ স্ফোটকাদিতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে পূঁযোৎপাদন বৃদ্ধি হয়। ডাং কার্কপাট্রিক বলেন যে, ইহা প্রমেহ ও মধুমেহে ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ইহার বীজ মধুতে অল্প কর্পূর সহ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে অশ্রুস্রাবাধিকা নিবারিত হয়। জল ও সৈন্ধব লবণ সহ ইহার বীজ ঘষিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর আভ্যন্তরিক স্ফীততা উপশমিত হয়। সংস্কৃত মেটিঃ মেডিঃ

নিশাদল।

ইংরাজীতে ইহাকে ক্লোরাইড অব এমোনিয়ম বলে। বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়। ব্যবহারার্থ বাজারের নিশাদল স্ফুটিত জলে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া একটি গামলায় রাখিয়া দিবে, দানা বাঁধিলে তাহা ও নীচে শ্বেতবর্ণ ন্যস্তি পড়ে তাহা লইয়া শুষ্ক করিয়া বোতলে রাখিবে। মাত্রা ২—১০ রতি।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, শোষক, স্রাবণ-ক্রিয়া-বর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ। শিরঃশূল রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে। অন্যান্য প্রকার স্নায়ুশূলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। যকৃতের পীড়ায় ইহা অনন্ত মূলের কাথ সহ ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হইয়া থাকে। যকৃতের পীড়া জনিত উদরীতে ইহা অপামার্গ কাথ সহ প্রযোজ্য। ফুসফুস, পাকাশয়াদি হইতে রক্তস্রাব হইলে কাঁজির সহিত ইহা সেবন করাইতে ডাং ওয়ারিং উপদেশ দেন। পুরাতন বাত রোগে, কাসিতে ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া গিয়াছে। আঘাত লাগিয়া কোন স্থান থেৎলাইয়া গেলে

পুলটীস সহযোগে নিশাদল স্থানীক প্রয়োগ করিলে আশু প্রতীকার হয়। নিশাদল ২ ছটাক, সোরা ২ ছটাক, জল পাঁচ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিলে উত্তম শৈত্য মিশ্র প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাহ্য প্রদাহে স্থানীক প্রয়োগ করা যায়। বাগি বসাইবার জন্য নিশাদল অর্দ্ধ তোলা, জল ১ ছটাক দ্রব করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিবে।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, নিশাদল চূর্ণ ও আর্দ্র শুক্তিকা চূর্ণ (চুণ) একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার গন্ধ নাকে শুঁকিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়।

নিসিন্দা।

অপর নাম—নির্গুণ্ডী, সিন্দুবার।

ভার্বিনেসী জাতীয় ভাইটেকস নিগুণ্ডো ও ভাইটেক্‌স ট্রিফোলিয়া নামক দ্বিবিধ বৃক্ষ। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শোষক, বেদনা-নিবারক, মূত্রকারক, রজঃ-নিঃসারক, বলকর ও জ্বরঘ্ন। এই বৃক্ষের মূল ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কষায়, কটু, কেশ্য ও নেত্র হিতকর। ইহাতে শূল, শোথ, বায়ু, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্মা ও জ্বর নষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতের বিবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধের ভাবনা দিতে ইহার পত্রের রস ব্যবহার হয়। ইহার পাতা স্থানীক প্রয়োগে বেদনা, স্ফীততাদি সত্বর বিদূরিত হয়। বাতবেদনা ও মুষ্ক-প্রদাহে ইহার পাতার রুটী প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়, দিনে ২।৩ বা ৪ বার করিয়া উক্ত রুটী পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই বৃক্ষের পত্রের ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া উহার বাষ্প শরীরে লাগাইলে জ্বর, শর্দ্দি ও বাতরোগ আরোগ্য হয়। ডাং এনিস্‌লী বলেন যে, ইহার শুষ্ক পত্রের ধূমপানে শিরঃপীড়া ও শর্দ্দি উপশমিত হয়। ইহার শুষ্ক ফল কৃমিনাশক। ইহার মূল ও পত্রচূর্ণ পালা জ্বরে ব্যবহার হয়। জ্বর সহ তৃষ্ণা থাকিলে ইহার পুষ্প মধু সহ প্রয়োজ্য। শর্দ্দি ও

শিরঃপীড়া উপশমার্থ ইহার পত্রের বালিশ ব্যবহার্য্য। ইহার মূলের ত্বক ১।২ রত্তি ও গোটা কতক আতপ চাউল একত্রে সপ্তাহ সেবন করিলে হাঁপানি কাশির উপকার হয়। ইহার পত্রের রস স্থানীক প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থ কীট ও স্রাব নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নির্গুণ্ডী তৈল। সমূলপত্র নিসিন্দা কুট্টিত করিয়া রস বাহির করিবে, এই রস ও তৎসম তিল তৈল একত্রে সিদ্ধ করিবে। ইহাতে নাড়ী-ব্রণ, দুষ্ট ব্রণ, পামা ও অপচী নষ্ট হয়। চক্রঃ

নিসিন্দা পত্রের ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ সহ কফজ জ্বরে পান করিবে। ভাবঃ

নীল, নীলিনী।

লিগিউমিনেসী জাতীয় ইণ্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া নামক বৃক্ষ। পত্র ও মূল ব্যবহার্য্য। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক ও মূত্রকারক। ভাবপ্রকাশের মতে রেচক, তিক্ত, কেশ্য। ইহাতে উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফানিল, আমবাত ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। ত্রিফলা, নীলপত্র, ভৃঙ্গরাজ, লৌহ চূর্ণ, মেষ মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কেশে মাখাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহে ইহার পত্র পরিবর্ত্তক হইয়া উপকার করে। ডাঃ দে বলেন, ইহার মূলের ক্বাথ অশ্মরী রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে ইহার পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। পত্র না পাওয়া গেলে নীল বড়ী দেওয়া যাইতে পারে। উহার সঙ্গে কেহ কেহ সোরা মিশ্রিত করিয়া দিতে বলেন।

পটল।

কিউকরবিটেসী জাতীয় ট্রিকোসান্থিস ডাইয়োইকা নামক ক্ষুদ্র লতা, ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্ব জনপদেই ইহার চাস হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার স্থূলাকার মূল অতি উগ্র বিরেচক। ডাং কানাইলাল দে ইহা ইলিটেরিয়মের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে অনুমোদন করেন। ইহার ক্রিয়া যেরূপ উগ্র তাহাতে ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার অপক্ক ফলের সুরাবাসিত সার প্রস্তুত করিয়া ১॥০ হইতে ২॥০ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিরেচন হয়। ইহার মূল চূর্ণের মাত্রা ⅛—¼ রতি। ইহার পত্র জ্বরঘ্ন, বলকর ও কৃমিনাশক। অপক্ক ফলের রস মৃদু রেচক ও শীতল। পটোলপত্র ও ডগা রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে সুপথ্য। ইহার ফল সচরাচর তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। অপক্ক ফলের রস আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পটোলাদি ক্বাথ। পটোল পত্র, ধনে, যব, যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ভাবঃ

পটোলাদি চূর্ণ। পটোল মূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কামিলা, হরীতকী বহেড়া, আমলকী প্রত্যেকে ২ তোলা, দারচিনি ও নীল বৃক্ষের মূল প্রত্যেকে ৩ তোলা, ত্রিবৃৎ ৪ তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—৩ রতি, গোমূত্র সহ সেব্য। বিরেচনের পর লঘু পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে সকল প্রকার উদরী, পাণ্ডু, কামলা ও শ্বয়থু নষ্ট হয়। চক্রঃ

পটোলাদি তৈল। পটোল পত্রের কষায় ও কল্ক দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে দগ্ধ ব্রণ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কট্‌কীর ক্বাথ পানে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ঐ

পটোল পত্রের রস স্থানীক মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বনযমানী, বাসক, শুঠ, ধনে ও চিরতার কাথ মধু সহ পান করিলে বিবিধ জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

পটোল, নিম্ব, জম্বু, আম্র ও মালতীর নব পল্লবের কষায় মুখ রোগে কবল করিবে। ঐ

পটোলপত্র, ত্রিফলা, নিম্ব, হরিদ্রার কাথ পানে শিশুর ক্ষত, বীসর্প বিস্ফোট ও জ্বর শান্তি হয়। ঐ

পদ্ম, কমল।

নিম্ফিয়েসী জাতীয় নিলুম্বিয়ম স্পিসিয়োজম ও নিম্ফিলোটস ইত্যাদি জলজ গাছের পত্র, পুষ্প, বীজকোষ, মৃণাল প্রভৃতি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতভূমিতে দেবার্চ্চনার জন্য পদ্ম পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, শ্বেত, নীল ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা ত্রিবিধ।

লিম্ফি লোটসকে কুমুদ। লিম্ফিষ্টিলেটাকে নীলোৎপল, ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে শুঁদিপুষ্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিম্ফি রুব্রাকে রক্তকম্বল কহে।

ক্রিয়া। পত্র—হিম, তিক্ত কষায়, দাহ, তৃষ্ণানাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত ও মলদ্বারের ব্যাধিনাশক। পদ্মবীজকোষ—তিক্ত, কষায়, মধুর হিম। মুখ বৈশদ্যকর, শীতল, লঘু, বৃষ্য ও গ্রাহক। রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ রক্তার্শ, বিষ, শোথ নাশক। মৃণাল—শীতল, বৃষ্য, পিত্তদাহ নাশক, স্বাদু স্তন্য, সংগ্রাহী, মধুর। পদ্মপুষ্প—শীতল, বল্য, মধুর, কফপিত্তজিৎ, তৃষ্ণা দাহ বিস্ফোট ও বিসর্প নাশক। ভাবঃ

ইহার মূলে শ্বেতসার থাকায় অনেক স্থানের লোকে খাইয়া থাকে।

কোমল পদ্ম পত্র শর্করা সহ সেবন করিলে গুদভ্রংশ জন্মে না। পদ্ম পত্র শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ভাবঃ

জ্বরে অত্যন্ত দাহ হইলে পদ্ম পত্রের উপর শয়ন করিলে অনেক সময় উহার আতিশয্য নিবারিত হয়। মৃণাল ও রক্তচন্দন বা আমলকী বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

উৎপলাদি শ্রিতাম। কুমুদ, সুঁদি রক্তকম্বল, পদ্মের মূল ও মৃণাল এবং যষ্টিমধুর কাথ পানে তৃষ্ণা, গাত্র দাহ, বমন, আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে উপশমিত হয়। ভাবঃ

মহাপদ্মক তৈল। পদ্মকেশর, যষ্টিমধু, কুল, পদ্মকাষ্ঠ, সুঁদিপুষ্প প্রত্যেকে ৫ পল, বেড়েলা, কিংশুক, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৫ পল লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। তৈল ৪ সের, কাঁজি ৪ সের ও কল্কার্থ—লোধ, কাকোলী বেনার মূল, জীবক, আমলকী, নাগেশ্বর, কাটমল্লিকা, লতাকস্তূরী, তেজপত্র পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, প্রপৌণ্ডরিক, কালীয়, মেদ, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম প্রত্যেকে ৪ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ৮ তোলা দিয়া যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ঐ

মৃণালাদ্য তৈল। মৃণাল, সুঁদি মূল, কুমুদ মূল, অনন্তমূল, বালা নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, চিরতা, পদ্মবীজ, কেশুর, পটোল, কট্‌কী শ্যামালতা, ভদ্রমুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বাসক; কল্কার্থ—তৃণ মূলের রস এবং তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহাতে পিত্ত রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পদ্মকাষ্ঠ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে। ইহা বীসর্প, দাহ, বিস্ফোট, গুল্ম, রক্তপিত্ত, বমি ও তৃষ্ণানাশক, গর্ভ সংস্থাপক, রুচ্য। ভাবঃ

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, জাতী, জীবক, রক্তচন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিম্বের কাথ পানে রক্তষ্ঠীবন নষ্ট হয়। ঐ

পদ্মকাদি তৈল। পদ্মকাষ্ঠ, শুঁদি, কহ্লার, মৃণাল, বিষ, কুড়, কুমুদ উশীর, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, গৈরিক, কট্‌ফল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, লোধ খেজুরের মাতি, আমলকী ও শতমূলীর কাথ ও কল্ক দ্বারা এবং লাক্ষারস দুগ্ধ, শুক্ত, মস্তু ও কাঞ্জিক দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে দাহ জ্বর নষ্ট হয়। লাক্ষারসাদি তৈলের সমান দিবে। ঐ

খড়াকপদ্মক তৈল। পদ্মকাষ্ঠ, বেনাবমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রার কাথ এবং মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী ও চন্দনের কল্ক দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহাতে বাত রক্ত নষ্ট হয়। ঐ

পরুষক, ফল্‌সা।

ইহার ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচাবস্থায় ইহা কষায়, অম্ল, পিত্ত-কর ও লঘু। পক্ক হইলে মধুর, হৃদ্য, বৃংহণ, পিত্ত দাহ, রক্ত জ্বর ক্ষয় ও বায়ুনাশক। ভাবঃ

পরুষক ঘৃত। বলাডুমুর, আমলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতাবরী ও কেশুরের কাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং কল্কার্থ উভয় প্রকার পরুষক, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী ও দেবদারু দিয়া যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত, ক্ষতক্ষীণ, বীসর্প ও জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

পলাশ, কিংশুক।

লিগিউমিনোসী জাতীয় বুটিয়া ফ্রণ্ডোজা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মস্থান। এক্ষণে বঙ্গদেশেরও অনেকস্থানে রোপিত

হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে ধাক বলে। ইহার পুষ্প উজ্জল লালবর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর। বসন্তকালে ইহার পুষ্প হয়। এই পুষ্প হইতে উত্তম পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার বল্কল হইতে একপ্রকার গঁদ বাহির হয়, তাহা কাইনোর পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের বল্কলের উপর অস্ত্রাঘাত করিলে একপ্রকার লালবর্ণ তরল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ গাঢ়, কঠিন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার গঁদ সংকোচক। নানা প্রকার উদরাময়ে ২।৪ রতি মাত্রায় ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। বাহ্য প্রয়োগেও ইহা সংকোচক। ইহার বীজ ক্রিমীনাশক। অন্যান্য ক্রিমিনাশক ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অত্যন্ত অজীর্ণ হইলে ইহার মূলবল্কল উপকার করে। ডাং অসওয়াল্ড বলেন ইহার বীজ ব্যবহারের পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উহার বহিরাবরণ পৃথক করিবে, পরে ভিতরের শস্য শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহা ১০ রতি মাত্রায় উপর্য্যুপরি তিন দিন, তিনবার করিয়া ব্যবহার করিবে। চতুর্থ দিবসে এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচন করাইবে, পরে ইহাতে ক্রিমি নির্গত হইবে। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার দ্বারা কখন কখন বিরেচন হয়, আবার কাহারো বমন হইতে পারে, অতএব সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

অহিফেণযুক্ত পলাশ গঁদচূর্ণ। পলাশ গঁদ চূর্ণ ১২।।০ তোলা, অহিফেণ চূর্ণ দশ আনা, দারচিনি চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা। ৫—১০ রতি। ইহার ১০ রতিতে অর্দ্ধ রতি অহিফেণ আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পলাশবীজ, ত্রিবৃৎ, পারসীক যমানী, কামিলা, বিড়ঙ্গ, পুরাতন গুড়, চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তক্র সহ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

পলাশের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারিত হয়। ভাবঃ

পলাশবীজ ও মধু সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়। ঐ

পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ ও ইন্দ্রযব চূর্ণ একত্রে সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। ঐ

পলাশক্ষার ও জল সিদ্ধ ঘৃত পানে রক্তগুল্ম নষ্ট হয়। ঐ

পলাশক্ষার জলে, পিপুল চূর্ণ ভাবনা দিয়া সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। ভাবঃ

পলাশের ক্ষার, হরিতাল প্রত্যেকে ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, কদলী মূল বা আকন্দপাত্রের রসে মাড়িয়া ৭ বার লেপ দিলে লোমযুক্ত স্থান নির্লোম হয়। শার্ঙ্গঃ

রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ, পলাশ গঁদ ৪ ভাগ একত্রে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। ইহা স্থানীক প্রয়োগ করিলে শুক্র ও অর্ম্ম নামক চক্ষু রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

পলাশের ক্ষার বিবিধ ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়।

পাটলা, পাটলী, পারুল।

বিগ্‌নোনিয়েসী জাতীয় ষ্টিরসপার্মম সভিয়োলেন্স- নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ও বল্কল ব্যবহার্য্য। ইহার পুষ্প হয়, তাহা দেখিতে ঘোর লালবর্ণ ও সুগন্ধ। বঙ্গদেশে জন্মে। এই ফুল জলে ভিজাইয়া রাখিলে জল সুগন্ধ হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন, অরুচি, শ্বাস শোথ, ছর্দ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণাহর। ইহার পুষ্প কষায়, মধুর, হিম, হৃদ্য এবং পিত্তাতিসার, হৃৎকণ্ঠ, রক্তপিত্ত ও হিক্কানাশক। ইহার মূল দশমূলের একটী অঙ্গ। এই পুষ্প বাটিয়া মধু সহ সেবন করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। ইহাব ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, তাহা বাহ্য প্রয়োগে ও অন্যান্য ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাথরকুচী, পাষাণভেদ, পাথরচূর।

বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হিম, তিক্ত, কষায় বস্তিশোধনকর ও ভেদক। ইহাতে অর্শ গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রুজ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণ নষ্ট হয়।

পাতরকুচী, যব, কুশ, কাশ, শর, উলু, ইক্ষুমূল, শতমূল, গুগগুল ও হরীতকীর কষায় গুড় সহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ভাবঃ

পাতরকুচী, এলাচ, শিলাজতু, পিপুল, শশার বীজ, সৈন্ধব লবণ ও কুঙ্কুম চূর্ণ তণ্ডুল জল সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

শিলোদ্ভেদাদি তৈল। পাতরকুচী, এরণ্ড, শমী, শাল্মলী, পুনর্ণবা শতমূল ইহাদের রসে সিদ্ধ তৈল দুগ্ধ সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

পাষাণ ভেদাদ্য ঘৃত। পাথরকুচী, আকন্দ, গজপিপুল, অশ্মন্তক, (আবুটা পশ্চিম দেশে খ্যাত) শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, ব্রাহ্মী, নীলঝিণ্টী, কাঞ্চন, বেনায় মূল, শরমূল, গুলঞ্চ, শ্যোনাক, বরুণ, যব, কুলত্থ, কুল, কতকফল (নির্ম্মালী) উষ্কাদিগণ ইহাদের কাথে ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে অশ্মরী রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়। উষ্কাদিগণ যথা—ক্ষার মৃত্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু, পুষ্পকাসীস, ধাতুকাসীস, হিঙ্গু, তুঁতে। ভাবঃ

পান, তাম্বুল।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপর বিটল নামক লতার পত্র। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় ইহা জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। লালাগ্রন্থির উত্তেজক ও পাচক। ইহার পত্রের রস দেশীয় কবিরাজেরা বিবিধ ঔষধের সহ পানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবন করিলে স্কর্ভি বা শীতাদ রোগ জন্মিতে পারে না। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুচ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, বল্য, রক্তপিত্তকর, লঘু এবং শ্লেষ্ম, আস্য দৌর্গন্ধ, বাত ও শ্রমাপহ। রাত্র্যন্ধ রোগে ইহার রস ২।৪ ফোটা সন্ধ্যাকালে চক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দিবে, ক্ষণকাল পরেই পরিষ্কার শীতল জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে। এইরূপ ২।৩ দিন করিলেই প্রায় রাত্র্যন্ধ রোগ আরোগ্য হয়। আমরা ২।৩ টী রোগীকে এই উপায়াবলম্বনে আরোগ্য করিয়াছি। শর্দ্দি ও কাসি প্রভৃতিতে পানে তৈল মাথাইয়া ও উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যকৃতের রক্তাধিক্য রোগেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার দর্শে। পানের পাতা গরম করিয়া স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধস্রাব হ্রসিত হয়। পান ক্ষতের উপর লাগাইয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা সুস্থ হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। পান জলে ভিজাইয়া শঙ্খদেশে লাগাইয়া রাখিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয়। পানের বোটার অগ্রভাগে একটু কলিচূণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ ও আঁচলির উপরে ঘর্ষণ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অর্ব্বুদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পানের বোটায় তৈল মাথাইয়া ও উহা ঈষৎ গরম করিয়া শিশুদের মলদ্বারে অল্প ক্ষণ দিয়া রাখিলে দাস্ত হয়।

পাণিফল, সিঙ্গেড়া, শৃঙ্গাটক।

ওনাগ্রিয়েসী জাতীয় ট্রাপা বিস্পাইনোজা ও নেটান্স নামক জলজ লতার ফল

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হিম স্বাদু গুরু, বৃষ্য, কষায়, গ্রাহী, শুক্র অনিল শ্লেষ্মপ্রদ এবং রক্তপিত্ত, দাহনাশক। পাণিফল, কেশুর, পদ্ম, মুতা, শৈবাল শুঁদি ও কর্দ্দম বস্ত্রের মধ্যে করিয়া লেপ দিলে পিত্তকৃত বীসর্প রোগ নষ্ট হয়। কচি পাণিফল লঘু ও শীতল, তজ্জন্য জ্বরাদি রোগে পথ্য রূপে প্রয়োজ্য। সুপক্ক ফলের শাঁস চূর্ণ, সাগু ও ট্যাপিয়োকার পরিবর্ত্তে রোগী-দের পথ্যার্থ বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু, ইহার ফলের ডাঁটা রং করিতে ব্যবহার হয়।

পারদ, পারা, রস।

উৎকৃষ্ট পারদের বহির্ভাগ দেখিতে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় এবং অভ্যন্তর ভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ। পীতাভ শ্বেত বা অন্যান্য বর্ণের পারদ ঔষধার্থে অপ্রয়োজ্য। সচরাচর যেরূপ পারদ দেশীয় কবিরাজেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাতে রাং, সীসা, প্রস্তর প্রভৃতি অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। পারদ অবিশুদ্ধাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব উহা ব্যবহারের পূর্ব্বে বিশোধিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

কবিরাজেরা বিবিধ উপায়ে পারদ বিশোধন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কয়েক প্রকার এস্থলে লিখিত হইতেছে। পারদ প্রথমতঃ ইষ্টক চূর্ণ ও পান বা রসুনের রসে মর্দ্দন করিয়া পরে চারি পুরু কাপড়ের মধ্যে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে জল দ্বারা ধৌত করিবে, পরে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। আমরা সচরাচর নিম্ন লিখিত উপায়ে পারদ শোধন করিয়া থাকি। প্রথমে রসু-নের রসে এক দিবস পারদ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ইষ্টক চূর্ণ, গৃহ ঝুল ও হরিদ্রা চূর্ণ (পারদের সমভাগ) দ্বারা মর্দ্দন করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। কেহ কেহ রসুনের রসের পরিবর্ত্তে পানের রস বা আমরুলের রস দিয়া থাকেন।

হিঙ্গুলকে ঊর্দ্ধপাতন করিলে যে পারদ বাহির হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাহা ব্যবহার হইয়া থাকে। উহার বাহির করার প্রক্রিয়া হিঙ্গুল বর্ণনা কালে লিখিত হইয়াছে।

ষড় গুণ বলি জারিত পারদ নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়। একখানি মৃৎপাত্রে অল্প গন্ধক ছড়াইয়া দিয়া তদপরি পারদ ঢালিয়া দিবে, পরে উক্ত পাত্র বালুকাযন্ত্রোপরি রাখিয়া উত্তপ্ত করিবে, গন্ধক গলিতে আরম্ভ হইলে সাবধানে অল্প অল্প করিয়া উহাতে গন্ধক ছড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপে পারদের ছয় গুণ গন্ধক দিবে, যখন সমস্ত দ্রব্য গলিয়া তৈলবৎ হইবে, তখন অবিলম্বে উক্ত পাত্র অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে উহা জমিয়া যায়। শীতল হইলে উহা ভাঙ্গিয়া পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত রস (পারদ) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সচরাচর কবিরাজেরা এক্ষণে এই উপায় দ্বারা পারদ বিশোধন করেন না।

শোধিত পারদ বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিবে। ইহাতে উহার বর্ণ কৃষ্ণ হইবে। ইহার নাম কজ্জলী, বিবিধ ঔষধের সঙ্গে সচরাচর ব্যবহার হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ত্রিফলা চূর্ণ সহ, পারদ তিন দিন মর্দ্দন করিলে উহার সর্ব্বদোষ বিনষ্ট হয়। আকন্দপত্র, রক্তচিতা, সর্ষপ ও বৃহতীর ক্বাথ দ্বারা পারদ তিন দিন মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার মলদোষ বিমোচিত হয়। ঘৃত কুমারীর রস ও হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া এক দিন মর্দ্দন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক ও পারদ অর্কপত্র রসে নিশ্চন্দ্র না হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে, তৎপরে বিদ্যাধর বা ডমরু যন্ত্রে রাখিয়া ঊর্দ্ধ পাতন করিবে।

অধঃপাতন। ত্রিফলা, সজিনা, চিতা, সৈন্ধব লবণ ও রাইসর্ষপ দ্বারা পারদ যাবৎ নিশ্চন্দ্র নাহয় তাবৎ মর্দ্দন করিবে। পরে ঊর্দ্ধস্থ পাত্রের নিম্ন ভাগে উক্ত পারদ লেপিবে। অবশেষ একটি গর্ত্তের মধ্যে জলপূর্ণ হাঁড়ি

বাখিয়া উক্ত ঔষধ লেপিতপাত্র তদুপরি রাখিয়া উপরে ঘুঁটের অগ্নি জ্বালিয়া দিলে পারদ অধঃ পাতিত হইয়া নিচের হাঁড়ির জলমধ্যে পড়িবে।

রসমারণ বিধি। ধূমসার (ঝুল) পারদ, গন্ধক ও নিশাদল সমভাগে লইয়া লেবুর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে কাচকুপীতে বিনিক্ষেপ করিয়া উহা বস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া লেপ দিবে, উহার মুখও খোলা রাখিবে না। তৎপরে অধঃ সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত কাচকুপী সংস্থাপন করিয়া হাঁড়ি বালুকাপূর্ণ করিবে। অবশেষে উহা চুল্লীতে বসাইয়া শনৈঃ শনৈঃ জ্বাল দিবে এবং ক্রমে ক্রমে জ্বাল বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে ১২ প্রহরে পারদ ভস্ম হয়। শীতল হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উর্দ্ধস্থ গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিবে।

অপামার্গ বীজ দ্বারা মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করিয়া তৎসংপুটে যজ্ঞডুম্বুর রস দ্বারা পিষ্ট পারদ রাখিবে। দ্রোণপুষ্প, বিড়ঙ্গ ও গুয়েবাব্‌লা চূর্ণ উহার অধঃ ও উর্দ্ধে দিয়া ঢাকিয়া দিবে, পবে উহা মৃন্মুষা সংপুটে রাখিয়া পোড় দিবে, এইরূপে পারদ ভস্ম হয়। কিম্বা যজ্ঞডুম্বুরের রসে পারদ কিঞ্চিৎ বিমর্দ্দন করিবে এবং যজ্ঞডুম্বুরের দুগ্ধ ও হিং একত্রে মিশ্রিত করিয়া মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পারদ রাখিবে, উহা আবার মৃন্মুষা সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে, ইহাতেও পারদ ভস্ম হয়।

পানের রসে পারদ ঘর্ষণ করিয়া কর্কটী কন্দের মধ্যে পুরিবে, পরে তাহা মৃন্মুষা সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে। ইহাতে পারদ ভস্ম হয়।

সিন্দুর রস। শুদ্ধ পারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ২ ভাগ লইয়া কজ্জলী করিবে। মৃত্তিকা ও বস্ত্র অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া কাচকুপী ৩ বার লেপন ও শুষ্ক করিবে, তৎপরে কাচকুপীতে উক্ত কজ্জলী নিক্ষেপ করিবে। অবশেষে বালুকাযন্ত্রে অবিরাম ৪ দিন পাক করিবে। তৎপরে কাচকুপীর উর্দ্ধ সংলগ্ন সিন্দুর সদৃশ রস গ্রহণ করিবে। ইহার গুণ—কৃমিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, বীর্য্যকর, জরাপহ, বৃষ্য ও অন্যান্য বিবিধ রোগনাশক।

পারদের প্রধান ক্রিয়া পরিবর্ত্তক। অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিবিধ রোগে ব্যবহার হয়।

পীত বেড়েলার পত্রের রস সহ অর্দ্ধ তোলা পারদ হস্ততালুতে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে পারদ অদৃশ্য হইলে হস্ততালুতে অগ্নির স্বেদ দিবে। এইরূপ ৭ দিন করিলে ফিরিঙ্গী রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নবজ্বরহর বটী। পারদ, গন্ধক, কাট বিষ, শুট, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও দন্তী বীজ সমভাগে গ্রহণ করিয়া দ্রোণপুষ্প রসে মর্দ্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা তরুণ জ্বরে সেব্য। ভাবঃ

তরুণ জ্বরারী। পারদ, গন্ধক, কাষ্ঠবিষ ও জয়পালবীজ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিরেচন হইয়া জ্বর শান্তি হয়। চিনির সরবতের সহিত এই ঔষধ সেবন বিধেয়। জ্বর উপশান্ত হইলে পটোল-পত্র ও মুগের যুষ পথ্য দিতে হইবে। ভৈ রত্না

জ্বর ধূমকেতু। পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, সমুদ্র ফেণ সমভাগে লইয়া আদার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা তিন দিন সেবনে নবজ্বর নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তাঃ

উদক মঞ্জরী রস। পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, শর্করা ৪ ভাগ ও রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৪ ভাগ লইয়া একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ পিত্ত-জ্বরে সেব্য। রসরত্ন প্র

মহাজ্বরাঙ্কুশ। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, ধুস্তুরবীজ প্রত্যেকে সম-ভাগ, সর্ব্ব দ্বিগুণ ত্রিকটু লইয়া আদ্রক বা জম্বীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

সূর্য্যশেখরা রস। পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, সম ভাগ, জয়পাল বীজ পারদের দ্বিগুণ, সৈন্ধব, মরিচ, তেঁতুল বৃক্ষের বল্কলের ক্ষার ও শর্করা প্রত্যেকে পারদের তুল্য লইয়া, জম্বীর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া

২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, উষ্ণোদক সহ সেব্য। ইহাতে বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়। রস প্র

রবিসুন্দর রস। দুই ভাগ হরিতাল দ্বারা মৃত তাম্র ২ ভাগ, পারদ, গন্ধক ও কাটবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, রোহিৎ মৎস্যের পিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া নিম্বপত্রের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ রতি, শ্বেত-শর্করা সহ সর্ব্ব জ্বরে ভক্ষণীয়। ভাব

বজ্রকপাট রস। পারদ, গন্ধক, অহিফেণ, মোচরস, ত্রিফলা, শুট, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ লইয়া সিদ্ধিপত্র রস ও ভৃঙ্গরাজ রস দ্বারা সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত প্রাচীন উদরাময় ও গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য। ভৈ রত্না

রসপর্পটী। লৌহ পাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে গন্ধক ও পারদ সমভাগে ঢালিয়া দিয়া অগ্নির উত্তাপে গালাইবে। পরে গোময়ের উপরে এক খানি কলারপাত রাখিয়া তদুপরি উক্ত দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া গোময় পূর্ণ কদলী পত্রের গোলক দ্বারা চাপিবে। শীতল হইলে চটির মত হইবে, গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য। অনেক সময় ইহার সহিত অন্যান্য ঔষধও মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

রসপর্পটী। শুদ্ধ পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া খলে বিমর্দ্দন করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ নিশ্চন্দ্র না হয়। এই কজ্জলী বীর্য্যবর্দ্ধক ও বল-কারক। নানা অনুপান সহ ব্যবহারে বিবিধ রোগ নষ্ট করে। জবাপত্র ভৃঙ্গরাজ ও কাকমাচির রস দ্বারা পারা শোধন করিবে আর ভৃঙ্গরাজ রসে পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গন্ধক শোধন করিবে। ভৃঙ্গরাজ রসে ৩ বা ৭ বার ভাবনা দিবে বা পেষণ করিবে। তৎপরে এইরূপে শোধিত রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিবে। পরিশেষে নির্ধূম কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে উহা যত্ন সহকারে দ্রবীভূত করিবে, পরে তাহা মহিষী বা গাভি বিষ্ঠার উপর স্থাপিত কদলী পত্রো-পরি ঢালিয়া দিয়া তদুপরি কদলী পত্র দ্বারা পীড়ন করিবে। শীতল হইলে কদলী পত্র হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এইরূপে

প্রস্তুত রসপর্পটী জ্বরাদি রোগে ১রতি ভাজা জীরক ও অর্দ্ধ রতি হিঙ্গু সহ সেব্য। প্রত্যহ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দশ পর্য্যন্ত করিবে। ২০ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম। দুগ্ধ মাংস পথ্য। এই ঔষধে জ্বর, অতিসার গ্রহণী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, প্লীহা ও জলোদর রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কালাগ্নি রুদ্ররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মণ্ডুর, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ও মুষামধ্যে পুরিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তদুপরে সমস্ত ঔষধির দশমাংশ মিটেবিষ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, ইহাতে বিসর্প রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

শ্বাসকুঠার রস। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, ত্রিকটু ৬ভাগ (মিলিত) একত্রে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়। রস রত্না

পঞ্চামৃত পর্পটী। গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র আদ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া একত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপ সংযোগে গালাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ২ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেব্য। ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। এই ঔষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি আরোগ্য হয়। গ্রহণী রোগের সঙ্গে শোথ থাকিলে ইহা ব্যবহার সময়ে রোগীকে লবণ জল না দিয়া কেবল দুগ্ধ পথ্য দিবে। ভৈ রত্না

মহাগন্ধক রস। পারদ, গন্ধক, জায়ফল, জইত্রী, লবঙ্গ ও নিম্ব পত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা। পারদ ও গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া এবং অল্প জল দিয়া গুলিয়া লৌহ পাত্রে অগ্নি সন্তাপে অল্প উষ্ণ করিবে, পরে অপরাপর চূর্ণ গুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অবশেষে উহা ঝিনুকের মধ্যে পুরিয়া এবং কদলীপত্র ও কোষ্টা দ্বারা বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিবে। উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি, বালকদের

উদরাময় রোগে প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকের সূতিকা রোগ ও পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিদের গ্রহণী ও অতিসার রোগেও উপকার করে। রসেন্দ্র সার

পাণ্ডুসূদন রস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল বীজ ও গুগগুলু প্রত্যেকে সম ভাগ, ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পাণ্ডু ও শোথ শান্তির জন্য প্রত্যহ এক এক বটিকা সেব্য, শীতল জল, অম্ল সেবন নিষিদ্ধ। ঐ

রসেন্দ্র গুড়িকা। শোধিত পারদ ২ তোলা লইয়া উহাতে জয়ন্তীর রস ১ তোলা, আদ্রক রস ১ তোলা দিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে জলকর্ণ ও কাকমাচির রসে এক এক দিন ভাবনা দিবে। আর গন্ধক ৮ তোলা ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ পারদ ও গন্ধক একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। [illegible] রস সহ সেব্য। ইহা দ্বারা কাসি, যক্ষ্মা, রক্ত [illegible]

অগ্নির উত্তাপে গালাইবে। রাখিয়া তদুপরি উক্ত দ্রব্য [illegible] গোলক দ্বারা চাপিবে

চতুর্ম্মুখ। [illegible]কে ১ তোলা; স্বর্ণ ২ মাষা লইয়া ঘৃতকুমারীর র[illegible] [illegible]ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন [illegible] বাহির করিয়া লইয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা [illegible]ল সহ সেব্য। ইহা সেবন করিলে বলি পলিত [illegible] কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, অপস্মার ও উন্মাদ প্র[illegible]মিত হয়। ভৈ রত্না

[illegible]ার্য্য। অনেক [illegible]ার হইয়া [illegible]না [illegible]ন সহ ব্যবহ[illegible]

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ। [illegible]সিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ½ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে [illegible]ড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা স্নায়বীয় পীড়া, উন্মাদ, শিরঃশূল, বাধির্য্য, কর্ণনাদ, জিহ্বার পক্ষাঘাত, স্ত্রীরোগ, মূত্র পীড়া, যক্ষ্মা ও জ্বর প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা পুষ্টিকারক আগ্নেয় ও বলকর। রসেন্দ্র সার

ষড়্‌গুণ বলিজারিত রসসিন্দূর।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া রসসিন্দুর প্রস্তুত করিবে, পরে উক্ত

রস সিন্দুরের সমান গন্ধক লইয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধপাতন করিবে, এইরূপ ৬ বার। সচরাচর ব্যবহৃত রসসিন্দুর অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত।

স্বর্ণসিন্দুর। সুবর্ণের সূক্ষ্ম পত্র ১তোলা, পারদ ৮ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত ১২ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া বোতল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টন ও কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ১২ প্রহর পাক করিবে। বোতলের মুখে এক খানি খড়ী দিয়া রাখিবে। শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উহার গললগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহাতে বিবিধ রোগ বিশেষতঃ পুরাতন জ্বর, কাসি, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা আরোগ্য হয়। বালকের পক্ষেও ইহা হিতকর। সংক্ষিপ্ত সার

সপ্তশালী বটী। পারদ ও খদির প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা মূল চূর্ণ ১ তোলা, মধু ১৷৷০ তোলা, যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র না হয় তাবৎ মর্দ্দন করিবে। পরে ৭টী বটিকা করিবে, প্রত্যহ প্রাতে জল সহ এক একটী বটিকা সেব্য। ইহাতে ফিরিঙ্গি (গরমি) রোগ আরোগ্য হয়। লবণ ও অম্ল ভক্ষণ নিষি[illegible]

উপদংশ রো[illegible] কজ্জলী তিন তোলা ও তণ্ডুল চূর্ণ ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৭ বটী করিবে। ইহা দ্বারা ৭ দিন ধূম প্রদান করিবে। ভাব

পারিজাত, পালতে মাদার।

লিগিউমিনেসী জাতীয় এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই জন্মে।

ইহার পত্র ও বল্কল দ্রবে ব্যবহার হয়, উপদংশীয় বাগিতে ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। সন্ধি বেদনায় উক্ত প্রলেপে বিশেষ উপকার হই[illegible] থাকে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার বল্কল শ্লেষ্মা, শোথ, মেদ ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র পিত্তরোগঘ্ন ও কর্ণ ব্যাধিবিনাশক।

পিত্ত।

মেষ, মহিষ, শূকর, ছাগ ও রোহিৎ মৎস্য পিত্ত সচরাচর ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। ইহার ক্রিয়া ঈষৎ রেচক। বৃষ পিত্তকে গোরোচনা কহে।

পিত্তল, পিতল।

তামা ও যশদ সংযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার শোধন, মারণ ও ক্রিয়া কাংসের সমান।

পিপুল, পিপ্পলী, কণা।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপর লংগম নামক লতার শুষ্ক ফল। ইহার মূলও ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মঘ্ন। ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল, উগ্র রঞ্জন ও পাইপেরিণ নামক বীর্য্য আছে। পিপুল মূল কটু, উষ্ণ, দীপন ও পাচন। পিপুল, শ্বাস কাস উদর, জ্বর, প্রমেহ, অর্শ, প্লীহা, শূল ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে উপকার দর্শে। বেদনাযুক্ত স্থানে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে ইহার ফাণ্ট প্রসবের পর ফুল নিঃসরণ করণার্থ ব্যবহার হয়। ডাঃ হারক্লট বলেন যে, সার্ব্বাঙ্গিক শোথে নিম্ন লিখিত ঔষধ উপকারী। পিপুল ২ ছটাক গোলমরিচ ও শুঠ প্রত্যেকে ১ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ ড্রাম, দিবসে ২।৩ বার সেব্য। চূর্ণের মাত্রা ১—৪ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপুল, শুঠ, চিতে, চই, রেণুক, এলাচ, রাধুনী, সর্ষপ, হিঙ্গু, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা,

ঘোড়ানিম, মূর্ব্বা, আতিস, কটকী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাতশ্লেষ্মা, গুল্ম, শূল ও জ্বর নষ্ট হয়। ইহা দীপন ও আম পাচন করে। ভাবঃ

পঞ্চকোল। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে ও শুঠের ক্বাথ বাত শ্লেষ্ম জ্বরাপহ। ঐ

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে, শুঠ, বচ, আতিশ, জীরা আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুক, চিরতা, মূর্ব্বা, সর্ষপ, মরিচ, কটফল, কুড়, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, আকন্দমূল, গজপিপুল, দুরালভা, যমানি, বন যমানী, কাকজংঘা ও হিঙ্গু ইহাদের সমভাগ লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

কণাদি ক্বাথ। পিপুল, গজপিপুল ও খই ইহাদের ক্বাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে জ্বরাতিসারগ্রস্ত রোগীর তৃষ্ণা আশু নিবারণ হয়। ঐ

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। পিপুল, কটফল, শুঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, কণ্টকারী, নিসিন্দা, যমানী, চিতে ও বাসকের ক্বাথ কৃষ্ণ-জীরা চূর্ণ সহ সেবন করিলে কফকাস আরোগ্য হয়। ঐ

বর্দ্ধমান পিপ্পলী। প্রত্যহ ৩, ৫ বা ৭ টীর হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া পিপ্পলী, গোদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া দশ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। তৎপরে ক্রমশঃ বৃদ্ধির নিয়মানুসারে হ্রাস করিয়া আর দশ দিন সেবন করিবে। এইরূপে বিংশতি দিবস সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু, শ্বাসকাস ও অগ্নি-মান্দ্য নিবারিত হয়। ঐ

চতুর্ভদ্রিকা। কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে কাস শ্বাস জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিকটুকাদ্য মোদক। ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, সজিনা মূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেয়াপুষ্প শালপাণ, আতিস, চিতা, সৌবর্চ্চল, জীরা, হবুষা ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা,

সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে যবের ছাতু ৯৮ পল, ঘৃত ৬ পল, মধু ৬ পল ও তৈল ৬ পল একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা, ইহাতে অতি দারুণ প্রমেহ শীঘ্র নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিকটু গুড়িকা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, সমভাগ; উভয়ের সমান গুগ্‌গুল লইয়া গোক্ষুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া গুটিকা করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ইহাতে প্রমেহ, বাতরোগ, মূত্রাঘাত ও মূত্রদোষ নষ্ট হয়। ঐ

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, চই চিতে, তালিশপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঠ প্রত্যেকে ১পল, দাড়িম অর্দ্ধ্যের, অম্লবেতস ২ পল, সমস্তগুলি চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও অর্শ, গ্রহণী ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

গ্রন্থিকাদি তৈল। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুঠ, রাস্না ও সৈন্ধব কল্কার্থ ও মাষকলাই ক্বাথ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পিপুল, সুগন্ধিবচ ও যমানী; তাম্বুল সহ মুখে ধারণ করিলে শুষ্ক কাস নিবৃত্তি হয়। ভাবঃ

পিপুল ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে, মধু ও ঘৃতসহ লেহন করিলে শ্বাস কাস উপশমিত হয়। ঐ

পিপুল, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, পারিজাত ফল ও শুঠ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে জ্বরের কাস নিবৃত্তি হয়। ঐ

পিপুল চূর্ণ দুই আনা হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড় সহ ১৫ দিন বা একমাস সেবন করিলে শোথ, শ্বাস কাস প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

পিপুল, ছাগ যকৃৎ মধ্যে স্থাপন ও পাক করিয়া পরে উহা পেষণ করিয়া রস বাহির করিবে। সেই রস স্থানীক প্রয়োগে নক্তান্ধ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পিঁয়াজ, পলাণ্ডু।

লিলিয়েসী জাতীয় য়্যালিয়ম সিপা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের স্থূল মূল। বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট জন্মে। ইহা উত্তেজক ও কফঘ্ন, বলকর ও বায়ুনাশক। ইহাতে একরূপ উগ্র তৈল আছে। (রসুন দেখ)।

পুদিনা।

লেবিয়েসী জাতীয় মেন্থা স্যাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালাদেশে সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক ও পাচক। দেশীয় চিকিৎসকেরা অগ্নিমান্দ্য রোগে ও বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বারা চাটনী প্রস্তুত হয়। ইহা এই জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষের সমগুণকারী।

পুঁই, পূতিকা।

ব্যাসিলা রুবব্রা নামক লতা।

ইহার মূল কল্ক, তিল তৈল সহ যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে সত্বর প্রসব হয়। ভাবঃ

ব্রণ ও অর্ব্বুদাদিতে পুঁই পত্রের রস মাখাইয়া উহার পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে উপকার হয়। ভৈঃ র

পুনর্ণবা, শোথঘ্নী।

নিক্‌টাজিনেসী জাতীয় বোরহাভিয়া ডিফিউজা নামক গুল্ম। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে। পুনর্ণবা শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ প্রকার। সচরাচর শ্বেত পুনর্ণবাই ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূল ঈষৎ রেচক, মূত্রকর ও আগ্নেয়। পাণ্ডু, শোথ ও উদরী রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার কফঃনিঃসারক গুণ আছে বলিয়া কেহ কেহ শ্বাসকাসে ব্যবহার করিতে বলেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সংশমনীয় কষায়। শ্বেত পুনর্ণবা, রক্ত পুনর্ণবা ও বিল্ব প্রত্যেকে ১পল, দুগ্ধ ৮পল, জল ৩২ পল একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট রাখিবে। জ্বর নাশার্থ ইহা পান করিতে দিবে। ভাবঃ

পুনর্ণবাদি ক্বাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্কী, পটোলপত্র, হরিতকী, নিম্ব, মুতা, শুঠ ও গুলঞ্চের কষায়; গোমূত্র বা গুগ্গুল সহ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদর, পাণ্ডু, শূল ও শ্বাস প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

পুনর্ণবাদি চূর্ণ। পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, শুঠ, সুলফা, বৃদ্ধদারক, শঠী ও মুণ্ডিতিকা চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। কাঁজি বা ঈষৎ উষ্ণাম্বু সহ ইহা পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। ঐ

পুনর্ণবাবলেহ। পুনর্ণবা মূল, ১০০ পল, কুশমূল, শতমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেত-কণ্টকারী, গুলঞ্চ, গোরক্ষ চাকুলে প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের, ঘৃত ১ আঢ়ক, কল্কার্থ—যষ্টিমধু, শুঠ, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেকে ২পল, যব অর্দ্ধ-সের, গুড় ৩০পল দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, বংক্ষণ শূল, যোনিশূল, গুল্ম ও বাতরক্ত নষ্ট হয়। ইহা বল্য ও রসায়ন। ঐ

পুনর্ণবা তৈল। পুনর্ণবা ১০০পল, জল ৬৪সের, পাক শেষ ১৬ সের তৈল ৪ সের, কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা, মুথা, যমানী কৃষ্ণজীরা, এলাচ, দারচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২তোলা, পেষণ করিয়া দিয়া যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে উদরী, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা নষ্ট হয়। সার কৌঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পুর্ণনবা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিল্বশুঠ, আতিস ও মুতার ক্বাথ মরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে শোথাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

পুনর্নবা, শুণ্ঠী, এরণ্ডমূল ও পঞ্চমূলের কষায় বাতিক শোথে প্রশস্ত। ঐ

শ্বেত পুনর্নবার কাথ সেবনে অন্তঃবিদ্রধী নষ্ট হয়। ঐ

পেঁপে।

প্যাপিয়েসী জাতীয় ক্যারিকা প্যাপিয়া নামক বৃক্ষ। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে আনীত ও রোপিত হইয়াছে। ইহার জন্মস্থান আমেরিকা।

ইহার অপক্ব ফল হইতে একপ্রকার দুগ্ধবৎ রস বাহির হয়, তাহার রাসায়নিক উপাদান ডিম্বের শ্বেতাংশের সমান। ইহার ক্রিয়া কৃমি-নাশক। এক কাঁচ্চা পরিমাণে ইহার দুগ্ধবৎ রস, মধু ১কাঁচ্চা ও স্ফুটিত জল ১ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিবে, শীতল হইলে উহা সেবন করিতে হইবে। ডাঃ ওয়ারিং বলেন যে, ইহা সেবনের দুইঘণ্টা পরে অর্দ্ধ ছটাক এরণ্ড তৈল, আদ কাঁচ্চা লেবুর রস সহ সেবন কর্ত্তব্য। ৩—৭ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা এবং তন্নিম্ন বয়সের রোগীকে এক তৃতীয়াংশ মাত্রায় সেবন করান উচিত। ইহা সেবনের পর পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে চিনি বা মিশ্রির সরবৎ অথবা শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। মহীলতার ন্যায় কৃমি এই ঔষধে নষ্ট হয়।

ইহার বীজেরও কৃমিনাশক গুণ আছে। এই বীজ রজঃনিঃসারক বলিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিখ্যাত। কিন্তু ইহার এই গুণ অদ্যাপি ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। পেঁপের দুগ্ধবৎ রস ১৫।২০ ফোটা অল্প চিনির সঙ্গে কিছু দিন সেবন করিলে প্লীহা রোগ উপশমিত হয়।

পোস্তঢেড়ী।

প্যাপেভিরেসী জাতীয় প্যাপেভর সম্‌নিফেরম নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষে অহিফেণের জন্য ইহার চাস হয়। ইহার অপক্ব ফল চিরিয়া দিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা শুষ্ক হইলে আফিং কহে। বেহার প্রদেশে ইহার চাস হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। নিদ্রাকারক, মাদক, বেদনাহারক ও উত্তেজক। ইহার সার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার হয়, কিন্তু অহিফেনের মত প্রবল গুণকর নহে। বেদনাযুক্ত ও আহত স্থানে ইহার কাথ দ্বারা সেক দিলে উপকার হয়। ইহার বীজ আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার হয়। এই বীজ হইতে শতকরা ৫০অংশ ঈষৎ পীতবর্ণ পরিষ্কার তৈল নিঃসৃত হয়। ৪০ তাপাংশের কমে ইহা জমিয়া যায়, তদূর্দ্ধে তরল হয়। এই তৈল ইথরে দ্রবণীয়, শোধিত সুরাতে আংশিক দ্রব হয়। এই তৈল পোষক ও তরল-কারক। মর্দ্দন, মলম ও পলস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ইহা অলিভ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কর্ণ বেদনায় এই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বেদনা উপশমিত হয়। বাহ্যিক প্রদাহ, মচ্‌কান বেদনা প্রভৃতিতে ইহার কাথ দ্বারা সেক দিলে উপকার দর্শে।

প্রয়োগরূপ।

পোস্ত ঢেড়ীর কাথ। বীজ রহিত পোস্ত ঢেড়ী কুট্টিত ১ছটাক, জল ১৫ছটাক। আবৃতপাত্রে দশ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। সেক দেওয়ার জন্য ব্যবহার্য্য।

পোস্তঢেড়ীর সার। বীজরহিত পোস্ত ঢেড়ী কুট্টিত আদ সের, সুরা ১ছটাক, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন। পোস্তঢেড়ী পাঁচ পোয়া জলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিবে, পরে পার্কোলেশন যন্ত্রমধ্যে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ জল দিবে, যে পর্য্যন্ত না পোস্ত অসার হয়। অনন্তর এই ফাণ্টকে জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে গাঢ় করিয়া দশ ছটাক করিবে, শীতল হইলে সুরা সংযোগ করিবে। ২৪ ঘণ্টা পরে উপরের স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। মাত্রা ১—২॥০ রতি।

প্রবাল।

ত্রিফলার কাথের মধ্যে রাখিয়া প্রবাল সিদ্ধ করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়। পরে মুচীর মধ্যে পুরিয়া পোড় দিয়া চূর্ণ করিবে।

ইহার ক্রিয়া বলকর, পরিবর্ত্তক ও পুষ্টিকর। মূত্ররোগ ও ক্ষয়কাস প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য। প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। ভাবঃ

বসন্ত কুসুমাকার রস। প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, অভ্র প্রত্যেকে ৪ ভাগ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ, লৌহ, সীসা, বঙ্গ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্মের মৃণাল, মালতীপুষ্প, কদলীমূলের রসে এবং মৃগনাভির ক্বাথে যথাক্রমে ৭বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিবিধ রোগ নষ্ট ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহাতে প্রমেহ, শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, সোমরোগ, বহুমূত্র, ক্ষয় কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। ইহা ঘৃত মধু চিনি সহ সেব্য। ভৈঃ র

ফটকিরি, স্ফটিকারি।

ইহার ল্যাটিন নাম য়্যালিউমেন ও ইংরাজী নাম য়্যালম। আগ্নেয় গিরি সকলের নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে ফটকিরি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কচ, সিন্ধু ও পঞ্জাব রাজ্যে ইহা প্রস্তুত করে। বাজারের ফটকিরি জলে দ্রব করিয়া সেই জল শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ ফটকিরির দানা পাওয়া যায়।

ইহার আস্বাদ প্রথমতঃ তীক্ষ্ণ কষায়; শেষ ঈষৎ অম্লমধু বোধ হয়। অগ্নি সন্তাপে প্রথমতঃ গলে, পরে উহার অভ্যন্তরস্থ জল শুষ্ক হইলে স্ফীত হইয়া উঠে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার প্রধান ক্রিয়া সংকোচক ও রক্তরোধক। অধিক মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে উগ্রতা ও প্রদাহ উপস্থিত হয়। পাঁচ আনা বা ততোধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা বমন ও কদাচিৎ পাকাশয়ে বেদনা ও ভেদ উপস্থিত হয়। স্থানীক প্রয়োগে সংকোচক ও দাহক।

পুরাতন উদরাময়ে অন্ত্রের শিথিলতা থাকিলে ইহা ২—৫রতি মাত্রায় পলাশ গঁদ সহ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়। জরায়ু ও নাসিকা

প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা স্থানিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আশু উপকার দর্শে। মুখ, তালু ও গলনলীর বিবিধ রোগে ইহা ব্যবহার্য্য। তালু ও মাড়িতে ক্ষত হইলে, তালু শিথিল, মাড়ি স্ফীত ও কোমল হইলে গন্ধবোলের অরিষ্ট সহ ইহার কুলী করিলে বিশেষ উপকার হয়। কুলী করণার্থ ফটকিরি ১ড্রাম, জল ৮বা ১০ আউন্স দিবে। বিবিধ প্রকার ক্ষতে ইহার চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে। মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগে ফটকিরি বিলক্ষণ উপকার করে। প্রমেহ রোগে ফটকিরি ২রতি, জল আদছটাক একত্রে মিশাইয়া মূত্র-মার্গে পীচকারি দিলে পূঁয ক্ষরণ লাঘব হয়। এ ভিন্ন কাবাবচিনির সঙ্গে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যায়। শ্বেতপ্রদর রোগেও ইহার পীচকারি উপকারক। বিবিধ চক্ষু-প্রদাহে (চক্ষুউঠা) ইহার ধৌত মহোপকারক। ১২রতি মাত্রায় আদ ছটাক জলে দ্রব করিয়া চক্ষু ধৌত করিবে। ফটকিরি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তপ্ত লৌহ পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, গলিয়া গেলে অল্পে অল্পে লেবুর রস দিবে, যে পর্য্যন্ত না কৃষ্ণবর্ণ ও কর্দ্দমাকার হয়। পরে উহা তপ্ত তপ্ত লইয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষুউঠা আরোগ্য হয়। সরলান্ত্র বহির্গমন রোগে ইহার পীচকারি (ফটকিরি ৩০রতি, জল ৪ছটাক) দিলে উপকার হয়। চক্ষুতে আঘাত লাগা বশতঃ স্ফীততা থাকিলে, ফটকিরি, ১৫রতি ও একটা ডিম্বের শ্বেতাংশ একত্রে মিশ্রিত ও বস্ত্রমধ্যে করিয়া পুলটীসরূপে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় রোগে ফটকিরি, খদির ও দারচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে ৫রতি লইয়া মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়।

প্রাচীন ক্ষতে ফটকিরি চূর্ণ ১তোলা, খদির পাঁচ আনা, অহিফেণ আড়াই আনা, ঘৃত বা মোমের মলম আদ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পুরাতন তুলা বা বস্ত্র খণ্ডে উহার একটু মাখাইয়া ক্ষতোপরি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সংস্থাপন করিবে।

ফটকিরির মাত্রা ২—১০ রতি, জলে দ্রব করিয়া বা মধু সহ অবলেহ রূপে প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

দগ্ধ ফটকিরি। চিনের পাত্রের মধ্যে ২ছটাক ফটকিরি রাখিয়া অগ্নি সন্তাপ দিবে। পরে উহা শুষ্ক স্ফীত ও শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিলে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহার ক্রিয়া মৃদু দাহক। ফটকিরি অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া প্রবলতর। মাত্রা ১—৫ রতি।

ফটকিরির তক্র। ৬০ রতি ফটকিরি, দশ ছটাক দুগ্ধের সহিত, ফুটাইলে দুগ্ধ ছিড়িয়া যায়। পরে ছানা ছাকিয়া লইয়া ঐ তক্র অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক মাত্রায় সেব্য। ইহা সংকোচক ও পোষক। দৌর্ব্বল্যাবস্থায় উদরাময় হইলে প্রযোজ্য। বহুমূত্র, রক্তস্রাবাদি রোগেও ইহা সেবনে উপকার হয়। ইহার ছানা পুলটীসরূপে ব্যবহার করা যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নয়নশানাঞ্জন। পিপুল, সৈন্ধব, পিপুলমূল, রসাঞ্জন, সুরমা, সমুদ্রফেণ, শ্বেত পুনর্নবা সম্ভূত চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, লোধ, ফটকিরি, শঙ্খনাভি ও কর্পূর সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিবে। তৎপরে মধুর সহিত লৌহ পাত্রে তাম্র দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে তিমির ক্ষয় ও পটল পুষ্প নষ্ট হয়। ভাবঃ

বালা, হ্রীবের।

মালভেসী জাতীয় প্যাভোনিয়া ওডোরেটা নামক বৃক্ষের সুগন্ধি মূল।

ক্রিয়া। শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন, পাচন, এবং ইহা হৃল্লাস অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ ও আমাতিসার নাশক। ভাব

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

হ্রীবেরাদি। বালা, রক্তচন্দন, বেণারমূল, ক্ষেৎপাঁপড়া সাধিত সুশীতল বারি পান করিলে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ সমন্বিত জ্বর নষ্ট হয়। ভাব

বালা, শুঁদি, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্ঠিমধু, গুলঞ্চ, বেণারমূল ও ত্রিবৃতের ক্বাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে রক্তপিত্ত সদ্য নষ্ট হয়। ভাবঃ

বালা, শোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মূতা, বেনারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতিসের ক্বাথ সেবনে গর্ভিণীর জ্বর আরোগ্য হয়। ঐ

বেড়েলা, বলা, বাট্যালক।

মালভেসী জাতীয় সিডা কর্ডিফোলিয়া নামক ছোট বৃক্ষের মূল, বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে।

ক্রিয়া। মধুর, স্নিগ্ধ, গ্রাহী, বলবর্ণকর এবং বায়ু, রক্তপিত্ত ও ক্ষতনাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বলাতৈল। বেড়েলার ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে বিবিধ বাতব্যাধি নষ্ট হয়। চক্র

মহাবলা তৈল। বেড়েলামূলের ক্বাথ, দশমূলের ক্বাথ, যব, কুল ও কুলথের ক্বাথ ও দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ ভাগ, তৈল ১ভাগ; কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী যষ্ঠিমধু, সৈন্ধব, অগুরু, সর্জ্জরস, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাচ, কৃষ্ণজীরা, অনন্তমূল, জটামাংসী, শৈলেয়, তেজপত্র, তগর পাদুকা, শ্যামালতা, বচ, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্ণবা দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি, হিক্কা, শ্বাস, গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

বলা ঘৃত। বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মেদ, আলকুশীবীজ, শতমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না, দ্রাক্ষা ও চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বারা বিপাচিত ঘৃত সেবনে বাতরক্ত নষ্ট হয়। ঐ

বলাদ্য ঘৃত। বেড়েলা, যষ্ঠিমধু, গোরক্ষচাকুলে, অর্জ্জন বৃক্ষের

বল্কলের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত সেবনে হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত উপশমিত হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বেড়েলা মূল বল্কল চূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবনে মূত্রাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

পীত বেড়েলার মূল ও শুণ্ঠীর ক্বাথ সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

বেড়েলার ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ সহ সেবনে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি ও বিসূচী নষ্ট হয়। ঐ

বেড়েলা মূল চূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ ও প্রদর রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মীশাক।

স্ক্রফিউলেরিয়েসী জাতীয় হার্পিসটিস্ মনিরা নামক গুল্ম।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক। ইহা অপস্মার, উন্মাদ ও স্বরভেদে ব্যবহার্য্য। ইহার শাক ভাজিয়া খাইলে স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়। ব্রাহ্মীরস ৪ তোলা, কুড় চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা একত্রে পান করিলে উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়। ভাব

ব্রাহ্মীঘৃত। ব্রাহ্মী রস ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্প মিলিত আধ সের কল্কার্থ দিয়া পাক করিবে। ইহাতে অপস্মার ও উন্মাদ নষ্ট হয়। ঐ

ভাং সিদ্ধি, বিজয়া।

অরটেসী জাতীয় ক্যানেবিস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের পত্র। বেহার অঞ্চলে যাহা জন্মে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ক্রিয়া। মস্তিষ্ক উত্তেজক, নিদ্রাকারক, মাদক ও কামোদ্দীপক এবং আগ্নেয় ও সংকোচক। ভাং জলে বাটিয়া উহাতে সুগন্ধি মসলাদি

ও অল্প শর্করা দিয়া এবং জলে গুলিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকলে সেবন করিয়া থাকে, সংকোচনার্থ ইহা বাটিয়া ও বড়ী বাঁধিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। সিদ্ধিপত্র, ঘৃত, শর্করা প্রভৃতির যোগে মাজুন নামে ইহার একরূপ পাক প্রস্তুত হয়। উহার বিশেষ বিশেষ মাদকতা গুণ আছে।

মাজন প্রস্তুত প্রণালী। সিদ্ধি ১০ তোলা, ঘৃত ১০ তোলা, মৃত্তিকা পাত্রে অল্প ভাজিবে, পরে তাহাতে ১০ ছটাক জল ঢালিয়া দিয়া জলাবশেষ পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে ও অনবরত নাড়িবে। সমস্ত জল নিঃশেষিত হইলে ঘৃতের চড় চড় শব্দ হইতে থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া তৈলাক্ত দ্রব পদার্থ রাখিবে ও বস্ত্র মধ্যস্থ পত্রাদি ফেলিয়া দিবে। পরে এই হরিৎবর্ণ তৈলাক্ত পদার্থ একটী পাত্রে রাখিয়া তদুপরি জল ঢালিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা ধৌত করিবে, যতক্ষণ জল বিবর্ণ না হয়। এইরূপ করিলে উহার বর্ণদ পদার্থ বিদূরিত হয়। অতঃপর চিনি ১ সের অল্প জলে গুলিয়া এক খানি লৌহ কটাহে চড়াইয়া জ্বাল দিবে; ফুটিতে আরম্ভ হইলে জল মিশ্রিত দুগ্ধ ১।২ ছটাক ঢালিয়া দিয়া চিনির গাদ কাটিয়া ফেলিতে হয়। পাক যখন এরূপ হইবে যে কোন পাত্রে ঢালিয়া দিলে জমিয়া যাইবে, তখন উহাতে আতপ শুষ্ক দুগ্ধক্ষীর ২ ছটাক ও পূর্ব্বোক্ত তৈলাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া এক খানি থালে ঢালিবে। অবশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ খণ্ডে বিভক্ত করিবে। ইহার সিকি তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বেশ মাদকতা জন্মে। সিদ্ধি ব্যবহারার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উহা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জ্বালানল রস। যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, সোহাগার খই, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে, শুণ্ঠী প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্ব তুল্য ভৃষ্ট সিদ্ধি চূর্ণ, সিদ্ধির অর্দ্ধেক সজিনামূল বল্কল চূর্ণ। এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি, সজিনা ও চিতার রসে তিন দিন ভাবনা

দিবে, তদনন্তর উহা লঘুপুটে পাক করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা, মধু সহ লেহন করিবে, তৎপরে গুড়, শুঠ চূর্ণ সেব্য। ইহাতে অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি নষ্ট হয়। রস রত্ন প্র

লাই চূর্ণ। গন্ধক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, ত্রিকটু মিলিত ৪ তোলা, পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১ তোলা, ভৃষ্ট হিঙ্গু ও জীরকদ্বয় প্রত্যেকে ১ তোলা, সর্ব্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা সিকি হইতে আদ তোলা, তক্র বা বেলপাতার সঙ্গে সেব্য। ইহাতে গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

মদন মোদক। সবীজ সিদ্ধিপত্র চূর্ণ (ঘৃত ভর্জিত) ২০ ভাগ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধনে, সৈন্ধব, শঠী, তালিশপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্ঠিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে ১ ভাগ, চিনি ২০ ভাগ, জল দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত মধু দিয়া মোদক বাঁধিয়া, ভর্জিত তিল চূর্ণ, তেজপত্র, দারুচিনি ও এলাচ চূর্ণ মোদকোপরি ছড়াইয়া দিবে। অবশেষে উহা ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ¼ হইতে ½ তোলা। ইহাতে সংগ্রহ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ইহা বৃষ্য ও কামোদ্দীপক। সার কৌ

কামেশ্বর মোদক। অভ্র, কটফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শতমূল, যমানী, মাষকলাই, তিল তণ্ডুল, ধনে, শঠী, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, পুনর্ণবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমূল মূল ও আলকুশীবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা, সিদ্ধি চূর্ণ ৪২ তোলা, চিনি ১৬৮ তোলা, পাক যোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত, মধু দিয়া মোদক বাঁধিবে, মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ

ও চিনি সেবন কর্ত্তব্য। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, শ্বাস কাস, নষ্ট হয় এবং শরীর পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ র

মদনানন্দ মোদক। পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা কৃষ্ণজীরা, যষ্ঠিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটী, শুঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বৈচেলা, গোরক্ষ-চাকুলে, দারচিনি, ধনে, গজপিপুল, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাদালে, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শতমূল, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক বীজ ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া ও শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণের এক চতুর্থাংশ শিমূল চূর্ণ এবং শিমূলমূল চূর্ণ সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ লইয়া ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উক্ত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পরে নামাইয়া দারচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা ও উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত এবং মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক বাঁধিবে। মাত্রা সিকি হইতে এক তোলা; দুগ্ধ ও চিনি সহ সেব্য। ইহাতে অপস্মার শ্বাস কাস, প্রমেহ, বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐ

ভাঁট, ভাণ্ডীর, ঘেঁটু।

ভার্বিনেসী জাতীয় ক্লিরোডেনড্রন ইনফরচুনেটম নামক বৃক্ষ। বাঙ্গালা মালাবার ও দক্ষিণ কনকান প্রদেশে জন্মে।

ডাক্তার কানাইলাল দের মতে ইহার সদ্য পত্রের রস ক্রিমীনাশক, জ্বরঘ্ন ও বলকারক। শিশুদের জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার পত্রের

চূর্ণ ৩ হইতে ৭ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে সবিরাম জ্বর আরোগ্য হয়। ইহার সুফল আমরা বহুবার উপলব্ধি করিয়াছি। ইহার মূল পেষণ করিয়া মদ্য বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলবেদনা আরোগ্য হয় এবং উহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে সর্পূর উদ্ভেদ শুষ্ক হইয়া যায়।

ভূতরাজ।

অস্‌মনডেসী জাতীয় লাইগোডিয়ম ও ফিয়াগ্নোসম বা ফ্লেকসিওজম নামক বৃক্ষ। বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া। হাঁচিকারক। ছর্দম্য শিরঃপীড়ায় ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ নাসিকায় স্থানীক প্রয়োগ করিলে হাঁচিকারক ও প্রত্যুগ্রতাসাধক হইয়া উপকার করে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী, ভূঁইকুমড়া।

কনভলভিউলেসী জাতীয় বাটাটাস প্যানিকিউলেটস নামক লতার বৃহৎ স্থূল মূল। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাদু, মধুর, স্নিগ্ধ ——— শুক্রদ, মূত্রল ও বলবর্ণকর। চক্রদত্ত বলেন যে, ইহার মূল চূর্ণ ··· ভাবঃ সেবন করিলে স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। ··· দুগ্ধ ও

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বিদারী ঘৃত। ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যূথী, মাতুলুঙ্গ, ভূস্তৃণ, (গন্ধ তৃণ) শাতরকুচী, লতাকস্তূরী, আকন্দ, গজপিপুল, চিতে, পুনর্ণবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, কেশুর, পদ্মকেশর, পাণিফল, ভুঁই-আমলা, শালপাণ, শর, ইক্ষু কুশ ও কাশ মূল, প্রত্যেকে ২ পল লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে। পরে উহা ৪ সের ঘৃত সহ পাক করিবে এবং তাহাতে শতমূল ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ৪ সের ও দুগ্ধ ৮ সের দিবে এবং

কল্কার্থ—শর্করা ৬ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী ফল, পরুষক, ছোট এলাচ, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা ও জীবনীয় গণ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু মিলিত ১৬ তোলা দিয়া মৃদু অগ্নিতে শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত, শর্করা অশ্মরী ও শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাব

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস। ভূমি-কুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ রসসিন্দুর ও মধুসহ সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ভূমি-কুষ্মাণ্ড, গোধূম ও যব চূর্ণ ঘৃতপ্লুত করিয়া পান করাইয়া পরে মধু ও শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইলে শিশুর কার্শ্য নিবারণ হয়। ভাব

ভূমি কুষ্মাণ্ড মূল চূর্ণ, উহারই রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, পরে তাহা দুগ্ধ ও ঘৃত সহ সেবন করিলে অত্যন্ত কামোদ্দীপন হয়। ভৈ রত্না

ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ।

১ তোলা ও ড

জাতীয় ইক্লিডিগ্রিয়া ক্যালেণ্ডিউলেসিয়া ও ইকলিপ্টা প্রস-

মাত্রা সিকি

শ্বাস ...মক দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেরই জলা স্থানে ...ন্মে। কেশরাজকে সাধারণতঃ কেশুরিয়া বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক তীক্ষ্ণ রুক্ষ, কফবাতহর, কেশ্য এবং কৃমি, শ্বাস কাস, শোথ, পাণ্ডুরোগনাশক ও বলকারক। ইহার পত্রের রসের নস্য টানিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। চর্ম্ম, ত্বক ও শিরোরোগেও এই ঔষধ ব্যবহার হয়। এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রের রস শুভ্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেশুরিয়ার রস ও নারিকেলের তৈল একত্রে পাক করিয়া উপদংশীয় ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ইণ্ডি

য়ান ফার্ম্মাকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে, কেশুরিয়ার মূল বিরেচক ও বমনকারক। প্লীহা, যকৃৎ ও উদরীতে ব্যবহার করিয়া ডাক্তার জে স্মিথ ও মুডিন শেরিফ উপকার লাভ করিয়াছেন। মেঃ উড্ বলেন যে, ইহার পত্র রসের ক্রিয়া ট্যারাক্সিকমের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ষড়বিন্দু তৈল। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, সলুফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, শুঠ; কৃষ্ণতিল তৈল ও ছাগ-দুগ্ধ সমভাগ, তৈলের চতুর্গুণ ভৃঙ্গরাজ রস দিয়া পাক করিবে। ইহার নস্য টানিলে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়। ভাব

ভৃঙ্গরাজ তৈল। তিল তৈল ৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস ১৬ সের, কল্কার্থ—মণ্ডুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামালতা মিলিত ১ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে দারুণক, অকাল পলিত, কণ্ডু, ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ.

জাতিফলাদ্য চূর্ণ। ইহার প্রধান উপাদান ভৃঙ্গরাজ। (জায়ফল দেখ)

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়। ভাবঃ

গাম্ভারী মূল, নীলঝিণ্টী ফুল, কেতকীমূল, লৌহ চূর্ণ, ভৃঙ্গরাজ ও ত্রিফলা দ্বারা তৈল পাক করিবে। পরে তাহা লৌহ পাত্রে রাখিয়া এক মাস মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে উত্তোলন করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ঐ

ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগ দুগ্ধ তুল্য পরিমাণে লইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নস্য টানিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট হয়। ঐ

ভৃঙ্গরাজের রস নিরন্তর মাসাবধি সেবন ও দুগ্ধ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। ঐ

ভৃঙ্গরাজের রস মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশোদ্ভব হয়। ঐ

ভেলা, ভল্লাতক, অরুষ্কর।

য়্যানাকার্ডিয়েসী জাতীয় সিমিকার্পস য়্যানাকার্ডিয়ম নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহাতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ উগ্র রস আছে, তাহা স্থানীক প্রয়োগে দাহক ও ফোস্কাকারক। এই রস কোমল চর্ম্মে লাগাইলে প্রদাহ ও স্ফীততা উৎপাদিত হয়। ইহার বাষ্প লাগিলে মুখমণ্ডলে বীসর্প রোগ উৎপন্ন হয়, ইহার কাষ্ঠের দ্বারা রন্ধনাদি করিলেও পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব ইহার ব্যবহার সাবধানে করা কর্ত্তব্য। দেশীয় রজকেরা কাপড়ে দাগ দিবার জন্য চূণের জল সহ ইহার রস বস্ত্রে লাগাইয়া থাকে। ইহার রস জলে অদ্রবণীয়, সুরা সারেও মিশ্রিত হয় না; কিন্তু ক্ষার সহ মিশ্রিত করিলে দ্রব হয়। ইহার ত্বক হইতে এক প্রকার গঁদ বাহির হয় তাহা গণ্ডমালা, উপদংশ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক। ইহার ত্বক মৃদু সংকোচক। ইহার বীজ জলে সিদ্ধ করিলে একরূপ তৈল প্রস্তুত হয়, তাহার স্থানীক ক্রিয়া প্রবল ফোস্কাকারক। ডাং ওসানেসী তাঁহার হস্তের পশ্চাদ্ভাগে এই তৈল ১ ফোটা লাগাইয়াছিলেন, তাহাতে দদ্রুবৎ কণ্ডূয়নশীল উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় এবং উহা আরোগ্য হইতে ৮ মাস লাগিয়াছিল। আরোগ্যের পরও দগ্ধবৎ ক্ষতচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। বীজ সিদ্ধকালে যে ধূম উদ্গত হয়, তৎসংলগ্নে বীসর্প বা বিস্তীর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলাভ্যন্তরস্থিত শস্য নিষ্পেষণ করিলে শতকরা ৭ অংশ কৃষ্ণবর্ণ উগ্র তৈল নিঃসৃত হয়। বীজাবরণ ত্বক হইতে শতকরা ৫ অংশ কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কাকারক তৈল নিঃসৃত হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা শোথকর, দাহক, কষায়, পাচন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ভেদক, বহ্নিকর এবং কফ, বাত, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, শোফ জ্বর ও ক্রিমীনাশক।

ভেলাশোধন। ইহা ব্যবহারের পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ভেলা ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিবে, পরে জল দ্বারা

প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে গোবর ও জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত করিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ভল্লাতকাদ্য তৈল। ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতার কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে নাড়ীব্রণ পুরিয়া উঠে।

অমৃত ভল্লাতকাবলেহ। দ্বিখণ্ডিত ভেলা ৪ সের, গুলঞ্চ ৪ সের, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের; কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে ঘৃত ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ২ সের ও মধু ২ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া বিল্ব, কাটবিষ, গুলঞ্চ, বাব্চী, চাকুন্দে-বীজ, নিম্ব, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, শুঠ, পিপুল, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারচিনি, এলাচ, নাগেশ্বর, ক্ষেৎপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শ্বেতচন্দন ও কর্চ্চুর প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে। জল সহ সেব্য। মাত্রা ১০—২০ রতি। ইহাতে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ, বাতরক্ত ও অর্শ নষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নি, অম্ল, মাংস, দধি, স্ত্রী ও তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। ভাব

মহা ভল্লাতকাবলেহ। নিম্ব-ত্বক, শ্যামালতা, আতিস, কটকী, বলা, ডুমুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, সোমরাজ, দুরালভা, বচ, খদির, শ্বেতচন্দন, আকনাদি, শুঠ, শঠী, বামনহাটী, বাসক, চিরতা, কুটজ, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মূর্ব্বা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিতা, পলাশ গুলঞ্চ, ঘোড়ানিম, পটোল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, আরগ্বধ, ছাতিম জলবেতস, শ্বেত গুঞ্জাফল, মঞ্জিষ্ঠা, কুশলাঙ্গলী, রাস্না, করঞ্জ, পুনর্ণবা, দন্তী বীজকসার, ভৃঙ্গরাজ, পীত ঝিণ্টী, অঙ্কোট, শেওড়া প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের; শেষ ৮ সের। ভেলা এক সহস্র ছেদন করিয়া ১৯২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে, পরে উভয় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহ—

বৎ হইলে উক্ত এক সহস্র ভেলার মজ্জা বাহির করিয়া উহাতে দিবে এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব, রক্তচন্দন, কুড়, যমানী প্রত্যেকে ১পল ও সৌগন্ধার্থ দারচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ ও অনান্য চর্ম্মপীড়া ও অর্শ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের ক্বাথ ও দুগ্ধ অনুপেয়। ঐ

অমৃত ভল্লাতকী। সুপক্ক ভল্লাতক ফল দ্বিখণ্ডিত ৮ সের, জল ৩২ সের, পাক শেষ ৮ সের; ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ ভেলা সকল পুনরায় ৩২ সের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত ক্বাথ দ্বয় সহ ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ঘন হইলে উহার সহিত চিনি ২ সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ মাসা। ইহা অর্শ ও গুহ্যদ্বারের রোগে ব্যবহার্য্য। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ

তিল, ভেলা, হরীতকী ও গুড় সমাংশে (মিলিত ১০—২০ রতি) ভক্ষণ করিলে অর্শ নষ্ট হয়। ভাব

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্ণবা ও পঞ্চমূল দ্বারের ক্বাথ সেবনে উরুস্তম্ভ নিবারণ হয়। ঐ

ভেলা-জনিত শোথে তিল, নবনীত ও মাহিষী দুগ্ধ, অথবা তিল, কৃষ্ণ-জীরা ও মৃত্তিকা একত্রে লেপ দিলে আরোগ্য হয়। ঐ

মঞ্জিষ্ঠা।

রুবিয়েসী জাতীয় রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া নামক বৃক্ষের মূল। নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহা উৎকৃষ্ট লালবর্ণ, বস্ত্রাদি রং করিতে ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া। রজোনিঃসারক, অল্প রজরোগে রজঃনিঃসারক হইয়া উপকার করে। ডাঃ এনেস্‌লি বলেন যে, ইহার মূলের ফাণ্ট, প্রসবান্তে

ক্লেদ নিঃসরণের হ্রাসতা হইলে যবন স্ত্রীলোকেরা সেবন করে। ডাং জে প্লেফেয়ার বলেন যে, এক তোলা পরিমাণে ইহার মূল দিনে ২।৪ বার সেবন করিলে প্রলাপাদি স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়; কিন্তু স্নায়বীয় লক্ষণাদি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা মধুর, তিক্ত কষায়, স্বর, বর্ণকর, গুরু ও উষ্ণ। ইহা শ্লেষ্মা, শোথ, যোনি, অক্ষি ও কর্ণ বেদনাহর এবং রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, বীসর্প, ব্রণ ও মেহরোগ নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

লঘু মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ। মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, কটকী, বচ, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড ও নিম্বের ক্বাথ সেবনে সর্ব্ব কুষ্ঠ, কণ্ডু, পামা, রক্তমণ্ডল ও দদ্রু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ভাব

মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি। মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, চাকুন্দেবীজ, নিম্ব, হরীতকী হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূল, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্ঠিমধু গোক্ষুর, পটোলপত্র, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দনের ক্বাথ সেবন করিলে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ঐ

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি। মঞ্জিষ্ঠা, কুটজ, গুলঞ্চ, মুতা, বচ, শুঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিম, পটোলপত্র, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, তেঁতুল মূর্ব্বা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, বলাডুম্বুর, আকনাদি, শতমূল, খদিরবৃক্ষের ছাল, ত্রিফলা, মহানিম্ব, অসন, সোঁদাল, প্রিয়ঙ্গু, সোমরাজ, রক্তচন্দন, বরুণ, দন্তী, শেওড়া, বাসক, ক্ষেতপাপড়া, অনন্তমূল, আতিস দুরালভা, ইন্দ্রবারুণী ও বালার ক্বাথ সেবনে সকল প্রকার চর্ম্মরোগ ও বাতরক্ত নষ্ট হয়। ঐ

[illegible] ঘৃত। মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বার কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে ইহা স্থানীক প্রয়োজ্য। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে ব্যঙ্গ নষ্ট হয়। ভাব

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজি সহ বাটিয়া লেপ দিলে প্রদাহ ও বেদনা হ্রাস হয়। চক্রঃ

মণ্ডুর, লৌহমলা। ৮

লৌহ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া উহার উপরে হাতুড়ীর আঘাত করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ছিটকাইয়া পড়ে, তাহাকে লৌহমল বলে। উহা কিছুকাল মৃত্তিকাতে পড়িয়া থাকিলে তৎপরে ব্যবহারার্থ গ্রহণ করা উচিত। মণ্ডুর গোমূত্রে ভিজাইয়া ও মর্দ্দন করিয়া লৌহের প্রণালী অনুসারে শোধন ও মারণ করিতে হয়।

ইহা লৌহের সমগুণবিশিষ্ট। গোমূত্র সিদ্ধ মণ্ডুর, গুড় সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও পংক্তিশূল নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পুনর্ণবা মণ্ডুর। পুনর্ণবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা কুড়, হরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী পিপুলমূল, মুতা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, যমানী ও কটফল প্রত্যেকে ১ পল, সর্ব্ব দ্বিগুণ মণ্ডুর; আটগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। প্রথমতঃ মণ্ডুর গোমূত্র সহ পাক করিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিতে হয়। গুড়ের দ্বারা বটিকা করিয়া তক্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডু, কামল, হলীমক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাব

ত্র্যূষণাদি মণ্ডুর। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, দারচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু প্রত্যেকে ২ পল চূর্ণ, সর্ব্বদ্বিগুণ মণ্ডুর চূর্ণ; প্রথমে আট গুণ গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে, পরে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে যজ্ঞডুম্বুরবৎ বটিকা করিবে, তক্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডুরোগ, অর্শ, প্লীহা প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

গুড় মণ্ডুর। গুড়, আমলকী ও হরিতকী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, মণ্ডুর ৩ পল, মধু ও ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ভোজনের

আদি মধ্য ও অবসানে সেব্য। মাত্রা ½ হইতে ১ তোলা। ইহাতে অন্নদ্রব শূল, অম্লপিত্ত ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ঐ

মদন ফল।

কবিরেসী জাতীয় র‍্যাণ্ডিয়া ডুমিটোরম নামক বৃক্ষের ফল। ইহার বৃক্ষে একরূপ কণ্টক আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিশেষতঃ মহীসুর অঞ্চলে জন্মে। এই ফল সুপারি বা তদপেক্ষা কিছু বড় হয়।

ক্রিয়া। বমনকারক। ডাঃ বিডী বলেন যে, মহীসুরে দুঃখীলোকেরা ইহা বমন করণার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনিও ইহার ব্যবহার অনেক বার দেখিয়াছেন, ১৫ মিনিটের মধ্যে ইহার বমনকারক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। একটী সুপক্ক ফল একবার সেবন করিতে হয়, ইহা উগ্র বমনকারক ঔষধ। ডাঃ ওসানেসী ইহার বমনকারক গুণের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ডাঃ এনেস্‌লির মতে ইহার মূল বল্কলের কাণ্ট অন্ত্রপীড়ায় বিবমিষা জননার্থ প্রয়োজিত হইতে পারে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মধুর, তিক্ত, উষ্ণ বীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, বমনকারক এবং বিদ্রধী, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্ম রোগঘ্ন। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকেরা বমন করাইবার জন্য ইহা সচরাচর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা তাদৃশ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। মদনের ক্বাথ পানে বমন হয়, মদন ফল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে শূল নিবারণ হয়। ভাব

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মদন ফলাদি ফলবর্ত্তি। মদন ফল, পিপুল, কুড়, বচ, শ্বেতসর্ষপ, গুড় ও দুগ্ধ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা মলদ্বারে দিয়া রাখিলে উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়। ভাব

পঞ্চ কষায়। বাসক, বচ, নিম ছাল, পটোলপত্র ও প্রিয়ঙ্গু ছাল প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ইহার এক ছটাক সহ একটী মদন ফলের শাঁস সেবন করিলে বমন হয়। চক্র

মদ্য, মদিরা, সুরা।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার মদ্য পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। যথা মাদ্ধিক, খার্জুর, গৌড়ী, শিধু, সুরা, কোহল, মধুলিকা, মধুক পুষ্পোত্থ, জাম্বব, কাদম্ববী, বল্কলি ও বারুণী। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্রব্য যোগে প্রস্তুত বলিয়া তদ্রূপ নামে আখ্যাত। উপরে যে কয়েকটী মদ্যের নাম উল্লিখিত হইল তাহা যে দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়, পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল, যথা—আঙ্গুর, খেজুর, গুড়, ইক্ষুরস, চাউল, যব, গোধূম, মউলপুষ্প ও গুড়, জামফল, কদম্বপুষ্প, বহেড়া ও গুড়, তাল ও খেজুর রস।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে যে দেশী মদ প্রস্তুত করে, উহা সাধারণতঃ চাউল, গুড় প্রভৃতি জল সহ পচাইয়া রাখে; পরে অম্লরুৎসেক হইলে চুয়াইয়া লয়। বিলাতী মদের অভাবে ঔষধার্থে ইহা প্রয়োজিত হইতে পারে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, মাদক, আগ্নেয় ও পুষ্টিকর। অধিক উত্তেজনার পর অবসন্নতা উপস্থিত হয়। তরুণ অপেক্ষা পুরাতন মদ্য শ্রেষ্ঠ ও অধিক সুফলপ্রদ। শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা মূত্র-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপীড়া, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহার্য্য। বিষম জ্বরে অত্যন্ত শীত হইলে শুঠ, জীরা, গুড, মদ্য ও উষ্ণ জল একত্রে সেবন করিতে চক্রদত্ত উপদেশ দেন।

তালের রস হইতে যে তাড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা চুয়াইলে আরক নামে মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা পুনরায় চুয়াইয়া .৯২০ ডিক্রী আপেক্ষিক ভার হইলে তদ্বারা অরিষ্টাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃত সংযুক্ত চিনি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে মত্ততা উপস্থিত হয় না। ভাবঃ

মৃতসঞ্জীবনী সুরা। নূতন ইক্ষুগুড় ১২৷৷০ সের, বাবলাছাল, কুলছাল, সুপারি প্রত্যেকে ২সের, লোধ আদ সের, আদা এক পোয়া, সমুদায়ের আট গুণ জল। প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া পরে আর্দ্রক, বাবলাছাল, ও কুলছাল চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করণান্তর উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পরে

সুপারি ও লোধ দিয়া সরাব দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ২০ দিন পরে মৃন্ময় মোছিকাযন্ত্রে ও ময়ূরাক্ষেপিযন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল রক্তচন্দন, সুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল, মুতা, গেটেলা, শুঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৪ তোলা কুট্টিত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে যথাবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিবে। ধাতু ও বয়সানুসারে মাত্রা ব্যবস্থেয়। ইহা পানে বল অগ্নি, পুষ্টি ও রতি শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্না

মধু, মাক্ষিক।

এপিস মেলিফিকা নামক মক্ষিকার চাক অর্থাৎ বাসস্থান সঞ্চিত শার্কবিক দ্রব। ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা উদ্ভিজ্জ পদার্থ; পুষ্প হইতে মধুমক্ষিকা দ্বারা নীত হইয়া থাকে। মধু বিশোধিত করিতে হইলে প্রথমে উহা জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে দ্রব করিয়া উক্ত জলসিক্ত ফ্লানেল বা অন্য পশমী বস্ত্র দ্বারা ছাকিবে। ইহাতে দুই প্রকার শর্করা আছে এক প্রকারে দানা বাঁধে অপর প্রকারে দানা হয় না।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, পুষ্টিকারক ও ঈষৎ রেচক। কোন কোন স্থানের মধু বিষাক্ত, তত্তৎ স্থলের বৃক্ষের বিষাক্ততা গুণ বশতঃ এরূপ হইয়া থাকে। কুলীর ঔষধ ও কাসঘ্ন মিশ্রের সঙ্গে সচরাচর ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সহিতও ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে গোদুগ্ধ, নবনীত, মধু ও চিনি একত্রে লেহন করিলে রক্তাতিসার বন্ধ হয়। ভৃষ্ট মুগের কষায়, খই ও মধু চিনি একত্রে সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, অতিসার নষ্ট হয়। সুশ্রুতাচার্য্য ৮ প্রকার মধুর বিষয় বর্ণনা করেন। আটজাতীয় মধুমক্ষিকা হইতে উক্ত ৮ প্রকার মধু প্রস্তুত হয়। মধু পুরাতন হইলে সংকোচক গুণ ধারণ করে।

মনছাল, মনঃশিলা।

ইহাকে রেড্ সলফাইড অফ আর্সিনিক বা রিয়ালগর কহে।

শোধন। ছাগমূত্রে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে ও ছাগপিত্তে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়। সাধারণতঃ দেশীয় কবিরাজেরা ইহা লেবুর রস বা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ব্যবহার করেন।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার আস্বাদ কটু ও তিক্ত এবং ইহা শ্বাস কাস, জ্বর ও চর্ম্মপীড়া নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চণ্ডেশ্বর রস। মনঃশিলা, পারদ, গন্ধক, কাটবিষ প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া নিসিন্দা পত্র রসে ও আদার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে স্বল্পবিরামজ্বর নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

মনঃশিলাদ্য তৈল। মনঃশিলা, ভেলা, ছোটএলাচ, অগুরু, চন্দন, জাতীপত্র ও তক্র দ্বারা নিম্ব তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে বল্মীক প্রভৃতি চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সৈন্ধব, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল, মউল ও অশ্বলালা একত্রে মিশ্রিত করিয়া চক্ষে লাগাইলে তন্দ্রা, নিদ্রা নিবারণ হয়। ঐ

মনঃশিলা, সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিতকী ও হিঙ্গু চূর্ণ, মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারণ হয়। ঐ

মনঃশিলা দুগ্ধে গুলিয়া ও কুলপত্রে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে তাহার ধূম পান করিলে দুর্দম্য কাস নিবারণ হয়। ঐ

পটোলপত্র, মনঃশিলা, নিম্ব, গোরোচনা, মরিচ, তিল ও কণ্টকারির স্বরস দ্বারা সিদ্ধ তৈল মাখিলে অলসক নষ্ট হয়। ঐ

মনঃশিলা, হিরাকস ও তিল চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগ করিলে পাকুই নষ্ট হয়। ঐ

মনছাল ও অপাঙ্গের ক্ষার একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ উপশমিত হয়। ঐ

হরিতাল, মনছাল, মরিচ ও আকন্দের আঠা একত্রে লেপ দিলে কুষ্ঠ রোগের ক্ষত আরোগ্য হয়। চক্রঃ

মল্লিকাপুষ্প, বেলপুষ্প।

জ্যাস্মিনম্ স্যাম্বাক নামক বৃক্ষ। ইহার পুষ্পের সদ্‌গন্ধের জন্য যত্নপূর্ব্বক লোকে রোপণ করে। মেঃ জে উড্ বলেন যে, ইহার পুষ্পের দুগ্ধস্রাব হ্রাস করণ শক্তি আছে; প্রসবান্তে দুগ্ধস্রাব হ্রাস করণার্থ ইহা ব্যবহার করান যাইতে পারে। এতদর্থে দুই মুটা বেলপুষ্প বাটিয়া বক্ষোপরি প্রলেপাকারে সংস্থাপিত করিবে, দিনে ২।৩ বার দিতে হয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু সচরাচর ২।৩দিনের মধ্যে উক্ত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা উষ্ণ, লঘু, বৃষ্য, তিক্ত ও কটুক, এবং বাতরক্ত, পিত্ত, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণনাশক।

মল্লিকাপুষ্প, হরিতকী, বাঁশের কোঁড় বাটিয়া লেপ দিলে ঘামাচি নষ্ট হয়। ভাবঃ

মল্লিকাপত্র, হরিদ্রা, পাকুড়পত্র ও দূর্ব্বা একত্রে বাটিয়া গাত্রে লেপ দিলে ঘর্ম্ম বিচর্চ্চি নষ্ট হয়। ঐ

মসিনা, তিসি, অতসী।

লাইনিয়ী জাতীয় লিনম্ ইউসিট্যার্টিসিমম্ নামক ওষধির বীজ। বাঙ্গালা, উত্তর ভারতবর্ষ ও নীলগিরি অঞ্চলে যথেষ্ট জন্মে। ইহার বীজকে লিনাই সেমিনা বা লিনসিড্ বলে। ইহার বীজে অধিক পরিমাণে স্নেহ দ্রব্য আছে। নিষ্পেষণ করিলে এই বীজ হইতে শতকরা ২৭অংশ তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল দৃশ্যে পীতাভ পাটলবর্ণ, অত্যন্ত শৈত্য দ্বারাও জমিয়া যায় না। জ্বালাইবার সময় অত্যন্ত ধূম নির্গত হয়। ইহা সহজে ঘন ও

বিকৃত হয় এবং বায়ুতে সহজে শুষ্ক হইয়া যায়। অনেক প্রকার রং করিতে এই তৈল লাগিয়া থাকে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। স্নিগ্ধ ও তরলকারক। তৈল অল্প রেচক। ইহার ফাণ্ট যষ্ঠিমধু সহযোগে মূত্রাশয়-প্রদাহ ও উদ্দীপনাদিতে প্রযুক্ত হয়। উদরাময়, অতিসার, প্রমেহ এবং মূত্রযন্ত্রের অন্যান্য পীড়ায় উপকারক। স্ফোটকে ইহার পুলটীস দিলে শীঘ্র পূযোৎপত্তি হয়। নানাপ্রকার প্রদাহিত ও আহত স্থানে স্থানীক প্রয়োগ করিলে বেদনাদি উপশমিত হয়। ইহার তৈল চিত্র ও বার্ণিশাদি করিতে লাগে। চূনের জল সহ এই তৈল দগ্ধ ক্ষতে প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

মসিনার ফাণ্ট। মসিনা ৮০রতি, যষ্ঠিমধু ৩০রতি, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ছটাক। আবৃত পাত্র মধ্যে ৪ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে, মাত্রা যথেচ্ছা। এই ফাণ্ট মূত্রকারক, তজ্জন্য বিসূচিকা রোগে মূত্রকরণার্থ ইহা ব্যবস্থেয়।

মসিনার আলেপন। মসিনার খইল ২ছটাক, স্ফুটিত জল ৫ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মহাবুড়ী বচ, স্থূলগ্রন্থি।

সিটামিনী জাতীয় জিঞ্জিবর জিবমবেট নামক ওষধির মূল। কলিকাতার সন্নিকটস্থ অরণ্যে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অংশ আর্দ্রকের মত। ইহার মূল এক খণ্ড মুখে রাখিলে কাশির উগ্রতা নিবারিত হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা সুগন্ধ, উগ্রগন্ধ, কফকাস নাশক, রুচ্য, স্বরকারক এবং হৃৎ, কণ্ঠ ও মুখ শোধনকর।

মাংস।

বিবিধ প্রকার জন্তুর মাংস ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে তত্তাবতের নামো-

ল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। ছাগ, মেষ, কপোতক, কুক্কুটাদির মাংসই সচরাচর সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার ক্রিয়া পুষ্টিকর ও বলকর। দৌর্ব্বল্য ও বিবিধ পীড়ার অবসন্নাবস্থায় মাংস যূষ সেবন বিধেয়। নানাপ্রকার জন্তুর মাংস, তৈল ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করিতে লাগে। উহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

মূষক তৈল। মূষিক মাংস ও দশমূলের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা বিপাচিত তৈল অভ্যঙ্গে গুদভ্রংশ ও বেদনা আরোগ্য হয়। ভাবঃ

হংসাদি ঘৃত। হংস মাংসের ক্বাথ দিয়া ঘৃত পাক করিবে। ইহা শিরঃপীড়া ও বাতব্যাধিতে ব্যবহার্য্য। স° মেঃ

কুক্কুটাদি ঘৃত। কুক্কুট মাংসের ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা কাসিতে ব্যবহার্য্য। ঐ

শিবা ঘৃত। পুরুষ শৃগালের মাংস ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; দশমূল মিলিত ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; ছাগদুগ্ধ ৮ সের; কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িম বীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখাল শশারমূল, শালপাণ, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, শুঁদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয়। ভৈঃ র

ময়ূরাদি ঘৃত। ময়ূর মাংসের ক্বাথ ও জীবনীয়গণ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে শিরোবেদনা নিবারিত হয়। ঐ

ছাগলাদ্য ঘৃত। ছাগ মাংস ৬।০ সের, দশমূল ৬।০ সের, জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ সের ছাকিয়া লইবে; ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪সের এবং কল্কার্থ—গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের, যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে বিবিধ বাতব্যাধি, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বাধির্য্য, মূক, মিন্মিণ, পঙ্গুতা, খঞ্জ, গৃধ্রসী, অপতান, অপতন্ত্র প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

শম্বুকাদি তৈল। কটু তৈলে শম্বুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়। ভৈঃ রত্না

ষড়ঙ্গ যূষ। ছাগ মাংস ৪ পল, যব ১ পল, কুলথ কলাই ১ পল, জল ৪৮ পল, শেষ ১২ পল। ১ পল ঘৃতে সন্তলন করিবে, পরে সৈন্ধব ১ কর্ষ, পিপুল ১ মাষা ও শুঠ ১ মাষা বাটিয়া দিবে। সৌরভার্থ অল্প হিঙ্গ দিবে। যক্ষ্মা রোগে বলকরণার্থ প্রয়োজ্য। ভাবঃ

ষড় যূষণ। মাংস ও মুগের যূষ এবং তক্র, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব একত্রে গ্রহণী রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য।

ছাগ অণ্ড; ঘৃতে ভাজিয়া পিপুল চূর্ণ ও লবণ সহ সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

মাংগষ্টিন।

গটীফেরী জাতীয় গারসিনিয়া মাংগস্টিনা নামক বৃক্ষের ফল। পূর্ব্ব-দেশস্থ দ্বীপাদি হইতে এতদ্দেশে আনীত হয়। ইহা সংকোচক; ইহাতে ট্যানিন থাকা দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করাইতে ডাঃ ওয়ারিং উপদেশ দেন। মাংগষ্টিন ফলের শুষ্ক খোসা ১ ছটাক, ধনে ও জীরা প্রত্যেকে আট আনা, জল পাঁচ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে। মাত্রা ১—২ ছটাক, দিবসে ২।৩ বার। ডাঃ রিন্ বলেন যে, সহজ উদরাময়েও এতৎ প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইহার ক্বাথ বাহ্যিক প্রয়োগে সংকোচক।

মাখাল, ইন্দ্রায়ন।

কিউকরবিটেসী জাতীয় কিকিউমিস কলসিস্থিস নামক বৃক্ষের ফলা-ভ্যন্তরস্থ বীজ। ভারতবর্ষের নানা জনপদে জন্মে।

ক্রিয়া। ডাঃ ওসানেসী বলেন যে, মাখাল ফলের বীজ ১৫ রতি মাত্রায় সেবন করিলে বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার বীজ নিঃসৃত

তৈলের ক্রিমিনাশক গুণ আছে। ডাং জে নিউটন বলেন যে, ইহার মূলের ক্বাথ সেবনেও বিরেচক হয়। ফলের শস্যাপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু।

মাছেরতেল।

ওলিয়ম জেকরিস ফিসিস, মান্দ্রাজ ফিশ অয়েল। নানাবিধ মৎস্যের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত করে। কডলিভর অয়েলের পরিবর্ত্তে বহুদিন হইতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও আতুরালয় সমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার গন্ধ বড় অসন্তোষকর ও বিবমিষা-জনক। তদ্ধেতু দুর্ব্বল পাকাশয়ে ইহা সহ্য হয় না। কিন্তু ডাং বিডী বলেন যে, যদি সদ্য যকৃৎ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তত দুর্গন্ধ হয় না। যকৃৎ জলে সিদ্ধ করিয়া এই তৈল প্রস্তুত করে। প্রতি বৎসর ইহা ২৫০০ পাউণ্ড মেডিক্যাল ষ্টোরে আনীত ও ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ইহাতে কড্‌লিভর অয়েলের মত আইয়োডিন, ব্রোমিণ, ক্লোরিণ ও ফস্ফরস আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পোষক ও স্নিগ্ধকারক। গণ্ডমালা, গ্রন্থিবৃদ্ধি, সর্দ্দি, বালকদের অন্ত্রস্থ গ্রন্থিবৃদ্ধি রোগ, অস্থিকোমলতা, পুরাতন বাত এবং প্রধানতঃ সমুদায় পুরাতন ব্যাধি, যাহাতে পরিপাক, পোষণ ও শোষণ ক্রিয়াদির বিশৃঙ্খলা থাকে; তাহাতে ব্যবহার্য্য। যক্ষ্মারোগে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শিয়াছে।

মাজুফল।

কোয়ারকস্ ইনফেকটোরিয়া নামক বৃক্ষের তরুণ শাখাগ্রে একপ্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, পরে ঐ ছিদ্র দিয়া আঠা নির্গত হইয়া ছিদ্রমুখ আবরণ করে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গুবাকের ন্যায় হয়। অণ্ড তন্মধ্যে থাকে, কাল সহকারে ফুটিয়া স্বজাতীয় পতঙ্গাকৃতি ধারণ করতঃ উহাতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয়। এই আঠা সম্ভূত অণ্ড গৃহের নাম মাজুফল, বস্তুতঃ ইহা ফল নহে।

ইহাতে শতকরা ৩৫ অংশ ট্যানিক এসিড ও ৫ অংশ গ্যালিক এসিড আছে। তদ্ভিন্ন একপ্রকার তিক্ত সার থাকে। জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ সংকোচক, বলকর ও পর্য্যায়-নিবারক। অহিফেণ ও কাটবিষের দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহার ফাণ্ট পানে উপকার হয়। উদরাময়, অতিসার, শ্বেতপ্রদর রোগে উপকারক। রক্তপ্রদরে ইহার ক্বাথের পীচকারি ব্যবহার্য্য। অর্শরোগে প্রদাহ না থাকিলে অহিফেণ সংযোগে ইহার মলম স্থানীক প্রয়োগ করিবে। তালু, আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানের শিথিলতায় ফটকিরি সহ ইহার ক্বাথের কুলী ব্যবহার্য্য। সরলান্ত্র ও জরায়ু বহির্গমন রোগে ইহার ক্বাথের পীচকারি ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি, দিনে ৩।৪ বার সেব্য।

প্রয়োগরূপ।

মাজুফলের অরিষ্ট। মাজুফল চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম।

মাজুফলের ক্বাথ। মাজুফল কুট্টিত ৩ তোলা, জল দশ ছটাক, আবৃত পাত্রে দশমিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ ছটাক।

মাজুফলের মলম। মাজুফল চূর্ণ ৪০ রতি, মোমের মলম আদ ছটাক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে।

অহিফেণযুক্ত মাজুফলের মলম। পূর্ব্বোক্ত মলম আদ ছটাক, অহিফেণ চূর্ণ ১৬ রতি; মর্দ্দন করিয়া মিলাইয়া লইবে।

মানকচু, মানক।

য়্যালোকেসিয়া ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের কন্দ। বাঙ্গালায় বিস্তর জন্মে। ইহা এতদ্দেশের একটী উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহার সারকতা গুণ আছে। উদরী, শোথ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োজ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মানক ঘৃত। মানকচুর কল্ক ও কষায় দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে সকল প্রকার শোথ নষ্ট হয়। ভাবঃ

মান মণ্ড। পুরাতন কচু চূর্ণ ৮ তোলা, চাউল চূর্ণ ১৬ তোলা, জল ও দুগ্ধ প্রত্যেকে ৪৮ তোলা দিয়া জল নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। ইহা উদরী ও গ্রহণী রোগীকে পথ্যার্থ দিবে। ইহা ও দুগ্ধ ব্যতীত তৎসময় আর কোন দ্রব্য সেবন করিতে দিবেনা। এইরূপ নিয়মে এক বা দেড় মাস থাকিলে উদরী রোগ আরোগ্য হয়। চক্রঃ

মাতুলুঙ্গ, টাবালেবু, ছোলং লেবু।

রুটেসী জাতীয় সাইট্রস মিডিকা নামক বৃক্ষের ফল।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাদু, হৃদ্য, অম্ল, দীপন, লঘু, বাতপিত্তহর, কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয় শোধক এবং শ্বাস কাস, অরুচি ও তৃষ্ণাহর।

টাবালেবুর মূল, জটামাংসী, দেবদারু, শুঠ, রাস্না ও গণিয়ারি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাত, ব্রণ, শোথ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

টাবালেবুর মূল ও যষ্ঠিমধু ঘৃত সহ সেবন করিলে স্ত্রীলোক সুখে প্রসব করে। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক প্রকার ঔষধের ভাবনা দিতে এই লেবুর রস প্রয়োজন হয়।

মাষকলাই।

ফ্যাসিওলাস রক্সবরঘাই নামক গুল্মের ফল। বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত জন্মে, ইহা ঔষধার্থ ভিন্ন আহারার্থেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদি বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক। ইহার বিশেষ পুষ্টিকারক গুণ আছে। মাষকলাই চূর্ণ, যষ্ঠিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধু ও চিনি এবং দুগ্ধ একত্রে সেবন করিলে স্ত্রীলোকের সোমরোগ অর্থাৎ মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

স্বল্পমাষ তৈল। মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের;

ছাকিয়া লইবে। তিলতৈল ৪ সের, সৈন্ধব ১ সের দিয়া একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বাতব্যাধি, অঙ্গসংকোচন ও বাতশীর্য নষ্ট হয়। চক্রঃ

মাষাদি তৈল। মাষকলাই, সৈন্ধব, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, হিঙ্গু, বচ, কৃষ্ণ ধুস্তুর, জটামাংসী ও শুঠ দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বিশ্বচী, অববাহুক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

মাষ তৈল। তিলতৈল ৪সের, ক্বাথার্থ—মাষকলাই, মসিনা, যব, ঝাঁটী, কণ্টকারি, গোক্ষুর, সোঁদাল, জটামাংসী ও আলকুসী বীজ প্রত্যেকে ৮ পল, পাকার্থ—জল ৬৪সের, শেষ ১৬ সের ; কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলথ-কলাই ও কুল শুঠ প্রত্যেকে ১৬পল, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের। ছাগমাংস ৮সের, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের। কল্কার্থ—শুঠ, পিপুল, শুলফা, এরণ্ডমূল, পুনর্ণবা, গন্ধভাদালে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ, কটকী মিলিত ১সের দিয়া পাক করিবে, এই তৈল মর্দ্দনে অববাহুক, আক্ষেপ, ভুজকম্প ও শিরঃকম্প প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

মহামাষাদি তৈল। মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৫০ পল, ছাগ-মাংস ৩০পল, ৬৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে তিল তৈল ৮সের, দুগ্ধ ৩২সের ও কল্কার্থ—জীবনীয় গণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতে, কটফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, রাস্না, আমলকী, গোক্ষুর, আলকুশী, এরণ্ড, শুলফা, লবণত্রয়, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শঠী, প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, শিরঃশূল প্রভৃতি উপশমিত হয়। চক্রঃ

মহামাষাদি তৈল। মাষকলাই, যব, মসিনা, কণ্টকারী, আল-কুশী, পীতঝাটী, গোক্ষুর, শোনাক প্রত্যেকে ৭পল, চারিগুণ জলে পাক করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। কার্পাসবীজ, কুলবীজ, শণবীজ, কুলথ প্রত্যেকে ১৪পল, চারিগুণ জলে পাক করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ছাগমাংস ২সের, ৬৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদ শেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে, পরে তিলতৈল ৪সেরে উক্ত কষায় সকল ক্রমশঃ

পাক করিবে। অবশেষে কল্কার্থ—গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধব, রাস্না, পুনর্ণবা, এরণ্ড, পিপুল, শুলফা, বেড়েলা, গন্ধভাদালে, জটামাংসী ও কটকী প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বাতব্যাধি নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

মাষকলাই, এরণ্ডমূল, আলকুশী, বেড়েলা প্রত্যেকে আদ তোলা লইয়া যথারীতি কাথ প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধব ও হিঙ্গু সহ ইহা সেবন করিলে পক্ষাঘাতাদি বাতব্যাধি নষ্ট হয়। চক্রঃ

মাষপর্ণী, মাষানি।

গ্লাইসিন লেবিয়েলিস নামক গুল্ম। বঙ্গদেশে থড়ক্ষেত্রের মধ্যে জন্মে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত রুক্ষ মধুর, শুক্র, বল ও রক্তকর এবং গ্রহণী, শোথ, বাতপিত্ত জ্বরনাশক।

মাষপর্ণী, মুণ্ডিতিকা ও বেণার মূলের কাথ দ্বারা শিশুকে স্নান করাইলে গ্রহদোষ নষ্ট হয়। ভাবঃ

মুক্তা।

ইংরাজীতে ইহাকে পার্লস্ কহে। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

শোধন। জয়ন্তীপত্র রস বা বকপুষ্পের রসে সিদ্ধ করিলে মুক্তা বিশোধিত হয়। তৎপরে মুষা মধ্যে পুরিয়া পোড় দিলে ভস্ম হয়।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। বলকর, পুষ্টিকর। মূত্ররোগ, ক্ষয় কাস ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য। মুক্তা ঘৃতে ভাজিয়া পরে তাহা চূর্ণ করিয়া অনেক চিকিৎসকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পিত্তান্তক রস। জায়ফল, জৈত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র,

স্বর্ণমাক্ষিক, কাটবিষ, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্ব্ব সমান মুক্তাচূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত ও জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে পিত্তরোগ, অজীর্ণ, কামল, পিত্ত বমন, শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

মুক্তাদি মহাঞ্জন। মুক্তা, কর্পূর, মোম, অগুরু, মরিচ, পিপ্পল, সৈন্ধব, শৈলেয়, এলবালুক, শুণ্ঠী, কঙ্কোল, মারিত কাংস ও বঙ্গ; হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, কুক্কুট অণ্ডের ত্বক, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্ঠিমধু, জাতীপুষ্প, তুলসীর নবকুসুম ও বীজ, করঞ্জ, নিম্ব, সুরমা, ভদ্র-মুস্তা, মারিত তাম্র, রসাঞ্জন প্রত্যেকে এক মাষা লইয়া মধুর সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

মুক্তাঝুরি।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় একালিফা ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। প্রতি বৎসর এদেশস্থ উদ্যানাদিতে আপনাপনিই জন্মে।

ইহার পত্রের কাথ ঈষৎ রেচক, মূল বাটিয়া সেবন করিলে বিরেচক হয়। ইহার পাতার রস ২ ড্রাম মাত্রায় সেবনে শিশুর বমন হয়। ইহা ইপিক্যা-কের ন্যায় অবসাদক নহে। ডাঃ বিডী এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন যে, ইহার শুষ্ক পত্রের ফাণ্ট বা সার প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও উহার উপর্য্যুক্ত ক্রিয়ার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ডাঃ রস বলেন যে, ইহা কফনিঃসারক ও সেনেগার সমতুল্য। বালকদের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে ইহা ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহার পাতা বাটিয়া উপদংশীয় ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয়। বিষাক্ত কীট দংশনের জ্বালা যন্ত্রণা, ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপশমিত হয়। ডাঃ এনেস্‌লী ইহার মূলের বিরেচক গুণ থাকা স্বীকার করেন।

মুণ্ডিতিকা, মুণ্ডিরী, মুরমুরিয়া।

ষ্ফিরান্থস ইণ্ডিকস নামক বৃক্ষ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা উষ্ণবীর্য্য মধুর, মেধ্য। ইহা গণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা ও মেদ নষ্ট করে।

মুণ্ডিতিকা, শতমূল, গুলঞ্চ, হস্তিকর্ণ, পলাশ ও তালমূলীর চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু সহ কিছু দিন লেহন করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

মুচুকুন্দ, মোচকন্দ।

টিরস্পার্মম স্কবিরিফোলিয়ম নামক বৃক্ষের পুষ্প।

ইহা শিরঃপীড়া ও রক্তপিত্ত নাশক। ভাবঃ

ইহার পুষ্প, কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরোপীড়া নিবারণ হয়। শাঙ্গঃ

মুতা, নাগর মুতা, মুস্তক, মুস্তা।

সাইপিরেসী জাতীয় সাইপিরস রোটনডস ও পারটিনিউয়িস নামক তৃণদ্বয়ের স্থূলাকার মূল। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেরই আর্দ্র স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক, মূত্রকারক ও স্বেদজনক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, হিম, গ্রাহী, তিক্ত, দীপন, পাচন কষায় এবং কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমীনাশক। অনূপদেশ জাত মুতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সদ্য মুতার ফাণ্ট জ্বরে স্নিগ্ধ করণার্থ প্রযোজ্য। উদরাময় ও অতিসার রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে, কিন্তু অন্যান্য সংকোচক ঔষধ সহযোগে ব্যবহার করিতে হয়। বিবিধ প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় মতের তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। মুতায় একরূপ সদ্গন্ধ আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ষড়ঙ্গপানীয়। মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণারমূল, বালা, শ্বেতচন্দন

ও ধনে মিলিত ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই জল পান করিলে জ্বরকালীন পিপাসা শান্তি হয়। চক্রদত্ত, ধনের পরিবর্ত্তে শুণ্ঠী দিতে আদেশ করেন। ভাবঃ

মুস্তকাদি চূর্ণ। মুতা, আতিস, বেলশুঠ ও ইন্দ্রযব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু সহ লেহন করিলে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

মুস্তাদি বটিকা। ভদ্রমুতা, ত্রিকটু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, নিম্বপত্র, গোমূত্রে পেষণ ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বটিকা করিবে, ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়। ঐ

ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ। ভদ্রমুতা, হরীতকী, নিম্ব, পটোলপত্র ও যষ্টি-মধুর কষায়; শিশুকে সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর শান্তি হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঠ ও কণ্টকারীর ক্বাথ; পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

মুতা, আতিস, মূর্ব্বা, বচ ও কুটজের কষায়; মধু সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

মুদ্গপর্ণী, মুগানি।

ক্যাসিয়োলস ট্রিবোলস নামক গুল্ম। বাঙ্গালাদেশের মাঠে খড়ের জমিতে সাধারণতঃ জন্মে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইহা জন্মিয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হিম, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু, শুক্রল, চক্ষুষ্য এবং ক্ষত, শোথ, গ্রহণী, জ্বর দাহ, ত্রিদোষ ও অতিসার নাশক। ইহার সংকোচক গুণ আছে; অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

মুদ্রাশঙ্খ।

ইংরাজীতে ইহাকে প্লম্বাই অকসাইডম বা লিথার্জ কহে।

নানাপ্রকার ক্ষতে মলমের সঙ্গে ইহা ব্যবহার হয়। ইহা গন্ধাস্বাদ হীন ও জলে দ্রবণীয়। অঙ্গার সহযোগে ইহাকে দগ্ধ করিলে সীসধাতু পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না।

প্রয়োগরূপ।

মুদ্রাশঙ্খের পলস্ত্রা। মুদ্রাশঙ্খ ২ ছটাক, তিলতৈল ৪ ছটাক, পীতবর্ণ মোম দেড় ছটাক, অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত আলোড়ন করিবে। পরে গোলাকার বাতির মত পাকাইয়া রাখিবে। এই পলস্ত্রা বস্ত্রের উপর মাখাইয়া ক্ষতাদিতে আবরণের নিমিত্ত এবং কোন স্থান কাটিয়া গেলে ঐ কাটার উভয় পার্শ্ব একত্রে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মূত্র।

সাধারণতঃ গোমূত্রই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোমূত্র দ্বারা বিবিধ তৈল ও কয়েকটী ঔষধ পাক করিতে হয়। ধাতুদ্রব্য শোধন ও মারণার্থেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

মেষ, মহিষ, ছাগ, অশ্ব, হস্তি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের মূত্রও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। ঈষৎ রেচক ও মূত্রকর। জ্বর, প্লীহা, কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্রাঘাত, শূল, উদরী, কামলা ও চর্ম্মপীড়ায় ব্যবহার্য্য।

মূর্ব্বা, মুগরা।

সানসিভিরা জিলানিকা নামক লতা। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু, তিক্ত, রক্তপিত্ত, মেহ, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

মূলক, মূলা।

র‍্যাফেনস সাটাইভস নামক ওষধির স্থূল কন্দ। ইহা তরকারির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এদেশে রোপিত ও ব্যবহৃত হয়। এই কন্দ শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা তৈল ও ঘৃত (আয়ুর্ব্বেদ মতের) প্রস্তুত হয়। ইহার আগ্নেয় গুণ আছে বলিয়া কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শুষ্কমূলাদ্য তৈল। শুষ্কমূলা, শ্বেতপুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শ্বযথু নষ্ট হয়। ভাবঃ

শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত। শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা, বৃহৎ পঞ্চমূল, সোঁদাল ফলের মজ্জা ও জল দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। চ

মৃগনাভি, কস্তুরী।

মস্কস্ মস্কিফিরস নামক মৃগের নাভির পশ্চাৎ ও লিঙ্গমণি আবরক চর্ম্মের সম্মুখস্থিত একটী কোষমধ্যে ইহা জন্মে। মধ্য ভারতবর্ষ, তিব্বত, নেপাল, কাশ্মীর, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে।

এক একটী পূর্ণবয়স্ক মৃগের এই কোষমধ্যে এক হইতে দুইশত গ্রেণ মৃগনাভির দানা পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত উগ্র সুগন্ধ যুক্ত, ইহার আস্বাদ তিক্ত।

ক্রিয়া। উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ-নিবারক ও কামোদ্দীপক ইহার স্বেদজনক ও মূত্রকারক গুণও আছে। সেবন করিলে শোষিত হইয়া মূত্রগ্রন্থি ও চর্ম্ম দ্বারা নির্গত হয়, তৎকালে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বর্দ্ধিত হয়। অল্প পরিমাণে সেবন করিলে রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের ক্রিয়া ও স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। নানাপ্রকার উৎকট জ্বর রোগে যখন জীবনী

শক্তি অবসন্ন, মৃদু প্রলাপ, কণ্ডরাক্ষেপ, শয্যান্বেষণ, অজ্ঞানাবস্থা এবং নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম হয়, এমতাবস্থায় মৃগনাভি সেবনে মহোপকার সাধিত হয়। মৃগনাভি ২॥০ রতি ও কর্পূর অর্দ্ধ রতি একত্রে ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে থাকিলে প্রয়োগকাল অন্তর করিবে। ফুসফুস ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে স্নায়ুশক্তি ক্ষীণ হওয়া বশতঃ প্রলাপাদি অবসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মৃগনাভি অমোঘৌষধ। মূর্চ্ছাগত বায়ু রোগে, স্নায়ুর উগ্রতা নাশের ইহা মহৌষধ। বিবিধ আক্ষেপজনক রোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়। জ্বরবিকারে রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে মৃগনাভি ও মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। মাত্রা—অর্দ্ধ হইতে ৫ রতি।

প্রয়োগরূপ।

মৃগনাভির অরিষ্ট। মৃগনাভি ৬০ রতি, পরিশ্রুত সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ৪ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। মৃগনাভি, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম ও বংশলোচন চূর্ণ; মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে বাকস্তম্ভ, স্বরভ্রংশ নষ্ট হয়। ভাবঃ

স্বল্পকস্তুরী ভৈরব রস। হিঙ্গুল, কাটবিষ, সোহাগা, জায়ফল জৈত্রী, পিপুল, মরিচ ও মৃগনাভি সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাত জ্বরে ইহা ব্যবহারে বিশিষ্ট হিতফল দর্শে। রসেন্দ্র সারঃ

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব রস। মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী সমভাগে লইয়া আকন্দ পত্ররসে মাড়িয়া রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, মেহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বসন্ত তিলক রস। স্বর্ণ ১ভাগ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেকে ২ভাগ, লৌহ ৩ভাগ, পারদ, গন্ধক, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুরসে মর্দ্দন করিয়া বদ্ধমূষায় বিলঘুটিয়ার অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তৎসহ মৃগনাভি ও কর্পূর প্রত্যেকে ৪ ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২রতি। ইহাতে ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বল ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয়। ঐ

মৃগশৃঙ্গ।

ইংরাজীতে ইহাকে হার্টশর্ন কহে।

হরিণের শৃঙ্গ সরাব সংপুটে রাখিয়া দগ্ধ করিবে। পরে তাহা গব্য ঘৃত সহ সেবন করিলে হৃৎশূল নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

মাত্রা ৫—১০রতি, ইহাতে শতকরা ৫৭।০ অংশ ফসফেট অফ লাইম পাওয়া যায়।

মেথি।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ট্রাইগোনিলাফিনম গ্রিকম নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। ইহার সুগন্ধির জন্য মসলারূপে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। বলকর, আগ্নেয় ও কামোদ্দীপক। এই বীজ অতিসার রোগে প্রয়োগ করিলে সংকোচক হইয়া উপকার করে। ইহা বাটিয়া স্ফোটকোপরি প্রলেপ দিলে শীঘ্র পূয়োৎপত্তি হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মেথি মোদক। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারচিনি, ছোটএলাচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর, রক্তচন্দন চূর্ণ সমভাগে এবং সর্ব্ব সমষ্টির তুল্য

মেথিচূর্ণ লইয়া পুরাতন গুড় দ্বারা যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ঘৃত ও মধু সহ সেবা। মাত্রা ½ হইতে ১ তোলা। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে ইহা প্রযোজ্য। ভৈঃ রঃ

মেষশৃঙ্গী, মেড়াশৃঙ্গী।

য়্যাসক্লিপিয়েডী জাতীয় জাইমিনা সিলভেষ্টর নামক বৃক্ষের মূল ও ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ এনেস্‌লী বলেন যে, ইহার মূল সর্পাঘাতে ব্যবহার হয়। স্থানীক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ উপায়ে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মেঃ এজ্‌ওয়ার্থ বলেন যে, ইহার পত্র চর্ব্বণ করার পর জিহ্বার অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, যে আর চিনি বা অন্যবিধ শার্কর্ষিক দ্রব্যের আস্বাদ অনুভব করিতে পারে না। ২৪ ঘণ্টা পরে জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন শার্করিক পদার্থের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার মূল তিক্ত, রুক্ষ, কটু এবং শ্বাস কাসঘ্ন ও ব্রণ, শ্লেষ্মা, অক্ষিশূল নাশক। ইহার ফল তিক্ত, উহা কুষ্ঠ, মেহ, কফ কাস, কৃমি ও ব্রণনাশক।

মেষের বসা।

মেষের উদরের আভ্যন্তরিক বসা বা চর্ব্বি। অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ইহাতে ষ্টিয়ারিণ, ওলিয়িণ ও মারগারিণ নামক পদার্থ থাকে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। তরলকারক ও স্নিগ্ধকারক। মলমাদি প্রস্তুত করিতে লাগে। কখন কখন প্রলেপের সঙ্গে ব্যবহার হয়। ইহার পুষ্টিকারক গুণ থাকায় কখন কখন আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয়। যক্ষ্মারোগে মেষবসা; দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রাতেঃ সেবন করিতে বিধি দেওয়া যাইতে পারে।

মোম, সিক্‌থ।

মোম দ্বিবিধ, পীত ও শ্বেত। পীত মোমকে লাটিনে সিরা ফ্লেবা ও ইংরাজীতে ওয়েলো ওয়াক্স এবং শ্বেত মোমকে সিরা য়্যাল্বা ও হোয়াইট ওয়াক্স কহে। মৌচাক উষ্ণ জলে দ্রব করিলে এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা পুনর্ব্বার জলে সিদ্ধ ও সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়। নানাপ্রকার মলম ও পলস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে উপর্য্যুক্ত দ্বিবিধ মোম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাসায়নিকতত্ত্ব। ইহাতে সিরিণ, মাইরিসিন ও সিরোলিন নামক পদার্থ আছে।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক ও তরলকারক। শ্বেতমোম আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময়, রক্তাতিসার ও সন্ধিতে ইহা কখন কখন ব্যবহার হয়। তিলতৈল, মোম ও গুগগুল সমভাগে লইয়া মলম প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষতে স্থানীক প্রয়োজ্য। মাত্রা ৫—১০ রতি, নিউসিলেজ বা স্নেহদ্রব্য সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

মোমের মলম। শ্বেতমোম ২ ছটাক, তিল বা নারিকেল তৈল ৪ ছটাক; একত্রে অগ্নি সন্তাপে দ্রব করিয়া লইবে। ইহার সহিত মেষবসা সংযোগে করিলেও উত্তম মলম প্রস্তুত হইতে পারে; ক্ষতাদিতে ব্যবহার্য্য।

সিরোমেল। পীত মোম আধ ছটাক, বিশুদ্ধ মধু ২ ছটাক, মৃদু সন্তাপে দ্রব করিয়া ছাকিয়া লইবে। প্রাচীন ক্ষত ও অন্যান্য প্রকার ক্ষতে স্থানীক প্রযোজ্য। উষ্ণ প্রধান দেশে জান্তব বসা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তৎপরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সিক্‌থাদি ঘৃত। মোম, কর্দ্দম, জীরা, মধু, হরীতকী, গব্যঘৃত একত্রে অগ্নিসন্তাপে মিশ্রিত করিয়া তাহার স্থানীক প্রয়োগে অগ্নিদাহ ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

মৌয়া, মউল, মধূক।

সেপোটেসী জাতীয় বেসিয়া ল্যাটিফোলিয়া নামক বৃক্ষের পুষ্প ও ফল ব্যবহার্য্য। বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার ঘন তৈল পাওয়া যায়, তাহা দেশীয় লোকেরা ব্যঞ্জনের সহিত ও প্রদীপে পোড়াইবার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার পুষ্প হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। তাহা সংকোচক, উত্তেজক, বলকারক ও আগ্নেয়। উহা পুরাতন হইলে অধিক গুণকর হয়।

মধূক পুষ্প—মধুর, শীতল, গুরু, বৃংহণ, বলপ্রদ, শুক্রকর, বাতপিত্ত-নাশক। ভাবঃ

মধূক ফল—শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রল, বাতপিত্তনাশক, তৃষ্ণা, রক্ত-দাহ, শ্বাস, ক্ষত, ক্ষয়নাশক। ঐ

মধূকপুষ্প, গাম্ভারী ছাল, রক্তচন্দন, বেনার মূল, ধনে, কিস মিস সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ চিনি সহ পান করিলে পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

ইহার বীজের তৈল মর্দ্দনে শিরোবেদনা উপশমিত হয়। চক্রঃ

মৌরি, মধুরিকা।

অম্বিলিফেরী জাতীয় ফেনিকিউলম ভলগের নামক ওষধির ফল। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া। আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। উদরাধ্মান ও শূলে উপকারক। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা কাসের উগ্রতা দমন হয়। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

যজ্ঞডুম্বুর।

ফিকস্ গ্লোমিরেটা নামক বৃক্ষের ফল। **ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা** মধুর, কষায়, বর্ণ্য, রুক্ষ, গুরু এবং পিত্ত কফ, রক্তজিৎ ও ব্রণ শোধন এবং রোপণকর।

একতোলা শুষ্ক যজ্ঞডুম্বুর ফল চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তোৎকাস ও রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। চক্র:

যজ্ঞডুম্বুরের রস, মধু সহ সেবনে প্রদর রোগ নষ্ট হয়। ভাব:

যজ্ঞডুমুরের রস বিবিধ ঔষধের সহপান রূপে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

যমানী ও বনযমানী।

অম্বিলিফেরী জাতীয় টিকোটিস আজোয়ান ওষধির ফল। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বনযমানী—সিসিলি ইণ্ডিকম নামক ওষধির ফল।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। আগ্নেয়, বায়ুনাশক, ঈষৎ উত্তেজক ও আক্ষেপনিবারক। ইহার বীজ (জোয়ান) সুগন্ধযুক্ত এবং ইহার আস্বাদ উষ্ণ ও তীব্র। ইহাতে বায়বী তৈল আছে, তাহাই ইহার গন্ধাস্বাদের কারণ। ডাঃ বিডী বলেন ইহা অল্প পরিমাণে সেবন করিলে লালা ও পাচক রস স্রাব বৃদ্ধি হয়। দুর্গন্ধ ঔষধের সহযোগে ব্যবহার করিলে বিবমিষা আদি জন্মে না। অজীর্ণ, উদরাধ্মান ও তজ্জনিত শূল বেদনায় ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। অজীর্ণ রোগে জোয়ান ২০রতি, অল্প লবণ সহ চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া পরে জলপান করিবে। তালু ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানের শিথিলতায় ইহা অন্যান্য সংকোচক ঔষধ সহযোগে স্থানীক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিশুদের উদরাধ্মান ও উদরাময়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। অন্ত্রের আক্ষেপিক পীড়া, উদরাময় ও বিসূচিকা রোগে ইহা ব্যবহার করিতে ডাঃ ওয়ারিং অনুমোদন করেন।

জোয়ান—পাচন, রুক্ষ, দীপন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুক। ইহা বাতশ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, প্লীহা ও গুল্মনাশক। ভাব:

বনজোয়ান—বলকর, দীপন, ঈষৎ মাদক, কফ বাত নাশক। ইহা দ্বারা নেত্রাময়, কফ, ছর্দ্দি, হিক্কা, বস্তিবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

প্রয়োগরূপ।

যমানী তৈল। ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত করা যায়। মাত্রা ১—৫বিন্দু

যমানীর জল। যমানী দেড় সের, জল ৪॥৹সের, চুয়াইয়া ৩ সের লইবে। যমানী বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া চুয়াইবার পাত্রে ঝুলাইয়া দিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। বালকদের জন্য সিকি হইতে আদ তোলা। ইহা উৎকৃষ্ট বায়ুনাশক। ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়াতে এই জল প্রস্তুত করিতে, জোয়ান দশছটাক ও জল ১০সের সহ চুয়াইয়া ৫ সের লইবার বিধি লিখিত আছে। এরণ্ড তৈলের গন্ধাস্বাদ নিবারণের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

যমানী খাণ্ডবচূর্ণ। যমানী, দাড়িম, শুঠ, তেঁতুল, অম্লবেতস, অম্লকুল, প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ১।০ তোলা, পিপুল ৫ তোলা, দারচিনি, সৌবর্চ্চল, ধনে, জীরা প্রত্যেকে ১ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সেবনে অরুচি, মন্দাগ্নি, জিহ্বা, গলাময় ও গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

যমানী, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, হিঙ্গু ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫—১০ রতি। ইহাতে গুল্ম, শূল, নিবারণ হয়। চক্রঃ

জোয়ান, গুড় সহ সপ্তাহ সেবন করিলে উদর্দ্দ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

যব।

গ্রামিনী জাতীয় হর্ডিয়ম হেক্সাষ্টিকম্ নামক ওষধির নিস্তুক বীজ। ইহাতে শতকরা ৬৮ অংশ শ্বেতসার আছে।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক ও পোষক। পীড়িত ব্যক্তিদের পথ্যার্থ প্রয়োজ্য। যব চূর্ণ জল সহ মিশ্রিত ও অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া দিবে। জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ইহার মণ্ড পথ্যার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

যবের ক্বাথ। যব তণ্ডুল ১ ছটাক, পরিশ্রুত জল ১৫ ছটাক। প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা যবকে উত্তমরূপে ধৌত করিবে, পরে পরিশ্রুত-

জল সহ আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। বিবিধ কাসরোগে ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় স্নিগ্ধ করণার্থ প্রযোজ্য। মাত্রা যথেচ্ছা।

ধান্বন্তর ঘৃত। দশমূল, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্ণবা, বরুণ, দন্তী চিতা, পুনর্ণবা, আমলকী, কদম্ব, বিল্ব, ভেলা, শঠী, কুড়, পিপুলমূল, প্রত্যেকে দশ পল, জল ১৯২ সের, শেষ ৪৮ সের। ইহা একবারে পাক না করিয়া তিনবারে করিবে। এক শত পল দ্রব্য ও জল ৬৪সের প্রতিবারে লইবে। যব, কুল, কুলথ প্রত্যেকে ২ সের, জল ৯৬ সের, পাক শেষ ২৪ সের, কল্কার্থ—হিজলত্বক, ত্রিফলা, বামনহাটী, রোহিষ-তৃণ, গজপিপুল, শুঠ, বিড়ঙ্গ, চই, কম্পিল্লক, ঘৃত ৪ সেরের সঙ্গে যথারীতি পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ ও প্লীহা প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

নিস্তুষ যব, বাসা ও আমলকীর ক্বাথ ; দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ ও মধু সহ সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। ঐ

যব, গোধূম ও মুগ পেষণ করিয়া ঘৃতসহ লেপ দিলে বিদ্রধী বিলীন হয়। ঐ

যবচূর্ণ, মধু, তৈল ও ঘৃত সহ ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ দিলে ব্রণের দাহ শূল উপশমিত হয়। ঐ

যবক্ষার।

যবের তরুণ শাখা (যবের সুঁয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত হয়। পরে তাহা জলে গুলিয়া একখানি মোটা কাপড়ের দ্বারা ছাকিয়া লইয়া সেই জল অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক করিবে। এইরূপে যবক্ষার প্রস্তুত হয়। ইহার আস্বাদ ক্ষার ও অম্লযুক্ত। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে কার্বনেট অফ-পটাশ ও কিঞ্চিৎ অবিশুদ্ধ পদার্থ থাকা দৃষ্ট হইয়াছে।

ক্রিয়া। লঘু, স্নিগ্ধ, বহ্নিদীপক মূত্রল। ইহা দ্বারা শূল, আমবাত, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলাময়, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ ও প্লীহা রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

যবক্ষার চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রনিগ্রহ নিবারিত হয়। ঐ

যবক্ষার ও আদা ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিলে জলদোষ নিবারিত হয়। ঐ

যবক্ষার, যমানী, চিতা, বচ, দন্তী ও পিপুল চূর্ণ উষ্ণাম্বু সহ পানে প্লীহা আরোগ্য হয়। ঐ

যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিপুল ও করঞ্জের কাথ, প্লীহা, যকৃৎ রোগে প্রাতঃকালে সেব্য। ঐ

যবক্ষার, ত্রিকটু ও যমানী সেবনে শীতপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

হরীতকী ও রোহিতক বল্কলের কাথ সহ যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ। যবক্ষার,সর্জিকাক্ষার, চিতা, আকনাদি, করঞ্জ, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, ত্রিবৃৎ, মুস্তা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, তেঁতুল, গজপিপুল,কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, যমানী,দেবদারু, হরীতকী, আতিস, প্রিয়ঙ্গু, হবুষা, সোঁদালের মজ্জা, তিলবৃক্ষের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনা মূলের ক্ষার, কুলেখাড়া ও পলাশের ক্ষার এবং তপ্ত গোমূত্র সিক্ত মণ্ডুর; এই সকল সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে টাবালেবুর রসে, কাঁজিতে ও আদার রসে তিন২ দিন ভাবনা দিবে, পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিকারক। ইহা সেবনে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ভাবঃ

ক্ষারাষ্টক। পলাশ, মনসাসিজ, অপামার্গ, তেঁতুল, আকন্দ ও তিল বৃক্ষের ক্ষার এবং যবক্ষার ও সর্জিকাক্ষার একত্রে সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অজীর্ণ ও গুল্ম নষ্ট হয়। ঐ

যশদ ও খর্পর।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সুশ্রুতের সময়ে

ইহা আর্য্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত না, কিন্তু ভাবপ্রকাশ ইহা বঙ্গবৎ ভস্ম করিতে উপদেশ দেন। শেষোক্ত গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা চক্ষু, মূত্ররোগ, রক্তহীনতা ও শ্বাসরোগে প্রয়োজ্য। যশদকে ভাষায় দস্তা কহে এবং ইংরাজীতে ইহাকে জিঙ্ক বলে।

খর্পর। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। ডাঃ দত্তের মতে ইহা এক প্রকার অবিশুদ্ধ ক্যালেমাইন। ইহা প্রথমতঃ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পরে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া চূর্ণ করিবে। যশদ ও খর্পর ঠিক এক পদার্থ নহে, উভয়ের অনেক পার্থক্য আছে। ডাঃ দত্তের মতে খর্পরে কার্ব্বনেট ও সিলিকেট অফ জিঙ্ক ও অণুমাত্রায় লৌহ, ব্যারাইটা প্রভৃতি থাকে। ইহার ক্রিয়া বলকারক ও পরিবর্ত্তক। চর্ম্মরোগ ও জ্বরাদিতে ব্যবহার্য্য। চক্ষুরোগে ধৌতরূপে প্রয়োজ্য। ইহার চূর্ণের মাত্রা ২—৬ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বসন্ত মালতী রস। স্বর্ণ ১, মুক্তা ২, হিঙ্গুল ৩, মরিচ ৪ ও খর্পর ৮ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে নবনীত ও লেবুর রস দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে অর্থাৎ যেন মাখমের স্নেহাংশ দৃষ্টিগোচর না হয়। তৎপরে ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর, বিষম জ্বর, উদরাময় ও কাসাদি উপশমিত হয়। ভৈঃ র

খর্পর বর্ত্তি। খর্পর জলসহ প্রস্তর খলে মর্দ্দন করিবে। পরে জলীয় অংশ গ্রহণ করিয়া নিম্নস্থ চূর্ণাদি পরিত্যাগ করিবে। অবশেষে ঐ জল শুষ্ক ও পর্পটীবৎ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। তদনন্তর ত্রিফলার রসে উহা তিনবার ভাবনা দিয়া উহার সহিত ১/১০ অংশ কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গ

যষ্ঠিমধু, মধুক।

লিগিউমিনোসী জাতীয় য়্যাব্রস প্রিকেটোরিয়স নামক লতার মূল কিম্বা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ কন্দ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক। ইহার আস্বাদ মিষ্ট, ইহাতে এক প্রকার শার্করিক পদার্থ থাকে। সর্দ্দি, কাশিতে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। বিবমিষাজনক ঔষধের সঙ্গেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাদু, গুরু, চক্ষুষ্য, বল বর্ণকর, সুস্নিগ্ধ, শুক্রল, কেশ্য এবং বাতরক্ত, ব্রণ, শোথ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয়নাশক। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

যষ্ঠিমধুর সার। যষ্টিমধু স্থূল চূর্ণ আদ সের, জল পাঁচ পোয়া, ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ যষ্টিমধু পুনর্ব্বার আর পাঁচ পোয়া জলে ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে উভয় জল একত্র করিয়া ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিবে; অবশেষে ফ্লানেল বা পশমী বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে গাঢ় করিবে। মাত্রা ১০—৩০ রতি বা তদূর্দ্ধ।

যষ্ঠিমধুর পাক। যষ্টি-মধু কুট্টিত ১ ছটাক, ঢেড়স ফল আদ ছটাক, জল দশ ছটাক, অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত চিনি বা মিশ্রী ৪ ছটাক মিশ্রিত করিয়া ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে। মাত্রা সিকি হইতে আদ তোলা, বালকদের কাসিতে প্রয়োজ্য। অন্যান্য শ্লেষ্মঘ্ন ঔষধের সঙ্গেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। উষ্ণপ্রধান দেশে ইহা শীঘ্র পচিয়া উঠে, তজ্জন্য আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মধুকাদি। যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মউল, চন্দন, গুঁদিপুষ্প গাম্ভারী ফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, পরুষক ও মৃণাল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহার ২ পল, জল ৬ পলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে প্রাতঃকালে উহা ছাকিয়া লইয়া মধু, চিনি ও লাজ সহ সেবন করিবে। ইহাতে বাতপিত্ত জ্বরে; দাহ, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, অরুচি, ভ্রমাদি থাকিলেও নষ্ট হয়। ভাবঃ

মধুকাদ্য তৈল। যষ্টিমধুর পাদশেষিত কষায় ১০০ পল, তিল-তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের; কল্কার্থ—শুলফা, শতমূল, মূর্ব্বা, ক্ষীরকাকোলী অগুরু, রক্তচন্দন, শালপাণ, গোয়ালিয়া লতা, জটামাংসী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ভূঁই আমলা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, দারচিনি, তেজপত্র, নখী, বালা, প্রপৌণ্ডরিক, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কর্পূর, আমলকী প্রত্যেকে ১ পল দিয়া পাক করিবে। ইহাতে বাতরক্ত জ্বর, দাহ নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

যষ্টিমধু চূর্ণ, মধু সহ লেহন করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। ঐ

যষ্টিমধু, সুঁদিপুষ্প, কিসমিস, তিলতৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ সহ লেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হইয়া সুদৃঢ় কেশ জন্মে। ঐ

যষ্টিমধু ১পল, সুঁদিপুষ্প ৩০ পল, তৈল ৪ সের ও দুগ্ধ ৮ সের একত্রে পাক করিবে। রাত্রিতে ইহার নস্য করিলে বদনস্রাব ক্ষান্ত হয়। ঐ

রকস।

আমারিলিডেসী জাতীয় য়্যাগেভ্ আমেরিকানা নামক বৃক্ষের মূল। ইহা আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত ও রোপিত হইয়াছে।

ক্রিয়া। মূত্রকারক ও পরিবর্ত্তক। সার্সাপারিলার ন্যায় উপদংশ বিষঘ্ন বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু তদ্বিষয় অদ্যাপি বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ডাং রস ইহার মূল ২ ছটাক, জল দশ ছটাক একত্রে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া গৌণিক উপদংশে ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করিয়াছেন।

রসকর্পূর।

ইহাকে ইংরাজীতে হাইড্রার্জ করোসিব সব্লিমেট কহে। বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশ ইহার নিম্নলিখিত প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে পারদ শোধন করিয়া গৈরিক, ইট, খড়ি

ফটকিরি, সৈন্ধব, উইমাটী, খারিমুন, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা প্রত্যেকে পারদের সমান চূর্ণ লইয়া একত্রে (পারদ সহ) এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ সকল চূর্ণ সহ পারদ স্থালীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহার উপরে আর একটী স্থালী ঢাকা দিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপিবে। শুষ্ক হইলে পুনরায় লেপ দিবে, যেন না ফাটে; তৎপরে উহা চুল্লীতে বসাইয়া নিরন্তর ৪ দিন জ্বাল দিবে। শীতল হইলে যন্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া উপরিস্থ স্থালী সংলগ্ন রস গ্রহণ করিবে, ইহা দ্বারা ফিরিঙ্গী রোগ নষ্ট হয়।

মাত্রা ৩/২ রতি। ডাঃ ওসানেসী বলেন যে, বাজারে যে রসকর্পূর পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ নহে, অতএব উহা বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মাত্রা আরও কম করিয়া দেওয়া ভাল। অনন্তমূলের ক্বাথ সহ ইহা গৌণিক উপদংশ রোগে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। ইহার ক্রিয়া পরিবর্ত্তক।

রশুন, লশুন।

লিলিয়েসী জাতীয় য্যালিয়ম সাটাইভম নামক বৃক্ষের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ কন্দ।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক ও মূত্রকর। ইহাতে এক প্রকার উগ্র তৈল আছে। ইহার গন্ধ এত উগ্র যে, সেবন করিলে গাত্রে উক্ত গন্ধ অনুভব করা যায়। কর্ণ বেদনায় ইহার স্থানীক প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধোষ্ণ, পাচন, গুরু, বলকর ও নেত্র হিতকর। ইহা ভগ্নসন্ধানকর, কণ্ঠ্য এবং রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, জ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি ও কাসনাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রসোনাদি কষায়। রসুন, শুঠ ও নিসিন্দার ক্বাথ পানে আমবাত উপশমিত হয়। ভাবঃ

রসোনাষ্টক। কল্কার্থ--সুপক্ক রসুন নিস্তুষীকৃত করিয়া উগ্রগন্ধ নাশার্থ রাত্রিতে দধিতে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতেঃ প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক হইলে শিলায় পেষণ করিবে। সৌবর্চ্চল, যমানী, ভর্জ্জিত হিঙ্গু, সৈন্ধব শুঠ, পিপ্পুল, মরিচ, জীরা সমভাগে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ রসুনের পঞ্চমাংশ লইবে। কল্কের তুল্য তিলতৈল দিয়া সকলগুলি একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ২ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গজ বাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক প্রভৃতি বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ঐ

রসোনপিণ্ড। রসুন ১০০ পল, তিল আদ সের, হিঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, পঞ্চলবণ, শুলফা, হরিদ্রা, কুড়, পিপুল-মূল, চিতা, বনযমানী, যমানী ও ধনে প্রত্যেকের ১ পল সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্রে ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া উহাতে তিলতৈল ২ সের ও কাঁজি ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া ১৬ দিন ঢাকিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা; মদ্য ও জল অনুপেয়। ইহাতে আমবাত, বাতরক্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ঐ

স্বল্প রসোনপিণ্ড। রসুন সুকুট্টিত ১২ তোলা, হিঙ্গু, জীরা, সৈন্ধব, সচল লবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি; এরণ্ড মূলের কাথ সহ প্রাতে: সেব্য। ইহাতে বিবিধ বাতব্যাধি যথা—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, উরুস্তম্ভ, গৃধ্রসী, কটী ও পৃষ্ঠাময় নষ্ট হয়। চক্র:

রসুন তৈল। রসুন ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, যষ্টিমধু, সজিনা, পুনর্ণবা, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপুল প্রত্যেকে ১ পল, তেউড়ী ৬ পল পেষণ করিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে উদর রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, কৃমি, শূল ইত্যাদি নষ্ট হয়। ভাব:

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

রসুনের কল্ক, তিলতৈল ও লবণ একত্রে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষমজ্বর ও বাতরোগ নষ্ট হয়। ভাব:

দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত ও মাংসরস সহ সাত দিন রসুন সেবন করিলে বাতজরোগ, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ঐ

রসুন, আদা, সজিনামূল, বরুণমূল ও কদলীমূলের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণবেদনা প্রশমিত হয়। ঐ

কর্ণশূলে রসুনের রস কর্ণে দিলে উপকার হয়। চক্রঃ

রসুন সেবনকালে মদ্য, মাংস, অম্ল ভক্ষণ হিতকর। ব্যায়াম, রৌদ্র সেবন, অধিক জলপান এবং গুড় ও দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ। ভাবঃ

রাধুনী।

অম্বিলিফেরী জাতীয় ক্যারম রসবর্গিয়েনম নামক ওষধির বীজ।

ক্রিয়া। আগ্নেয় ও বায়ুনাশক। এতদ্দেশে সচরাচর মসলার জন্য ব্যবহার হয়। উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপকারক। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে প্রযোজ্য।

রামতরুই, ঢেড়স।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্‌কস এস্কিউলেন্টস নামক বৃক্ষের ফল। তরুণ অপক্কফল ব্যবহার্য্য। ইহাতে অধিক পরিমাণে স্নেহ দ্রব্য থাকে। ইহার ক্রিয়া স্নিগ্ধকারক ও তরলকারক। তরুণ অপক্ক ফল না পাওয়া গেলে শুষ্ক ফল ব্যবহার্য্য। এই ফল দেড় ছটাক, জল ১৫ ছটাক, ২০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে; ফল লম্বালম্বি কাটিয়া দিবে। এই জল পান করিলে জ্বরের পিপাসা শান্তি হয়। আর সর্দ্দি, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ে উগ্রতা, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতিতে এই জল পান করিলে উপকার হয় এবং ইহা দ্বারা প্রস্রাব বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কাথের বাষ্প গলদেশে লাগাইলে স্বরভঙ্গ কাসি আদি উপশমিত হয়।

রাস্না।

অরচিডেসী জাতীয় ভাণ্ডা রসবর্গাই নামক পরগাছার মূল। আম্রাদি গাছের উপরে জন্মে।

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা তিক্ত, আম পাচক, গুরু, উষ্ণ, কফবাতঘ্ন এবং শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর ও বাতব্যাধি নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, শ্যামাক (রোহিষ তৃণ) হরীতকী, মরিচ, জটামাংসী, ভুঁই আমলা, বেলশুঠা, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, আতিস, বৃদ্ধদারক, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঠ, কট্‌কী, যমানী, ঝাটী, চই, এরণ্ড, দারুহরিদ্রার ক্বাথ সেবনে উরুস্তম্ভ ও আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাব

মধ্যম রাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, এরণ্ড, শতমূল, ঝাটী, দুরালভা, বাসা, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতিস, হরীতকী, মুতা, শঠী ও শুণ্ঠীর কষায় এরণ্ড তৈল সহ পান করিলে আমবাত, কটী, উরু প্রভৃতি স্থানের শূল ও বাত নষ্ট হয়। ঐ

মহারাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঠ, আতিস, হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, জটামাংসী, ধনে, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, কৃষ্ণজীরা, বিষতাড়ক, শতমূল বচ, ঝাটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ১ ভাগ, রাস্না ২ভাগ লইয়া অষ্টভাগাবশিষ্ট কষায় প্রস্তুত করিবে। পরে শুণ্ঠী ও বনযমানী সহ সেব্য। ইহাতে সর্ব্ববাত, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বাতরক্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

রাস্না দশমূল। রাস্না, শুঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা, দশমূল ও শ্যামালতার কষায় পানে বাতব্যাধি, অর্দ্ধাবভেদক ও শিরঃশূল প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ঐ

রাস্নাসপ্তক। রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল ফলের মজ্জা, দেবদারু,

গোক্ষুর, এরণ্ড ও পুনর্ণবার কাথ ; শুঠ চূর্ণ সহ সেবন করিলে জংঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও পার্শ্বশূল নিবারণ হয়। ঐ

রাস্না গুগ্‌গুল। রাস্না ১পল, গুগ্‌গুল ১০ তোলা, ঘৃত দ্বারা বটিকা করিবে। ইহাতে গৃধ্রসী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

রাস্নাপঞ্চক। রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঠ ও এরণ্ড মূলের কাথ সেবনে বাতরোগ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

রাস্না, শুঠ ও গুলঞ্চের কাথ ; গুগ্‌গুল সহ পান কবিলে সন্ধিগত রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

রাস্না, শুঁদি, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ঘৃত ও দুগ্ধযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে বাত বিসর্প নষ্ট হয়। ঐ

বিবিধ তৈল পাক করিতে রাস্না লাগে।

রিটা, ফেনিল।

স্যাপিনডেসী জাতীয় স্যাপিনডস ট্রিফোলিয়েটস নামক বৃক্ষের ফলের বাহ্যাংশ। জলের সহিত ইহা ঘসিলে সাবানের মত ফেনা হয় এবং তদ্ধেতু ইহা সাবানের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি ধৌত করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। কফ-নিঃসারক, ইহার বীজ জলের সহিত বাটিয়া তাহার কতকাংশ মুখে দিলে মৃগীর আবেশ নিবারিত হয়। ইহাতে স্যাপোনিন ও ইস্কিউনিক নামক বীর্য্য থাকায় ইহা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করণ গুণ ধারণ করে। কেহ কেহ ইহাকে গর্ভপাতনকর বলেন।

রেউচিনি।

পলিগোনেসী জাতীয় নানাবিধ রিয়ম শ্রেণীস্থ বৃক্ষের মূল ; এই মূল ত্বকহীন ও শুষ্ক করিলে রেউচিনি নামে আখ্যাত হয়।

চারি প্রকার রেউচিনি এতদ্দেশে জন্মে। যথা—রিয়ম ইমোডী, রিয়ম ওয়েবিয়েমন্, গোসানথাম, কমায়ূন ও নীতির পর্ব্বতে ; রিয়ম স্পিসিফর্ম্ম

হিমালয়ের উত্তর মুখে ও কিরাঙ্ পাসের বহির্ভাগে এবং বিয়ম মুরক্রুটিয়েনম্ ভুটানে জন্মে।

ক্রিয়া। ডাং টুইনীং হিমালয় দেশোৎপন্ন প্রথম দুই প্রকার রেউ-চিনির ক্রিয়া বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এতৎসম্বন্ধে তিনি এই বলেন যে, তুরস্ক দেশীয় রেউচিনি অপেক্ষা ইহাদের গন্ধ অল্প ও সংকোচক গুণ অধিক। ২।৩ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক, তুরস্ক দেশীয় রেউচিনিব মত ৩।৪ বার ভেদ করায়; ইহা দ্বারা পেট কামড়ায না এবং তুরস্ক দেশীয় রেউ-চিনির ন্যায় ইহা সেবন করিতে অসুখকর নহে। রেচক গুণ উভয়েরই সমান, কিন্তু এ দেশীয় রেউচিনি অল্প মাত্রায় বলকারক ও সংকোচক।

ইহা শোষিত হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেবন করিলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়, বাহ্যক্ষতের উপর লাগাইলে কখন কখন বিরেচন হয় এবং প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহার স্তনপায়ী শিশুর বিরেচন হয়।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময় ও অতিসার রোগে বিরেচনার্থ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শৈশবাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকার করে। জ্বরাদি রোগে দৌর্ব্বল্যাবস্থায় বিরেচন প্রয়োজন হইলে রেউচিনি ব্যবস্থেয়। অজীর্ণ রোগে কিঞ্চিৎ ক্ষার এবং ঔদ্ভিজ্জ তিক্ত সহযোগে অল্প মাত্রায় রেউচিনি প্রত্যহ সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। আমবাত রোগে বিশেষতঃ বালক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা উপযোগী। পুরাতন ও দুষ্ট ক্ষতে রেউচিনি চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

মাত্রা ১ হইতে ৩ রতি, বলকারক ও সংকোচক; ৫ হইতে ১৫ রতি বিরেচক।

প্রয়োগরূপ।

রেউচিনির সার। রেউচিনি কুট্টিত অর্দ্ধসের, সুরা ৫ ছটাক, পরিশ্রুত জল ৩ সের ২ ছটাক, জল এবং সুরা মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৪ দিবস পর্য্যন্ত রেউচিনি ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া এবং নিঙ্গড়াইয়া রাখিয়া দিবে, গাদ নীচে পড়িলে উপরের স্বচ্ছাংশকে জলস্বেদনযন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া লইবে; মাত্রা ২॥০ হইতে ৫ রতি।

রেউচিনি ফাণ্ট। রেউচিনি কুট্টিত দশ আনা, স্ফুটিত পরিস্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রমধ্যে ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

রেউচিন্যাদি বটিকা। রেউচিনি সূক্ষ্ম চূর্ণ দেড় ছটাক, মুসব্বর সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ ছটাক পাঁচ আনা, গন্ধবোল চূর্ণ ৩ কাঁচ্চা, কঠিন সাবান ৩ কাঁচ্চা, গুড় ৩ ছটাক; উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ১৫ রতি।

রেউচিনির অরিষ্ট। রেউচিনি কুট্টিত ১ ছটাক, গুজরাটী এলাচী কুট্টিত দশ আনা, ধনিয়া দশ আনা, কুঙ্কুম দশ আনা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম আগ্নেয় ও বলকারক; ৪ ড্রাম বিরেচক।

রোহন, রোহিতক, রোড়া।

মিলিয়েসী জাতীয় সয়মিডা ফেব্রিফিউজা নামক বৃহৎ বন্য বৃক্ষের বল্কল। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশ যথা—রাজমহেন্দ্রী, সরকার, কদাপা, চুনার পর্ব্বত এবং হাজারিবাগের দক্ষিণ অরণ্যে জন্মে।

ইহার কাষ্ঠ কঠিন ও অধিক দিন স্থায়ী তজ্জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য আবশ্যক হয়।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। স্থূল খণ্ড সকল সৌত্রিক, দৃঢ়, ঈষৎ লোহিত, তিক্ত এবং কষায় আস্বাদ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড এবং তিক্ত দ্রব্য আছে। বল্কলের অভ্যন্তর প্রদেশে যবক্ষার দ্রাবক দিলে লোহিত বর্ণ হয় না।

ক্রিয়া। বল্কল—তিক্ত, বলকারক ও পর্য্যায়-নিবারক এবং সচরাচর সিনকোনার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পালাজ্বরে প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইহাতে গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড থাকায় সিনকোনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, লৌহ ঘটিত ঔষধ সহযোগে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে না। অধিক মাত্রায় সেবনে স্নায়ুমণ্ডল বিশৃঙ্খল হয় এবং শিরোঘূর্ণন

ও নিদ্রালুতা জন্মে। এই বল্কল রঙ্ করিতে লাগে, চূর্ণের মাত্রা ৩০ রতি, দিবসে ২ বার।

প্রয়োগরূপ।

রোহনের ক্বাথ। রোহিতক কুট্টিত ৩ কাঁচ্চা, জল দশ ছটাক। আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করতঃ ছাকিয়া লইবে, পরে জল সংযোগ করিয়া দশ ছটাক পূর্ণ করিবে। ওক বার্কের ক্বাথের পরিবর্ত্তে কুল্য এবং পিচকারির নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

রৌপ্য, রূপা, তার।

লাটিন ভাষায় রূপাকে আর্জেণ্টম ও ইংরাজীতে সিল্‌ভর কহে। ইহা আকরে জন্মে।

বিশুদ্ধ রৌপ্যই ঔষধার্থে প্রয়োজ্য। রৌপ্যের সূক্ষ্ম পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ কলাইয়ের ক্বাথে তিন তিন বার নিষেচন করিবে। তৎপরে রূপার পাতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে কর্ত্তন করিয়া সমভাগ পারদ ও গন্ধক সহ খলে মাড়িয়া গোলাকার করিবে। অবশেষে তাহা মুচীর মধ্যে পুরিয়া ও উত্তমরূপে লেপিয়া গজপুটে পোড় দিবে। উক্ত গোলকের নিম্নে ও উর্দ্ধে গন্ধকচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে ১০।১২বার পোড় দিলে রূপা ভস্ম হয়।

কোন প্রকার অম্ল দ্বারা ১ ভাগ হরিতাল মর্দ্দন করিবে, তদ্দ্বারা ৩ ভাগ রৌপ্য পত্র লেপন করণানন্তর মুষামধ্যে পুরিয়া ও লেপ দিয়া ৩০খানি বনঘুটের অগ্নিতে পোড় দিবে, এইরূপ ১৪ বার পোড় দিলে রৌপ্য ভস্ম হয়।

সিজের আঠায়, স্বর্ণমাক্ষিক সংপিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্য পত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে লেপ দিয়া ও মুচির ভিতর পুরিয়া পোড় দিবে। এইরূপ ১৪পোড়ে রৌপ্য ভস্ম হয়।

মারিত রৌপ্যগুণ। বাতপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বয়স্থাপনকর ও প্রমেহঘ্ন। ইহার গুণ স্বর্ণ সম, কিন্তু তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাসায়নিক পরীক্ষায় মারিত রৌপ্যে কৃষ্ণবর্ণ অকসাইড অফ সিলভর থাকা দৃষ্ট হইয়াছে।

মাত্রা ½—১রতি। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয় যথা—স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহৎ বাত গজাঙ্কুশ। পারদ, অভ্র, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, কাটবিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল মরিচ, হরীতকী ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া মুণ্ডি ও নিসিন্দার রসে একদিন মাড়িয়া ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার বাত ব্যাধি প্রশান্ত হয়। রসেন্দ্র সার:

লঙ্কা, লঙ্কামরিচ।

সোলেনেসী জাতীয় ক্যাপসিকম ফ্যাসটিজিয়েটম নামক বৃক্ষের ফল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করেন না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ধামনিক উত্তেজক, আগ্নেয়। ইহার ক্রিয়া ক্যাপসিসিন্ নামক এক প্রকার বীর্য্যের উপর নির্ভর করে। এই বীর্য্য উত্তাপে দ্রব হইয়া যায় এবং উগ্র ধূমাকারে বায়ুতে মিলিত হয়। ঔষধাপেক্ষা ব্যঞ্জনে ইহার ব্যবহার অধিক। অজীর্ণ রোগে এবং পাকাশয়ের অন্যান্য পীড়ায় ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয়, এবং পালা জ্বরের অবসন্নাবস্থায় উত্তেজনার্থ ব্যবহার হয়। দুর্দম্য কণ্ঠক্ষত রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও বাহ্যিক কবলরূপে ব্যবস্থা করিলে উপকার হয়। শিথিল কণ্ঠ, পুরাতন স্বরবদ্ধ আদি রোগে ইহার কবল বিশেষ উপকারক।

বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মে উগ্রতা সাধন করে, পাকাশয়ের ক্ষীণতাবশতঃ অজীর্ণ রোগে ইহা উপকারক। লঙ্কামরিচ চূর্ণ ১ বা ১॥০ রতি, রেউচিন্যাদির বটিকা ২॥০ রতি, একত্রে একটী বটিকা করিয়া ভোজনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিকারাদি রোগে প্রলাপ ও তন্দ্রাদি উপস্থিত হইলে পাদদ্বয়ে ইহারই পলস্তা লাগাইলে প্রত্যুগ্রতা সাধন করিয়া উপকার করে।

অন্ত্র মধ্যে অজীর্ণ ও গলিত দ্রব্য বিশেষতঃ গলিত মৎস্য ও মাংস

থাকিলে যে উদরামর হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারক। চূর্ণের মাত্রা ¼ হইতে ১ রতি।

প্রয়োগরূপ।

লঙ্কামরিচের অরিষ্ট। লঙ্কামরিচ চূর্ণ দেড় কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক; পার্কোলেশন দ্বারা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

লজ্জালু, সমঙ্গা, লজ্জাবতী লতা।

মাইমোসা পিউডিকা নামক লতা। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত কষায়, কফপিত্তঘ্ন ও রক্তপিত্ত, অতিসার এবং যোনি রোগনাশক।

লজ্জালু, ধাতকী পুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ, মধু এবং তণ্ডুলাম্বু সহ পক্কাতিসার নাশার্থ সেব্য। ভাবঃ

লজ্জালু, শুঁঠি, মোচরস, লোধ ও রক্তচন্দন সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ রক্তার্শে প্রযোজ্য। ঐ

সমঙ্গাদি ক্বাথ। লজ্জালু, ধাতকী, লোধ, অনন্তমূল ও শ্যামালতার কষায়; মধু সহ সেবন করাইলে শিশুর অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

লতাফট্‌করী, নওয়াফট্‌কী, জ্যোতিষ্মতী।

স্যাপাইনডেসী জাতীয় কর্ডিয়স পার্মম হালিকেকেবম নামক লতার মূল।

ইহা কটু, তিক্ত, কফবাতঘ্ন, বমনকর, রেচক, আগ্নেয়। বাহ্যিক প্রয়োগে আরক্তকর; অন্যান্য ঔষধের সহযোগে ইহা বাতব্যাধি ও অর্শাদি রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্র ভাজিয়া খাইলে ঋতুস্রাব আগত হয়।

লতাফট্‌কী, সজিকাক্ষার, বচ, অসন মূল বল্কল সমভাগে (মোট সিকিতোলা) দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অবরুদ্ধ ঋতু পুনঃ প্রকাশিত হয়। ভাবঃ

লবঙ্গ, লঙ্গ।

মারটেসা জাতীয় ক্যারিয়োফাইলস য়্যারোমেটিক্স নামক বৃক্ষের শুষ্ক কলিকা। মালক্কা আদি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। এক্ষণে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইহার বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। বিশেষ সদ্গন্ধযুক্ত, তীক্ষ্ণ ঝাল আস্বাদ, তিক্ত। নখ দ্বারা চাপিলে তৈল নিঃসৃত হয়। জলের সহিত চুয়াইলে বায়ী তৈল নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড্ ধূনা ও সার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার বীর্য্যের নাম ক্যারিয়োফাইলিন।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক আগ্নেয়। উদরাধ্মান দূরীকরণ ও নিস্তেজ পাকশক্তির উত্তেজনার জন্য ইহা ব্যবহার হয়। তিক্ত বলকারকের সাহায্যার্থ ও বিরেচক ঔষধের দোষ শোধনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈল সুগন্ধের জন্য ও দন্তচিকিৎসায় ক্ষয়িত দন্তের স্নায়ুকে দগ্ধ করণার্থ ব্যবহৃত হয়। গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থ ইহার ফাণ্ট মহোপকারক। দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরান্তের দৌর্ব্বল্য; চিরতা সংমিশ্রিত লবঙ্গের ফাণ্ট ব্যবহারে উপকার দর্শে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, তিক্ত, নেত্রহিতকর, দীপন, পাচন ও রুচ্য। ইহা কফপিত্ত, রক্ত, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, আধ্মান, শূল, কাস শ্বাস ও হিক্কা নাশক।

প্রয়োগরূপ।

লবঙ্গের ফাণ্ট। লবঙ্গ কুট্টিত দশ আনা, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

লবঙ্গ তৈল। লবঙ্গ জলসহ চুয়াইলে প্রস্তুত হয়। মাত্রা ১—৫ বিন্দু। দন্তশূল নিবারণার্থ তুলা ভিজাইয়া স্থানীক প্রযোজ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

লবঙ্গাদি চূর্ণ। লবঙ্গ, কাঁকলা, বেনারমূল, রক্তচন্দন, তগর পাদুকা, শুঁদিপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালা, কৃষ্ণাগুরু, দারচিনি নাগেশ্বর, পিপুল, শুঠ, বেনারমূল, ছোটএলাচ, কর্পূর, জায়ফল, বংশলোচন প্রত্যেকের চূর্ণ সম-

ভাগ; সর্ব্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি। ইহা সুরোচন, তর্পণ, অগ্নিদীপন, বলপ্রদ ও ত্রিদোষজয়কারক। ইহাতে অরুচি, হিক্কা, কাস, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

লবঙ্গের ফাণ্ট পানে বিসূচিকার ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ঐ

চতুঃ সমবটী। লবঙ্গ, শুঠ, জোয়ান ও সৈন্ধব সমভাগে লইয়া ৪রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অজীর্ণ আরোগ্য হয়। সং মেঃ

লবণ ও ক্ষার।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ হিজলী, তমোলুক, কটক প্রভৃতি স্থানের লবণাক্ত জল ফুটাইয়া ও তাহা শুষ্ক করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত। এই প্রকারে প্রস্তুত লবণকে করকচ লবণ বলে। এক্ষণে লবণ এদেশে প্রস্তুত না হইয়া বিলাতের লিবরপুল নগর হইতে আনীত হয়। পঞ্জাবের কোন-কোন খনিতে এই লবণ পাওয়া যায়। অবিশুদ্ধ লবণ দ্রব করিয়া ছাকিবে, পরে দানা বাঁধিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। সচরাচর আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি ইহাকে ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় যথাক্রমে ক্লোরাইড অফ সোডিয়ম ও সোডিয়াই ক্লোবিডাই কহে। আয়ুর্ব্বেদমতে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল ও রোমক। সামুদ্রকে করকচ লবণ কহে।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, পরিবর্ত্তক, কৃমিনাশক ও অধিক মাত্রায় বমনকারক, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গেই সচরাচর ব্যবহার হয়।

আময়িক প্রয়োগ। বিসূচিকা রোগে রক্তে লবণাভাব হয়, অতএব তাহাতে লবণ জলে দ্রব করিয়া পান করিতে দেওয়া বিধেয়। গণ্ডমালা রোগে লবণ মিশ্রিত জলে স্নান উপকারক। রক্তোৎকাসে লবণ সেবনে ক্ষণকালের জন্য রক্তরোধ হইতে দেখা যায়। ক্রিমীনাশার্থ ইহা ১৫ রতি মাত্রায় জলসহ শূন্যোদরে প্রয়োজ্য। বিরেচনার্থ লবণের পিচকারি ব্যবহৃত হয়, অর্দ্ধ বা এক ছটাক লবণ ও দশ ছটাক জল একত্রে দ্রব ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া পীচকারি দিবে। জ্বরাদি রোগের প্রথমাবস্থায় বমন প্রয়োজন হইলে লবণ বিশেষ উপযোগী। ১—২ কাঁচ্চা লবণ, অল্প তপ্ত জল

২।৩ ছটাক সহ পান করা বিধেয়। কষ্টিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষ নাশার্থ ইহা প্রযোজ্য। অজীর্ণ, শিশুদিগের উদরাময় ও পালাজ্বরে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

মাত্রা ১০—৩০ রতি পরিবর্ত্তক, বলকর ও আগ্নেয়; ১ কাঁচ্চা হইতে এক ছটাক মাত্রায় বমনকারক ও বিরেচক। স্নানার্থ—এক হইতে ৪ ছটাক লবণ, পাঁচ সের জলে দ্রব করিয়া লইবে।

বিট লবণ। আগ্নেয় ও বায়ুনাশক। প্লীহা, অজীর্ণ ও অন্ত্রের বিবিধ পীড়ায় প্রযোজ্য। বিটলবণে অতি অল্প অংশ লৌহ থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে।

সৌবর্চ্চল বা সচল লবণ। ইহাকে কালা নিমক কহে। ইহারও ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

রোমক। আজমীর প্রদেশস্থ নদীর জল হইতে প্রস্তুত হয়, ইহার আস্বাদ অত্যন্ত উগ্র। ইহা মৃদু রেচক ও মূত্রকর। অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

সৈন্ধব। সৈন্ধব দেখ।

অতি পূর্ব্বকালে আরও কয়েক প্রকার লবণ প্রচলিত থাকা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার ব্যবহার নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ভাস্কর লবণ। সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ১০ তোলা, বিট, সৈন্ধব, ধনে, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র নাগেশ্বর, চই, অম্লবেতস প্রত্যেকে ৪ তোলা; মরিচ, জীরা, শুঠ প্রত্যেকে ২ তোলা; দাড়িম বীজ ৮ তোলা, দারচিনি, এলাচ প্রত্যেকে ১ তোলা; সমস্তগুলি চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় তক্র বা কাঁজি সহ সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য; উদরী, অর্শ, গ্রহণী প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

অভয় লবণ। পারিভদ্র, পলাশ, আকন্দ ও সিজ বল্কল, অপাঙ্গ

চিতামূল, বরুণ, গণিয়ারি, শ্বেত পুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী, পিপুল, বলপ্রদ নাটা, হাপরমালী, কুটজ ছাল, ঘোষালতা ও পুনর্ণবা কুট্টিত করিয়া তি রোগ মধ্যে রাখিয়া তিলকাষ্ঠের দ্বারা জ্বাল দিবে। ভস্ম হইলে তাহা ২সের, ৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ জল পুনর্ব্বার অগ্নিতে চড়াইয়া সৈন্ধব লবণ ২ সের, হরীতকী চূর্ণ ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, শঠী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা সিকি হইতে ২ তোলা; অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্ন

ক্ষার।

বিবিধ বৃক্ষের ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান যথা—পাটলা, কুটজ, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পারিভদ্র, বিভীতক, আরগ্বধ, লোধ, আকন্দ, সিজ, আপাঙ্গ, করঞ্জ, বাসক, কদলী, চিতা, পূতিক, দেবদারু, করবী, ছাতিম, গাম্ভারী, গুঞ্জা ও কোষাতকী। এই সকল বৃক্ষের সমস্ত বা যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের মূল ও শাখা পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর রাখিয়া ভস্ম করিবে; পরে সেই ভস্ম ছয় গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। উহা স্বচ্ছ লাল, উগ্র ও সাবানবৎ হইলে নামাইয়া ছাকিবে, পরে পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে ও নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে যথা—সিজ ক্ষার, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম এবং অনবরত নাড়িতে থাকিবে যতক্ষণ ঘন না হয়, জ্বাল দিবে। ক্ষার যতদূর উগ্র করা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিয়া ৢ, ৣ বা ৣ৺ অংশ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দাহক, বাহ্যিক প্রয়োজ্য। ইহার দাহ্য শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সময়ে ২ হরিতাল ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

যে স্থলে দাহক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা প্রথমে পরিষ্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিবে; তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ক্ষার একটী কাটী করিয়া লাগাইবে। তদনন্তর উক্ত স্থানে তিলবাটা, কাঁজি সহ প্রলেপ দিবে।

বাহ্য অর্শ, নালীক্ষত, ভগন্দর, স্ফোটক, আঁচিল ও অর্ব্বুদ প্রভৃতিতে দাহক ক্ষার প্রয়োজ্য।

সেবনার্থ—নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের যথালাভ ক্ষার ছয় গুণ জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে; পরে ঐ ক্ষার এক এক খানি কাপড়ে রাখিয়া ও তাহা টানাইয়া উহাতে ঐ জল ২১ বার ঢালিয়া দিবে। কাপড়ের নিচে একটী পাত্র রাখিবে, অবশেষে উক্ত জল ছাকিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে ও উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইবে। ইহা সিকি তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরী, গুল্ম, অশ্মরী প্রভৃতি উপশমিত হয়। ইহার ক্রিয়া মূত্রবেচক, মূত্রকর ও অম্ল-নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৈশ্বানর ক্ষার। সিজ, আকন্দ, চিতে, এরণ্ড, বরুণ, পুনর্ণবা, তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ ও তেঁতুলের ক্ষার মিলিত ২ প্রস্থ (৪সের) জল ১৬সের, পাক শেষ ৪ সের। উপরিস্থ জল ছাকিয়া লইয়া উহাতে সৈন্ধব লবণ ২ সের দিয়া নির্ধূম অগ্নিতে পাক করিয়া পরে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে। অবশেষে যমানী, জীরা, কালজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, স্থূলজীরক ও হিঙ্গু চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ১০—২০ রতি মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জল সহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, শূল, শোথ ও গুল্ম নষ্ট হয়। ভাবঃ

নালিতাপাত, নাল্‌তেপাতা।

টিলিয়েসী জাতীয় কর্‌কোরস অলিটোরস নামক বৃক্ষের পত্র। পাট বৃক্ষের পত্র শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে নাল্‌তে কহে।

ইহার শীতল ফাণ্ট তিক্ত ও বলকর। আসামের ডাঃ সিমন বলেন যে, তরুণ রক্তামাশয় হইতে আরোগ্য লাভ করার সময় ইহা নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার ব্যবহারে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও বলাধান হয়। ইহার

পত্র চূর্ণ ৩ রতি, হরিদ্রা চূর্ণ ৩ রতি একত্রে ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় রোগে উপকার দর্শে। ইহার ফাণ্ট পানে পিত্তাধিক্য নষ্ট হয়। উহা প্রস্তুত করিতে নালতে দুই আনা, জল আদ পোয়া লইবে।

লাক্ষা।

এক প্রকার কীট অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষে আঠা বা রস স্থাপন করে। ইহা দ্বারা আলতা প্রস্তুত হয়। বিবিধ তৈলাদি প্রস্তুত করিতে লাক্ষার ক্বাথ ব্যবহার হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা বর্ণকর, বল্য, স্নিগ্ধ এবং কফ, রক্তপিত্ত, কাস-জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

লাক্ষাদি তৈল। লাক্ষার ক্বাথ ও তৈল সমভাগ, তৈলের ৪ গুণ দধির মাত, এবং কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুক, কুড়, বালা, শ্বেতচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, রাস্না, শুলফা ও যষ্টিমধু সমভাগে দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্ব জ্বর নষ্ট হয়। গর্ভিণীদের পক্ষে ইহা প্রশস্ত। ভাব

মহালাক্ষাদি তৈল। ক্বাথার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ফেনিল (রিটা) যষ্টিমধু, বেড়েলা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, চম্পক ও কমল প্রত্যেকে ৬ পল; চারিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিয়া ছাকিয়া লইবে। কল্কার্থ—রেণুক, পদ্মকাষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, অম্লবেতস, গ্রন্থিপর্ণী, কুড়, দেবদারু, নখী, দারচিনি, শুলফা, শ্বেতকমল, জটামাংসী, যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২ তোলা। দধির মাত, কাঁজি, দুগ্ধ প্রত্যেকে ১৬ সের, তৈল ৪ সের। প্রথমে তৈলসহ কাঁজি, দুগ্ধ ও দধির মাত পাক করিয়া পরে কল্ক পেষিত কষায় দিয়া পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে জ্বর, শোথ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

লাক্ষাদ্য তৈল। তৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; কল্কার্থ—লোধ, কটফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, শুঁদি, যষ্টি-

মধু এবং খদিরের ক্বাথ ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, পুতিবক্ত্র, বিরুচি বিরসতা দুর হইয়া দন্ত সুদৃঢ় হয়। ঐ

বাল লাক্ষাদি তৈল। তৈল ও লাক্ষার ক্বাথ সমান, দধির মাত তৈলের চারিগুণ, কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্ঠিমধু, মূর্ব্বা, কট্‌কী ও রেণুক মিলিত তৈলের সিকি দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শিশুর জ্বর আরোগ্য ও বল বৃদ্ধি হয়। ঐ

প্রমেহমিহির তৈল। তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের; কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, কুড়, অশ্বগন্ধা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্ঠিমধু, রাস্না, দার-চিনি, এলাচ, বামনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সবলকাষ্ঠ, পদ্ম-কাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেনারমূল, জায়ফল, বাসক ও তগর-পাদুকা প্রত্যেকে ২ তোলা; যথাক্রমে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার প্রমেহ, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ সমন্বিত হইলেও উপশমিত হয়। ভৈঃ র

লেবু, নেবু।

রিউটেসী জাতীয় বিবিধ সাইট্রস বৃক্ষের ফল। তন্মধ্যে কেবল কয়েক প্রকার ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। যথা—জম্বীর বা গোঁড়ালেবু, লিম্পাক বা পাতিলেবু, নিম্বুক বা কাগজী-লেবু, বীজপুর বা টাবালেবু, ইহারা সাইট্রস এসিডা নামক ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ফল। মাতুলুঙ্গ বা ছোলংলেবু, ইহা সাইট্রস মিডিয়া নামক বৃক্ষের ফল। নাগরঙ্গকে কমলালেবু কহে। ইহার বর্ণনা যথাস্থলে লিখিত হইয়াছে।

পাতি ও কাগচী লেবুই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবুর রস ও উহার চাটনী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার রস ধামনিক অবসাদক ও শৈত্যকারক। ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে, তাহা বায়ুনাশক ও অল্প উত্তেজক। তরুণ বাত, জ্বর ও ক্ষার দ্বারা বিষাক্ত হইলে লেবুর রস সেবনে উপকার হয়। ফুসফুস, পাকাশয় ও অন্ত্রাদি হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার রস; চিনি বা মিশ্রির সঙ্গে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ দিবে। ইহার সহিত আবশ্যকমত জল মিশ্রত করিতে হয়। শীতাদ রোগে (স্কর্ভি) ইহার সদ্য রস, চিনি সহ সেবনে উপকার হয়। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে উহার সঙ্গে চিরতা বা নিম্বের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। লেবুর রসের অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত করিয়া উক্ত রোগে কুলী করিলেও উপকার হয়। বিবিধ প্রকার জ্বরে চর্ম্ম শুষ্ক, উষ্ণ ও পিপাসার আতিশর্য্য থাকিলে নিম্নলিখিত পানীয় সেব্য। যথা ৪।৫ টী লেবু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটী কাচপাত্রে রাখিবে, পরে তাহাতে দশ ছটাক স্ফুটিত জল ঢালিয়া দিবে, শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে এবং উহার আস্বাদ মিষ্ট হয় এরূপ পরিমিত চিনি বা মিশ্রি সংযোগ করিবে। জয়পাল দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহার রস ১—২ ছটাক মাত্রায় জল বা কাঁজি সহ পান করাইলে উপকার দর্শে।

লেবুর রস আদ ছটাকে ১৬ রতি সাইট্রিক এসিড থাকে, তদ্ভিন্ন স্নেহ দ্রব্য ও সার আছে। লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া রাখার আবশ্যক হইলে উহার সঙ্গে ১⁄৮ অংশ স্পিরিট বা ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া রাখিলে পচিয়া যায় না; তৎপরে উহা ছাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। লেবুর রসের মাত্রা ২ ড্রাম হইতে আদ ছটাক পর্য্যন্ত। সন্ধি বাতরোগে ১—২ ছটাক ৪.৬ ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য। ছর্দ্দি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয়। লেবু, তৈল ও লবণাক্ত করিয়া কিছু দিন রাখিলে মোরব্বা প্রস্তুত হয়, ইহা অত্যন্ত মুখপ্রিয়, আগ্নেয় ও অরুচিহর। পাতিলেবুর মূল যকৃদরি লৌহ প্রস্তুতে লাগে।

প্রয়োগরূপ।

জম্বীরত্বকের অরিষ্ট। স্বরস জম্বীর ত্বক ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সুরা দ্বারা দশ ছটাক পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

জম্বীর তৈল। জম্বীর ত্বক নিষ্পীড়ন দ্বারা অথবা জলের সহিত চুয়াইলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই তৈল বর্ণহীন স্বচ্ছ, সুগন্ধি, উৎপতিষ্ণু। মাত্রা ১—৫ মিনিম।

জম্বীর পাক। জম্বীর রস আদ সের, জম্বীর ত্বক ১ ছটাক, শর্করা পাঁচ পোয়া। জম্বীর রসে চিনি গুলিয়া ও তাহাতে লেবুর খোসা দিয়া জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা মৃদু সন্তাপ দিবে, যে পর্য্যন্ত না শর্করা দ্রব হয়, পরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৪ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ক্রব্যাদ রস। গন্ধক ২ পল, পারদ ১ পল, লৌহ ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া এরণ্ড পত্রে ঢালিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া ও লৌহপাত্রে রাখিয়া উহাতে লেবুর রস দিয়া অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। রস ঘনীভূত হইলে আরও অগ্নি সন্তাপ দিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে পঞ্চকোলের ক্বাথ ও কাঁজিতে ভাবনা দিয়া উহার সহিত সোহাগার খই ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল, বিটলবণ ২ পল মিশ্রিত করিয়া চনকাম্ল জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা ভোজনান্তে সেবন করিলে অতি গুরুপাক দ্রব্যও সত্বর পরিপাক পায়; মাত্রা দুই মাষা। ঔষধ সেবনের পর তক্র ও সৈন্ধব পান বিধেয়। ইহাতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তা।

রসায়নামৃত লৌহ। চিনি ১৬পল, ত্রিফলার ক্বাথ ৪ সের, গোঁড়া-লেবুর রস ১৬ পল একত্রে পাক করিবে; ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তী-

মূল, নিমছাল, সৈন্ধব, অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা, লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা। ইহাতে গুল্ম, রক্তহীনতা, যকৃৎ, প্লীহা, জীর্ণজ্বর ও শোথাদি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

টাবালেবুর কেশর, সৈন্ধব ও মরিচ একত্রে বাটিয়া মুখে রাখিলে বাত-কফরোগ, মুখশোষ, জড়তা ও অরুচি নিবারণ হয়। ভাবঃ

ঘৃত পরিপাকার্থ লেবুর রস সেবন কর্ত্তব্য। ঐ

লেবুর রস সহ নাভিশঙ্খ সেবনে প্লীহা নষ্ট হয়। ঐ

লেবুর রস যবক্ষার সহ সেবনে পার্শ্ব হৃৎ বস্তি শূল ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

লোধ, লোধ্র।

ষ্টিরেসী জাতীয় সিমপ্লোকস রেসিমোজা নামক বৃক্ষের বল্কল। ভারত-বর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। গ্রাহী অর্থাৎ সংকোচক এবং জ্বরা-তিসার, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ ও চক্ষুরোগনাশক। ইহার কাথের কুলী করিলে মাড়ি শিথিলতা ও রক্তস্রাব আরোগ্য হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

লোধ্রাদি চূর্ণ। লোধ, ধাইফুল, বিল্বশুঠ, মুতা, আমেরকেশী ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ, মাহিষ তক্র সহ পান করিলে পক্কাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

লোধ, হরিদ্রা, তেজপত্র, অগুরু, গৃহধূম ও মনঃশিলা, মধু সহ লেপ দিলে মেদার্ব্বুদ নষ্ট হয়। ভাবঃ

লোধ, ধনে ও বচ দ্বারা প্রলেপ দিলে তারুণ্য পীড়কা নষ্ট হয়। ঐ

লোধ, সৈন্ধব, বচ, শ্বেতসর্ষপ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বয়স ফোড়া নষ্ট হয়। ঐ

লোধ, মুতা, রসত, মধুসহ বাটিয়া মাড়িতে লাগাইলে শৈশির রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

লোধ, যষ্টিমধু, দগ্ধ ফটকিরি, রসত, সমভাগে জল সহ বাটিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে লেপ দিলে চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। অঃ সঃ

লৌহ।

লৌহ মারণার্থ কান্ত লৌহই প্রশস্ত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে উহা প্রায় এক-প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য ইস্পাত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লৌহ জারণের পূর্ব্বে উহা পিটাইয়া পাতলা পাত প্রস্তুত করিতে হয়। লৌহের পত্র তপ্ত করিয়া তক্র, তৈল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের কাথে তিন তিন বার নিষেচন কবিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে উহা হামানদিস্তায় ফেলিয়া চূর্ণ করিবে এবং গোমূত্র সহ মাড়িয়া, সরাব সংপুটে রাখিয়া গজ-পুটে ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড় দিবে। এইরূপ একশত হইতে একসহস্র বার পোড় দিতে হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ লৌহ সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে পরিণত নাহয় ও তাহা জলে না ভাসে এবং চক্ষুতে লাগাইলে কোন প্রকার অসুখ অনুভূত না হয়; ততক্ষণ পোড় দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিবার পোড় দিবার পূর্ব্বে গোমূত্র সহ মাড়িতে হইবে। লৌহ সম্পূর্ণরূপে মারিত হইলে উহার ইষ্টকচূর্ণবৎ বর্ণ হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায় যে, এই প্রকারে প্রস্তুত লৌহ প্রোটো ও পার অকসাইড অফ আয়রণের মিশ্রণ মাত্র। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার উপায়াবলম্বনে লৌহ জারিত হয়; তন্মধ্যে কয়েকটীর বিষয় এস্থলে লিখিত হইতেছে।

বিশুদ্ধ লৌহ চূর্ণ পাতাল গরুড়ী (হিন্দীতে ছেউড়া কহে, লতাবিশেষ) রসের দ্বারা মাড়িয়া তিন বার, ঘৃতকুমারীর রসে তিন বার ও কুঠার-চ্ছিন্নিকা রসে মাড়িয়া ছয় বার পোড় দিলে লৌহ ভস্ম হয়।

লৌহ চূর্ণ ও তাহার দশমাংশ হিঙ্গুল লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে দুইপ্রহর মাড়িয়া পোড় দিবে। এইরূপ সাত পোড়ে লেহি ভস্ম হয়।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে।

পরে উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করণানন্তর তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুইপ্রহর রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। উষ্ণ হইলে তাম্রপাত্রোপরি একখানি সরা ঢাকা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিবে। পরে পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে।

দাড়িমের পাতার রস (৪ভাগ) দ্বারা লৌহ চূর্ণ ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড় দিবে। এইরূপ ২১পোড়ে লৌহ ভস্ম হয়।

মারিত লৌহের গুণ। তিক্ত কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়স্য, চক্ষুষ্য, লেখন, বাতল। ইহা বিশেষ বলকর ও রক্তবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা কফপিত্ত, শূল, শোফ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, কুলত্থ, সর্ষপ, মদ্য ও অম্ল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মাত্রা। ১রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৯রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নবায়স লৌহ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতা প্রত্যেকে সমভাগ; সর্ব্ব সমান লৌহ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—৯রতি। মধু, ঘৃত ও তক্র বা গোমূত্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। রস প্র

অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পটোলপত্র, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, নিম্ব, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সম ভাগ; লৌহ সর্ব্ব সমান। মধু ও ঘৃত দ্বারা একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহাতে পাণ্ডু, শোথ, গ্রহণী, প্রমেহ, শ্বাস কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

খণ্ডকাদ্য লৌহ। শতমূল, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামনহাটী, কুড় প্রত্যেকে ৫পল; জল ৬৪সের সহ পাক করিয়া অষ্ট ভাগাবশেষ করিবে। তৎপরে মনঃশিলা বা স্বর্ণ-

মাক্ষিক সংযোগে জারিত লৌহ ১২পল, চিনি ১৬পল ও ঘৃত ১৬পল দিয়া তাম্র পাত্রে উক্তক্বাথ জলসহ পাক করিবে। পাক শেষ অর্থাৎ ঘনীভূত হইলে নামাইয়া মধু ২সের দিবে। মধু দিবার পূর্ব্বে শিলাজতু, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, দারচিনি, বিড়ঙ্গ, শুঠ, জীরা প্রত্যেকে ১পল, ও হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ধনে, তেজপত্র, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। মাত্রা ২ তোলা; ঔষধ সেবনকালে গব্য দুগ্ধ, মাংসরস ও বলকর পথ্য প্রযোজ্য। ইহাতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ঐ

যক্ষ্মারি লৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

অগ্নিরস লৌহ। পারদ ১ভাগ ও গন্ধক ২ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে লৌহ ৩ ভাগ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করতঃ তাহা তাম্রপাত্রে সংস্থাপন ও এরণ্ডপত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহর কাল রৌদ্রে রাখিবে। শেষে ধান্যরাশির মধ্যে ৭দিন রাখিবে। পশ্চাৎ ঔষধ চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, জায়ফল, লবঙ্গ ৯ভাগ মিশ্রিত করিবে। ইহা মধুসহ লেহন করিলে কাস, যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। শার্ঙ্গ:

লৌহ রসায়ন। গুগ্গুল, শাল্মলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, ত্রিবৃৎ, অলম্বুষা, শুঠ, নিসিন্দা, চিতা প্রত্যেকে ১০পল, ৮০সের জলে পাক করিয়া ২০সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে লৌহ ১২পল, পুরাতনঘৃত ৪সের, চিনি ৮পল একত্রে তাম্রপাত্রে ক্বাথজল ক্রমশঃ দিয়া পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে নামাইবে, শীতল হইলে মধু ২সের, শিলাজতু ২পল, এলাচ, দারচিনি প্রত্যেকে ৪তোলা; বিড়ঙ্গ ৩পল, রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২পল; হিরাকস ২পল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২তোলা: দুগ্ধ

মাংসযূষাদি পথ্য। ইহাতে মেদ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, উদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

লৌহ গুগ্‌গুল। লৌহ ১পল, গুগ্‌গুল ৩পল, ত্রিকটু ৫পল, ত্রিফলা ৮পল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ত্রিকটু ও ত্রিফলা মিলিত ৫ এবং ৮পল বুঝিতে হইবে। ইহা এক তোলা মাত্রায় মধু সহ লেহন করিলে বলবীর্য্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। ঐ

বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, হরিতাল প্রত্যেকে ২তোলা; লৌহ ৮তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া করলাউচ্ছের পাতার রস, দশমূলের ক্কাথ; কাকমাচির রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস, ত্রিফলার ক্কাথ; গুলঞ্চের রস এবং পান, নিসিন্দা, পুনর্ণবা ও আর্দ্রকের রস দ্বারা পৃথক পৃথক সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ১রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; আবশ্যকানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড় সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার পুরাতন জ্বর ও প্লীহা আরোগ্য হয়। ভৈঃ র

চন্দনাদি লৌহ। রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেনার মূল, পিপুল, হরীতকী, শুঠ, শুঁদিপুষ্প, আমলকী, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগে; সর্ব্ব সমান লৌহ একত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৪—১০ রতি, গুলঞ্চ ও ক্ষেৎপাপড়ার রস বা ক্কাথ সহ সেব্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর, প্লীহা আরোগ্য হয়। রসেন্দ্র সারঃ

বিষমজ্বরান্তক লৌহ। হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক প্রত্যে[illegible] লইয়া কজ্জলী করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে, পরে উহার ২মাষা, লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে ২তোলা; বঙ্গ, গেরিমাটী, প্র[illegible] তোলা; মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তি ভস্ম প্রত্যেকে ২মাষা একত্রে মিশ্রি[illegible] মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে; পরে তাহা ২খানি ঝিনুকে[illegible] ও লেপ দিয়া ২০।২৫ খানি ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিবে। [illegible] প্রাতঃকালে সেব্য। পিপুল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেবন বি[illegible] সকল প্রকার বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ রোগ নষ্ট হয়। [illegible]

মান শরণাদ্য লৌহ। মানকচু, ওল, ভেলা, ত্রিবৃ[illegible]

[illegible] পাক করিয়া অষ্ট ভাগ[illegible]

ত্রিফলা ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ চিতা ও মুতা) প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০রতি; অর্শ সহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ঐ

আমলকাদ্য লৌহ। আমলকী ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, চিনি উভয়ের সমান, লৌহ সর্ব্ব সমান, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩—৫রতি। ইহাতে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত নিবারণ হয়। ইহা বৃষ্য, বল্য ও আগ্নেয়। রসেন্দ্র সারঃ

গুড়ূচ্যাদি লৌহ। গুলঞ্চের সার (পালো) শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতে প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ ১০ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে বাতরক্ত ও হস্তপদ জ্বালাদি নিবারণ হয়। সার কৌঃ

মহাশ্বাসারি লৌহ। লৌহ ৪তোলা, অভ্র ২তোলা, শর্করা ৪তোলা, মধু ৪তোলা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুল আঁটির শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচ, কুড়, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ তোলা শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১০ রতি, মধু সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাস কাস, রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ভৈঃ র

রোহিতক লৌহ। রোহিতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুতা চিতামূল প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে প্লীহা, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

যকৃদরি লৌহ। লৌহ, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেকে ৪তোলা, পাতিলেবুর গাছের মূলের ত্বক ৮তোলা, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম ভস্ম ৮তোলা, একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৯রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা জ্বর, উদরী ও কামলা নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

ত্র্যূষণাদি লৌহ। যবক্ষার, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ভাগ, লৌহ ৪ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৬রতি, ত্রিফলার জল সহ সেব্য; ইহাতে শোথ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

মেহ মুদ্গর রস। রসত, বিটলবণ, দারুহরিদ্রা, বিল্বমূল, গোক্ষুর ও দাড়িম বীজ, চিরতা, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, তেউড়ী প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা, গুগ্‌গুল ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত ও ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ বা জল সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

শ্বাসচিন্তামণি। লৌহ ৪ ভাগ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেকে ২ ভাগ, পারদ স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে এক ভাগ; মুক্তা, স্বর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ; একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্ঠিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু ও বহেড়া চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাস কাস উপশমিত হয়। ভৈঃ র

শর্করা লৌহ। শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪সের, আমলকীর রস ৪সের, মণ্ডুর ৬৪ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা, ঘৃত ৩২ তোলা একত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে নামাইবে। শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপুল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, অভ্র, লৌহ প্রত্যেকে ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। সকল প্রকার শূলে বিশেষতঃ পিত্ত শূলে ইহা বিশেষ উপকারক। ঐ

লৌহারিষ্ট। শালসারাদির ক্বাথ (পাদ শেষ) মধু ও গুড়, পিপ্পল্যাদিগণের সূক্ষ্ম চূর্ণ, ঘৃত ভাবিত পিপুল চূর্ণ ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত কুম্ভে রাখিবে। তৎপরে সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ বা পত্র, খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে বহুবার তপ্ত করিয়া উক্ত কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। উহা তিন চারি মাস যব বা ধান্য রাশির মধ্যে রাখিবে। পরে বাহির করিয়া নির্ম্মল রস ছাকিয়া লইবে। ইহাতে শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, গুল্ম, পাণ্ডু, প্লীহা, উদর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

লৌহাসব। লৌহচূর্ণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বিড়ঙ্গ, চিতে, মুতা প্রত্যেক ৪ পল চূর্ণ; মধু ৬৪ পল, গুড় ১০০ পল, জল ১২৮ সের একত্রে ঘৃত কুম্ভে এক মাস ঢাকিয়া রাখিবে। অন্তকৃৎসেক হইলে ছাকিয়া

লইবে। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, পাণ্ডু, শ্বযথু, অর্শ, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস, গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

লৌহচূর্ণ, শ্বেতলোধ ও মরিচ; গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তন্দ্রা নষ্ট হয়। ভাবঃ

মারিত লৌহ ও মুতা চূর্ণ; খদিরের কষায় সহ পান করিলে হলীমক নষ্ট হয়। ঐ

কৃষ্ণতিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লৌহ, মধু ঘৃত সহ লেহন করিলে হলীমক নষ্ট হয়। ঐ

মারিত লৌহ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী চূর্ণ; মধু সহ লেহন করিলে মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়। ঐ

লৌহ, হরীতকী, পিপুল ও শুঠ চূর্ণ; ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ঐ

লৌহ, মধু সহ ৩ বার লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

লৌহ চূর্ণ ২ তোলা, আমেরকেশী ৫ তোলা, আমলকী, হরীতকী প্রত্যেক ২ তোলা; বহেড়া ১ তোলা একত্রে লৌহপাত্রে জল সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এক রাত্রি রাখিবে। পরে ইহা কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ঐ

বংশ ও বংশলোচন।

গ্রামিণী জাতীয় ব্যাম্বুসা অরণ্ডিনেসিয়া নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই জন্মে। বাঁশের গাঁটের মধ্যে অবিশুদ্ধ সিলিকেট অফ পটাশ জন্মে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রধান প্রধান স্থানের গন্ধ বণিকের দোকানে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতেই সচরাচর ইহা আনীত হয়।

রাসায়নিক তত্ত্ব। অধ্যাপক টি, টমসন বলেন যে, ইহাতে শতকরা ৯০.৫০ অংশ সিলিসিয়া, ১.১০ অংশ পটাশ, ০.৯৮ পার অক্সাইড অফ আয়রণ, ০.৪০ য়্যালিউমিনিয়া আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক ও সংকোচক; কেহ কেহ ইহার উত্তেজক ও কামোদ্দীপক গুণ আছে বলেন। ভাবপ্রকাশের মতে বংশলোচন বৃষ্য, বল্য ও শীতল, এবং উহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয় রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও পাণ্ডুরোগ নাশক। বংশ-বস্তিশোধক ও কফ-পিত্তঘ্ন। সামান্য প্রকার চক্ষু প্রদাহে বংশলোচন ও লবঙ্গ মধু সহ একটী পাত্রে ঘসিয়া কপোতকের পালক দ্বারা চক্ষে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বংশলোচন, স্বর্ণমাক্ষিক সহ কিছু কাল সেবন করিলে রসায়ন হয়। ভাবঃ

বংশলোচন, পাকুড় ছাল, রক্তচন্দন, গোলমরিচ, গুলঞ্চ, ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে অগ্নি দাহ আরোগ্য হয়। ঐ

বাঁশের পাতা রজোনিঃসারক বলিয়া কথিত হয়। বাঁশের দ্বারা উত্তম স্প্লিণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পল্লিগ্রামাদিতে ইহা অনায়াসে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সিতোপলাদি অবলেহ। মিশ্রী ১৬, বংশলোচন ৮, পিপুল ৪, ছোট এলাচ ২ ও দারচিনি চূর্ণ ১ ভাগ লইয়া মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিবে। ইহাতে যক্ষ্মা, কাস শ্বাস প্রভৃতি উপশমিত হয়। ভাবঃ

বকপুষ্প।

সেসবেনিয়া গ্রাণ্ডি ফ্লোরা। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা পিত্তকফঘ্ন, চাতুর্থক জ্বরহর, হিম, রুক্ষ, তিক্ত বলকর ও পতিশ্যায় নিবারক। ইহার পুষ্পের রস অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে কখন কখন ব্যবহার হয়। বক পত্রের রস নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। বক পুষ্পের চূর্ণ সহ মাহিষ দধি প্রস্তুত করতঃ উহার নবনীত মর্দ্দন করিলে দেহজ স্ফুটন আরোগ্য হয়।

বকম।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সিসালপাইনা সাপান নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ। মান্দ্রাজ অঞ্চলে জন্মে। তুলার বস্ত্রাদি রং করিতে ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। সংকোচক, ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। লগউডের পরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য। প্রাচীন উদরাময়ে প্রযোজ্য। শ্বেতপ্রদরে ইহার ক্বাথের পীচকারি দিলে উপকার দর্শে।

প্রয়োগরূপ।

বকমের ক্বাথ। বকমকাষ্ঠ ক্ষুদ্রীকৃত আদ ছটাক, দারচিনি স্থূল চূর্ণ ৩০ রতি, জল দশ ছটাক। ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

বকমের সার। বকম কাষ্ঠ ক্ষুদ্রীকৃত আদ সের, স্ফুটিত জল ৫ সের; ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট করিবে। অতঃপর ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। ইহা নাড়িতে লৌহ নির্ম্মিত কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা নাড়িবে। মাত্রা ২—১০ রতি।

বকুল।

সেপোটেসী জাতীয় মিমুসপ্স এলেন্‌গাই নামক বৃক্ষ। ইহার পুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধ, তজ্জন্য অনেকে উদ্যানাদিতে যত্ন পূর্ব্বক রোপণ করেন। ভারতবর্ষে জন্মে।

ইহার অপক্ক ফল সংকোচক। চর্ব্বণ করিলে শিথিল দন্ত দৃঢ় হয়। চক্র

বন্ধল সংকোচক। ইহার ক্বাথের কুলী করিলে দন্তের শিথিলতা নষ্ট হয়। ঐ

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা কফ পিত্ত; বিষ শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগঘ্ন। ইহার পক্ক ফল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

লালাস্রাবে ইহার ক্বাথের কুল্য উপকারক। ইহার পুষ্প জল সহ চুয়াইলে এক প্রকার সুগন্ধি জল প্রস্তুত হয় তাহা উত্তেজক বিধায় ও সুগন্ধির জন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

বগ্ ভেরেণ্ডা।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় করকাস্ (জাট্রফা) পরগাস্স নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে জন্মে।

ইহার পত্র উষ্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলসহ পূঁযোৎপাদন জন্য প্রয়োজ্য। ইহার বীজ নিষ্পেষণ করিলে তৈল নিঃসৃত হয়, তাহা বাত বেদনায় প্রয়োজ্য। ইহার বীজের শস্য প্রবল ভেদক। ইহার দুগ্ধবৎ রস অকসাইড অফ আয়রণের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে উত্তম কৃষ্ণবর্ণ বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়ার সম্পাদক বলেন, ইহার তিনটী বীজ সেবন করায় এক ব্যক্তির ভেদ, বমন, পেটে বেদনা ও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। লেবুর রস জলে গুলিয়া সেবন করানতে সে আরোগ্য হয়।

বঙ্গ, রাং।

রাং অগ্নি সন্তাপে গালাইয়া মেষদুগ্ধ, তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র, কুলথ ক্বাথ ও অর্ক দুগ্ধে (আকন্দের আঠা) তিন ২ বার অথবা কেবল অর্ক দুগ্ধে নিষেচন করিলে বিশুদ্ধ হয়।

বঙ্গমারণ। মৃৎপাত্রে বা লৌহ কটাহে বঙ্গ দ্রব করিয়া তাহাতে যবক্ষার, তেঁতুল শস্যাবরক অথবা তেঁতুল বৃক্ষের ছাল ও অশ্বত্থ বল্কল চূর্ণ (বঙ্গের ¼ অংশ) প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ দার্ব্বী (খুন্তী) দ্বারা অনবরত প্রচালন করিতে থাকিবে। এইরূপ নাড়িতে নাড়িতে দ্বিপ্রহরে বঙ্গ ভস্ম হয়; তৎপরে জল বা দুগ্ধ দ্বারা উহা প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। কেহ কেহ উহা মৃদু অগ্নি সন্তাপে শুষ্ক করিতে বলেন।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, বঙ্গভস্ম ও হরিতাল সমভাগে লইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া মুষাবদ্ধ করতঃ গজপুটে পোড় দিবে। তৎপরে হরিতাল, বঙ্গে

১ অংশ দিয়া ও লেবুর রসে মাড়িয়া পোড় দিবে; এইরূপ দশ পোড়ে বঙ্গ মারিত হয়।

মারিত বঙ্গ দেখিতে ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহাতে অকসাইড্ অফ টিন ও কিঞ্চিৎ অবিশুদ্ধ পদার্থ থাকে।

গুণ। লঘু, রুক্ষ ও কুষ্ঠ, মেহ, কফ, ক্রিমী, পাণ্ডু ও শ্বাসাদি রোগনাশক। মাত্রা ১—২ রতি; সচরাচর অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়। বঙ্গ, শ্বেতচন্দন ঘসার সঙ্গে একত্রে সেবন করিলে প্রমেহ উপশমিত হয়। আমরা কয়েকটী রোগীকে দিয়া উপকার লাভ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ত্রিনেত্র রস। বঙ্গ, পারদ, গন্ধক সমভাগে লৌহ খলে মর্দ্দন করিবে; পরে দূর্ব্বার রস, যষ্টিমধুর কাথ, মোচরস ও গোক্ষুরের কাথে সাত ২ বার ভাবনা দিয়া মুষা মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পাক করিবে। অবশেষে পুনরায় ঐ সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধের সহিত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, মোচরস ও গোক্ষুরবীজের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

বঙ্গেশ্বর। রসসিন্দুর ও বঙ্গ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ৪ রতি মাত্রায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন কর্ত্তব্য। ইহাতে বিবিধ মেহ উপশমিত হয়। ভৈঃ র

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর। বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা লইয়া কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

স্বর্ণবঙ্গ। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; পরে সর্ব্ব সমান নিশাদল দিয়া একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া ও তাহা লেপিয়া বালুকাযন্ত্রে স্বর্ণবর্ণ না হওয়া

পর্য্যন্ত পাক করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি, ইহা বিবিধ মূত্ররোগে ব্যবহার্য্য। সংশে

বচ, ষড়গ্রন্থা।

য়্যারইডী জাতীয় য়্যাকোরস কালেমস নামক বৃক্ষের মূল। সিংহল, নেপাল ও মালাবারাদি প্রদেশে জন্মে। বঙ্গদেশের সকল বাজারেই ইহা পাওয়া যায়।

ইহাতে একরূপ গন্ধ আছে। আস্বাদ মিষ্ট ও ঈষৎ তিক্ত এবং তীক্ষ্ণ। ট্রমডরফসের পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে ঈষৎ লালাভ-পীতবর্ণ উদ্বায়ী তৈল, ধূনা, সার ও গঁদ এবং মিউরিয়েট ও ফস্ফেট অফ্ পটাশ, সূত্র ও ইমুলিন নামক দ্রব্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর, আগ্নেয় ও কাহার কাহার মতে পর্য্যায়-নিবারক। বায়ুনাশার্থ ও কাশির উগ্রতা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। ডাং টি, টমসন্ ইহা পর্য্যায় জ্বরে নাটার ফল ও চিরতার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে বলেন। মাত্রা ১০—২০ রতি। ডাং ওয়ারিং পালাজ্বরে ইহার ফাণ্ট ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। চিরতার সঙ্গে ব্যবহার করিলে ইহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। জ্বরান্তের দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ইহা সুফলপ্রদ। প্রাচীন উদরাময় ও বিসূচিকার প্রারম্ভে ইহার ফাণ্ট অহিফেণারিষ্ট সহ প্রয়োগে উপকার হয়। ইহার গন্ধে মশা ও মাছি থাকিতে পারে না বলিয়া ডাং ওয়ারিং লিখিয়াছেন।

প্রয়োগরূপ।

বচের ফাণ্ট। বচ কুট্টিত আদ ছটাক, জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ½—১ ছটাক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অষ্টমঙ্গল ঘৃত। বচ, কুড়, দ্রাক্ষা, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুলের দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, ইহা সেবনে শিশুর মেধা স্মৃতি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

বচ, ক্ষেৎপাপড়া, ভুঁই কুমড়া, ঝাঁটী, গুলঞ্চ, আতিস, দেবদারু, মুতা, শুঠ, বিষতাড়ক, রাস্না, গুগ্‌গুল, দন্তী, এরণ্ড ও শতমূলের কষায় সেবনে জ্বর সহ সন্ধিগ্রহ ও ব্যথা নিবারিত হয়। ঐ

বচ, হিঙ্গু, আতিস, পিপুল, মরিচ, শুঠ, হরীতকী ও সচললবণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে ইহা ১৫ রতি মাত্রায় প্রয়োজ্য। চক্রঃ

ভাবপ্রকাশের মতে বচ—উগ্র গন্ধ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ আগ্নেয়। বিবন্ধ আধ্মান ও শূলঘ্ন এবং মূত্রবিশোধক। অধিক মাত্রায় বমনকারক।

বট।

অরটিসী জাতীয় ফিকস বেঙ্গালেনসিস্ নামক বৃক্ষ। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও নিম্ব এই পঞ্চ বৃক্ষের বল্কলের কাথকে পঞ্চ বল্কল কষায় বলে।

ইহা গ্রাহী, কফপিত্ত ব্রণাপহ, বিসর্গদাহঘ্ন, যোনি দোষহারক। বটাঙ্কুর ও মুসুর ডাউল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নষ্ট হয়। বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, দারুহরিদ্রা ও লোধ দ্বারা প্রলেপ দিলে যৌবন পীড়কা, ব্যঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয়। ভাবঃ

বটের আঠায় পা ফাটা আরোগ্য হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোনাছাল, আরগ্বধ, অশন, আম্র, কপিত্থ, জম্বু, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধব, (ধাওয়া) যষ্টিমধু, মৌয়া, লোধ, বরুণ, পারিভদ্র, পটোল, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, ত্রিফলা, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, ত্রিফলা, ভেলার ফল, সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। মধু সহ সেব্য; ত্রিফলার জল পশ্চাৎ পেয়। ইহাতে সকল প্রকার মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি নষ্ট হয়। ভাব

বনপ্‌সা, বানপ্‌সা।

ভাইয়োলেসী জাতীয় ভাইয়োলা ওডোরেটা নামক সমগ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালা দেশের বাজারে শুষ্কাবস্থায় বিক্রয় হয়।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে ভাইয়োলিন নামক বীর্য্য আছে, এমিটিনের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়া। ঘর্ম্মকারক, বিবমিষাজনক ও বমনকারক। ইহার ফাণ্ট জ্বরে স্বেদ করণার্থ ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যায়, অধিকবার সেবনে কথন কথন বমন হয়। ইপিক্যাকের পরিবর্ত্তে এই বৃক্ষের চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু তদপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অল্প বিশ্বাস্য। হুগলীর এমামবারা হস্‌পিটালে ইহার ফাণ্ট জ্বররোগে ব্যবহার করিয়া ইহার ঘর্ম্মকারক ক্রিয়া উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া ডাং নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বনপ্‌সার ফাণ্ট। শুষ্ক বনপ্‌সা দশ আনা, স্ফুটিত জল দশ ছটাক, ২০ মিনিট ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক। মুসলমান চিকিৎসকেরা (হকিম) ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন।

বরুণ, অশ্মরীঘ্ন।

ক্যাপারিডেসী জাতীয় ক্রাটিভা রিলিজিয়োজা নামক বৃক্ষের বল্কল ও মূল ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, রুক্ষ এবং আগ্নেয়, ঈষৎ রেচক ও পিত্ত স্রাবক। ইহা দ্বারা মূত্রপীড়া ও অশ্মরীরোগ উপশমিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বরুণাদি কাথ। বরুণ ত্বক, শুঠ ও গোক্ষুরের কাথ, গুড় ও যবক্ষার সহ পান করিলে, অশ্মরী নষ্ট হয়। ভাবঃ

শুণ্ঠীবরুণাদি কষায়। শুঠ, গণিয়ারি, পাতরকুচী, সজিনা, বরুণ,

গোক্ষুর, বরুণ ও সোঁদালের কাথ; হিঙ্গু, যবক্ষার, ও সৈন্ধবলবণ সহ পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নষ্ট হয়। ঐ

বরুণাদ্য চূর্ণ। বরুণ ত্বকের ক্ষার ৮ পল, যবক্ষার ৪ পল ও গুড় ২পল একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

বরুণ ঘৃত। বরুণ, নীলঝিণ্টী, সজিনা, জয়ন্তী, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারি, বিল্ব, তেলাকুচা, আকন্দ, চিতে, পীত ঝিণ্টী, গজপিপুল, চম্পক, মেষশৃঙ্গী, শতমূল, কুশ, বৃহতী, কণ্টকারী, গুগ্‌গুল, এলাচ, রেণুক, কুড়, মরিচ, চিতা ও দেবদারু দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত অশ্মরী ও মূত্ররোগনাশক। ঐ

বরুণাদ্য ঘৃত। বরুণ ত্বক ১০০ পল কুট্টিত, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ—বরুণ, কদলী, বিল্ব, তৃণ পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাতরকুচী, কাঁকুড়বীজ, দূর্ব্বা, তিলবৃক্ষের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যুঁই ফুলের মূল প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত ৪ সের; যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা, ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করা নষ্ট হয়। ঐ

বরুণ তৈল। বরুণ ও গোক্ষুর বৃক্ষের ত্বক, পত্র, মূল ও পুষ্পের কষায় ও কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। মূত্রাশয়ে ইহার পীচকারি দিলে শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকষ্ট ও বেদনা নিবারিত হয়। চক্রঃ

বরুণ মূলের কাথ সেবনে অন্তঃবিদ্রধী নষ্ট হয়। ভাবঃ

বরুণ ত্বক, ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয়। ঐ

বহেড়া, বিভীতক।

কম্ব্রিটেসী জাতীয় টরমিনেলিয়া বেলিরিকা নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে ও মহীশূরে সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক ও বলকারক। উদরাময় ও শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার কাথ দ্বারা পীচকারি দিলে উপকার

হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কষায়, উষ্ণ বীর্য্য, ভেদক, কৃমিঘ্ন, কাস তৃষ্ণা ও ছর্দ্দিহর। বহেড়া ফলের মজ্জার মাদক গুণ আছে বলিয়া ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। ত্রিফলার রস ৪ সের, (রসাভাবে কাথ) ভৃঙ্গরাজ, বাসকপত্র ও মূল; শতমূল, গুলঞ্চ ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ৪ সের; ছাগদুগ্ধ ৪ সের; ঘৃত ৪ সের; কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, কিসমিস, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁদিপুষ্প, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধা মূল) গাম্ভারী ছাল ও কণ্টকারী মিলিত ১ সের; যথাবিধি পাক করিবে। নক্তান্ধ, তিমির, কাচ, নীলিকা, পটোল, অর্ব্বুদ, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ প্রভৃতি নেত্ররোগে এই ঘৃত বিশেষ হিতকারী। ভাবঃ

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। হরীতকী ১০০, বহেড়া ২০০ ও আমলকী ৪০০ টা, জল ১২৮ সের, পাক শেষ ৩২ সের; বাসক রস ১০০ পল, ভৃঙ্গরাজ রস ১০০ পল, দুগ্ধ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ—শর্করা, যষ্টিমধু, কিসমিস, কণ্টকারী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ), ত্রিফলা, নাগেশ্বর, পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বলাডুম্বুর ও পদ্ম। মৃদু অগ্নিতে শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। ইহা সেবনে তিমির, কাচ, নক্তান্ধ শুক্রস্রাব, কণ্ডু, শ্বযথু, পটল প্রভৃতি সকল প্রকার নেত্রাময় প্রশমিত হয়। ঐ

ত্রিফলা ঘৃত। ত্রিফলা, পীতঝাটী, নীলঝাটী, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা, কাকজংঘা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতাবরীর কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বারা ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকের যোনিরোগ প্রশমিত হয়। ঐ

ফলঘৃত। মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু, কুড়, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, শর্করা, বেড়েলা, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা বনযমানী, কাকোলী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লক্ষ্মণামূল, কট্‌কী, উৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, শ্বেত ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, শতমূলের রস ও

দুগ্ধ প্রত্যেকে ঘৃতের চতুর্গুণ দিয়া পাক করিবে; ইহাতে যোনিদোষ ও রজঃদোষ নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর ও পুষ্টিপ্রদ। মেদ ও মহামেদ অভাবে দ্বিগুণ শতমূল এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ প্রয়োজ্য। ঐ

ত্রিফলাদ্য তৈল। ত্রিফলা চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, শুঁদিপুষ্প, অনন্তমূল ও সৈন্ধব দ্বারা পক্ব তৈল মর্দ্দনে অরুষিকা নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বহেড়া, ছাগমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই কষায় মধু সহ পান করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ভাবঃ

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তিলতৈল ও লবণ সহ সেবন করিলে মেদ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

বিভীতক ফল ও কাকোডুম্বুরিকার মূলের ক্বাথ, গুড় ও সোমরাজ চূর্ণ সহিত সেবনে শ্বিত্র নষ্ট হয়। ঐ

হরীতকী; বহেড়া; আমলকী, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, লজ্জালু, করবী, নলমূল ও দুবালতার প্রলেপ শ্লেষ্ম বীসর্পে উপকারী। ঐ

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম্বের ক্বাথ (সগুড়) নস্য টানিলে ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, অক্ষি, শিরোর্দ্ধশূল শীঘ্রই নষ্ট হয়। ঐ

বিভীতক ফলের মজ্জা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ বেদনা নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

বহেড়া, সৈন্ধব ও পিপুল; তক্র সহ বাটিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। চক্রঃ

বাকস, বাসক।

য়্যাকান্থেসী জাতীয় জষ্টিসিয়া য়্যাধাতোদা নামক বৃক্ষ। সমুদায় বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও জন্মে। এই বৃক্ষের পত্র ও মূলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কফনিঃসারক ও আক্ষেপ-নিবারক। শ্বাসকাস, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ ও জ্বরাদি রোগে ব্যবহার হয়। যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিয়াও ইহা দ্বারা উপকার লব্ধ হইয়াছে। এই বৃক্ষের সমস্ত অংশ অল্প তিক্ত ও সুগন্ধি। ইহার জলীয় সার প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার রস শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। ইহার মাত্রা ২ হইতে ৫ রতি; কিন্তু এইরূপ সার সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ইহা সুরাসার (স্পিরিট) সহ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে অধিক দিন থাকিতে পারে। অথবা এই সার সুরাসারে গুলিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করতঃ অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ঔষধের সঙ্গে পিপুল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার পাতার রস, আদার রসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বমন নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র ও ফল চিনির সঙ্গে বাটিয়া পাচড়াতে বাহ্যিক প্রয়োজ্য। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস, জ্বর, ছর্দ্দি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগনাশক। তিনি আরও বলেন যে, বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাসাক্রান্ত রোগীগণের জীবিতাশা পরিত্যাগের কোন কারণ নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বাসকাদি কাথ। বাকস, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, চিতা চিরতা, নিম্ব, কট্‌কী, পটোলপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব ও কুটজের কাথ সেবনে শ্বাস কাস, পীনস, বিস্বরতা ও বিবিধ চক্ষু রোগ নষ্ট হয়। ভাব

বাসাবলেহ। বাসকের রস ৪ সের, শ্বেতবর্ণ শর্করা ১ সের, পিপুল ২ পল ও ঘৃত ২ পল লইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লেহবৎ করিবে। শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশ্রিত করিবে। ইহাতে যক্ষ্মা, কাস শ্বাস, পার্শ্বশূল ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

বাসাচন্দনাদি তৈল। তিলতৈল ১৬ সের, কাথার্থ—বাসক ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামনহাটী মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২॥০ সের, জল ৬৪ সের;

প্রয়োগরূপ।

কালমেঘের ফাণ্ট। কালমেঘ কুট্টিত ১ কাঁচ্চা, কমলার ত্বক ও ধনে কুট্টিত প্রত্যেকে ৩০ রতি, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে ২।৩ বার।

কালমেঘের অরিষ্ট। কালমেঘ মূল খণ্ডীকৃত ৩ ছটাক, গন্ধবোল, মুসব্বর প্রত্যেকে আদ ছটাক, সুরা পাঁচ পোয়া। সপ্তাহ পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। সুরা দ্বারা পাঁচ পোয়া পূর্ণ করিবে। ভিজাইয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিতে হইবে। মাত্রা ১—৪ ড্রাম জল সহ শূন্যোদরে সেব্য। ইহা বলকর, আগ্নেয় ও মৃদু রেচক। ডাং ওয়ারিং ইহা অজীর্ণ রোগে কোষ্টবদ্ধ থাকিলে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

কালমেঘ পত্রের ক্বাথ। কালমেঘের পত্র ১ ছটাক এক কাঁচ্চা, জল এক সের সিদ্ধ করিয়া ৩ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ কাঁচ্চা। বালকদিগের উদরাময় ও অতিসার রোগে প্রযোজ্য।

কালাদানা।

কনভলভিউলেসী জাতীয় ফ্যারবাইটিস নিল্ নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে জন্মে। বাঙ্গালা দেশের গন্ধবণিকদিগের দোকানে পাওয়া যায়।

রাসায়নিকতত্ত্ব। ইহাতে গঁদ, ধুনা, ফাব্রাইটিন নামক বীর্য্য, শ্বেতসার, তৈল, বর্ণ দ্রব্য এবং সূত্রাদি পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, ইহার বিরেচন ক্রিয়া জেলাপের সমান। ইহার ক্রিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ হইয়া চারি

ঘণ্টায় শেষ হয়। বিবিধ রোগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা ব্যবহার্য্য। ডাং গুডিভ, মার্টিন, কার্কপাট্রিক, বিডী, ওসানেসী প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

মাত্রা ১৫—৩০ রতি, চূর্ণাবস্থায় প্রয়োজ্য।

প্রয়োগরূপ।

কালাদানার সার। কালাদানা বীজ স্থূল চূর্ণ ৭॥০ ছটাক, সুরা ২॥০ সের, জল ৫ সের। সাত দিন সুরাতে ভিজাইয়া পরে চাপ দিয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর সুরা চুয়াইয়া কোমল সার প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ কালাদানা আবার ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া লইবে, যে ফাণ্ট প্রস্তুত হইল; তাহা জলস্বেদনযন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া কোমল সার প্রস্তুত করিবে। অবশেষে এই সারকে সুরা দ্বারা প্রস্তুত সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ১৪০ ডিগ্রী উত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি, বটীকাকারে প্রযোজ্য। ইহাতে নিশ্চয় বিরেচন হয়, কিন্তু পেট কামড়ায় না।

কালাদানার অরিষ্ট। কালাদানা পাঁচ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক, সাতদিন ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। দশ ছটাকের যাহা কম পড়ে, নূতন সুরা সংযোগে তাহা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম, বিরেচক মিশ্রের সহযোগে প্রযোজ্য।

কাবাবচিনি।

পাইপিরেসী জাতীয় কিউবেবা অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের অপক্ক শুষ্ক ফল। জাবা ও মলক্কা দ্বীপে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে, তদ্ব্যতীত কিউবেবিন্ নামক বীর্য্য ও এক প্রকার উগ্র ধূনা থাকে। সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মৃদু উত্তেজক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক ও কফনিঃসারক। ইহার উত্তেজন ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রে প্রকাশিত হয়। প্রমেহরোগে প্রদাহ দমিত হইলে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে। সোবা অথবা ফটকিরি সহ প্রয়োগ করিবে। শ্বেতপ্রদর, মূত্রযন্ত্রের অন্যান্য পীড়া, কাসি আদিতে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। অর্শ রোগে গোলমরিচের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাত্রা চূর্ণাবস্থায় ১০—৩০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

কাবাবচিনির তৈল। কাবাবচিনি কুট্টিত করিয়া জলের সহিত চুয়াইলে ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা ৫—১৫ বিন্দু, শর্করা বা গঁদ মণ্ড সহ প্রয়োগ করা যায়।

কাবাবচিনির অরিষ্ট। কাবাবচিনি চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম।

কাশ ও কুশ।

এক প্রকার তৃণ বিশেষ। কাশকে লাটিন ভাষায় ম্যাকেরম স্পণ্টেনিয়ম ও কুশকে পোয়া সাইনোসিউরইডিস বলে।

ইহা মধুর, তিক্ত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র দাহ রক্তক্ষয় ও পিত্তজ রোগনাশক। ভাবঃ

কুশার মূল তণ্ডুলাম্বু সহ পেষণ করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

তৃণ পঞ্চমূল। কাশ কুশ শর উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু মূলের কাথ পানে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ঐ

কুশাদ্য ঘৃত। কুশ কাশ শর উলু রক্ত ইক্ষুমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল

পাতরকুচী ভূমিকুষ্মাণ্ড চামার আলু শালিধানা মূল, গোক্ষুর শ্যোনাক পাটলা আকনাদি শালিঞ্চ শাক পীতঝিণ্টী পুনর্ণবা ও শিরীষ ইহাদের ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত, শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশার-বীজ, কাকুড়বীজ ও সেবন কর্ত্তব্য। ইহাতে অশ্মরী নষ্ট হয়। ঐ

তৃণ পঞ্চমূলাদ্য ঘৃত। তৃণ পঞ্চমূল, গোক্ষুব প্রত্যেকে ৮০ তোলা ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত ৪ সের ঘৃত ও গোক্ষুব বীজের কল্ক দিয়া পাক করিবে। ইহা মূত্রদোষ, শর্করা ও অশ্মরীতে প্রযোজ্য। ঐ

কুশাদ্য তৈল। কুশ গণিরী নীলঝিণ্টী নল উলু ইক্ষুমূল গোক্ষুব রাস্না সৈন্ধব গজপিপুল শতমূল শরমূল ধাইফুল শোনাছাল পরগাছা শিরীষ ও পাতরকুচী, ইহাদের কল্ক ও কষায় দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঞ্জন ও পানে শর্করা অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র প্রদর যোনিশূল ও শুক্র-দোষ নিবারিত হয়। মূত্রমার্গে ইহার পিচকারিও ব্যবহার্য্য। ঐ

কিসমিস।

অপর নাম—দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, মনক্কা।

য়্যাম্পিলিডী জাতীয় ভাইটীস ভাইনিফেরা নামক লতার পক্ক শুষ্ক ফল। ডাং দে বলেন যে, ইহা ভিটাসী জাতীয় ইউভা পার্সি নামক লতার পক্ক ও সূর্য্যোত্তাপে শুষ্কীকৃত ফল। কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু সারক শীতল চক্ষুষ্য বৃংহণ গুরু, কফ পুষ্টি রুচিপ্রদ এবং তৃষ্ণা জ্বর শ্বাস বাত বাতরক্ত কামলা মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত দাহ ও শোষনাশক। [illegible]রক ও মৃদু বিরেচক। সুগন্ধ ও-সুস্বাদু বলিয়া বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। দ্রাক্ষা হরীতকী মূতা কট্‌কী সোদাল ও ক্ষেৎ-পাপড়ার ক্বাথ পিত্তজ্বর মুখশোষ মূর্চ্ছা দাহ প্রলাপ নষ্ট করে। ভাবঃ

মহা দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। দ্রাক্ষা রক্তচন্দন পদ্ম মূতা কট্‌কী গুলঞ্চ ধাত্রী বালা উশীর লোধ ইন্দ্রযব ক্ষেৎপাপড়া পরুষক প্রিয়ঙ্গু দুরালভা বাসক যষ্টিমধু পটোলপত্র ও লতা, চিরতা ও ধনের ক্বাথ পানে পিত্তজ্বর তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ ছর্দ্দি শূল মুখশোষ অরুচি নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদ্যষ্ট দশাঙ্গ ক্বাথ। কিসমিস গুলঞ্চ শঠী কাঁকড়াশৃঙ্গী মূতা রক্তচন্দন শুঠ কটকী আকনাদি চিরতা দুরালভা বেনার মূল, ধনে পদ্মকাষ্ঠ, বালা কণ্টকারি কুড় ও নিম্বের ক্বাথ পানে জীর্ণজ্বর অরুচি শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ঐ

দ্রাক্ষাদি চূর্ণ। কিসমিস বাসক হরীতকী ও পিপুল চূর্ণ, মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে বালকের শ্বাস কাস নিবারণ হয়। ঐ

দ্রাক্ষাদি ঘৃত। কিসমিস ২ সের. যষ্টিমধু ৮ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু দ্রাক্ষা প্রত্যেকে ১ পল, কৃষ্ণজীরা ২ পল পেষণ করিয়া দিয়া যথারীতি পাক করিবে। শীতল হইলে ছাকিয়া তাহার সহিত চিনি ৮ পল মিশ্রিত করিবে। ইহাতে ক্ষতক্ষীণ, বাত পিত্তজ্বর, শ্বাস, বিস্ফোটক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলকর। ঐ

দ্রাক্ষারিষ্ট। কিসমিস ৬।০ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ২৫ সের ও দারচিনি এলাচ তেজপত্র নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু মরিচ পিপুল বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া ও উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া একমাস রাখিবে। ইহাতে অন্তরুৎসেক হইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। পরে উপরিস্থ স্বচ্ছ অংশ ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নি বলানুসারে ১—৪ তোলা, ইহাতে উরঃক্ষত ক্ষয়রোগ, শ্বাস কাস ও গলাময় নষ্ট ও বল বৃদ্ধি হয়। শার্ঙ্গঃ

ক্রিমদানা।

করুস ক্যাকটাই নামক কীট। ইংরাজীতে ইহাকে কচিনেল বলে, ভারতবর্ষে জন্মে। রঙ করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহার বেদনা-নিবারক ও আক্ষেপ-নিবারক গুণ থাকা কথিত আছে; কিন্তু তদর্থে ইহা প্রায়ই প্রয়োজিত হয় না। ইহার অরিষ্ট অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে বর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ।

ক্রিমদানার অরিস্ট। ক্রিমদানা চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ ড্রাম।

কুকসিম।

অপর নাম—কুকুরশোঁকা, কুকুন্দর।

কম্পিউলেরিয়েসী জাতীয় সেলসিয়া কবমাণ্ডিলিয়েনা নামক বৃক্ষ। বর্ষাকালে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আপনাপনি জন্মে। এসিষ্টাণ্ট সার্জন বি, এম, চাটুর্য্যে ইহার পত্রের রস রক্তাতিসার (তরুণ ও পুরাতন) রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন, কিন্তু কত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহার ক্রিয়া অবসাদক ও সংকোচক। ইহার পত্রের রস দিয়া কোন কোন কবিরাজ অভ্র মারণ করিয়া থাকেন। কোন স্থান মচকাইয়া গেলে ইহার পত্রের রস মাখাইয়া দিলে বেদনা অপগত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু তিক্ত, জ্বর রক্ত ও কফাপহ। ইহার আর্দ্রমূল একখণ্ড মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারণ হয়।

কুচ।

অপর নাম—গুঞ্জা।

লিগিউমিনোসী জাতীয় এ্যাব্রস প্রিকেটোরিয়স নামক লতার মূল।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে। ইহার সদ্য বা শুষ্ক মূল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অল্প পরিমাণে শর্করা, গঁদ আছে। ইহার আস্বাদ মিষ্ট। যষ্টিমধুর পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ ইহার ক্রিয়া অবিকল তদনুরূপ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক। ইহার জলীয় সার ব্যবহারে দুর্দম্য কাসি উপশমিত হয়। যষ্টিমধুব পরিবর্ত্তে উগ্র উদ্ভিজ্জ ক্কাথের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৮৭০ সালের আশ্বিন মাসের "চিকিৎসা দর্পণ" বলেন যে, ইহার পত্র অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিয়া দূষিত-বায়ুজনিত-জ্বর হইতে একটী রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ইহার বীজকে রতি বলে, ইহা সচরাচর ওজনে ব্যবহার হয়। এই বীজ বিষাক্ত গুণ বিশিষ্ট।

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা কেশ্য বাতপিত্ত জ্বরাপহ, মুখশোষ ভ্রম শ্বাস তৃষ্ণা মদ-বিনাশক, নেত্রাময়হর, বৃষ্য বল্য, কণ্ডু ও ব্রণহর, কৃমি ইন্দ্রলুপ্ত, কুষ্ঠ, ধবল রোগনাশক।

প্রয়োগরূপ।

কুঁচের সার। কুঁচমূল স্থূলচূর্ণ অর্দ্ধ সের, জল /২॥০ সের, প্রথমে অর্দ্ধেক জলে কুঁচমূল ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে অবশিষ্ট জলে আবার ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উভয় জল একত্র করিয়া ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। অন্যান্য ঔষধের গন্ধাস্বাদ নিবারণের জন্যও ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ১০—৪০ রতি।

কুঁচের পাক। সদ্য কুঁচমূল ১ ছটাক, জল দশ ছটাক। অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করণানন্তর ছাকিয়া লইবে, পরে ৪ ছটাক মিশ্রী বা ইক্ষুচিনি মিশাইবে, অবশেষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম, বালকদিগের কাশিতে ব্যবহার্য্য। ডাং ওয়ারিং ইহা প্রস্তুতকালে রামতেউড়ী অর্দ্ধ ছটাক দিতে বলেন। গ্রীষ্মপ্রধান

দেশে এই পাক অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে না। অতএব আবশ্যকানুসারে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গুঞ্জা তৈল। গুঞ্জামূল ও ফল এবং দ্বিগুণ জল দ্বারা বিপাচিত তৈল মর্দ্দনে গণ্ডমালা নষ্ট হয়। ভাবঃ

গুঞ্জাদি তৈল। গুঞ্জাবীজ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা বিপক্ক তৈল মর্দ্দনে কণ্ডু, দারুনক, কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ঐ

গুঞ্জাভদ্র রস। পারদ ৩ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, কুঁচের বীজ ৬ ভাগ, নিম্ব জয়পাল ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকে ১ ভাগ গ্রহণ করিয়া লেবুর-রস, সিদ্ধিপত্র, ধুতুরা ও কাকমাচির পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটীকা করিবে। হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেব্য। ইহাতে উরুস্তম্ভ (পক্ষাঘাত) নষ্ট হয়। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কুঁচবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অববাহু বিপচী গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতব্যাধি নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

কুঁচবীজ ও চিতামূল প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ নষ্ট হয়। ঐ

কুঁচিলা।

নাম—কুপীলু, বিষমুষ্টী, কুঁচলে।

লোগেনিয়েসী স্ট্রীক্নস নক্সভমিকা নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। প্রায় গোলাকার চেপটা, ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চি। অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ, ইহাতে ষ্ট্রীকনিয়া ও ব্রুসিয়া নামক দুইটী বীর্য্য আছে। তদ্ব্যতীত ইগাসিউরিক এসিড, পীতবর্ণ বর্ণদ দ্রব্য, গাঢ় তৈল, গঁদ, শ্বেতসার, মোম ও ব্যাসোরিণ আছে। ইহার সুপক্ব ফলের বর্ণ কমলালেবুর মত।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রায় বিষ-ক্রিয়া করে, ইহার বীজ দ্বারা মাদকতা উপস্থিত হয় তজ্জন্য এদেশীয় কেহ কেহ ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার কামোদ্দীপক গুণও আছে।

আময়িক প্রয়োগ। পক্ষাঘাত ও স্নায়ুশূল রোগে, উদরাময় ও প্রাচীন রক্তামাশয়, অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধ, গুদভ্রংশ, অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, শুক্রমেহ জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, অপস্মার, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগেও ইহা ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হইয়াছে। মাত্রা বীজ চূর্ণ ½—২ রতি।

প্রয়োগরূপ।

কুঁচিলার ফাণ্ট। কুচিলার বীজ চূর্ণিত দশ আনা, জল ৬ ছটাক, আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১ কাচ্চা। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্যে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারকালে রোগীকে সতর্কতা সহকারে পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য।

কুঁচিলার অরিষ্ট। কুঁচিলা ১ ছট[illegible] সুরা দশ [illegible]টাক প্রথমতঃ কুঁচিলাতে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিয়া কো[illegible] করিবে পরে শীঘ্র শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। পার্কোলেশন দ্বারা [illegible] প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১—৫ ফোঁটা বলকারক, ৫—১০ ফোঁটা উত্তেজ[illegible]

ৰ্দ্ধ ে হইয়া রাখি স্ত উত্ত

কুঁচিলার সার। কুঁচিলা অর্দ্ধসের, সুরা [illegible] প্রয়োজন। প্রথমতঃ কুঁচিলা গুলি বাষ্প প্রয়োগে কোমল পরে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণকে পুনঃ পুনঃ সুরায় ফুটাইয়া অসার করিবে। অবশেষে ছাকিয়া লইয়া সুরা চুয়াইয়া ফেলিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে জলস্বেদন যন্ত্রদ্বারা যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত করাইবে। মাত্রা ½ হইতে ১ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শূলহরণ যোগ। হরীতকী পিপুল মরিচ শুঠ কুঁচিলা হিঙ্গু গন্ধক সৈন্ধব সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে।

ইহাতে গুল্ম শূল গ্রহণী অতিসার ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয়। উষ্ণ দুগ্ধসহ ঔষধ সেব্য। রসেন্দ্রসারঃ

সমীর গজকেশরী। কুঁচিলা অহিফেণ ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের রস সহ স্নায়বীয় রোগে প্রযোজ্য। সংস্কৃত মেটিরিয়া মেডিকা।

বিষমুষ্ঠ্যাদি গুটিকা। পারদ গন্ধক বিষ যমানী ত্রিফলা সর্জিকাক্ষার, যবক্ষার সৈন্ধব চিতামূল জীরা সচললবণ বিড়ঙ্গ সামুদ্র লবণ, শুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্ব্বসমান কুঁচিলা চূর্ণ লইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া গোলমরিচবৎ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। শাঙ্গঃ

কুটজ।

অপর নাম—কুর্চ্চি, কালিঙ্গ, বৎসক।

য়্যাপোসিনী জাতীয় হোলারিনা এণ্টিডিসেণ্ট্রিকা নামক বৃক্ষের ত্বক। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে। ইহার বল্কলের আস্বাদ তিক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক, রক্তরোধক। রক্তামাশয় ও অন্ত্রের পীড়ার অমোঘৌষধ বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল পীড়ার তরুণ ও প্রাচীন উভয়াবস্থাতে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল রক্তামাশয় রোগে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাতে ইহার ক্বাথ মহোপকারী। অনেকানেক বহুদর্শী চিকিৎসক ইহাকে একটী মূল্যবান ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বালকদিগের জন্য ইহার বল্কল ১ তোলা, জল ।১০ পোয়া, শেষ দশছটাক, মাত্রা ১ কাঁচ্চা দিনে ৩। ৪ বার দিবে। কোন কোন চিকিৎসক ইহার বল্কলের জলীয় সার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এই ঔষধের সঙ্গে অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশ অতিসার ও অর্শরোগে এবং রক্তপিত্তে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার বীজ ইন্দ্রযব ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা দেখ।

প্রয়োগরূপ।

কুর্চ্চির ক্বাথ। কুটজ বল্কল ২—৪ তোলা, জল পাঁচ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া দশ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৎসকাদি ক্বাথ। কুটজ আতিস বিল্বশুঠা মূতা বালা ও শবীর ক্বাথ সেবনে আম ও রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

কুটজাদি ক্বাথ। কুটজ আতিস মূতা বালা লোধ রক্তচন্দন ধাতকী দাড়িম ও আকনাদির ক্বাথ, মধু সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার, দাহ শূলাদি সহ নষ্ট হয়। ঐ

কুটজ দাড়িম কষায়। কুটজ ত্বক, কচি দাড়িম ফলের ত্বক প্রত্যেকে ৪ তোলা, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টম ভাগ থাকিতে নামাইবে। ইহা মধুর সহিত সেব্য, ইহাতে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

কুটজ পুটপাক। তরুণ কুটজ ত্বক ৪ পল, তণ্ডুলবারি দ্বারা পেষণ ও জম্বুপত্র দ্বারা বেষ্টন ও সূতা দ্বারা বাঁধিয়া গোধূম পিষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টন তৎপরে ঘন পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া গোময়াগ্নিতে পাক করিবে। লালবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উত্তোলন করিবে। মৃত্তিকাদি ফেলিয়া দিয়া কুটজ বল্কল চাপিয়া রস বাহির করিয়া মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অতিসার আরোগ্য হয়। ঐ

কুটজাবলেহ। কুটজ ত্বকের কষায় বস্ত্র পূত করিয়া ও অষ্টমাংশ আতিস চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

কুটজাষ্টকাবলেহ। কুটজ ত্বক ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাদশেষ করিয়া বস্ত্র পূত করিবে। পরে পুনরায় জ্বাল দিয়া অবলেহবৎ হইলে লজ্জালু ধাতকী বিল্বশুঠ আকনাদি মোচরস মূতা ও আতিস চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল নিক্ষেপ করিয়া শুন্তী দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িবে। ইহাতে সবেদন ও নানাবর্ণের অতিসার নষ্ট হয়। ছাগদুগ্ধ বা জল সহ সেব্য।

পাঠাদ্য চূর্ণ। আকনাদির মূল, বেলশুঠ চিতামূল পিপুল মরিচ শুঠ জামছাল দাড়িম যবের ছাল, ধাতকী কট্‌কী আতিস মূতা দারুহরিদ্রা চিবতা ইন্দ্রযব প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্ব্ব সমান কুটজ ছাল চূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। ১০—২০ রতি মাত্রায় তণ্ডুলাম্বু ও মধু সহ সেব্য। ইহাতে অতিসার, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয়। চক্রঃ

কুটজারিষ্ট। কুটজমূল ১০০ পল, কিসমিস ৫০ পল, মৌউলপুষ্প গাম্ভারী ছাল প্রত্যেকে ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে ধাতকী পুষ্প ২০ পল, গুড় ১০০ পল ক্ষেপণ করিয়া এক মাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। পরে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক। ইহাতে জ্বর ও গ্রহণী নষ্ট হয়, ইহা অগ্নি দীপ্তিকর। শার্ঙ্গঃ

প্রদরারি লৌহ। কুটজ ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ছাকিয়া লইয়া পুনরায় পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে বরাক্রান্তা মোচরস আকনাদি বিল্বশুঠ মূতা ধাতকী আতিস মঞ্জিষ্ঠা অভ্র লৌহ প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। এক কুল প্রমাণ মাত্রায় সেব্য। ইহাতে রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর কুক্ষি শূল, কটি শূল প্রভৃতি নষ্ট ও বল বর্ণাগ্নি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

গ্রহণীমিহির তৈল। তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ কুটজ ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, ধনে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, তক্র ১৬ সের; কল্কার্থ—ধনে ধাইফুল লোধ বরাক্রান্তা আতিস হরীতকী লবঙ্গ বালা পানিফল রসত নাগেশ্বর পদ্মকাষ্ঠ গুলঞ্চ ইন্দ্রযব প্রিয়ঙ্গু কট্‌কী পদ্মকেশর তগরপাদুকা শরমূল ভৃঙ্গরাজ কেশুরিয়া পুনর্ণবা আমছাল জামছাল কদমছাল প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথারীতি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

———

কুড়।

অপর নাম—কুষ্ঠ পুষ্কর।

কম্পজিটী জাতীয় সসবিয়া অরি কিউলেটা নামক বৃক্ষের মূল। হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা আয্য-চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উষ্ণ কটু স্বাদু শুক্রল তিক্ত লঘু। ইহা বাতরক্ত বীসর্প কাস কুষ্ঠ বাত কফজ্বর ও অরুচি নষ্ট করে। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ। কুড় দন্তী যবক্ষার শুঠ পিপুল মরিচ সৈন্ধব, সচল ও বিট লবণ, বচ জীরা যমানী হিঙ্গু সর্জিকাক্ষার চই ও চিতে চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উষ্ণাম্বু সহ সেবনে বাতোদর-জনিত বেদনা নষ্ট হয়। ভাবঃ

সারস্বত চূর্ণ। কুড় অশ্বগন্ধা সৈন্ধব বনযমানী জীরা কৃষ্ণজীরা শুঠ পিপুল মরিচ আকনাদি শঙ্খপুষ্পী সমভাগ, সর্ব্ব সমান বচ চূর্ণ লইয়া ব্রাহ্মীরসে তিন বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ঘৃত মধু সহ চূর্ণ লেহন করা কর্ত্তব্য, ইহাতে বুদ্ধি মেধা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। উন্মাদ রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ তোলা। ঐ

পুষ্করাদি চূর্ণ। কুড় আতিস বাসক পিপুল কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে শিশুর কাসি নষ্ট হয়। ঐ

কুষ্ঠাদি তৈল। কুড় হিঙ্গু বচ দেবদারু শুলফা শুঠ সৈন্ধব ছাগ-মূত্র দ্বারা সিদ্ধ তৈল কর্ণে পূরণ করিয়া দিলে পূতি কর্ণ নষ্ট হয়। ঐ

কুষ্ঠাদ্য তৈল। কুড় সরলকাষ্ঠ বালা কুন্দখোটী দেবদারু নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা, সর্ষপ-তৈল সহ পাক করিবে, এই তৈল মধু সহ পান করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। ঐ

অগ্নি মুখ চূর্ণ। হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২, পিপুল ৩, শুঠ ৪, যমানী ৫, হরীতকী ৬, চিতে ৭ ও কুড় ৮ ভাগ গ্রহণ ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ২০ রতি। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রযোজ্য। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কুড় ত্রিকটু কাঁকড়াশৃঙ্গী কটফল দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে জ্বরের কাসি নিবারিত হয়। ভাবঃ

কুড় মূলকবীজ প্রিয়ঙ্গু সর্ষপ হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ আরোগ্য হয়। ঐ

কুড় কাঁঞ্জিক ও এরণ্ডতৈল একত্রে পেষণ করিয়া শিরোবেদনায় প্রলেপ দিবে। শার্ঙ্গঃ

কুড় সৈন্ধব কাঁজি ও কটু তৈল একত্রে সুখোষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খালধরা ও শূল নিবারণ হয়। ভাবঃ

কুন্দ্র, জংলী, পিঁয়াজ।

লিলিয়েসী জাতীয় সিলা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের স্থূলাকার মূল। সাগর উপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে। ডাং রসবর্গ বলের যে, ইহার মূল শ্বেতবর্ণ, তিক্ত ও বিবমিষা-জনক আস্বাদবিশিষ্ট। ডাং ওসানেসী এই মূল গন্ধাস্বাদ বিহীন দেখিয়াছিলেন।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কফনিঃসারক ও মূত্রকারক। ইহার তরুণ মূল ৫—১০ রতি মাত্রায় প্রয়োগে মূত্রকারক হয়। কিন্তু ইহার মূল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তৎকালে উহার ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত ও কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা ইউরোপীয় স্কুইলের সমগুণকারী। ডাং অসওয়াল্ড বলেন যে ইহার ফান্ট প্রয়োগে শোথ রোগ উপশমিত হয়। তিনি বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে ইহা ২॥০ রতি মাত্রায় সেবন করাইতে অনুমতি প্রদান করেন। ইহার স্থূলাকার মূল দগ্ধ করিয়া পাদতলে প্রয়োগ করিলে পদের জ্বালা নিবারিত হয়।

আরা প্রদেশস্থ ডাং ডুরাণ্ট ইহা স্কুইলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া তাহার তুল্য কফনিঃসারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কুন্দরু।

বর্সিবেসী জাতীয় বস্‌ওয়েলিয়া ফ্লোরিণ্ডা নামক বৃক্ষেব গঁদ ও ধুনাযুক্ত রস। ইহা গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ, স্বচ্ছ ভঙ্গুর, উগ্র রূক্ষ আস্বাদ, রূক্ষ সদ্গন্ধযুক্ত, অগ্নি সন্তাপ দিলে অধিক সুগন্ধ নির্গত হয়। সুরা বীর্য্যে ভিজাইলে ঘোলা হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, ইহার উত্তেজন ক্রিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রকাশ পায়। পুরাতন শ্বাসনালী ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ শ্বাসযন্ত্র প্রদাহ এবং বিবিধ প্রকার প্রাচীন কাস রোগে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার ভিন্ন ধূমরূপেও প্রয়োগ করা যায়। বিবিধ প্রকাব অসুস্থ ক্ষত উত্তেজনার্থ ইহার স্থানীক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। ইহা ব্যালসম টলু ও পেরুর সমগুণকারী ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য। উক্ত বিবিধ ঔষধাপেক্ষা ইহা সহজে পাকাশয়ে সহ্য হয়। মাত্রা ৫—১৫ রতি। প্রমেহ রোগে ৫ রতি মাত্রায় ইহা সেবন করিতে ডাং জে নিউটন পরামর্শ দিয়াছেন। চক্রদত্ত বলেন যে, গোধূম ও কুন্দরু মেষ দুগ্ধ সহ পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন শূলহব হয়।

প্রয়োগরূপ।

কুন্দরুর মলম। কুন্দরু অর্দ্ধ ছটাক, তিল বা পোস্ত তৈল ও শ্বেত মোম প্রত্যেকে, অর্দ্ধ ছটাক। উত্তাপ সংযোগে গালাইয়া ছাকিয়া লইবে। ক্ষতাদিতে প্রযোজ্য।

কুমরকস্, পিত্‌সাল।

লিগিউমিনোসী জাতীয় টেরোকার্পাস মার্সিপিয়ম নামকবৃক্ষ। সিংহলের

অরণ্যে মান্দ্রাজ রাজমহল বেহার প্রভৃতি দেশে জন্মে। এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার রক্তবর্ণ রস বাহির হয়, তাহাই গম কাইনো নামে খ্যাত। মালাবার হইতে বহুল পরিমাণে আনীত হয়। ইহার আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, ভঙ্গুর, চাকচিক্যশালী, লালমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ, গন্ধবিহীন। ইহাতে ট্যানিন ও ক্যাটাকিন নামক বীর্য্য আছে। কাইনোর পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উৎকৃষ্ট সংকোচক। উদরাময় ও রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। বালক ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মাত্রা ৫—১৫ রতি।

কুল, বদর, বদরী।

জিজিফস্ জুজুবা নামক বৃক্ষ।

গ্রাহী, রুচ্য, বাতল, কফপিত্তকর, গুরু সারক, অম্ল মধুর, অগ্নিকর। ভাবঃ

কুলের কচি পাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারণ হয়। ঐ

মহাশ্বাসারি লৌহ প্রস্তুত করিতে ইহার আঁটির শাঁস লাগে।

কুলত্থ কলাই।

ডলিচস ইউনিফ্লোরস নামক বৃক্ষের ক্ষুদ্র ফল। ইহা পাকে কটু, কষায় পিত্তরক্ত কৃৎ, লঘু বিদাহী, উষ্ণ বীর্য্য, শ্বাস কাস, কফবাত হিক্কা অশ্মরী জ্বর ও কৃমিঘ্ন। ভাবঃ

কুলত্থ কটফল শুঠ ও কৃষ্ণজীরা সমভাগে বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে মুহুর্মুহু প্রলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা আরোগ্য হয়। ঐ

কুলত্থাদ্য ঘৃত। কল্কার্থ—কুলত্থ সৈন্ধব বিড়ঙ্গ চিনি পানশিউলি যবক্ষার কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুরবীজ এবং বরুণ ক্বাথ দিয়া ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাভিঘাত নষ্ট হয়। ঐ

কুলিঞ্জন।

সিটামিনী জাতীয় য়্যালপাইনা গ্যালাঙ্গা নামক বৃক্ষের মূস্তা। ত্রিবাঙ্কুর, দক্ষিণ কনকান ও চট্টগ্রাম প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। ইহা ঈষৎ সুগন্ধি, তীব্র ও অল্প পরিমাণে তিক্ত। শুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কুষ্মাণ্ড।

কিউকরবিটেসী জাতীয় বেনিকেসা সেরিফেরা নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই জন্মে। ইহাকে চালকুমড়া বলে।

ইহার সুপক্ক ফল বলকর পুষ্টিকর মূত্রকর ও রক্তরোধক। ফুসফুসীয় রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারক। কচি ফল তরকারিরূপে ব্যবহার হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কুষ্মাণ্ড কল্যাণক গুড়। বীজ রহিত সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য ১০০ পল, ঘৃত ৪ সের, ভাজিয়া লইবে, পরে গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ৩ প্রস্থ (১২ সের) দিয়া পাক করিবে। অবশেষে পিপুল পিপুলমূল চিতে গজপিপুল ধনে বিড়ঙ্গ শুঠ মরিচ ত্রিফলা বনযমানি ইন্দ্রযব জীরা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ পল, ত্রিবৃৎ ৮ পল, (সম পরিমিত তিল তৈলে ত্রিবৃৎ ভাজিয়া লইবে) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িবে। দার্বী অর্থাৎ খুন্তিতে যখন লাগিয়া যায়, সেই সময় নামাইবে। অগ্নি ও বলানুসারে যজ্ঞডুম্বুর, আমলকী বা কুল প্রমাণ ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গ্রহণী রোগ, কুষ্ঠ অর্শ ভগন্দর, জ্বর কামল প্রমেহ বাতরক্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ব্যাধি-

ক্ষীণ, বয়ঃক্ষীণ ও রেতঃক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা বৃষ্য বল্য বৃংহণ ও বয়ঃস্থাপনকর। ভাবঃ

কুষ্মাণ্ড খণ্ডাবলেহ। পুরাতন কুষ্মাণ্ড, বীজ ত্বক ও শিরা শূন্য করিয়া কুরিয়া লইয়া উহা ১০০ পল, জল ৪০০ পল সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া জল স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে এবং কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর তাম্র পাত্রে ঘৃত ৪ সের দিয়া কুষ্মাণ্ড ভর্জন করিবে, মধুবর্ণ হইলে পূৰ্ব্বোক্ত জল উহাতে ঢালিয়া দিবে, পরে চিনি ১০০ পল দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। সুপক্ক হইলে পিপুল শুঠ জীরা প্রত্যেকে ২ পল, ধনে তেজপত্র ছোটএলাচ মরিচ দারচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ পল ও মধু ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া রাখিবে। অগ্নিবলানুসারে ১—৮ তোলা মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর তৃষ্ণা দাহ প্রদর কৃশতা বমী শ্বাস কাস স্বরভেদ ও ক্ষত ক্ষয় নষ্ট হয়। ঐ

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য (বীজ ও ত্বক রহিত) ১০০ পল, গোদুগ্ধ ২০০ পলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে চিনি ৫০ পল ও গোঘৃত ৪ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে মন্দ মন্দ পাক করিবে, পূৰ্ব্ববৎ ঘৃতে কুষ্মাণ্ড শস্য ভাজিয়া লইবে। পরে নারিকেল শস্য ৩২ তোলা, পিয়ালফলের মজ্জা ১৬ তোলা দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। সুপক্ক হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, যথা—শুল্‌ফা ২ তোলা, বংশলোচন যমানী গোক্ষুর তালমাখানা হরীতকী আলকুশী বীজ, ছাতিম ত্বক প্রত্যেকে ৪ তোলা, ধনে পিপুল মুতা অশ্বগন্ধা শতাবরী তালমূলী নাগবলা বালা তেজপত্র শঠী জায়ফল লবঙ্গ ছোটএলাচ, বড় এলাচ শৃঙ্গাটক পর্পটক প্রত্যেকে ১ পল, রক্তচন্দন শুঠ আমলকী, কেশুর প্রত্যেকে ১০ তোলা, বেনার মূল ২ পল, সোমরাজ ২ পল মরিচ ২ পল। অগ্নিবল দেখিয়া ১—৮ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত শীতপিত্ত অম্লপিত্ত অরোচক অগ্নিমান্দ্য তৃষ্ণা প্রদর রক্তার্শ পাণ্ডু কামল এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, বৃংহণ ও বলবৰ্দ্ধনকর। ঐ

কুষ্মাণ্ড খণ্ড। কুষ্মাণ্ডের স্বরস ১০০ পল, গোদুগ্ধ ১০০ পল, আমলকী চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল, ঘৃত ২ পল, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে, মাত্রা অর্দ্ধ পল। ইহাতে রক্তপিত্ত অম্লপিত্ত কামল দাহ তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ঐ

বাসা কুষ্মাণ্ড খণ্ড। স্বিন্ন কুষ্মাণ্ড শস্য ৫০ পল, ঘৃত ৪ সের, ভর্জন করিয়া বাসক মূলের ক্বাথ ১৬ সের, চিনি ১০০ পল দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া মূতা আমলকী বংশলোচন বামনহাটীর মূল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা, এলবালুক শুঠ ধনে মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে শ্বাস কাস ক্ষয় হিক্কা রক্তপিত্ত হলীমক হৃদ্রোগ ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। চক্রঃ

কুষ্মাণ্ড ঘৃত। ঘৃত ৪ সের, কুমড়ার রস ১২ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ সের দিয়া পাক করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা, ইহা সেবনে অপস্মার রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কুষ্মাণ্ড ক্ষার। কুমুড়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড রৌদ্রে বিশুষ্ক করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও তাহা সরার দ্বারা আবৃত করিয়া জ্বাল দিবে। কুমুড়ার শস্য অঙ্গারবৎ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ মাষা। শুণ্ঠী চূর্ণ ও জলসহ সেব্য। ইহাতে শূলবেদনা নিবারিত হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কুমুড়ার মূল চূর্ণ উষ্ণ বারিসহ পান করিলে শীঘ্রই সুদারুণ শ্বাস কাস প্রশমিত হয়। ঐ

কুমুড়ার বীজ চূর্ণ ৮ মাষা, কুড় চূর্ণ ২ মাষা, মধুসহ সেবনে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়। ঐ

কুষ্মাণ্ডের বীজ চূর্ণ সেবনে মূত্র নিগ্রহ নিবারিত হয়। ঐ

কুমূড়ার রস, যবক্ষার ও চিনি একত্রে সেবন করিলে মূত্রবিবন্ধ ও শর্করা নষ্ট হয়। ঐ

কুমূড়ার বীজ, মুতা দেবদারু ও ইন্দ্রযব জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শিশুর শোথ নিবারণ হয়। ঐ

কেতকী, কেয়াফুল।

প্যাণ্ডেনস্ ওডরোটিজমস্ নামক বৃক্ষের মূল ও পুষ্প। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। ইহার পুষ্প বিশেষ সুগন্ধযুক্ত, ইহা হইতে একরূপ আতর প্রস্তুত হয়। ইহার মূল বল্কল ঈষৎ উত্তেজক। কটুক স্বাদু লঘু তিক্ত কফাপহ ও চক্ষুষ্য, ইহার বল্কল তৈল মূর্চ্ছাদিতে লাগে। ইহার পুষ্প দ্বারা খদির প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুগন্ধযুক্ত হয়।

কেতকাদি তৈল। কেতকী গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলার রস বা কাথ এবং কাঁজি দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থিগত বায়ু নষ্ট হয়। ভাবঃ

ক্ষেৎপাপড়া।

অপর নাম—পর্পটক, ক্ষেত্রপর্পটী।

রুবিয়েসী জাতীয় ওলডেন্‌লণ্ডিয়া নামক ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালা দেশের ধান্যক্ষেত্রে ও জলা জমিতে সচরাচর বর্ষাকালে জন্মে। সমগ্র গুল্মই ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক ও জ্বরঘ্ন, তিক্ত, দাহ-নাশক। ইহাতে রক্তপিত্ত তৃষ্ণা ও কফজ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়। ক্ষেৎপাপড়া একাই পিত্তজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার সহিত রক্তচন্দন, বেনার মূল ও বালা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে আরও উপকারী হয়। পুরাতন জ্বরে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রয়োগরূপ।

ক্ষেৎপাপড়ার ক্বাথ। ক্ষেৎপাপড়া কুট্টিত ১ ছটাক, জল তিন পোয়া, সিদ্ধ করিয়া আদ্‌সের থাকিতে নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক। ইহার সহিত কেহ কেহ গুলঞ্চ ১ ছটাক দিতে বলেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। **পর্পটকাদি ক্বাথ।** ক্ষেৎপাপড়া বাসক কট্‌কী চিরতা ধনে দুরালভা ও প্রিয়ঙ্গুর ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও দাহযুক্ত পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

২। **পর্পটকাদি ক্বাথ।** ক্ষেৎপাপড়া কট্‌ফল কুড় বেনার মূল রক্তচন্দন বালা শুঠ মূতা কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুলের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে, তৃষ্ণা দাহ অগ্নিমান্দ্যাদি থাকিলে প্রযোজ্য। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ক্ষেৎপাপড়া তগরপাদুকা বেনার মূল, ব্রাহ্মী স্বর্ণালু মূতা কট্‌কী অশ্বগন্ধা, দ্রাক্ষা চন্দন দশমূল ও শঙ্খপুষ্পের ক্বাথ পান করিলে প্রলাপ নষ্ট হয়। ঐ

ক্ষেৎপাপড়া ধনে বাসক দুবালভা প্রিয়ঙ্গু ও কট্‌কীর কষায় শর্করা সহ পান করিলে রক্তষ্ঠীবন নষ্ট হয়। ঐ

ক্ষেৎপাপড়া নিম্ব বাসক চিরতা পটোলপত্র গুলঞ্চ খদিরকাষ্ঠ ও বালার ক্বাথ পানে বিস্ফোটক জনিত জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

কোপাল কুন্দ্রাকম।

হিন্দীনাম—সন্দ্রুস, কিহ্রুবা।

ডিপটেরোকার্পেসী জাতীয় ভিটিরিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের ধুনা। ইহাকে দামারও বলে। মালাবার ত্রিবাঙ্কুর ও মহীসূরে জন্মে। এই গঁদ

দৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বে কোন দ্রব্যে লাগাইলে উত্তম বার্ণিশ হয়, কখন কখন উত্তাপে ইহা গলিয়া যায়। স্ফুটিত মসিনার তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বার্ণিশার্থ ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা বাতি ও মসালাদি প্রস্তুত করে ও তাহা জ্বালাইলে সুগন্ধ নির্গত হয়। ইহা যখন জ্বলে, তখন অধিক ধূম বাহির হয় না। কর্পূর, সুরাসার ও কোপাল একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ডাং দে বলেন যে, প্রমেহ ও উপদংশে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয় নাই।

প্রয়োগরূপ।

কোপালের মলম। কোপাল এক ছটাক, রজন ৮ ছটাক, তিল তৈল ৪ ছটাক। তৈল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে রজন চূর্ণ ও কোপাল নিক্ষেপ করিবে পরে সমুদায় গলিয়া গেলে ছাকিয়া লইবে। ক্ষতাদিতে প্রযোজ্য।

খড়িমাটী।

ইংরাজিতে ইহাকে ক্রিটা বা কার্বনেট অফ লাইম বলে। ভারতবর্ষীয় সকল বাজারেই পাওয়া যায়। ইহাকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে আদ সের খড়িমাটী ও প্রয়োজনমত জল লইবে। প্রথমে খড়িতে অল্প জল দিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং একটী বৃহৎ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িবেক, ক্ষণকাল পরে কেবল স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া নির্জ্জনে রাখিবেক। এই জলের নীচে খড়ী চূর্ণ পতিত হইলে জল ফেলিয়া দিয়া অধঃপাতিত খড়ি লইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, সংকোচক ও শোষক। অধিক দিন সেবন করিলে অন্ত্রমধ্যে সংযত হইতে পারে, অতএব মধ্যে মধ্যে বিরেচক ব্যবস্থা করা উচিত।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময় রোগে বিশেষতঃ উহা পাকাশয়ে অম্লোৎপত্তি জনিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। প্রাচীন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ সমন্বিত উদরাময় ও স্বেদস্রাবে খটিকামিশ্র বিশেষ হিতফলপ্রদ। ক্ষত, দাহ ক্ষত, চর্ম্ম পীড়াদিতে ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগে উপকার লব্ধ হয়।

মাত্রা ৫—২০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

খটিকা মিশ্র। খড়িমাটী দশ আনা, গঁদ চূর্ণ দশ আনা, শর্করার পাক ১ কাঁচ্চা, দারচিনির জল ৪ ছটাক। একত্রে মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে।

সুগন্ধি খটিকা চূর্ণ। দারচিনি ২ ছটাক, জায়ফল ১৷৷০ ছটাক কুঙ্কুম ১৷৷০ ছটাক, লবঙ্গ ৫ কাঁচ্চা, ছোট এলাচ আধ ছটাক, শর্করা ১২৷৷০ ছটাক, অধঃপাতিত খটিকা ৫৷৷০ ছটাক। উত্তমরূপে মিশ্রিত ও চূর্ণিত করিয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। মাত্রা ৫—৩০ রতি, বালকদের জন্য ২—৫ রতি।

অহিফেণযুক্ত সুগন্ধি খটিকা চূর্ণ। (অহিফেণ দেখ।)

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কঠিনী পেয়া। ফুলখড়ি ৮ তোলা, মিশ্রী বা শ্বেত চিনি ৪ তোলা, বাবলার গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারচিনি ২ তোলা, একীকৃত্য করিয়া ও অল্প কুটিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে ১ সের জল দিয়া রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে প্রাতঃকালে বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। সেই জল কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান করাইবে। ইহাতে গ্রহণী, প্রবাহিকা ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়। মাত্রা ১—৪ তোলা। লবঙ্গ ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা এবং বেলশুঁঠ ২ তোলা দিয়া পেয়া প্রস্তুত করিলে অম্লপিত্ত ও রক্তাতিসারে উপকার দর্শে। ভৈঃ রত্না

খদির।

লিগিউমিনোসী জাতীয় একেসিয়া ক্যাটেকিউ নামক বৃক্ষের আভ্যন্তরিক কাষ্ঠের জলীয় সার। ভারতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়। ইহাতে ট্যানিন ও ক্যাটিকিন নামক বীর্য্য আছে। অনেক প্রকার খদির ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। প্রবল সংকোচক ও অল্প বলকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল দন্তা, কণ্ডু কাস ও অরুচিনাশক। তিক্ত কষায়, মেদঘ্ন এবং কৃমি মেহ জ্বর ব্রণ শ্বিত্র শোথ রক্তপিত্ত পাণ্ডু ও কুষ্ঠহর। পাপড়ী খদির মুখ রোগঘ্ন। চক্রদত্ত বলেন যে খদির, তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়। খদিরের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।

অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষীণতা ও শিথিলতা প্রযুক্ত উদরাময় রোগে খদির বিশেষ উপকারক, কিন্তু রোগ প্রদাহ-জনিত বা যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য বশতঃ হইলে ইহা প্রয়োগ অবিধেয়। মুখ ক্ষত, চুচুক ক্ষত, মাড়ি, তালু আদি স্থান শিথিল হইলে ইহার স্থানীক প্রয়োগ বিশেষ সুফলপ্রদ। শ্বেত ও রক্তপ্রদর রোগে ইহার ফাণ্টের পীচকারি দিবে। ক্ষতের স্রাব হ্রাস করণার্থ ইহার ধৌত প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

মাত্রা ৫—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

খদিরের ফাণ্ট। খদির চূর্ণ ৮০ রতি, দারচিনি ১৫ রতি, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

খদিরের অরিষ্ট। খদির স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, দারচিনি কুট্টিত আদ ছটাক, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম। খটিকা মিশ্র সহযোগে সাধারণতঃ প্রযোজ্য।

খদিরাদি চূর্ণ। খদির ২ ছটাক, পলাশ গঁদ ও বাবলা ছাল ৫ছ

প্রত্যেকে ১ ছটাক, দারচিনি ও জায়ফল প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৫—১৫ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

স্বল্প খদির বটীকা। খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের তাহাতে জায়ফল কর্পূর সুপারি ও কাঁকলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ সের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুটিকা বাঁধিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্ত ওষ্ঠ মুখরোগ, জিহ্বা ও তালুরোগ উপশমিত হয়। চক্রঃ

বৃহৎ খদির বটীকা। খদির ১২॥০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৩১।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪, ছাকিয়া লইয়া পুনরায় পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে এলাচ, বেনার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন বালা অনন্তমূল তমাল ছাল, মঞ্জিষ্ঠা মুতা লৌহ যষ্ঠিমধু বরাক্রান্তা ত্রিফলা রসাঞ্জন ধাইফুল নাগেশ্বর লবঙ্গ গেরিমাটী দারুহরিদ্রা কটফল চাকুন্দ বীজ, লোধ, বটেরকুরি, দুরালভা জটামাংসী হরিদ্রা রাস্না দারচিনি প্রত্যেকে ২ তোলা, কাঁকলা জায়ফল জইত্রী লবঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে কর্পূর আদ সের মিশ্রিত করিয়া কলাই প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটীকা মুখে ধারণ করিলে গল ওষ্ঠ জিহ্বা দন্ত ও তালুরোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্না

খদিরাষ্টক। খদির ত্রিফলা নিমছাল পটোলপত্র গুলঞ্চ ও বাসকের কাথ সেবনে রোমান্তিক (হাম) মসূরিকা স্ফোট কণ্ডু আদি চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

খদিরারিষ্ট। খদির কাষ্ঠ ৬।০ সের, দেবদারু ৬।০ সের, সোমরাজ বীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা ২০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের, মধু ২৫ সের, চিনি ১২॥০ সের, ধাইফুল ২০ পল, কাঁকলা নাগেশ্বর জায়ফল লবঙ্গ এলাচ দারচিনি তেজপত্র প্রত্যেকে

১ পল, পিপুল ৪ পল দিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠাদি চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। শার্ঙ্গঃ

খাটাসী—গন্ধমার্জ্জার।

ইংরাজীতে ইহাকে সিভেট ক্যাট বলে, ইহার অণ্ডকোষ ব্যবহার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ মতের বিবিধ তৈল পাক করিতে ইহা লাগে। ইহা একরূপ সুগন্ধ বিশিষ্ট। "অপাঙ্গ ও মনসাসিজ প্রভৃতির ক্ষার দ্বারা খাটাশীর অণ্ডকোষ লিপ্ত করিয়া বাষ্প স্বেদ প্রদান করিবে, ইহাতে উহার গাত্রস্থ লোম সকল স্খলিত হইয়া যায়। পরে পঞ্চ পল্লবের জলে দোলাযন্ত্রে পাক করতঃ ও নিপীড়িত করিয়া ইহার স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত করিবে। তদনন্তর ছাগমূত্র ও সজিনার রসে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া সজিনা মূলের অন্তর্নিহিত করিয়া কেতকী পুষ্পে বেষ্টন করিয়া পুটপাক দিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা খাটাশী বিশুদ্ধ হইয়া মৃগনাভি সদৃশ হয়।" তৈলপাক করিবার সময় খাটাশী একটী রজ্জুতে বাঁধিয়া তৈলোপরি ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। কখন কখন উহা তৈল হইতে উঠাইয়া বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

খারিলবণ।

ইংরাজীতে ইহাকে সলফেট অফ সোডা বলে। বাঙ্গালা দেশের বাজার সমূহে ইহা বিস্তর পাওয়া যায়। সাগর উপকূলস্থ প্রদেশ হইতে আনীত হয়। অযোধ্যা প্রদেশেও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহাকে জলে গুলিবে পরে ছাকিয়া লইয়া উত্তাপ দ্বারা জল বিশুষ্ক করিবে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। বিরেচক ও শৈত্যকারক, অল্প মাত্রায় মূত্রকারক। জ্বর ও প্রদাহাদি রোগে ব্যবস্থা করা যায়। মাত্রা ১—২ কাঁচ্চা শুষ্কাবস্থায় ইহার অর্দ্ধ মাত্রায় প্রযোজ্য।

খোরাসানি আজোয়ান।

অপর নাম—পারসীক যমানী।

সোলেনেসী জাতীয় হায়সায়ামাস নাইজর নামক বৃক্ষের বীজ। এসিয়া মাইনর ও ইউরোপে ইহার জন্মস্থান, কিন্তু এক্ষণে সাহরণপুর, আগ্রা ও আজমীরের চতুষ্পার্শ্বে ইহার চাস আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার পত্র ও বীজের মাদকতা গুণ আছে। তন্মধ্যে বীজের ক্রিয়া প্রবল বিধায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ইহার বেদনা-নিবারক ও স্নিগ্ধকারক গুণও আছে, ইহা দ্বারা চক্ষের কনীনিকা প্রসারিত হইতে পারে। অহিফেণ প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইলে ইহা তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে ইহা আগ্নেয় রুচিকর সংকোচক ও মাদক। উদ্দীপনা ও বেদনা নিবারণার্থ ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহার হয়। শ্বাসকাশ ও অন্যান্য প্রকার কাস রোগে ইহা দ্বারা আক্ষেপ নিবারণ ও কাসের উগ্রতা প্রশমিত হয়। জ্বরাদি রোগে স্নায়বীয় উগ্রতা ও প্রলাপ থাকিলে কর্পূর সহযোগে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। আয়ুর্ব্বেদ মতে নানা ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে।

গজপিপ্পল।

য়্যারইডী জাতীয় সিনডাপ্‌সস অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের ফল। এই ফল খণ্ড খণ্ড ও শুষ্ক করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তেজক, স্বেদজনক ও কৃমিঘ্ন বলিয়া কথিত আছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু বাতশ্লেষ্মাহৃৎ, বহ্নিবর্দ্ধিনী উষ্ণ। ইহাতে অতিসার শ্বাস কণ্ঠাময় ও কৃমি নষ্ট হয়। অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার হয়।

গণিয়ারি।

অপর নাম—অগ্নিমন্থ, গণিকারিকা।

ভার্ব্বিনেসী জাতীয় প্রেম্না সেরাটিফোলিয়া নামক বৃক্ষের মূল।

ইহার পত্র তিক্ত ও বায়ুনাশক। মূল উষ্ণ বীর্য্য, কটু তিক্ত আগ্নেয়, শ্বযথুনাশক, কফবাতহৃৎ ও পাণ্ডুঘ্ন।

গণিয়ারী মূল জলে বাটিয়া ঘৃতসহ এক সপ্তাহ সেবন করিলে শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কোঠ নষ্ট হয় চক্রঃ।

পঞ্চমূলাদি ক্বাথ। পঞ্চমূলী, বেড়েলা বেলশুঁঠ গুলঞ্চ মূতা শুঠ আকনাদি চিরতা বালা কূটজত্বক ও ইন্দ্রযবের কষায় পানে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর শ্বাস কাসাদি উপদ্রবযুক্ত হইলেও আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্যে স্বল্প ও বাতাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূলী প্রযোজ্য।

গন্ধক।

গন্ধক এক প্রকার আকরিক পদার্থ। নেপাল, জাবা, পারস্য ও অন্যান্য দেশে পাওয়া যায়। লাল, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই চারি প্রকার গন্ধকের বিষয় ভাবপ্রকাশ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। সচরাচর এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসায় পীতবর্ণ (আমলাসার) গন্ধক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ গন্ধক কেবল বাহ্যিক প্রয়োগার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবিশুদ্ধ গন্ধক সেবনে কণ্ডু কুষ্ঠাদি বিবিধ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গন্ধক প্রথমতঃ লৌহ বা মৃৎপাত্রে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা গালাইয়া ক্রমে ক্রমে দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ঢালিয়া দিবে, কিছুক্ষণ পরেই উহা জমিয়া যাইবে। পরে তাহা চূর্ণ করিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় গন্ধক বিশোধিত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অল্প মাত্রায় পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক, কফনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বিরেচক, শিশুর পক্ষে

রেচক। গন্ধক তিক্ত কষায় ও কটু আস্বাদযুক্ত এবং পিত্তল অর্থাৎ পিত্তস্রাব বৃদ্ধিকরিক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহাতে বাত বীসর্প কুষ্ঠ কণ্ডু ক্ষয় প্লীহা ও কফ নষ্ট হয়।

গন্ধক শোধিত হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেবন করিলে নিশ্বাস ঘর্ম্ম প্রস্রাব ও দুগ্ধাদি শারীরিক রসে ইহার গন্ধ পাওয়া যায়। সেবনকালে শরীরে রৌপ্যালঙ্কার থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, অর্শ, গুদভ্রংশ রোগে মৃদু বিরেচন জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী। পুরাতন বাত ও সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক দিবস ধরিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। পারদজনিত পক্ষাঘাতে ইহা দ্বারা সবিশেষ উপকার দর্শে। পাঁচড়া রোগে, কাগজে ঘৃত ও গন্ধক মাখাইয়া তাহা প্রদীপ শিখায় ধরিলে টস্ টস্ করিয়া নীচে যে রস পড়ে, শরীরের ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে গরম গরম ঐ ঘৃত প্রত্যহ একবার করিয়া ৩ দিবস লাগাইলে আরোগ্য হইবে। দদ্রু রোগে গন্ধক ধূনা সোহাগা ও মিশ্রী সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমাকার করিবে। পরে তাহা দদ্রুস্থান চুলকাইয়া লাগাইবে। ইহাতে ৪।৫ দিবসের মধ্যে দাদ্ আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পারদ সহ মিশ্রিত করিয়া ইহা বিবিধ রোগে ব্যবহার হয়। পারদ ও গন্ধক সমভাগে একত্রে মর্দ্দন করিলে কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী প্রস্তুত হয়। চর্ম্মপীড়ায় হিন্দু চিকিৎসকেরা ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ দুগ্ধের বলক উঠিলে তাহাতে গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই দুগ্ধ দিয়া দধি পাতিয়া তাহা হইতে মাখম তুলিয়া উহা সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগার্থ বিধান করা যাইতে পারে। ইহাকে গন্ধতৈল বলে।

মাত্রা ২—১০ রতি, মধু বা দুগ্ধসহ সেব্য। বিরেচনার্থ ৩০—৬০ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

গন্ধকের মলম। গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, মোমের মলম দুই

ছটাক একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। পাঁচড়ায় স্থানীক প্রয়োজ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপাণি

১। জ্বরঘ্নী বটীকা। পারদ গন্ধক শৈলেয় পিপুল হরীতকী আকরকরা ইন্দ্রবারুণী ফল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, চূর্ণ করিয়া ইন্দ্রবারুণীর রসে মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটীকা করিবে। গুলঞ্চের রস সহ সদ্য জ্বরে বিধান করা উচিত। শাঙ্গঃ

২। জ্বরারি বটীকা। পারদ ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩ ও জয়পাল ৬ ভাগ লইয়া দন্তীমূলের রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রভাতে শীতল জলসহ এক বা অর্দ্ধ বটীকা সেব্য। ইহাতে এক দিনের মধ্যে নবজ্বর নষ্ট হয়। বসরত্ন প্রদীপ।

ত্রিনেত্র রস। গন্ধক পারদ তাম প্রত্যেকে সমভাগে গোক্ষুরে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে দিবে, পরে নিসিন্দা ও সজিনার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। ঐ গোলক অন্ধমূষা মধ্যে পুরিয়া তিন প্রহর বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ বাহির করিয়া খলে ফেলিয়া বিচূর্ণ করিবে। তৎপরে সমস্ত ঔষধের অষ্টমাংশ কাটবিষ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি, পঞ্চকোল পাচন বা আদার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর সত্বর নষ্ট হয়। রস প্রদীপ

অগ্নিকুমার রস। গন্ধক পারদ প্রত্যেকে ২ কর্ষ লইয়া গোয়ালিয়া লতার রসে একদিন যত্ন সহকারে মর্দ্দন করিবে। ইহা গোলাকার করিয়া কাচপাত্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে তাহাতে এক কর্ষ কাটবিষ চূর্ণ ফেলিয়া দিয়া কাচপাত্রের মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে উহা বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া অর্দ্ধ তোলা কাটবিষ ও অর্দ্ধ তোলা গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১ রতি। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, বায়ু মন্দাগ্নি শূল গ্রহণী গুল্ম ও শ্বাস কাসাদি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তাঃ

পঞ্চবক্ত্র রস। গন্ধক পারদ সোহাগা মরিচ বিষ সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে একদিন মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। সন্নিপাত জ্বরে দোষনাশার্থ প্রযোজ্য। ঐ

শীত কেশরী। গন্ধক পারদ তুঁতে হিঙ্গুল বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ শুঁঠ প্রত্যেকে ৮ ভাগ লইয়া অশ্বগন্ধা বিজয়া কাসমর্দ্দ ও করলা উচ্ছে পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটীকা করিবে। তুলসী পত্র সহ সেব্য, ইহাতে শীতজ্বর নিবারিত হয়। রসপ্রদীপ

ভূত ভৈরব রস। রসসিন্দুর, অভ্র লৌহ মনঃশিলা গন্ধক হরিতাল রসাঞ্জন সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক সহ লৌহ পাত্রে ক্ষণকাল পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি, শুঁঠ পিপুল মরিচ সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু, ঘৃত ও গোমূত্র অনুপানে অপস্মার রোগে প্রযোজ্য। ভাবঃ

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। গন্ধক ৮ তোলা, গুগ্‌গুল ৮ তোলা, এরণ্ড তৈল ৩২ তোলা, ত্রিফলার কাথ ৪৮ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, ইহা সেবনে আমবাত বাতরক্ত খঞ্জ পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আদিত্য পাক তৈল। তিল তৈল ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা লাক্ষা হরিদ্রা মনঃশিলা হরিতাল ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগে অর্থাৎ সর্ব্বসমষ্টি ১ সের লইয়া চূর্ণিত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। ইহার স্থানীক প্রয়োগে পামারোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পারদ গন্ধক ও তণ্ডুল সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৭ টী বটীকা করিবে। প্রত্যহ এক একটী বটীকার ধূম প্রদান করিবে। ইহাতে গবমী অর্থাৎ ফিরিঙ্গী রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

গন্ধক মনঃশিলা হরিদ্রা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, কটু তৈল ১২৮ তোলা, ধুতুরাপত্র রস ১২৮ তোলা একত্রে পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়। ঐ

গন্ধবিরোজা।

বরসিরেসী জাতীয় বস্যোলিয়া থরিফেরা নামক বৃক্ষের গঁদযুক্ত ধূনা। মধ্য ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার জন্ম। ম্যাহাবাদেও এক্ষণে জন্মে, ইহাতে তার্পিন ও ধূনার গন্ধ আছে। বাহ্য প্রয়োগে ইহা আরক্তকারক উত্তেজক। ইহা কাগজে মাখাইয়া বাগীর উপর দিয়া রাখিলে উহা না পাকিয়া বসিয়া যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

গন্ধবিরোজার মলম। গন্ধবিরোজা দুই ছটাক, পীতমোম ৩ কাচ্চা, বসা ৪ ছটাক, তিলতৈল ১ ছটাক। একত্রে গলাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত নাড়িবে। বসার অভাবে নারিকেল তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্ফোটকজাত ও অন্যান্য ক্ষতে উত্তেজক হইয়া উপকার করে।

গন্ধবোল, হিরাবল।

নরসিরেসী জাতীয় ব্যালসোমেডেনড্রন মর নামক বৃক্ষের বল্কলজাত এক প্রকার ঘন গঁদ ও ধূনাযুক্ত রস।

ইহা তিক্ত উগ্র ও সুগন্ধাস্বাদযুক্ত, ইহাতে বায়ী তৈল, মর্হিন নামক তিক্ত ধূনা ও গঁদ আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক, উত্তেজক, কফনিঃসারক ও রজোনিঃসারক। পুরাতন কাসি, শ্বেতপ্রদর, রজসাভাব প্রভৃতি রোগে ব্যবহারে উপকার হয়। দন্তের মাড়িতে ও মুখমধ্যে ক্ষতাদি হইলে ইহার অরিষ্ট বা ক্বাথ, অন্য কোন সংকোচক ক্বাথ সহ কুল্যরূপে ব্যবস্থা করিবে। নিরঙ্কুর ক্ষতেও ইহার স্থানীক প্রয়োগ বিশেষ উপকারক। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

গন্ধবোলের অরিষ্ট। গন্ধবোল স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ

ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ হইতে ২ ড্রাম।

গন্ধভাদালে।

অপর নাম—প্রসারণী, গাঁদালী, গন্ধভাদুলে।

রুবিয়েসী জাতীয় পিডিরিয়া ফেটিডা নামক লতা। ইহার সমগ্র বৃক্ষই প্রায় ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও প্রায় মলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু রন্ধনের পর আর কিছুমাত্র দুর্গন্ধ থাকে না। ইহার পত্র ও অন্যান্য তরকারি সহ ঝোল প্রস্তুত করিয়া মন্দাগ্নি ও উদরাময় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শৈত্যকর, সংকোচক। উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য, বলসন্ধানকর, বাতঘ্ন, তিক্ত, বাতরক্ত ও কফাপহ। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

প্রসারণী লেহ। প্রসারণীর ক্বাথ ৮ সের, গুড় ২ সের একত্রে পাক করিয়া লেহবৎ হইলে শুঁঠ পিপুল মরিচ চিতা চই চূর্ণ মিলিত অর্দ্ধ সের নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। ইহা লেহন করিলে আমবাত নষ্ট হয়। প্রসারণী ২ সের, জল ৩২ সের; শেষ ৮ সের। ভাব.

প্রসারণী তৈল। মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদালে ১০০ পল কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৈল ১০০ পল লইয়া উক্ত কষায়, দধির মাত ও কাঁজি প্রত্যেকে ১০০ পল, গব্য দুগ্ধ ৪০০ পল এবং কল্কার্থ—চিতা পিপুলমূল যষ্টিমধু, সৈন্ধব বচ মলুকা দেবদারু রাস্না গজপিপুল প্রসারণীমূল ও শুঁঠ, জটামাংসী, রক্তচন্দন এরণ্ডমূল বেড়েলা শুঁঠ মিলিত ১২॥০ পল দিয়া পাক করিবে। পান নস্য শিরোবস্তি ও মর্দ্দনরূপে প্রয়োজ্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি—হনুস্তম্ভ জিহ্বাস্তম্ভ অর্দ্দিত খঞ্জতা পঙ্গুতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ঐ

গন্ধহুমার, দোনা।

কম্পজিটী জাতীয় আটিমিসিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। নেপালে ও হিমালয়াদি পর্ব্বতে জন্মে। ইহার পাতা সুগন্ধের জন্য ব্যবহার্য্য। চুয়াইলে ইহা হইতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়, তাহাকে দোনার আতর বলে। ইহার ক্রিয়া আগ্নেয় ও বলকর, ইহার পত্র ও তরুণ শাখাগ্র স্নায়বীয় রোগের সহিত দুর্ব্বলতা থাকিলে প্রযোজ্য। ইহার পত্রের ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ বিধান করা যাইতে পারে।

গর্জ্জন তৈল।

ডিপটেরোকার্পেয়া জাতীয় ডিপটেরোকার্পস লিভিস নামক বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত একরূপ তৈল ও ধূনাযুক্ত রস। বৃক্ষের স্কন্ধে অস্ত্রাঘাত করিয়া অগ্নিসন্তাপ দিলে ইহা নির্গত হয়। চট্টগ্রাম ত্রিপুরা আসাম ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। বাজারের গর্জন তৈল পাটলবর্ণ তৈলবৎ ও অস্বচ্ছ। চুয়াইলে ইহা হইতে ৩৫ হইতে ৪০ অংশ উদ্বায়ী তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিম্নে এক প্রকার ধূনা পড়িয়া থাকে। ইহা কোপেবার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজক ও মূত্রকারক। ইহার উত্তেজক ক্রিয়া জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরে প্রকাশ পায়। তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগে গদমণ্ডের সহিত ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডাং ওসাসেনী, ওয়ারিং প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল উপলব্ধি করিয়াছেন। পুরাতন প্রমেহ রোগে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিরঙ্কুর ক্ষতে উত্তেজনার্থ বাহ্যিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মহাকুষ্ঠ রোগে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া সুফল লব্ধ হইয়াছে। চুনের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে। দদ্রুরোগেও এই তৈল সবিশেষ উপকারী।

মাত্রা ১০—৩০ বিন্দু, দিবসে ২।৩ বার।

গাব, তিন্দুক।

এবিনেসী জাতীয় ডায়স পাইরস এম্ব্রিয়োপ টিরিস নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে। ইহার ফল নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার সংকোচক রস বাহির হয়, তাহাতে শতকরা ৬০ অংশ বিশুদ্ধ টানিক এসিড থাকে, এই রস নৌকা ঝাল প্রভৃতিতে সাধারণতঃ লাগাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। প্রবল সংকোচক ও রক্তরোধক। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ইহার সার ব্যবহার্য্য। ইহার সার জলে গুলিয়া শ্বেতপ্রদরাদি রোগে পীচকারি দেওয়া যাইতে পারে। গাবের কষায় ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে অগ্নিদাহের ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

গাবের সার। সরস গাব কুট্টিত করণান্তর নিষ্পীড়িত করিয়া রস নির্গত করিবে, পরে ঐ রসকে জলস্বেদনযন্ত্র দ্বারা শুষ্ক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি।

গাম্ভারী।

অপর নাম—শ্রীপর্ণী, কাশ্মরী।

ভার্বিনেসী জাতীয় মেলিনা আরবোরিয়া নামক বৃক্ষের মূল। বল্কল, ফল পত্রও ব্যবহার হইয়া থকে।

ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য মধুর গুরু, দীপন পাচন ও ভেদনকর। ভ্রম শোষ তৃষ্ণা শূল অর্শ বিষ দাহ ও জ্বরাপহ। ইহার ফল বৃংহণ বৃষ্য গুরু কেশ্য ও রসায়ন এবং বাতপিত্ত তৃষ্ণা রক্তক্ষয় মূত্রবিবন্ধনাশক।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতের দশমূল পাচনের ইহা একটী অঙ্গ। গাম্ভারীর সাতটী কোমল পত্র অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া রাখিলে কুনখ ও চিপ্প আরোগ্য হয়। ভাবঃ

গাম্ভারীমূল যষ্টিমধু মধু ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধিত হয়। ঐ

গাম্ভারী ফল, পরুষক ফল, যষ্টিমধু রক্তচন্দন ও বেনার মূলের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। চক্রঃ

গাম্বোজ ও সারা রেউও।

গটিফেরী জাতীয় গারসিনিয়া পিক্‌টোরিয়া নামক বৃক্ষের ঘনীভূত রস। ওয়ানদ অরণ্যে অপর্য্যাপ্ত জন্মে এবং মহীসুর ও কুর্গ ইত্যাদি দেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। শ্যাম ও সিংহলেও ইহা জন্মে। ইহাতে গ্যাম্বো-জিক এসিড নামক এক প্রকার বীর্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। প্রবল বিরেচক ও কৃমিনাশক। কার্ম্মাকোপিয়ার গ্যাম্বোজের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। শোথ, উদরী, শিরোরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ ও ফিতার ন্যায় কৃমি রোগে ব্যবহার হয়।

মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া দিবে। কঠিন সাবানের সহিত দিলে প্রায় বমন হয় না।

প্রয়োগরূপ।

গ্যাম্বোজ বটীকা। গ্যাম্বোজ অর্দ্ধ ছটাক, মুসব্বর অর্দ্ধ ছটাক, দারচিনি অর্দ্ধ ছটাক, কঠিন সাবান ১ ছটাক, শর্করার পাক যথা প্রয়োজন লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি।

গাঁজা, চরস।

আর্টিসী জাতীয় ক্যানেবিস স্যাটাইভা নামক বৃক্ষের পত্র গঁদ ও ধূনা-যুক্ত রসকে চরস কহে। ইহা পত্র কন্দ ও পুষ্প হইতে নিঃসৃত হইয়া জমিয়া থাকে। মোটা কাপড় বা চর্ম্মদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া সংগ্রহ করে। যে ধূনা গুলি কাপড়ে বা চর্ম্মে লাগিয়া যায় তাহা চাঁচিয়া লইয়া তাল প্রস্তুত করে। তামাকের ন্যায় ইহার ধূমপান করিলে মাদকতা গুণ প্রকাশ পায়। সপুষ্প শুষ্ক

জটাযুক্ত বৃক্ষ, যাহা হইতে ধূনা বহিষ্কৃত হয় নাই, তাহাকে গাঁজা বলে। (সিদ্ধির বিষয় ভাং দেখ।)

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মাস্তিষ্ক উত্তেজক, নিদ্রাকারক, কামোদ্দীপক, মাদক, বেদনা-নিবারক, আক্ষেপ নিবারক ও জরায়ু-সংকোচক। ইহা দ্বারা একরূপ প্রলাপ উপস্থিত হয়। ডাং ওসানেসী ধনুষ্টংকার, জলাতঙ্ক, সবেদন স্নায়ুশূল, বাতবেদনা, বিসূচিকা ইত্যাদি রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাং চর্চিল বলেন রজঃসাভাব, কষ্টরজঃ ও বাতোন্মাদিক রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। জরায়ুর শিথিলতা প্রযুক্ত প্রসব বিলম্ব হইলে অথবা প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব হইলে ইহা সেবনে জরায়ু সংকোচন হইয়া উপকার করে। ধ্বজভঙ্গে ইহা সুফলপ্রদ।

প্রয়োগরূপ।

গাঁজার সার। গাঁজা চূর্ণ অর্দ্ধ সের, সুরা আড়াই সের, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই অবশিষ্টের সুরা চুয়াইয়া ফেলিয়া জল-স্বেদন যন্ত্র দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত করাইবে। মাত্রা ½ রতি হইতে ১ রতি।

গাঁজার অরিষ্ট। গাঁজার সার অর্দ্ধ ছটাক, সুরা দশ ছটাক, দ্রব করিবে। মাত্রা ৫—২০ মিনিম। গঁদ মণ্ডের সহিত প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কেবল জলের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহার ধূনা অধঃস্থ হইয়া পড়ে।

গুগ্গুলু।

বরসিরেসী জাতীয় ব্যালসামোডেনড্রন মকল নামক বৃক্ষের ধূনাযুক্ত গঁদ। আসাম, সিন্ধুপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। শীত কালে বৃক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে ধূনা ভূমিতে পতিত হয়, পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। গন্ধবোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে ডাং ওসানেসী উপদেশ প্রদান করেন। গন্ধবোল অপেক্ষা ইহার গন্ধ মৃদু ও আঘ্রাণ

যোগ্য। হিন্দুরা দেব দেবীর পূজা করিবার সময় ইহা পোড়াইয়া থাকেন, ইহার ধূমের দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু সুগন্ধিকৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কষায় কটু রুক্ষ লঘু, ভগ্নসন্ধানকর, বৃষ্য রসায়ন দীপন, কফবাত ব্রণাপহ, মেহ অশ্মরী কুষ্ঠ শোফ অর্শ গ্রন্থি গণ্ডমালা প্রভৃতি পীড়ানাশক। অভিনব গুগ্গুল স্নিগ্ধ, কাঞ্চন সদৃশ ও পক্ক জম্বু ফলোপম পিচ্ছিল ও সুগন্ধি। শুষ্ক দুর্গন্ধ গুগ্গুল পরিত্যাজ্য। ভাবঃ

রক্তশোধক, পরিবর্ত্তক, বাহ্যিক প্রয়োগে উত্তেজক। ক্ষতে সোহাগা ও খদির সহ ইহার স্থানীক প্রয়োগ বিধেয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বাতারি রস। পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুগ্গুল ৫ ভাগ লইয়া এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। প্রাতঃকালে এরণ্ডতৈল সহ সেবা, তৎপরে শুঠ ও এরণ্ডমূলের কষায় পান করিবে। এই ঔষধ একমাস সেবনে বাতরোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

যোগরাজ গুগ্গুলু। চিতে পিপুলমূল যমানী কৃষ্ণজীরা বিড়ঙ্গ বনযমানী জীরা দেবদারু চই এলাচ সৈন্ধব কুড় রাস্না গোক্ষুর ধনে ত্রিফলা মুতা ত্রিকটু দারচিনি বেনারমূল যবক্ষার তালীশপত্র তেজপত্র সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, পরে সর্ব্ব সমান গুগ্গুলু দিয়া ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে সংমর্দ্দিত করিবে। ইহাতে আমবাত অগ্নিমান্দ্য প্লীহা গুল্ম প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

মহা যোগরাজ গুগ্গুলু। শুঠ পিপুলমূল চই মরিচ চিতে, ভৃষ্ট হিঙ্গু, বনযমানী সর্ষপ জীরা কৃষ্ণজীরা রেণুক ইন্দ্রযব আকনাদি বিড়ঙ্গ গজপিপুল কট্‌কী আতিস বামনহাটী বচ মূর্ব্বা সৈন্ধব এলাচ গোক্ষুর হরীতকী, ধনে বহেড়া আমলকী দারচিনি বেনার মূল, যবক্ষার প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব সমান গুগ্গুলু, ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেব্য। ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি

করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল প্রকার বাত-ব্যাধি, বাতরক্ত কুষ্ঠ অর্শ গ্রহণী ও গুল্ম প্রভৃতি নষ্ট হয়। রাস্না পুনর্ণবা শুঠ গুলঞ্চ এরণ্ডমূলের কষায় সহ এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ব বাতরোগ প্রশমিত হয়। পিত্তে কাকোল্যাদি, কফে আরগ্বধাদি, মেহে দারুহরিদ্রা, পাণ্ডুরোগে গোমূত্র, কুষ্ঠে নিম্বক্বাথ, বাতরক্তে গুলঞ্চের ক্বাথ, শোথে শুষ্ক মূলার ক্বাথ, নেত্র বেদনায় ত্রিফলার ক্বাথ ও উদরীতে পুনর্ণবার ক্বাথ সহ সেব্য। ঐ

পথ্যাদি গুগ্গুলু। হরীতকী ১০০, বহেড়া ২০০ ও আমলকী ৪০০টা, গুগ্গুলু ২ সের, জল ৬৮ সের, এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ করিবে। পরে ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার লৌহ-পাত্রে পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গ দন্তী ত্রিফলা গুলঞ্চ পিপুল ত্রিবৃৎ শুঠ মরিচ প্রত্যেকে ৪ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে গৃধ্রসী খঞ্জতা বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পুনর্ণবা গুগ্গুলু। পুনর্ণবা ১০০ পল, এরণ্ড মূল ১০০ পল, শুঠী ১৬ পল, গুগ্গুল ৮ পল, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। ছাকিয়া লইয়া গুগ্গুলু ৮ পল ও এরণ্ড তৈল এক সের সহ পুনরায় পাক করিবে, পরে ত্রিবৃৎ চূর্ণ ৫ পল, দন্তীমূল ১ পল, গুলঞ্চ ২॥০ পল, ত্রিফলা ত্রিকটু চিতা সৈন্ধব ভেলা বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পুনর্ণবা ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১- ২ তোলা। ইহাতে বাতরক্ত গৃধ্রসী আম-বাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

শর্করাসম গুগ্গুলু। যবক্ষার দেবদারু সৈন্ধব মূতা ছোটএলাচ বচ যমানী ত্রিকটু বনযমানী হরিদ্রা ত্রিফলা জীরা কৃষ্ণজীরা বিড়ঙ্গ চিতা প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ, গুগ্গুলু ৫ পল, শর্করা ৫ পল পেষণ করিয়া তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্লীহা বিষমজ্বর কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ঐ

অমৃতা গুগ্গুলু। গুলঞ্চ ২ সের, গুগ্গুলু ১ সের, হরীতকী, বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে ১ সের, একত্রে কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ

করিয়া পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ কষায় পুনরায় পাক করিবে, ঘন হইলে দন্তী ত্রিকটু বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ ত্রিফলার ত্বক প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল চূর্ণ, ত্রিবৃৎ চূর্ণ ২ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ইহাতে বাতরক্ত কুষ্ঠ দুষ্ট ব্রণ আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। বিড়ঙ্গ চিতামূল ত্রিকটু ত্রিফলা দেবদারু চই চিরতা পিপুল মূল, মুথা শঠী বচ স্বর্ণমাক্ষিক সৈন্ধবলবণ যবক্ষার সর্জিকাক্ষার হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ধনে গজপিপুল আতিস প্রত্যেকে ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, গুগ্গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, দন্তীমূল ত্রিবৃৎ দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ১ পল, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ রতি হইতে ৪ মাষা। ইহাতে অর্শ, পাণ্ডু, আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

কৈশোরিক গুগ্গুলু। মহিষাক্ষ গুগ্গুল ২ সের, ত্রিফলা ২ সের, গুলঞ্চ ৪ সের, জল ৬৪ সের, পাককালে মুহুর্মুহু ঘুঁটিবে, অর্দ্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে পুনরায় পাক করিবে, ঘন হইলে নামাইয়া ত্রিফলা অর্দ্ধ পল (প্রত্যেকে) ত্রিকটু মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, ত্রিবৃৎ ২ তোলা, দন্তীমূল ২ তোলা, গুলঞ্চ ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর মাংস, দুগ্ধাদি সেব্য। ইহাতে বাতরক্ত পাণ্ডু মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

স্বায়ম্ভুব গুগ্গুলু। সোমরাজ ৫ পল, শিলাজতু ও গুগ্গুল প্রত্যেকে ১০ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ পল, লৌহ ২ পল, থলকুড়ী পত্র ২ পল, হরিতকী বহেড়া আমলকী করঞ্জ পলব, খদির গুলঞ্চ তেউড়ী দন্তী মূল বিড়ঙ্গ হরিদ্রা কটজত্বক নিম্ব চিতা সোঁদালফলের মজ্জা প্রত্যেকে ১ পল, মধু দিয়া বটীকা বাঁধিবে। প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ সেব্য। ইহাতে বাতরক্ত কুষ্ঠ শ্বিত্র পাণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

আদিত্যপাক গুগ্গুলু। হরীতকী বহেড়া আমলকী পিপুল প্রত্যেকে ৮ তোলা, দারচিনি, ছোট এলাচ প্রত্যেকে ৪ তোলা, দশমূলের

ক্বাথে ৭ দিন ৭ বার ভাবনা দিবে। উহার সহিত গুগ্‌গুল ৪০ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ইহাতে সন্ধি অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

ষড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু। হরীতকী বহেড়া আমলকী পটোলমূল নিম্ব বাসক ইহাদের ক্বাথ সহ গুগ্‌গুলু সেবনে শোথ শূল অক্ষিপাক প্রভৃতি চক্ষু রোগ নষ্ট হয়। ঐ

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু। গুগ্‌গুল ত্রিফলা ত্রিকটু সমভাগে ঘৃতসহ ১—২ তোলা মাত্রায় সেব্য। ইহাতে নাড়ীব্রণ শূল গুল্ম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

দশাঙ্গ গুগ্‌গুলু। ত্রিকটু চিতা ত্রিফলা মূতা বিড়ঙ্গ গুগ্‌গুল সম ভাগে লইয়া সেবন করিলে মেদরোগ নষ্ট হয়। ঐ

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু। বব্বুল অশ্বগন্ধা হবুষা গুলঞ্চ শতাবরী গোক্ষুর রাস্না শ্যামালতা শলুকা শঠী যমানী শুঠ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুল ও তদর্দ্ধ ঘৃত, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা, প্রভাতকালে দুগ্ধ, মাংস রস, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে ত্রিকগ্রহ জানুগ্রহ হনুগ্রহ, ভুজস্থ ও চরণস্থ বাত, সন্ধিস্থিত বাত ও পক্ষাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

একবিংশতিক গুগ্‌গুলু। চিতা ত্রিফলা ত্রিকটু জীরা কৃষ্ণজীরা সৈন্ধব আতিস কুড় চই ছোটএলাচ দুরালভা বিড়ঙ্গ বনযমানী মূতা দেবদারু প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু, তদর্দ্ধ ঘৃত দিয়া গুটিকা করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ক্রিমী দুষ্ট ব্রণ গ্রহণী মুখরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

রাস্না গুগ্‌গুলু। (রাস্না দেখ।)

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। (গন্ধক দেখ।)

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল ২ তোলা, গুলঞ্চ ত্রিফলা মিলিত ৮ তোলা, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই ক্বাথ ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগে সেব্য। ভাবঃ

হরীতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে ১ ভাগ, গুগ্‌গুল ৫ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

কর্ণের দৌর্গন্ধ নাশার্থে গুগ্‌গুলের ধূপ প্রদান করিবে। ঐ

গুলঞ্চ।

অপর নাম—গুড়ূচী, অমৃতা।

মিনিসপার্মেসী জাতীয় টাইনসপোরা কর্ডিফোলিয়া নামক লতার মূল ও কন্দ। বড় বড় বৃক্ষের উপর জড়াইয়া থাকে। নিম্ব বৃক্ষে যাহা জড়াইয়া থাকে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। বঙ্গদেশ আসাম বেহার ডেকান উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই জন্মে। গ্রীষ্মকালে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, কারণ তৎকালে ইহাতে তিক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। ইহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক পর্য্যায়নিবারক মূত্রকারক ও পরিবর্ত্তক। সবিরাম জ্বর, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য, পুরাতন বাত ও যৌণিক উপদংশ রোগে ইহা ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয়। ইহার সদ্য মূল, পান্তাভাতের আমানী ও চিনি একত্রে পান করিলে প্রমেহ রোগের জ্বালা নিবারণ হয়। ডাঃ গুডিভ, ওসানেসী প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া ইহার সুন্দর বলকারক গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক তিক্ত রসায়ন সংগ্রাহী কষায়, বলাগ্নি সন্দীপনী। ইহাতে আম তৃষ্ণা দাহ মেহ কাস পাণ্ডু কামল কুষ্ঠ বাতরক্ত জ্বর কৃমি বমী প্রমেহ শ্বাস অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ইহার পত্রের শাক ভক্ষণ করিলে জ্বরে উপকার দর্শে।

প্রয়োগরূপ।

গুলঞ্চের অরিষ্ট। গুলঞ্চ খণ্ডীকৃত ২ ছটাক, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

গুলঞ্চের ফাণ্ট। গুলঞ্চ অর্দ্ধ ছটাক, শীতল জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক।

গুলঞ্চের সার। গুলঞ্চ কুট্টিত অর্দ্ধ সের, জল আড়াই সের। প্রথমতঃ গুলঞ্চকে দেড়সের জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে পরে অবশিষ্ট জলে পুনর্ব্বার ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। অবশেষে উভয় ফাণ্টকে একত্র করিয়া পুনর্ব্বার ছাকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি, দিবসে তিন চারিবার সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। **গুড়ুচ্যাদি কাথ।** গুড়ূচী ধনে চিরতা পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দনের কাথ সর্ব্বজ্বরহর, দীপন ও দাহ হৃল্লাস তৃষ্ণা ও অরুচিনাশক। তরুণ জ্বরে এই কাথ দেওয়া সুশ্রুতের মতে অবিধেয়। ভাবঃ

২। **গুড়ুচ্যাদি।** গুড়ূচী আমলকী ক্ষেৎপাপড়ার কাথ সেবনে পিত্তজ্বর দাহ শোষ ভ্রম নষ্ট হয়। ঐ

৩। **গুড়ুচ্যাদি।** গুলঞ্চ চিরতা বালা বীরণ মূল, মূতা ত্রিবৃৎ আমলকী দ্রাক্ষা বাসক ও ক্ষেৎপাপড়ার কাথ সেবনে পৈত্তিক জ্বর সত্বরই আরোগ্য হয়। ঐ

৪। **গুড়ুচ্যাদি।** গুলঞ্চ নিম্ব ধনে রক্তচন্দন ও কট্‌কীর কাথ পানে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর তৃষ্ণা দাহ অরুচি নষ্ট হয়। ঐ

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি কাথ। গুলঞ্চ আতিস ধনে শুঠ বেলশুঠ বালা আকনাদি চিরতা কুটজ রক্তচন্দন বেনার মূল, ক্ষেৎপাপড়ার কাথ মধুসহ সেবন করিলে জ্বরাতিসার হৃল্লাস অরুচি তৃষ্ণা দাহ বমী নষ্ট হয়। ঐ

পঞ্চভদ্র কাথ। গুড়ূচী ক্ষেৎপাপড়া মূতা চিরতা শুঠের কাথ বাতপিত্ত জ্বরে প্রযোজ্য। ঐ

অমৃতাষ্টক। গুলঞ্চ কটকী নিম্ব পটোলপত্র মূতা রক্তচন্দন শুঠ ও

ইন্দ্রযবের কাথ পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, অগ্নিমান্দ্য তৃষ্ণা দাহ নষ্ট হয়। ঐ

গুড়ুচী মোদক। গুলঞ্চ চূর্ণ ১০০ ভাগ গুড় মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে ১৬ ভাগ একত্রে মোদক বাঁধিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিশেষ বলকর ঔষধ। ঐ

ধাত্রী মোদক। হরীতকী আমলকী বহেড়া শুঠ পিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ, গুলঞ্চের পালো ৪ ভাগ, জল ৬ ভাগ, জ্বাল দিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে পরে চিনি ৮ ভাগ দিয়া পাক করিয়া মোদক বাঁধিবে। মাত্রা ½ হইতে ১ তোলা। ইহাতে পুরাতন জ্বর, প্লীহা কাস, মন্দাগ্নি নষ্ট হয়। সার কৌমুদী।

যোগসারামৃত। শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারক ভূম্যামলকী পুনর্ণবা গুলঞ্চ কৃষ্ণজীরা অশ্বগন্ধা গোক্ষুর প্রত্যেকে ১০ পল সূক্ষ্ম চূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি, মধু ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, দারচিনি তেজপত্র এলাচ প্রত্যেকে ১ পল চূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে বাতরক্ত, ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

অমৃতেশ্বর রস। রসসিন্দুর গুলঞ্চের পালো ও লৌহ ৬ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃতান্বিত করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তাঃ

গুলঞ্চের পালো। গুলঞ্চ কুট্টিত করিয়া জলে ভিজাইয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে সংমর্দ্দন করিবে। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই জল ছাকিয়া লইবে। পরে তাহা একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে ও ১২ ঘণ্টা পরে উপরিস্থ জল ফেলিয়া দিয়া নূতন জল সংযোগ করিবে। এইরূপ ৩।৪ দিন করিলে বিশুদ্ধ পালো পাত্রের নীচে জমিয়া থাকে। ইহার মাত্রা ৫—৩০ রতি। জ্বর, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

গুড়ুচ্যাদি তৈল। গুলঞ্চের কাথ ও কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে বাতরক্ত ও বিবিধ চর্ম্ম রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

গুড়ুচী তৈল। গুলঞ্চ ১০০ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬

সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, দুগ্ধ ৬৪ সের, তিল তৈল ১৬ সের কল্কার্থ—যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুগানী মাসানী জীবন্তী যষ্টিমধু কুড় এলাচ অগুরু কিসমিস জটামাংসী সুন্ঠী নখী বেণুক থলকুঁড়ী শুঠ পিপুল মরিচ সুলফা কাঁকড়াশৃঙ্গী অনন্তমূল দারচিনি তেজপত্র অগুরু শালপান আমলকী তগরপাদুকা নাগেশ্বর বালা পদ্মকাষ্ঠ উৎপল রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার্য্য। ইহাতে বাতরক্ত কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

গুড়ুচী ঘৃত। গুলঞ্চের কষায় ও শুণ্ঠীর কল্ক এবং দুগ্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ঐ

অমৃতাদ্য ঘৃত। গুলঞ্চ যষ্টিমধু দ্রাক্ষা ত্রিফলা শুঠ বেড়েলা বাসক আবগন্ধ শ্বেত পুনর্ণবা, দেবদারু গোক্ষুর কট্‌কী কৃষ্ণজীরা গাম্ভারী ফল রাস্না কুলেখাড়া এরণ্ড বৃদ্ধদারক মূতা উৎপল (সুঁদি) সমভাগে কল্কার্থ গ্রহণ করিয়া ৪ সের ঘৃত ও তৎসহ আমলকীর রস ৪ সের, জল ১২ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত আমবাত প্রমেহ বিষমজ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

গুলঞ্চের শীত ফাণ্ট শর্করা সহ প্রাতঃকালে পান করিলে পিত্তজ্বর বাতরক্ত নষ্ট হয়। ভাবঃ

গুলঞ্চ আমলকী মূতার কষায় পানে চতুর্থক বিষম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

গুলঞ্চের ক্বাথ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবনে জীর্ণজ্বর ও কফ নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেবনেও জীর্ণজ্বর কফ প্লীহা কাস অরোচক নষ্ট হয়। ঐ

গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ পান করিলে বমন শান্তি হয়। ঐ

গুলঞ্চ কুটজ মূতা শুঠ নিম্ব আতিস চিরতা অথবা গুলঞ্চ শুঠ কুটজ ও মূতার ক্বাথ জ্বরাতিসারে প্রযোজ্য। ঐ

গুলঞ্চ আকনাদি ক্ষেৎপাপড়া মুতা শুঠ চিরতা ও ইন্দ্রযবের কাথ সেবনে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

গুলঞ্চ পত্রের কল্ক তক্রসহ কামল রোগে পান করান বিধেয়। ঐ

গৈরিক, গেরিমাটী।

ইংরাজীতে ইহাকে রেড ওকর বলে। লাল ও পীতবর্ণ ভেদে ইহা দ্বিবিধ। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে সিলিকেট অফ য়্যালিউমিনা ও তৎসঙ্গে অক্সাইড অফ আয়রণ আছে। ৭ বার দুগ্ধে নিমজ্জিত করিলে গৈরিক বিশুদ্ধ হয়। ইহা স্নিগ্ধ মধুর হিম, চক্ষুষ্য, দাহ পিত্তাস্র কফ হিক্কা ও বিষাপহ। গৈরিক ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার মৃত্তিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা সংকোচক ও রক্তরোধক। আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার হয়।

গৈরিক খড়ি শুঠ কট্‌ফল আবশ্বথ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের শোথ নষ্ট হয়। ভাঃ

গেরিমাটী সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, তুঁতে হিরাকস সৈন্ধব লোধ রসাঞ্জন হরিতাল, মনছাল রেণুক সমভাগে চূর্ণ করিবে। ইহা মধুসহ স্থানীক প্রয়োগে উপদংশ আরোগ্য হয়। ঐ

গৈরিক যষ্টিমধু সৈন্ধব দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন সমাংশে গ্রহণ করতঃ জল পিষ্ট করিয়া চক্ষের বাহিরে লেপ দিলে সর্ব্বনেত্র রোগ নষ্ট হয়। ঐ

গৈরিক আম্রকেশী বিড়ঙ্গ হরিদ্রা রসাঞ্জন কট্‌ফল চূর্ণ মধুসহ যোনিতে পূরণ করিলে ও ত্রিফলার কষায় মধুসহ সেবনে যোনিকন্দ রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

জ্বর কুঞ্জর পারীন্দ্র রস। রসসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য স্বর্ণমাক্ষিক রসাঞ্জন খর্পর তাম্র মুক্তা প্রবাল লৌহ শিলাজতু গেরিমাটী মনঃশিলা গন্ধক হেমসার (স্বর্ণ, কাহারং মতে তুঁতে) প্রত্যেকে ৪ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ক্ষীরুই তুলসী পুনর্ণবা গণিয়ারি ভূই আমলা

ঘোষালতা চিরতা পদ্ম গুলঞ্চ কুশলাঙ্গলী লতাফট্‌কী মুগানি গন্ধভাদুলে প্রত্যেকের স্বরসে তিন দিন করিয়া মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, পানসহ সেব্য। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষম জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভৈঃ রত্নাঃ

গোক্ষুর।

অপর নাম—ইক্ষুগন্ধা, কান্তকনিকা, ত্রিকণ্টক।

জাইগোফাইলেসী জাতীয় ট্রিবিউলস টিরিসট্রিস নামক বৃক্ষ। সমগ্র বৃক্ষ বিশেষতঃ বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দশমূলের একটী অঙ্গ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকর, কামোদ্দীপক। ভাব প্রকাশের মতে বলকর, বস্তিশোধক, মধুর দীপন বৃষ্য পুষ্টিকর, অশ্মরী-হর, প্রমেহ শ্বাস কাস অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ ও বাতনাশক। ডাঃ ওয়ারিং নিম্নলিখিত ব্যবস্থামত ব্যবহার করিয়া ইহার মূত্রকারক গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন। যথা গোক্ষুর বীজ বা ফল ১ ছটাক, ধনে দশ আনা, জল দশ ছটাক, সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অৰ্দ্ধ হইতে এক ছটাক মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গোক্ষুরাদি চূর্ণ। গোক্ষুর পিপুল মুতা গুলঞ্চ কাকোডুম্বুরিকার পল্লব, উলুমূল সিজ দুর্ব্বা শ্যামালতা অনন্তমূল দেবদারু পিপুল শুঠ বিড়ঙ্গ মরিচ পুনর্ণবা আকনাদি কম্পিলক বামনহাটী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কণ্টকারী এরণ্ডমূল দন্তী চিতা কট্‌কী সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক তোলা উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ অর্শ পাণ্ডু শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

গোক্ষুরাদ্যাবলেহ। গোক্ষুর সদল মূল ও ফল সহিত ১০০ পল কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া

ছাকিয়া লইবে, পরে সেই ক্বাথে ৫০ পল চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে শুঠ পিপুল মরিচ নাগেশ্বর তমালপত্র দারচিনি এলাচ জৈত্রী অর্জ্জুন কাঁকুড়বীজ প্রত্যেকে ২ পল, বংশলোচন ৮ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রবিবন্ধ প্রমেহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

গোক্ষুরাদি মোদক। গোক্ষুর বীজ, কুলেখাড়া বীজ, অশ্বগন্ধা শতমূলী তালমূলী আলকুশী বীজ, যষ্টিমধু গোরক্ষ চাকুলে, বেড়েলা প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ৮ গুণ দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিবে, চূর্ণের সমপরিমিত ঘৃতে ভর্জ্জন ও দ্বিগুণ চিনির সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থেয়। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ। ঐ

ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত। ধনে ও গোক্ষুরের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়। ঐ

ত্রিকণ্টকাদ্যা ঘৃত। গোক্ষুরবীজ এবং মূল, কুশ কাশ শর উলু ও ইক্ষুমূল এবং কুষ্মাণ্ডের রস দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরী ও মূত্রবিঘাত প্রশমিত হয়। ঘৃতের অর্দ্ধেক গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

গোক্ষুর অশ্বগন্ধা আমলকী শুঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রযোজ্য। ঐ

গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথ, শিলাজতু সহ মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবস্থেয়। ঐ

গোক্ষুর হরীতকী সোঁদাল পাতরকুচী ও দুরালভার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

গোক্ষুরের ক্বাথ সহ ত্রিকটু ত্রিফলা মূতা গুগ্গুলু ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

গোক্ষুর বীজের ক্বাথ যবক্ষার সহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

বড় গোক্ষুর।

সিসামী জাতীয় পিডালিয়ম মিউরেকস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র ও তরুণ শাখাগ্র। মান্দ্রাজ প্রদেশে সচরাচর জন্মে। সমগ্র বৃক্ষ মৃগনাভির ন্যায় গন্ধযুক্ত। সদ্যপত্র জলের সহিত আলোড়ন করিলে আঠাবৎ হয়। এই পাতা দ্বারা তক্র ও দধি ঘন করা যায়। ইহার পুষ্প পীতবর্ণ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকারক, স্নিগ্ধকারক। ইহাতে একরূপ মিউসিলেজ বা স্নেহ দ্রব্য আছে, তজ্জন্য প্রমেহ রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে, সদ্যপত্র জলে আলোড়ন করিলে ইহার স্নেহ পদার্থ জলে মিশ্রিত হয়। ৫ ছটাক এইরূপ প্রস্তুত জল প্রত্যহ প্রাতে সেব্য, দশ দিন সেবন করিলে মূত্রের জ্বালা যন্ত্রণাদি বিদূরিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য উদরীতে প্রযোজ্য। শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উদ্দীপনাও ইহাতে উপশমিত হয়। ডাং ওয়ারিং, ইভন্স, টমাস প্রভৃতি ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মিউসিলেজ প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ অধিকক্ষণ প্রস্তুত থাকিলে স্নেহ দ্রব্য ও জল স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ইহার বীজও ব্যবহার হয়।

গোমধু।

ভারবিনেসী জাতীয় মেলিনা এসিয়াটীকার মূল ও মেলিনা পারভিফ্লোরার সমগ্র বৃক্ষ।

ক্রিয়া। মূল স্নিগ্ধকারক, এই বৃক্ষ দ্বারা জল আঠাবৎ হয়। প্রমেহ রোগে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণার্থ প্রযোজ্য।

গোয়ালিয়া লতা।

অপর নাম—গোধাপদী।

ভাইটীস পিডেটা নামক লতা। বাঙ্গালা দেশে সচরাচর জন্মে।

রক্ত বিষ ব্রণ বিসর্প দাহ অতিসার ও লূতা নাশক। ভাবঃ

গোয়ালিয়া লতার মূলের ক্বাথ, ঘৃত তৈল ও দুগ্ধ সহ পান করিলে মূত্র সংঘাত নিবারিত হয়। চক্রঃ

গোরোচনা।

বৃষের পিত্তকোষে জমাট হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত, বিষ অলক্ষী গ্রহোন্মাদ গর্ভস্রাব ও ক্ষতাস্রজিৎ। ভাবঃ

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত। হরীতকী গোরোচনা কুড় আকন্দপত্র সর্জ্জি নল অম্লবেতস গরল (কাটবিষ) তুলসী ইন্দ্রযব মঞ্জিষ্ঠা অনন্তমূল শতমূল পাণিফলমূল লজ্জালু পদ্মকেশর ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধ দিয়া ঘৃত পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃতের সমান মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা অভ্যঞ্জন পান ও বস্তিরূপে প্রযোজ্য। ইহাতে সর্প ও কীটাদির বিষ নষ্ট হয়। ভাবঃ

গোরক্ষ চাকুলে।

অপরনাম—অতিবলা, নাগবলা, মহাবলা।

মালভেদী জাতীয় সিডা রম্বিফোলিয়া নামক বৃক্ষের মূল।

মূত্রকৃচ্ছ্র হর, বাতানুলোমনকর ও মেহনাশক।

গোরক্ষ চাকুলের মূলের কষায় পানে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ভাবঃ

খড়্গাদি দ্বারা ছিন্ন স্থানে গোরক্ষ চাকুলে মূলের রস দিলে সদ্য বেদনা নিবারণ হয়। ঐ

বিবিধ ঔষধ সহ ব্যবহার্য্য।

গোলমরিচ।

অপর নাম— মরিচ, উষণ, কালামরিচ।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপর নাইগ্রম নামক লতার ক্ষুদ্র শুষ্ক অপক্ক ফল। মলক্কা জাবা সুমাত্রা ও মালাবার উপকূলে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে পিপারিণ নামক দানাদার পদার্থ, বায়ীতৈল ও ধূনা আছে। জলে গোলমরিচ ভিজাইয়া রাখিলে পচিয়া হওয়া প্রযুক্ত ইহার খোসা ফাটিয়া যায় এবং ঐ খোসা পৃথক করিলে মরিচ শ্বেতবর্ণ হয়। ইহাকে সাদামরিচ কহে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক বায়ুনাশক পর্য্যায় নিবারক, বাহ্য প্রয়োগে উত্তেজক ও আরক্তকারক। তীব্র তৈলের উপর ইহার উত্তেজন ক্রিয়া ও তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে। ডাং ওসানেসী ইহাকে জ্বরঘ্ন বলেন। ইহার বীর্য্য পাইপিরিণ ৩—● রতি মাত্রায় ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়। অর্শ রোগে ইহা সেবনে উপকার দর্শে। হিক্কা বিশেষতঃ বিসূচিকা রোগের হিক্কা নিবারণার্থ ইহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ মহৌষধ। একটী গোলমরিচ একটী বড় সূঁচে ফুটাইয়া প্রদীপের উপরে ধরিলে যখন ধূম নির্গত হইতে থাকে, তখন রোগীর নাকের নিকট উহা ধরিয়া সেই ধূম রোগীকে নাকদিয়া টানিতে বলিবে। তালুর শিথিলতায় ইহার ক্বাথের কুল্য উপকারক। নিকট দৃষ্টিরোগে ডাং টর্ণবুল ইহার উগ্র অরিষ্ট কপালে স্থানীক প্রয়োগ করিতে বলেন। পুরাতন আমাশয় রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা উপকারক। গোলমরিচ চূর্ণ ১ তোলা, মৌরি ও হিঙ্গু চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, অহিফেন পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আদ পোয়া ছাগদুগ্ধে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিবে। অবশেষে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২॥০ রতি প্রমাণ বটীকা বাঁধিবে। প্রত্যহ তিনটী করিয়া বটীকা সেব্য। ইহাতে অল্প দিবসের মধ্যে পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া রোগমুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে।

বিস্ফোটক উঠিবার প্রথমাবস্থায় গোলমরিচ, সিজ পত্রের রসে বাটিয়া স্ফোটকের মুখে দিলে উহা উঠিতে পারে না। যদি উঠে, তবে ছাগ-ঘৃত অথবা (গব্য ঘৃত) ৩।৪ বার দিবে, তাহাতে না সারিলে শিমুলের কাঁটা নির্জ্জল দধির সহিত ঘর্ষণ করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। শুঠ পিপুল মরিচ একত্রে ত্রিকটু হয়। ইহাতে কাসি নষ্ট হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২—৭ রতি।

প্রয়োগরূপ।

গোলমরিচের খণ্ড। গোলমরিচ সূক্ষ্মচূর্ণ ১ ছটাক, জীরাচূর্ণ ১।৹ ছটাক, শোধিত মধু ৭।৹ ছটাক। একত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ রতি হইতে ৩০ রতি। দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহাতে বৃদ্ধ লোক-দিগের অর্শ প্রায়ই আরোগ্য বা উপশমিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মরিচাদি ক্বাথ। মরিচ পিপুল মূল, শুঠ কৃষ্ণজীরা পিপুল চিতে কটফল কুড় সুগন্ধি বচ, হরীতকী কণ্টকারী জটামাংসী কাঁকড়াশৃঙ্গী যমানী ও নিম্বের ক্বাথ সেবনে উপদ্রবযুক্ত কফজ জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

মরিচাদি গুড়িকা। মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, দাড়িম ফলের ত্বক ৪ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া ১৬ তোলা গুড় দিয়া মর্দ্দন করিয়া ক্রমশঃ মর্দ্দন করিবে। পরে অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ গুটিকা বাঁধিবে। ইহা মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে কাসি আরোগ্য হয়। ঐ

ব্যোষাদি বটী। শুঠ পিপুল মরিচ চিতা তালীশপত্র তেঁতুল অম্লবেতস চই জীরা প্রত্যেকে ৪ভাগ, ছোটএলাচ দারচিনি প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড়সহ মর্দ্দন করিয়া বটীকা করিবে। ইহাতে পীনস শ্বাস কাস অরুচি নষ্ট হয়। ঐ

প্রাণদা গুড়িকা। মরিচ ৪ পল, শুঠ ৩ পল, পিপুল ১৬ তোলা চই ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ১৬

তোলা, তেজপত্র দারচিনি প্রত্যেকে ১ তোলা, ছোটএলাচ ও বেনার মূল প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ, পুরাতন গুড় ৩০ পল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা প্রমাণ বটীকা বাঁধিবে। ইহাতে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়। চক্রঃ

নৃপবল্লভ। জায়ফল লবঙ্গ মূতা দারচিনি ছোটএলাচ ও সোহাগার খই, হিঙ্গু জীরা তেজপত্র যমানী শুঠ সৈন্ধব লৌহ অভ্র পারদ গন্ধক তাম্র প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা একত্রে ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ মাষা প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী শূল কাস শ্বাস প্রভৃতি নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভৈ রত্না

ব্যোষাদি তৈল। শুঠ পিপ্পুল মরিচ বিড়ঙ্গ যষ্টিমধু সৈন্ধব ও দেবদারু দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন ও পানে অপচী নষ্ট হয়। ভাবঃ

লঘু মরিচাদি তৈল। মরিচ ত্রিবৃৎ মূতা হরিতাল মনছাল দেবদারু, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী কুড় রক্তচন্দন ইন্দ্রবারুণী করবী আকন্দআটা, গোময় রস প্রত্যেকে ২ তোলা, কাটবিষ ৪ তোলা, কটুতৈল ৪ সের, তৈলের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ গোমূত্র দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ শ্বিত্র পামা কণ্ডু বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ঐ

মহামরিচাদ্য তৈল। মরিচ ত্রিবৃৎ দন্তী অর্কদুগ্ধ গোময়রস দেবদারু হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী কুড় রক্তচন্দন ইন্দ্রবারুণী করবী হরিতাল মনঃশিলা চিতা কুশলাঙ্গলি মূতা বিড়ঙ্গ চাকুন্দেবীজ শিরীষ কুটজ নিম্ব ছাতিম গুলঞ্চ সিজ সোঁদালপত্র করঞ্জবীজ খদির সোমরাজী বচ লতাকটকী প্রত্যেকে ১ পল, কাটবিষ ২ পল, কটু তৈল ১৬ সের, গোমূত্র তৈলের চতুর্গুণ। মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা ম্রক্ষণে পামা বিচর্চ্চিকা দদ্রু কণ্ডু বিস্ফোটক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া দেহের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

ত্র্যূষণ অঞ্জন। শুঠ পিপুল মরিচ হিঙ্গু সৈন্ধব বচ কটকী শিরীষ-

বীজ, করঞ্জবীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উন্মাদ অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

মরিচাদি নস্য। মরিচ,সজিনার বীজ, বিড়ঙ্গ ও তুলসীপত্রের সূক্ষ্ম চূর্ণ শীর্ষ বিরেচনার্থ নস্য দিবে। ঐ

মরিচাদ্যুদ্ধূলন। মরিচ পিপুল শুঠ হরীতকী লোধ কুড় চিরতা কটকী কর্চূর ও শঠীর সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্রে সমভাগে মিশ্রিত করিবে। অত্যধিক স্বেদ নির্গমকালে ইহা গাত্রে মর্দ্দন কর্ত্তব্য। ঐ

মরিচ বালা দারুহরিদ্রা বচ বিড়ঙ্গ শুঠ হরিদ্রা ইন্দ্রবারুণী জলে বাটিয়া নাসিকাভ্যন্তরে স্থানীক প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা নষ্ট হয়। ঐ

ঘৃত।

গো মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি জন্তুর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত হইতে পারে। গব্য ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ঔষধার্থে প্রযোজ্য।

ইহা স্নিগ্ধ আগ্নেয় বল ও পুষ্টিকর। ইহা সেবনে স্বর, বর্ণ, শ্রী বর্দ্ধিত হয়। চক্ষু রোগ, উন্মাদ আধ্মান অজীর্ণ ও ক্ষতাদিতে ব্যবহার্য্য। শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দনে দাহ ও অগ্নিদাহ নিবারণ হয়।

ঘৃত দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে পুরাতন হয়। যত অধিক কালের ঘৃত হয়, ততই ভাল। ইহা বাহ্যিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতব্যাধি উন্মাদ অপস্মার শিরঃশূল পক্ষাঘাত শ্বাসকাস আমবাত হস্তপদ জ্বালা ও চক্ষুরোগে ইহা মর্দ্দন কর্ত্তব্য, আবশ্যকানুসারে ইহা শতধৌত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। জ্বরে দাহ শান্তির জন্য শ্বেতচন্দন ঘসা ও শত ধৌত পুরাতন ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে অবগাহন করিবে।

ঘৃতকুমারী।

অপর নাম—ঘিকুমারী, কন্যা।

লিলিয়েসী জাতীয় য়্যালোই ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রাভ্যন্তরস্থ নির্য্যাসবৎ রস। ইহা শুষ্ক হইলে মুসব্বর কহে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, তরুণ পত্র হইতে যে রস বাহির হয় তাহা স্নিগ্ধকারক, তদ্ধেতু প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদমতে বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে ঘৃতকুমারীর আঠাবৎ রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ভেদক, তিক্ত নেত্র্য রসায়ন মধুর বৃংহণ বৃষ্য বল্য বাতহর। গুল্ম প্লীহা যকৃৎ ও কফজ্বরহর এবং গ্রন্থি অগ্নিদগ্ধ বিস্ফোট রক্তপিত্ত ও ত্বগাময়নাশক।

হরিদ্রাচূর্ণ সহ ঘৃতকুমারীর রস সেবন করিলে প্লীহা অপচী নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

মুসব্বর বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ রজোনাভাব ও তজ্জনিত শিরোবেদনায় ব্যবহার্য্য। হিঙ্গু আদির সঙ্গে বটীকাকারে দিবে। ইহার সহিত হিরাকস সংযোজিত করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কুমারী তৈল। ঘৃতকুমারী রস ৪ সের, ধুস্তুর পত্র রস ৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, তৈল ৪ সের, কল্কার্থ—যষ্টিমধু বালা মঞ্জিষ্ঠা ভদ্রমুস্তা নখী কর্পূর দারচিনি এলাচ জীবন্তী পদ্মকাষ্ঠ কড় ভৃঙ্গরাজ, বাসক তালীশপত্র ধূনা তেজপত্র বিড়ঙ্গ শুলফা অশ্বগন্ধা এরণ্ডমূল প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। পরে তৈল ছাঁকিয়া রাখিবে। এই তৈল শরীর ও মস্তকে মর্দ্দন করিলে অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, বাধির্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

ঘোষালতা।

অপর নাম—দেবদালী, কোষাতকী।

কিউকরবিটেসী জাতীয় লুফা আমারা নামক লতা। ভারতবর্ষের নানা জনপদে জন্মে। হিন্দীতে ইহাকে বিন্দাল বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকারক ও জ্বরঘ্ন। সমগ্র লতা অত্যন্ত তিক্ত, শুষ্ক করণানন্তর ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার্য্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কফ অর্শ শোফ পাণ্ডু বমন শ্বাস হিক্কা কৃমি ও জ্বরনাশক। ঘোষাফল—তিক্ত কৃমি ও শ্লেষ্মঘ্ন, শূল গুল্ম ও অর্শঘ্ন। ডাঃ জে, এ, পিণ বলেন যে ইহার মূত্রকারক গুণ আছে। শুষ্ক লতা চূর্ণ করিয়া দুর্দম্য শিরঃপীড়ায় নস্যরূপে ব্যবহারে উপকার হয়। ডাঃ ফিবিন্‌সন প্লাশ ও অন্যে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে ঘোষালতা দশ আনা, ফুটিত জল দশ ছটাক, ১৫ মিনিট আবৃতপাত্রে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, বালকদের পক্ষে ১ ড্রাম। ইহার মূত্রকারক গুণ থাকায় উদরী রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ডাঃ রক্সবর্গ ইহার ফলের বিরেচক ও বমনকারক গুণ আছে বলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে ডাঃ গ্রীণ কোন উল্লেখ করেন না। অর্শ রোগে বাহ্যিক প্রয়োগার্থ ঘোষাফল চূর্ণ, পুরাতন গুড়, অল্প নবনীতের সহিত অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বাতি করিবে, সেই বাতি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া তিন ঘণ্টা রাখিবে।

চই, চব্য চবিকা।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপার চ্যাবা নামক বৃক্ষের মূল। মলক্কা সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গে জন্মস্থান, এক্ষণে বাঙ্গলা দেশে রোপিত হইয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশে ইহার ফুল হয় না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক আগ্নেয়। ইহা উষ্ণ ঝাল স্নগন্ধ, মসলার জন্য লঙ্কার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। লঙ্কার ঝাল তরকারির সঙ্গে সেবন করিলে পাকাশয়ে যেরূপ অম্লোৎপাদন করে, ইহাতে তদ্রূপ হয় না; তদ্ধেতু যাহাদের অম্লপিত্ত রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে লঙ্কার পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনের সহিত ইহা ব্যবহার করা বিধেয়। তান্ত্রিক সেবিকে ইহা অর্শ রোগে ব্যবহার করিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চব্যাদি ক্বাথ। চই আতিস মূতা বালা বেল শুঁঠ কুটজ ইন্দ্রযব ও হরীতকীর কষায় শ্লেষ্মাতিসার নাশক। ভাবঃ

চন্দন।

কয়েক প্রকার চন্দন আছে তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তচন্দন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহারা দুই বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। লিগিউমিনেসী জাতীয় টেরোকার্পস স্যাণ্টালিনস্ নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ। করমাণ্ডেল উপকূলের পর্ব্বতে জন্মে। ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড ও স্যাণ্টালিন নামক বীর্য্য আছে।

স্যাণ্টালেসী জাতীয় স্যাণ্টেলম য়্যাল্বম নামক বৃক্ষের স্নগন্ধি কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন বা শ্রীখণ্ড চন্দন কহে। ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শ্বেতচন্দন—তিক্ত শীতল রুক্ষ, শ্রম শোষ তৃষ্ণা ছর্দ্দি বাতপিত্ত দাহ জ্বর ও ব্রণাপহ। রক্তচন্দন—গ্রাহী অর্থাৎ সংকোচক। শ্বেতচন্দন হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় তাহাকে চন্দনের আতর বা তৈল কহে। ইহা ৫—৩০ বিন্দু মাত্রায় সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়। গঁদমণ্ডের সহিত ব্যবহার্য্য। ঘৃষ্ট চন্দন প্রদাহ শিরোবেদনা ও কণ্ডু আদি চর্ম্মপীড়ায় স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে।

ডাং রস ইহার চূর্ণ ও ক্বাথ প্রয়োগে স্বল্পবিরাম জ্বরে স্বেদ উৎপাদন

করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন নিবারিত হইয়াছিল।

ডাং হেনডরসন্ ১০০ জন প্রমেহ রোগীকে শ্বেতচন্দনের তৈল দ্বারা চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন। তাঁহার মতে কোপেবা ও কিউবেব অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন যে শ্বেতচন্দনের তৈল ৩০ বিন্দু, শোধিত সুরা ৯০ বিন্দু একত্রে মিশ্রিত করিয়া গঁদমণ্ড বা জলসহ সেবন করিতে উপদেশ দেন। ডাং বিডী বলেন যে একমণ শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ চুয়াইলে ১০ আউন্স তৈল পাওয়া যায়। মহীসুরে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আকার পীতবর্ণ।

কচিনেলের পরিবর্ত্তে বা অভাবে রক্তচন্দন (রংয়ের জন্য) ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চন্দনাদি ক্বাথ। রক্তচন্দন চিরতা ধনে দুরালভা ও মুতার ক্বাথ সেবনে রক্তার্শ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

১। চন্দনাদি তৈল। রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন বকম কালিয়াকাষ্ঠ অগুরু কৃষ্ণাগুরু দেবদারু সরলকাষ্ঠ পদ্মকাষ্ঠ তুঁদ কর্পূর মৃগনাভি লতাকস্তুরী, শিলারস কুঙ্কুম নখী জায়ফল জাতিপত্র লবঙ্গ ছোটএলাচ, বড়এলাচ কাঁকলা পিড়িংশাক তেজপত্র নাগেশ্বর বালা বেনারমূল, জটামাংসী দারচিনি কর্পূর শৈলের ভদ্রমুতা, রেণুক প্রিয়ঙ্গু শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস) গুগ্‌গুল লাক্ষা নখী ধূনা ধাইফুল গেটেলা মঞ্জিষ্ঠা তগরপাদুকা মোম প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তিল তৈল ৪সের একত্রে পাক করিবে, ইহার অভ্যঙ্গে বল বৃদ্ধি, কমোদ্দীপন এবং রক্ত পিত্ত জ্বর ও ক্ষয় শান্তি হয়। ঐ

২। কাস চন্দনাদি তৈল। তিল তৈল ৮সের, কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন অগুরু তালিশপত্র নখী মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ মুতা শঠী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৮ তোলা, ক্বাথার্থ—বামনহাটী বাসকছাল কণ্টকারী বেড়েলা গুলঞ্চ মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথেই কল্ক পাক করিতে হয়, কল্ক পাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন

নাই। কল্ক পাকান্তে, গন্ধ দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে শিলারস কুঙ্কুম নখী শ্বেতচন্দন কর্পূর এলাচ ও লবঙ্গ চূর্ণ তৈল নামাইয়া সর্ব্বশেষে দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ভৈঃ রত্নঃ

৩। চন্দনাদি তৈল। রক্তচন্দন হরীতকী লাক্ষা বচ কটকী দ্বারা সিদ্ধ তৈল পান করিলে অপচী নষ্ট হয়। ভাবঃ

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল। মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের, লাক্ষা ২ সের জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন বালা নখী কুড় যষ্টিমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা সরলকাষ্ঠ দেবদারু শঠী এলাচ খাটাশী নাগেশ্বর তেজপত্র শিলারস মুরামাংসী জটামাংসী কাঁকলা প্রিয়ঙ্গু মুথা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা শ্যামালতা অনন্তমূল লতাকস্তুরী লবঙ্গ অগুরু কুঙ্কুম দারচিনি রেণুক ও নালুকা প্রত্যেকে ২ তোলা (কুট্টিত) ১৬ সের জল সহ পাক করিবে। শীতল হইলে গন্ধদ্রব্য দিবে। ইহার অভ্যঙ্গে শ্বাস কাস, রক্তপিত্ত ক্ষতক্ষীণ নষ্ট ও শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। ভৈ রত্নঃ

মহাসুগন্ধি তৈল। শ্বেতচন্দন কুঙ্কুম বেনার মূল, প্রিয়ঙ্গু ছোট এলাচ, রক্ত কহ্লার, তুরুস্কাগুরু লতাকস্তুরী কর্পূর জাতীপুষ্প তেজপত্র জায়ফল কঙ্কোল গুবাক লবঙ্গ নলিকা জটামাংসী কুড় রেণুক তগরপাদুকা কৈবর্ত্তি মুথা, নূতন নখী, পৃক্কা (গন্ধ পিড়িং) গন্ধবোল দোনা, গাঁটিয়ালা শৈলজ এলবালুক সরলকাষ্ঠ ছাতিম লাক্ষা ভুই আমলা, বীরণ মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তিল তৈল ৪ সের একত্রে পাক করিবে। ইহাতে প্রস্বেদ দৌর্গন্ধ কণ্ডু কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ইহা মর্দ্দনে শরীরের বলকান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহাতে পুরুষদের ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি এ স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যা দোষ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

শ্বেতচন্দন, মধু চিনি ও তণ্ডুলাম্বু সহ পান করিলে রক্তাতিসার রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ নষ্ট হয়। ভাবঃ

শ্বেতচন্দন ঘৃষ্ট, যষ্ঠিমধু, তিল তৈল, মধু চিনি দুগ্ধ তিল একত্রে বাটিয়া লেপ দিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। চক্রঃ

রক্তচন্দন ক্ষেৎপাপড়া বেনার মূল, বালা মূতা পদ্মমৃণাল, জটামাংসী ধনে পদ্মকাষ্ঠ আমলকীর কষায় (অর্দ্ধাবশিষ্ট) শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে দাহ নষ্ট হয়। ভাবঃ

রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা যষ্ঠিমধু গেরিমাটী দুগ্ধ সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধী নষ্ট হয়। ঐ

ঘসা শ্বেতচন্দন ২ তোলা, শর্করা মধু ও তণ্ডুলাম্বু সহ সেবনে রক্তাতিসার, তৃষ্ণা রক্তপিত্ত দাহ ও মেহ নষ্ট হয়। ঐ

চবচিনি, চোবচিনি।

স্মাইলেসী জাতীয় স্মাইল্যাক্স চাইনা নামক বৃক্ষের মূল। চীন ও পূর্ব্ব দেশ হইতে কলিকাতায় আনীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক, সার্সাপারিলার মত ঔষধীয় গুণযুক্ত, অতএব তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুরাতন বাতরোগে খাড়ি লবণ ও সোরা সহ ইহার ক্বাথ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা উষ্ণ বহ্নিকর, বিবন্ধ আধ্মান ও শূলঘ্ন এবং বাতব্যাধি অপস্মার উন্মাদ বেদনা ও ফিরিঙ্গীরোগনাশক। গৌণিক উপদংশে ইহার ক্বাথ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার হয়।

চোবচিনি চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে অল্প দিনেই ফিরিঙ্গী রোগ নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে লবণ ত্যাগ করিয়া সৈন্ধব সেবন করা বিধেয়। ভাবঃ

চা।

থিয়েসী জাতীয় থিয়াভিরিডিস এবং থিয়াবোহিয়া নামক বৃক্ষদ্বয়ের

পত্র। ইংরাজীতে এই পত্রকে টি কহে। ইহা দ্বিবিধ হরিৎ ও কৃষ্ণবর্ণ। আসাম অঞ্চলে এক্ষণে জন্মিতেছে।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক এবং ইহাতে ট্যানিক এসিড্ থাকা প্রযুক্ত ঈষৎ সংকোচক। ইহাতে থেইন নামক এক প্রকার বীর্য্য আছে। হরিৎবর্ণ চার বিশেষ গুণ এই যে সেবন করিলে অনিদ্রা উপস্থিত হয়। ইহা সেবনে শারীবিক বিধান অপচয় হ্রাসিত হয়। অহিফেণ আদির দ্বারা বিষাক্ত হইলে চার ফাণ্ট ব্যবহারে উপকার হয়। ইহা যেরূপে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না। সর্দ্দিতে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

চাউল।

গ্রামিনী জাতীয় ওবাইজা স্যাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষেব বীজাভ্যন্তবিত শস্য। বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইহা একটী প্রধান খাদ্য শস্য। বাঙ্গালা দেশের লোকদিগের জীবনধারনের ইহা একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অত্যন্ত পোষক, স্নিগ্ধকারক ও তরলকারক। ইহার রেচকতা গুণ না থাকায় উদরাময়গ্রস্থ রোগীর পক্ষে উপকারক। চাউলের ক্বাথ—জ্বর, অন্ত্র, ফুসফুস ও মূত্রযন্ত্রের প্রাদাহিক পীড়ায় পোষক পানীয়রূপে প্রযোজিত হইতে পারে। দগ্ধস্থানে তণ্ডুল চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

প্রয়োগরূপ।

চাউলের ক্বাথ। পরিষ্কার তণ্ডুল ২ ছটাক, জল আড়াই সেব, সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা যথেচ্ছা। ইহার সঙ্গে চিনি বা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বরাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

অন্নমণ্ড। সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, জল অর্দ্ধসের। মৃদু সন্তাপে ফুটাইবে যে পর্য্যন্ত না তণ্ডুল চূর্ণ সুসিদ্ধ হইয়া মিশ্রিত হয়। শর্করা দুগ্ধ মৎস্য বা মাংসের ঝোল সহযোগে বিধান করা যায়।

সূক্ষ্ম পুরাতন আতব তণ্ডুল এক ছটাক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। পরে একখান কানাতোলা পাতরের থালে রাখিয়া ও অল্প জল দিয়া হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তণ্ডুলের গাত্র অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ২ ছটাক জল দিয়া তণ্ডুল ছাকিয়া ফেলিবে। পরে সেই জল অগ্নিসন্তাপে কিছুক্ষণ ফুটাইলে মণ্ড প্রস্তুত হয়, শর্করা, দুগ্ধ, লেবুর বা মাংসের ঝোলের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। উদরাময়, অতিসার ও জ্বরাদি রোগে ইহা উত্তম পথ্য।

তণ্ডুলের প্রলেপ (পুলটিস)। তণ্ডুল চূর্ণ জলের সহিত তপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা যায়। স্ফোটক বাগি ক্ষত স্থানীক প্রদাহ প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য; ডাং ওয়ারিং বলেন যে, পুরাতন কাসরোগে এই পুলটীস শয়নকালে বক্ষোপরি দিয়া রাখিলে অনেক উপকার হয়। ইহার সহিত সর্ষপ বাটিয়া দিলে আরও উপকার হয়।

যবাগু। চাউলচূর্ণ, ৯, ১১ ও ১৯ ভাগ জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিলে তাহাকে যথাক্রমে বিলেপী, পেয়া ও মণ্ড বলে। সময়ে সময়ে জলের পরিবর্ত্তে শুঠ পিপুল মরিচ প্রভৃতি ঔষধের ক্বাথের সহিত যবাগু পাক করিতে হয়।

চাউল যব বা গোধূম তৈল ও ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে স্ফোটকাদি পাকিয়া উঠে।

চাকুন্দে, চক্রমর্দ্দ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়াটোরা নামক বৃক্ষের বীজ। বীজ ব্যতীত মূল ও পত্রও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। দদ্রুঘ্ন রুক্ষ পিত্তানিলাপহ, হৃদ্য, শ্বাস কুষ্ঠ কৃমি ও কাসরোগ নাশক। ভাবঃ

ইহার বীজ চূর্ণ বস্ত্রপূত করিয়া মোমের মলমের সহিত মিশাইয়া দদ্রু আদি চর্ম্মরোগে স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চক্রমর্দ্দ তৈল। সর্ষপ তৈল, চক্রমর্দ্দ মূলের কল্ক ১ পল ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিবে। পরে চতুর্থাংশ সিন্দুর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দনে সুদারুণ গণ্ডমালা নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ সর্ষপ ও পিপুল কাঁজি দ্বারা বাটীয়া প্রলেপ দিলে পামা কণ্ডু নষ্ট হয়। ভাবঃ

কুড় বিড়ঙ্গ চাকুন্দে বীজ, হরিদ্রা সৈন্ধব ও সর্ষপ কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ঐ

গণ্ডিলাখ্য তৃণ, শ্বেত সর্ষপ, সিজের পাতা প্রত্যেকে সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ চাকুন্দে বীজ, অষ্টগুণ গোতক্রে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সম্যক নিষ্পেষণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রলেপ দিলে অচিরেই দদ্রু নষ্ট হয়। ঐ

চাকুন্দে তিল শ্বেতসর্ষপ হরিদ্রা; কটু তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

চাকুন্দেবীজ সিজের আটায় ভাবনা দিয়া পরে গোমূত্র সহ পেষণ ও রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম (অর্ব্বুদ) নষ্ট হয়। চক্র

চাকুলে।

অপর নাম—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া।

লিগিউমিনোসী জাতীয় উরারিয়া লাগোপোডিয়ইডিস নামক লতাবৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ইহা দশমূলের একটী অঙ্গ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ত্রিদোষঘ্ন

বৃষ্য উষ্ণ দাহ জ্বর শ্বাস রক্তাতিসার তৃষ্ণা ও রমীনাশক। ইহা বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট জন্মে।

পৃশ্নিপর্ণী বেড়েলা বেলশুঠ ধনে শুণ্ঠী শুঁদির ক্বাথ, জ্বরাতিসার নাশক।

দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল। দ্বিপঞ্চমূলী ত্রিফলা চিতা দেবদারু বক অপামার্গ আকনাদি কাকমাচী বংশলোচন বেড়েলা বামনহাটী চাকুলে রাস্না মল্লিকা ইন্দ্রবারুণী বেনারমূল গাম্ভারী [৩ ভাগ] চিতা করঞ্জ অশোক চাকুলে শালপাণ ক্ষীরকাকোলী গুলঞ্চ শতাবরী প্রত্যেকে ৫ পল, জল ৪৪৮ সের, শেষ ৫৬ সের, কল্কার্থ—কুড় সলুফা শুঠ পিপুল মরিচ চিতা শতমূল দেবদারু অগুরু বিড়ঙ্গ মূতা অশ্বগন্ধা শালপাণ আকনাদি পিপুল-মূল, পিপুল আদা দন্তী হিঙ্গু অম্লবেতস দিয়া ১৬ সের তৈল পাক করিবে। পরে ছাকিয়া লইয়া তৈলসহ মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা পান ও অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার করিলে উরুস্তম্ভ আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

চাঁপা, চম্পা চম্পক।

ম্যাগনোলিয়েসী জাতীয় মাইচিলিয়া চম্পাকা নামক বৃক্ষের বল্কল। জাবা মলক্কাদি দ্বীপে ইহার জন্মস্থান। অনেক দিন হইল এতদ্দেশে রোপিত হইয়াছে।

এই বৃক্ষে বৎসরের প্রায় সকল সময়েই পুষ্প ও ফল ধারণ করে, কিন্তু এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে অধিক পরিমাণে পুষ্প পীতবর্ণ ও সুগন্ধ-যুক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার বল্কল তিক্ত সুগন্ধ, বল-কর, পর্য্যায়-নিবারক। ডাং ওসানেসী বলেন যে, ইহা গোয়েকমের সমগুণ-কারী ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহারকরণ যোগ্য। ইহার চূর্ণ ৫ হইতে ১৫ রতি মাত্রায় সপর্য্যায় জ্বরে ব্যবহার হয়। ডাং ইভান্স ইহার বল্কল জ্বরঘ্ন ও বলকারক বলিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে বর্ণনা করেন। জল বা

সুরায় স্ফুটিত করিলে ইহার সুগন্ধি গুণের হ্রাস হয় এবং ঐ জল বা সুরা শুষ্ক করিলে এক প্রকার তিক্তসার প্রস্তুত হয়, তাহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড পাওয়া যায়। নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহার পুষ্প তৈলের সঙ্গে বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। ভাবপ্রকাশ বলেন এই পুষ্প কটু তিক্ত কষায় মধুর। বিষ ক্রিমিহর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র কফ বাত রক্তপিত্তজিৎ।

ডাং ওয়ারিং, ইহার বল্কলের জ্বরঘ্ন গুণের প্রশংসা করেন। মরিসসের ডাং লিলিয়ট ইহার ফাণ্ট ও ক্কাথ সবিরাম জ্বরে ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চালমুগরা।

বিক্সিনী জাতীয় গাইনোকার্ডিয়া ওডোরেটা নামক বৃক্ষের বীজ। শ্রীহট্ট, আসাম, সিকিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার শাঁস হইতে শতকরা ১৫ অংশ ঘন তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৭০ তাপাংশে জমিয়া যায় এবং ৯০ তাপাংশে তরল হয়। ইহা ইথরে ও সুরাসারে দ্রব হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্ত্তক বলকারক. অধিক মাত্রায় বমনকারক। কুষ্ঠাদি বিবিধ চর্ম্ম পীড়ায় ইহার স্থানীক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার বিশেষ সুফলপ্রদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। গৌণিক উপদংশেও ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। চালমুগরার বীজের শাঁস বাটিয়া চর্ম্মরোগে স্থানীক প্রযোজ্য।

মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ইহার বীজাভ্যন্তরিত শস্য ৫—৮ রতি। ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে, যে পর্য্যন্ত না বিবমিষা উপস্থিত হয়, তখন মাত্রা লাঘব করিবে অথবা কিয়দ্দিবসের জন্য প্রয়োগ ক্ষান্ত রাখিবে।

প্রয়োগরূপ।

চালমুগরার তৈল। বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য নিষ্পীড়ন দ্বারা নিঃসৃত করা যায়। মাত্রা ৫—৩০ বিন্দু। বমন ইচ্ছা হইলে মাত্রা হ্রাস করিবে।

এই তৈল সেবনকালে অম্ল মিষ্ট ও উষ্ণ মসলাদি সেবন নিষিদ্ধ কিন্তু মাখন ও ঘৃত সেবন বিধেয়।

চালমুগরার মলম। চালমুগরা তৈল দশ ছটাক, বসা ১ ছটাক মোম ৩ ছটাক একত্রে গালাইয়া ছাকিয়া লইবে। চর্ম্ম পীড়ায় উপকারী।

চিতা ও লালচিতা।

প্লমবেজিনী জাতীয় প্লম্বেগো রোজিয়া ও জিলানিকা নামক বৃক্ষের মূল। বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে।

রক্তচিত্রক বা লালচিতা। ইহার মূল থেঁত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উত্তেজক ও প্রত্যুগ্রতা সাধক হয়। তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া বাতরোগে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়। মূলের বল্কল স্থানীক প্রয়োগে ফোস্কাকারক, এই বল্কল জলের সঙ্গে বাটিয়া ময়দা বা কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টামধ্যে ফোস্কা জন্মে। প্লম্বেগিন্ নামক বীর্য্যের উপর ইহা ক্রিয়া নির্ভর করে। দুরভিসন্ধিতে [রাজদণ্ডার্হ] গর্ভপাত করণার্থ এদেশে ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রায় ইহার গর্ভপাত করণ শক্তি অবগত আছে। জরায়ুর উপর ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত। প্রয়োগের অনতিবিলম্বে কম্প উপস্থিত হইয়া ২।৩ ঘণ্টা, কখন কখন বা তদপেক্ষা বিলম্বে অর্থাৎ ৫।৭ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভপাত হয়। ইহার দ্বারা ভ্রূণ মৃত হইয়া পতিত হয় এবং প্রসূতিও অত্যন্ত বিপদগ্রস্থা হয়। ইহাতে অত্যধিক রক্তস্রাব ও জরায়ুতে ক্ষত ও প্রদাহাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। ১—২ ড্রাম মাত্রায় গর্ভস্রাবকারক, এইরূপ মাত্রায় সেবনে উগ্র বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

চিত্রক-চিতা। পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের সমগুণকারী। ইহার মূলের ত্বক কাঁজি সহ বাটিয়া বাগিতে লেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। ইহার মূলের

অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ডাং অসওয়াল্ড সবিরাম জ্বরে ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

ভাবপ্রকাশ বলেন্ যে, দ্বিবিধ চিতাই কটু আগ্নেয় রুক্ষ উষ্ণ গ্রাহী। গ্রহণী কুষ্ঠ শোথ অর্শ ক্রিমি কাসনাশক।

চিতা বিড়ঙ্গ ও মূতা এই তিনের সম্মিলনকে ত্রিমদ কহে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চিত্রকাদি বটীকা। চিতে পিপুলমূল যবক্ষার পঞ্চলবণ শুঠ পিপুল মরিচ হিঙ্গু যমানী ও চই চূর্ণ একত্র সমভাগে মিশ্রিত করিয়া টাবালেবু বা দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া বটীকা বাঁধিবে। ইহাতে আম পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ভাবঃ

ষড়ধরণ যোগ। চিতামূল ইন্দ্রযব আকনাদি কট্‌কী আতিস ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥ তোলা। ইহাতে আধ্মান অজীর্ণ নষ্ট হয়। চক্রঃ

বিপরীত মল্লতৈল। চিতা রসুন অস্কোট শরপুঙ্খ লাঙ্গলিক সিন্দুর কাটবিষ কুড় দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে দুষ্ট ব্রণ, নালী ব্রণাদি আরোগ্য হয়। ভাবঃ

বিষ্যন্দন তৈল। চিতা আকন্দমূল ত্রিবৃৎ আকনাদি ডুমুর মুল করবীমূল আকন্দের আটা, বচ কুশলাঙ্গুলী হরিতাল সর্জিকাক্ষার ও লতাফট্‌কী দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে ভগন্দরের ক্ষত পুরিয়া উঠে। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

চিতা আতিস মূতা কচিবিল্ব শুঠ কুটজ ত্বক, ইন্দ্রযব ও হরীতকীর ক্বাথ বাত শ্লেষ্মাতিসার নাশক। ঐ

চিতা বনযমানী সৈন্ধব শুঠ ও মরিচ চূর্ণ তক্র সহ এক সপ্তাহ সেবন করিলে অগ্নিকর, পাণ্ডু ও অর্শনাশক হয়। ঐ

চিতামূল সৈন্ধব হরীতকী ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি, ইহাতে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। চক্রঃ

চিতামূল দন্তীমূল সিজেরআটা, আকন্দের আটা, ভেলা হিরাকস সৈন্ধব সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আটাবৎ করিবে। ইহা স্থানীক প্রয়োগ করিলে দাহক। স্ফোটকাদি বিদারণার্থ ইহা স্থানীক প্রযোজ্য। শার্ঙ্গঃ

চিরতা।

অপর নাম—কিরাততিক্ত, ভূনিম্ব, কিরাত।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় ওফিলিয়া চিরেতা নামক সমগ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ। হিমালয়াধঃ প্রদেশে জন্মে। পুষ্প ঝরিতে আরম্ভ হইলে এই বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া রাখে। ইহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, ইহাতে ধূনা ও পীতবর্ণ তিক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকারক। ইহা জেনসিয়ানের সমগুণকারী, তজ্জন্য তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। ইহার আগ্নের ও জ্বরঘ্ন গুণও আছে। জ্বর, জ্বরান্তে দৌর্বল্য, মন্দাগ্নি ও যকৃৎ পীড়াদিতে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা সারক রুক্ষ, সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস কফ রক্তপিত্ত দাহ কাস শোথ তৃষ্ণা কুষ্ঠ জ্বর ব্রণ ও ক্রিমিনাশক।

প্রয়োগরূপ।

চিরতার ফাণ্ট। চিরতা খণ্ডীকৃত দশ আনা, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

চিরতার অরিষ্ট। চিরতা কুট্টিত ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক, কমলার ত্বক ১ তোলা, এলাচ দশ আনা। সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা এক হইতে দুই ড্রাম। অন্যান্য ঔষধের সহযোগে ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কিরাতাদি চূর্ণ। চিরতা তেউড়ী বালা পিপুল বিড়ঙ্গ শুঠ কট্‌কী চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে দুর্জ্জল জ্বর আশু নষ্ট হয়। ভাবঃ

সুদর্শন চূর্ণ। ত্রিফলা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী শঠী ত্রিকটু পিপুলমূল মূর্ব্বা গুলঞ্চ দুরালভা কট্‌কী ক্ষেৎপাপড়া মূতা ত্রায়মাণা, বালা নিম্ব কুড় যষ্টিমধু ইন্দ্রযব কুটজ ছাল, যমানী বামনহাটী সজিনার বীজ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, বচ দারচিনি পদ্মকাষ্ঠ বেনার মূল, রক্তচন্দন আতিস বেড়েলা শালপাণ চাকুলে বিড়ঙ্গ তগরপাদুকা চিতে দেবদারু চই পটোলপত্র জীবক ঋষভক লবঙ্গ বংশলোচন পুণ্ডরীক জাতিপত্র তেজপত্র, কাকোলী তালীশপত্র চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। শীতল জলসহ ১০—২০ রতি মাত্রায় সেব্য, ইহাতে সর্ব্ব প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে ফট্‌কিরি, তগরাভাবে কুড়, জীবক ও ঋষভক অভাবে ২ ভাগ ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুণ্ডরীকাভাবে শ্বেতপদ্ম, কাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধামূল। ভাবঃ

১। **কিরাতাদি ক্বাথ।** চিরতা মূতা গুলঞ্চ বালা কণ্টকারী বৃহতী গোক্ষুর শালপাণ চাকুলে ও বিল্বের ক্বাথ বাতজ্বরে প্রযোজ্য। ঐ

২। **কিরাতাদি ক্বাথ।** চিরতা গুলঞ্চ দ্রাক্ষা আমলকী ও শঠীর ক্বাথ বাতপিত্ত জ্বরে পান করাইবে। ঐ

৩। **কিরাতাদি ক্বাথ।** চিরতা শুঠ গুলঞ্চ কণ্টকারী পিপুলমূল, রসুন নিসিন্দার কষায় পানে সত্বর বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

ভূনিম্বাদি ক্বাথ। চিরতা আতিস লোধ মূতা ইন্দ্রযব গুলঞ্চ বালা ধনে ও বিল্বের ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বিড়্‌ভেদ শ্বাস কাস রক্তপিত্ত জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

কিরাতাদি সপ্তক। চিরতা মূতা গুড়ূচী শুঠ আকনাদি বালা ও মৃণালের ক্বাথ পিত্তাধিক্যে পেয়। ঐ

চতুর্ভদ্রক ক্বাথ। চিরতা মূতা গুলঞ্চ ও শুঠের ক্বাথ বাতশ্লেষ্মো-ল্বন জ্বরে প্রযোজ্য। ঐ

কিরাত তিক্তাদি কল্ক। চিরতা কটকী ইন্দ্রযব বচ ব্রাহ্মী পলাশফল সর্জিকা কৃষ্ণজীরা পিপুল পিপুলমূল চিতা শুঠ ও মরিচের কল্ক আদার রস সহ জিহ্বায় লাগাইলে রসাজ্ঞান আরোগ্য হয়। ঐ

কিরাতাদি তৈল। কল্কার্থ—মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ইন্দ্রবারুণী কুড় বালা রাস্না গজপিপুল শুঠ পিপুল মরিচ আকনাদি ইন্দ্র-যব, সৌবর্চ্চল বিট ও সৈন্ধব লবণ, বাসকমূল আকন্দমূল শ্যামালতা দেবদারু মাখাল ফল মিলিত ১ সের, দধির মাত, কাঁজি ও চিরতার ক্বাথ প্রত্যেকে ৪ সের, কটু তৈল ৪ সের, যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল। চিরতা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কটু তৈল ৮ সের, মূর্ব্বা ও লাক্ষার ক্বাথ, কাঁজি, দধির মাত প্রত্যেকে ৮ সের, কল্কার্থ—চিরতা গজপিপুল রাস্না কুড় লাক্ষা ইন্দ্রবারুণী মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মূর্ব্বা যষ্টিমধু মূতা পুনর্ণবা সৈন্ধব জটামাংসী বৃহতী বিটলবণ বালা শতমূল রক্তচন্দন কট্‌কী অশ্বগন্ধা শুলফা রেণুক দেবদারু বেনারমূল পদ্মকাষ্ঠ ধনে পিপুল বচ শঠী ত্রিফলা যমানী বনয-মানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী গোক্ষুর শালপাণ চাকুলে দন্তীমূল বিড়ঙ্গ জীরা কৃষ্ণ-জীরা, ঘোড়া নিমের ছাল, হবুষা, যবক্ষার ও শুঠ প্রত্যেকে ৪ তোলা দিয়া যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে জীর্ণজ্বর প্লীহা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

ভূনিম্বাদ্যুদ্ধূলন। চিরতা কৃষ্ণজীরা কট্‌কী বচ ও কটফলের সূক্ষ্ম চূর্ণ স্বেদ নির্গমে মালিশ কর্ত্তব্য। ভাবঃ

ছাগলনাদি।

য়্যাসটিরেসী জাতীয় ক্ষিরান্থস হিরতস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্যে প্রায়ই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ডাং কানাইলাল দে বলেন ইহার মূল ব্যতীত সমগ্র বৃক্ষ মূত্রকারক। মূল পাচক ও ক্রিমীনাশক। মূলের ত্বক তক্র সহ সেবন করিলে অর্শ রোগে উপকার দর্শে। ইহার বীজ চূর্ণ ক্রিমীনাশক।

ছাতিম।

অপর নাম—সপ্তপর্ণী, বিশালত্বক।

য়্যাপোসিনা জাতীয় য়্যাল্‌ষ্টোনিয়া স্কলারিস নামক বৃক্ষের বল্কল। বঙ্গদেশ আসাম ত্রিবাঙ্কুর ও করমাণ্ডেল উপকূল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক সংকোচক জ্বরঘ্ন ও ক্রিমীনাশক। বম্বের ডাং গিবসন ইহার জ্বরঘ্ন গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্নিগ্ধোষ্ণ কৃমিঘ্ন আগ্নেয়, শ্বাস গুল্ম কুষ্ঠ ব্রণ শ্লেষ্মানাশক। জ্বর ও অন্যান্য রোগান্তের দৌর্বল্যে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। পুরাতন উদরাময় ও রক্তাতিসার রোগেও ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল উপলব্ধি হইয়াছে। ডাং কানাইলাল দে বলেন, ইহার বল্কল ও তুলার বীজ দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বধিরতাতে ব্যবহার হয়। এই বৃক্ষের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে আটা নির্গত হয়, তাহা চিনি সংযোগে ৬—১০ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিরেচক হয়। ইহার বল্কল দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করতঃ প্লীহারোগে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। এই ভস্ম আটগুণ জলদিয়া জ্বাল দিতে হইবে, অর্দ্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া শীতল করিবে, পরে মোটা বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুরিয়া টানাইয়া রাখিবে এবং নীচে একটী পাত্র রাখিলে তাহাতে জল বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হইবে। এই জল ১—২ কাঁচ্চা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেব্য। শোথ ও জ্বরেও ইহা দ্বারা উপকার হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২—৪ রতি।

প্রয়োগরূপ।

ছাতিমের অরিষ্ট। ছাতিম বল্কল ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম।

ছাতিমের ফাণ্ট। ছাতিম বল্কল কুট্টিত ১ কাঁচ্চা, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে ২।৩ বার সেব্য। অন্যান্য বলকর ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ছাতিম সোঁদাল কেতকীপুষ্প এলাচ নিম্ব করঞ্জ কুটজ ও গুলঞ্চের কাথ সহ যবাগু সিদ্ধ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ভাবঃ

ছাতিম বেনারমূল পটোল মুতা হরীতকী কট্‌কী যষ্টিমধু সোঁদাল ও রক্তচন্দনের কষায় পানে মুখরোগ নষ্ট হয়। ঐ

ছাতিম কুড় হরিদ্রা ও রক্তচন্দন বাটিয়া শিশুর গাত্রে প্রলেপ দিলে গ্রহদোষ নষ্ট হয়। ঐ

জইন্তী।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সেস্‌বেনিয়া একিউলেটা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহার কাষ্ঠের অঙ্গারে উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত হয়। ইহার পাতার প্রলেপে প্রদাহাদি উপশমিত হইয়া থাকে। অণ্ডকোষ প্রদাহে ইহার পত্রের রুটী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতৎপ্রয়োগের সুফল আমরা অনেকবার উপলব্ধি করিয়াছি।

জটামাংসী।

ভেলিরিয়ানী জাতীয় নারদস্টাকিস জটামাংসী নামক বৃক্ষের মূল।

উত্তর ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহা প্রায় বাঙ্গলা দেশের সকল বাজারে গন্ধবণিকদিগের দোকানে পাওয়া যায়। এই মূল ঈষৎ তিক্তাস্বাদ ও সুগন্ধযুক্ত। ইহা ভেলিরিয়ানের সমগুণকারী ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার যোগ্য।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নায়বীয় উত্তেজক ও আক্ষেপ-নিবারক। গুল্মবায়ু অপস্মার বিসূচিকা ও স্নায়বীয় পীড়াদিতে ও বলকর ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার্য্য। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

জটামাংসীর ফাণ্ট। জটামাংসী কুট্টিত দশ আনা, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

জটামাংসীর অরিষ্ট। জটামাংসী ৫ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

জটামাংসী হরীতকী ও সৈন্ধব কটাহে দগ্ধ করিয়া উহার প্রলেপ দিলে উপদংশ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

পিপুল বেনার মূল, জটামাংসী লোধ ছোটএলাচ সর্জ্জিকাক্ষার মরিচ বালা বড়এলাচ ও রক্তবর্ণ গৈরিকের কষায় মধুসহ সেবনে দূষীবিষ নষ্ট হয়। ঐ

জবা।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্কস রোজা সাইনেন্‌সিস্ নামক বৃক্ষ। ইহার ঘোর রক্তবর্ণ পুষ্পের নিষ্পীড়িত রস কাগজে মাখাইলে নীলাভ রক্তবর্ণ হয়, তাহা লিটমস পেপারের পরিবর্ত্তে রাসায়নিক পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। নূতন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। ইহার পুষ্পের

দলের ফাণ্ট জ্বরে স্নিগ্ধ পানীয়রূপে প্রয়োগ করিতে মেঃ মুডিন শেরিফ উপদেশ দেন। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা সংগ্রাহী কেশ্য, কফবাতজিৎ।

প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়। ভৈঃ রত্না

জম্বু, জাম।

মিরটেসী জাতীয় ইউজিনিয়া জাম্বোলেনা নামক বৃক্ষের বল্কল পত্র ও ফল ব্যবহার্য্য।

ইহার বল্কল সংকোচক। ইহার ক্বাথ সেবন ও কবলার্থ প্রয়োজিত হইতে পারে। ইহার পাতার রস ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। ইহার ফল হইতে সির্কা ও মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা আগ্নেয়, বায়ুনাশক ও সংকোচক গুণ ধারণ করে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জম্বু আদি স্বরস। জাম আম ও আমলকীর নব পল্লব কুট্টিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহির করিবে। সেই রস ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

জম্বুআদি তৈল। জম্বু বেতস আমলকী করঞ্জ পদ্ম ও সুঁদিপত্র, এলাচ আতিস আমের কেশী, যষ্ঠিমধু প্রিয়ঙ্গু লাক্ষা কালীয়ক লোধ রক্তচন্দন ও ত্রিবৃৎ প্রত্যেকে ২ তোলা, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ৪সের তৈলে দিয়া পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে উপদংশ ও অন্যান্য ক্ষত আরোগ্য হয়। ঐ

জয়পাল।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় ক্রোটন টিগ্‌লিয়ম নামক বীজ। ভারতবর্ষ সিংহল ও মলকাতে জন্মে। বীজের শাঁস নিষ্পীড়ন করিলে তৈল বাহির হয়, এই তৈলের উপরেই জয়পালের উগ্র বিরেচক ক্রিয়া নির্ভর করে।

ক্রিয়া। বীজের খোসা অত্যন্ত বিরেচক ও বিষাক্ত গুণযুক্ত তজ্জন্য আভ্যন্তরিক সেবন অবিধেয়। ইহার খোসা গর্ভপাত করণার্থ কোন কোন স্থানে ব্যবহার হয় কিন্তু উগ্র বিষক্রিয়া দ্বারা প্রসূতি বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহার তৈলও উগ্র বিরেচক। ডাং ওসানেসী বলেন যে, ইহার সকল অংশই জলবৎ ভেদকারক ও বেচক। ইহার তৈল এক বা দুই ফোঁটা সেবনে অর্দ্ধ ঘণ্টায় বিরেচন হয়। দুর্ব্বলাবস্থায়, বালক ও বৃদ্ধদের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে। সবল ব্যক্তি ও যাহাদিগের শরীরে মৃদ বিরেচক কার্য্য না করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। ইহা দ্বারা যদি পেট কামড়ায় বা ইহার ক্রিয়া প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়, তবে জম্বীর রস সেবনে তাহা উপশমিত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে সবেদন ও পূঁযযুক্ত উদ্ভেদ বহির্গত হয়। ইহার বীজ, মধু ও জল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাগি বসিয়া যায়।

জয়পালে শোধন। দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খোসা ফেলিয়া দিবে ও অভ্যন্তরস্থ অঙ্কুর বাহির করিবে। ডাং ওয়ারিং এই বীজকে দুগ্ধে তিন বার সিদ্ধ করিতে বলেন।

এইরূপে শোধিত জয়পাল বীজের শাঁস ৩০ রতি, খদির চূর্ণ ৩৫ রতি মধুসহ একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার একটী বটীকা সেবন করিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬ বার অধিক পরিমিত তরল মল নিঃসৃত হইবে। ক্রিয়াধিক্য হইলে লেবুর রস সেবনে তাহা তিরোহিত হইবে।

আময়িক প্রয়োগ। উদরী শোথ কোষ্টবদ্ধ মাস্তিষ্ক পীড়ায় কোষ্টবদ্ধ (সংন্যাসাদি) প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

জয়পাল বীজের অরিষ্ট। জয়পালের বীজ কুট্টিত অর্দ্ধ ছটাক, সুরা দুই ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। নানাবিধ চর্ম্ম-পীড়ায় [উদ্ভেদ যুক্ত] এই অরিষ্ট এক ড্রাম ও গোলাপ জল দেড় ছটাক

একত্রে মিশাইয়া স্থানীক প্রয়োগ বা মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জ্বরমুরারী রস। হিঙ্গুল বিষ শুঠ পিপুল মরিচ সোহাগা শুঠ হরীতকী প্রত্যেকে ১ তোলা, জয়পাল বীজ শস্য ৮ তোলা, একত্রে জলে পেষণ করিয়া কলাই পরিমাণ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে সদ্যজ্বর নিবৃত্তি হয়। অনুপান আদার রস। ভৈঃ রত্না

মহানারাচ রস। হরীতকী সোঁদালফলের মজ্জা, আমলকী দন্তী কট্‌কী সিজছুগ্ধ তেউড়ী মুতা প্রত্যেক ১ পল, জল ৩২ সের, সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, পরে তাহাতে নূতন ও নিস্তুক জয়পালবীজ ৮ তোলা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। ঘন হইলে উক্ত থলে ঢালিবে, পরে জয়পাল ৮ ভাগ, শুঠ ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ মিশ্রিত চূর্ণ বড়ী বাঁধিবার উপযুক্ত পরিমাণে দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে আধ্মান শূল উদরী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। দধি শর্করাসহ অন্ন সেব্য। ভাবঃ

ইচ্ছাভেদী রস। পারদ গন্ধক সোহাগা গোলমরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, শুঠ ৩ ভাগ, জয়পাল বীজ ৯ ভাগ, জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। শীতল জল সহ ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। যাবৎ উষ্ণজল পান না করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে। পথ্য—দধি অন্ন। জ্বর কোষ্ঠবদ্ধ উদরী ও শোথে ব্যবহার্য্য। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ।

রুক্মেশী রস। হরীতকী ৫ ভাগ ও জয়পাল বীজ ১ভাগ লইয়া সিজের আটায় ভিজাইয়া ও মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরীতে প্রযোজ্য। ঐ

পাণ্ডুসূদন রস। পারদ গন্ধক তাম্র জয়পালবীজ ও গুগ্‌গুলু প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া ঘৃতসহ মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে।

নিমের ছালের রস ও মধুসহ সেব্য। অম্ল ও শীতল জলপান নিষিদ্ধ। ইহাতে পাণ্ডু ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

জাতী, চাম্বেলী।

জ্যাসমিনী জাতীয় জ্যাসমিনম গ্রান্‌ডিফ্লোরম নামক বৃক্ষের সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র ব্যবহার্য্য। এই সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা তিল সুবাসিত করণানন্তর তৈল প্রস্তুত হয়। তাহা উত্তম সুগন্ধযুক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত উষ্ণ, শির অক্ষি মুখ ও দন্ত বেদনা, বিষ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ডাং জে উড্ বলেন যে, ইহার পুষ্প বাটিয়া দিনে ২।৩ বার স্তনোপরি প্রলেপ দিলে দুগ্ধস্রাব হ্রাসিত হয়। কখন কখন এক দিনে ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। অন্যান্য স্থলে ২।৩ দিন আবশ্যক করে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জাত্যাদি ঘৃত। জাতী নিম্ব ও পটোলপত্র কট্‌কী দারুহরিদ্রা হরিদ্রা অনন্তমূল মঞ্জিষ্ঠা হরীতকী মোম তুঁতে যষ্টিমধু ডহরকরঞ্জ বীজ সমভাগে লইয়া ঘৃত সহ সিদ্ধ করিবে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে গভীর ও সবেদন ব্রণ পুরিয়া উঠে। ঘৃত সুসিদ্ধ হইলে শেষে মোম দিবে। ভাবঃ

১। জাত্যাদি তৈল। জাতী নিম্ব ও পটোলপত্র হাপরমালির পল্লব, মোম যষ্টিমধু কুড় হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কট্‌কী মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ হরীতকী লোধ, দারচিনি সুঁদিপুষ্প শ্যামালতা তুঁতে ডহরকরঞ্জ ফল সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তৈলের সঙ্গে পাক করিবে। ইহাতে বিষ ব্রণ স্ফোটক ও বিবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। ঐ

২। জাত্যাদি তৈল। জাতীপত্র মদন খদির এবং মঞ্জিষ্ঠা লোধ খদির যষ্টিমধুর কষায় দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ নিবারণ হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মুখের ক্ষতে জাতীপত্র চর্ব্বণ করিলে উপকার হয়। চক্রঃ

জাতী করঞ্জ বরুণ করবী চিতা দ্বারা পাচিত তৈল মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়। ভাবঃ

জাতীপত্র রসে তৈল বিপক্ক করিয়া কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ নষ্ট হয়। ঐ

জাতীপত্র গুলঞ্চ দ্রাক্ষা দুরালভা দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলার ক্বাথ মধু-সংযুক্ত করিয়া গণ্ডুষ [কবল] করিলে মুখপাক নিবারণ হয়। ঐ

জাফরাণ, কুঙ্কুম।

আইরিডী জাতীয় ক্রোক্‌স স্যাটাইভস নামক বৃক্ষের পুষ্পের গর্ভ-কেশর, কাশ্মীরে জন্মে। এই সকল পুষ্প আহরণ করিয়া কাগজের উপর পাতাইয়া দিয়া সূর্য্যালোকে বা উনুনের উপর শুষ্ক করিতে হয়। ইহা সুগন্ধযুক্ত ও পীত লোহিত বর্ণ, তিক্ত এবং রুক্ষ আস্বাদ।

ক্রিয়া। পূর্ব্বে ইহার আক্ষেপ-নিবারক, রজোনিঃসারক এবং মাদক গুণ আছে বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা ঔষধার্থে প্রায় প্রযোজিত হয় না। ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যের রং করণার্থ ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক স্নিগ্ধ তিক্ত, শিরোবেদনা ব্রণ বমিহর, বর্ণ্য।

প্রয়োগরূপ।

কুঙ্কুমের অরিষ্ট। কুঙ্কুম অর্দ্ধ ছটাক, সুরা দশ ছটাক। পার্কো-লেশন দ্বারা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল। কুঙ্কুম শ্বেতচন্দন বকম লোধ রক্তচন্দন কালীয়-কাষ্ঠ, বেনার মূল, মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু তেজপত্র পদ্মকাষ্ঠ পদ্মপুষ্প কুড় গোরো-চনা, হরিদ্রা লাক্ষা দারুহরিদ্রা গৈরিক নাগেশ্বর পলাশপুষ্প প্রিয়ঙ্গু বটা-ঙ্কুর, মালতী মউলপুষ্প শ্বেতসর্ষপ মহাবুড়ীবচ প্রত্যেকে ২ তোলা, তৈল

৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মুখে মাখিলে ব্যঙ্গ নীলিমা তিলক মাষক মুখদূষিকা পদ্মিনীকণ্টক নষ্ট ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

জায়ফল, জাতিফল।

মিরিষ্টিসী জাতীয় মিরিষ্টিকা অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের ফল। ইহা মলক্কা সিংহল মালাবার প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল ও মেদবৎ বীর্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক বায়ুনাশক ও আগ্নেয়। অধিক মাত্রায় মাদক। জায়ফলের উপরের আচ্ছাদনকে জৈত্রী বলে, ইহা সুগন্ধ ও মসলার জন্য ব্যবহার হয়। পুরাতন অতিসার উদরাময় আধ্মান আধ্মানশূল ও অজীর্ণে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দন্তক্ষতে দন্তগহ্বর মধ্যে ইহার তৈল প্রদান করিলে আশু যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পুরাতন বাত ও পক্ষাঘাত রোগে ইহার তৈল সাবান মর্দ্দন সহ মর্দ্দনার্থ প্রযোজ্য।

জায়ফল বা জৈত্রীর মাত্রা ২—১০ রতি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত তীক্ষ্ণোষ্ণ রোচন লঘু কটুক দীপন গ্রাহী শ্লেষ্মানিলনাশক এবং মুখ বৈরস্য, দৌর্গন্ধ ক্রমি কাস বমি শ্বাস শোষ পীনস ও হৃৎবেদনা নাশক। জৈত্রী—কফ কাস বমি শ্বাস তৃষ্ণাপহ।

প্রয়োগরূপ।

জায়ফলের বায়ী তৈল। জায়ফলকে জলের সহিত চুয়াইয়া প্রস্তুত করা যায়। মাত্রা ১—৫ বিন্দু।

জায়ফলের নিষ্পেষিত তৈল। জায়ফলকে নিষ্পেষণ করিলে বা কুট্টিত করিয়া জলসহ জ্বাল দিলে ইহা নির্গত হয়। এই তৈল ডাঃ ওয়ারিংয়ের মতে নিরঙ্কুর ও দুষ্ট ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগে উপকার হয়।

ইহা বাত বেদনাদিতে স্থানীক ব্যবহার্য্য। সর্ষপ তৈল বা সাবান মর্দ্দন সহ দিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জাতিফলাদি চূর্ণ। জায়ফল লবঙ্গ ছোটএলাচ তেজপত্র দারচিনি, নাগেশ্বর কর্পূর রক্তচন্দন তিল বংশলোচন তগরপাদুকা আমলকী তালীশপত্র পিপুল হরীতকী জীরা চিতা শুণ্ঠী বিড়ঙ্গ মরিচ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে, এই সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ ও সর্ব্বচূর্ণ সমষ্টির সমান শুভ্র শর্করা দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মধু সহ সেব্য, মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে গ্রহণী কাস ক্ষয় অরুচি নষ্ট হয়। ভাবঃ

জাতিফলাদ্য চূর্ণ। জায়ফল বিড়ঙ্গ চিতে তগর তিল তালীশপত্র রক্তচন্দন শুঠ লবঙ্গ কৃষ্ণজীরা কর্পূর হরীতকী আমলকী মরিচ পিপুল বংশলোচন প্রত্যেকে ২ তোলা, দারুচিনি এলাচ তেজপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ৭ পল, সর্ব্বসমান চিনি একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে ক্ষয়কাস শ্বাস গ্রহণী অরুচি প্রতিশ্যায় ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়। ঐ

জায়ফলের ফান্ট পানে বমন নিবারণ হয়। চক্রঃ

জ্যাঙ্গাল।

ইহাকে কুপ্রাই ডাইএসিটেটাস বা ভার্ডিগ্রিস কহে। সির্কা ও তাম্রের সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। তীক্ষ্ণ দাহক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না। পুরাতন ও শটিত ক্ষতে এবং ঔপদংশিক ক্ষতে দাহকের জন্য মোম ও ধূনার মলমের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা যায়। ইহার একভাগে ৮ হইতে ১৬ ভাগ মলম সংযোগ করা উচিত।

জীরা [ক্যারম য়্যালবম্]

সজীরা [ক্যারম নাইগ্রম]

অম্বিলিফেরী জাতীয় পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষে ঔষধ ও ব্যঞ্জনের মসলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক, বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুক্ষ কটু উষ্ণ সংগ্রাহী রুচ্য ও আধ্মাননাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জীরকাদ্য তৈল। জীরক পিষ্ট ১ পল, সিন্দুর অর্দ্ধ পল দ্বারা তিন পোয়া কটু তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার পামা নষ্ট হয়। ভাবঃ

পঞ্চজীরক পাক। জীরা মৌরি সুলফা যমানী বনযমানি ধনে মেথি শুঠ পিপুল পিপুলমূল চিতে হবুষা বদরীফলের মজ্জা কুড় কম্পিল্লক প্রত্যেকের ১ পল চূর্ণ, গুড় ১০০ পল, দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ১ সের, একত্রে পাক করিবে। ইহা প্রসূতির সূতিকা রোগ, যোনিরোগ, শ্বাস কাস জ্বর বাতরোগ নষ্ট করে। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

জীরা হবুষা কুড় তেজপত্র কুল কাঁজিতে পেষণ করিয়া বাগিতে প্রলেপ দিবে। ঐ

জীরার কল্ক, সৈন্ধব সহ ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়। ঐ

জীরা যষ্টিমধু সুঁদিপুষ্প সৌবর্চ্চল লবণ, দধি ও মধু সহ সেবনে বাতরক্ত ও প্রদর নষ্ট হয়। ঐ

ঝিণ্টী, ঝাঁটী।

অপর নাম—সহচর কুরুবক।

বারলিরিয়া ক্রিসটেটা নামক বৃক্ষের মূল। বাঙ্গলা দেশে সচরাচর জন্মে। ইহা তিন প্রকার অর্থাৎ নীল পীত ও রক্ত ঝিণ্টী।

ভাবপ্রকাশের মতে কুষ্ঠ বাতরক্ত কফ কণ্ডু বিষাপহ, তিক্ত উষ্ণ মধুর সুস্নিগ্ধ ও কেশবঞ্জক।

সহচরাদ্য তৈল। নীল ঝিণ্টী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তৈল ৪ সের, কল্কার্থ—দুরালভা খদির গুয়েবাবলা জাম আম যষ্ঠিমধু সুঁদি প্রত্যেকে ৪ তোলা পাক করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। ভাবঃ

পীতঝিণ্টীমূল ধাতকী পুষ্প, বটাঙ্কুর সুদিপুষ্প দুগ্ধসহ সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয়। ঐ

দাস্যাদি পাচন। নীলঝিণ্টী দেবদারু ইন্দ্রযব মঞ্জিষ্ঠা শ্যামালতা আকনাদি শঠী শুণ্ঠি বেনারমূল চিরতা গজপিপুল বলাডুম্বুর পদ্মকাষ্ঠ হাড়জোড়া ধনে শুঠ মূতা সরলকাষ্ঠ সজিনার ছাল, বালা কণ্টকারী ক্ষেৎপাপড়া, কুশমূল কট্‌কী অনন্তমূল গুলঞ্চ কুড় মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু আদ তোলা। এই কষায় সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত-জ্বর, ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চতুর্থক প্রভৃতি জ্বর নষ্ট হয়। ইহা জীর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভৈঃ রত্নাঃ

তামাক।

সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়েনা ট্যাবেকম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র। আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহাতে নাইকোটিয়ানিন্ ও নাইকোটিয়া নামক বীর্য্য আছে। অতি প্রাচীনকালে ইহা ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল, হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে অনেকে অনুমান করেন যে, মুসলমান রাজত্বের সময় ইহা ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল।

ক্রিয়া। অত্যন্ত অবসাদক, আক্ষেপ-নিবারক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে। বিষাক্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের অবসাদন বশতঃ মৃত্যু হয়। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে।

যদি তমাক পীচকারি দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে বিরেচক ব্যবস্থা করিবে। অপর অহিফেণ, সুরা, এমোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক বিধান করিবে। হস্ত পদাদিতে অগ্নিসন্তাপ ও উদর প্রদেশে সর্ষপের পটী দিবে। বিষনাশার্থ ট্যানিন সংযুক্ত উদ্ভিজ্জের ফাণ্ট বা ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

আময়িক প্রয়োগ। অন্ত্রাবদ্ধ রোগে ইহার পীচকারি দ্বারা উপকার হইতে পারে। ধনুষ্টংকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাতবেদনা স্থানে তাম্রকুট লাগাইলে বেদনা নিবারণ হয়। বিবিধ চর্ম্মরোগেও ব্যবহার হয়। অণ্ডকোষ-প্রদাহে ইহার স্থানীক প্রয়োগে কোন কোন সময় উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে। ইহার ধূমপানে শ্বাসকাস, আক্ষেপিক কাসি, স্নায়ুর উদ্দীপনা উপশমিত হয়।

প্রয়োগরূপ।

তামাকের পিচকারি। তামাকের পাতা ২০ রতি, স্ফুটিত জল ৪ ছটাক। অর্দ্ধ ঘণ্টা আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তামাকের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবেক না।

তাম্র।

জবা কুসুম সদৃশ তাম্র মারণার্থে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রৌপ্য পত্রের বিধানানুসারে ইহাও বিশোধিত করা লইতে হয়।

তাম্রপত্র ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তিন দিন লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে খলে নিক্ষেপ করিয়া তাম্রের চতুর্থাংশ পারদ ও লেবুর রস দিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর লেবুর রসে ঘৃষ্ট গন্ধক দ্বিগুণ লইয়া উক্ত তাম্র পত্র লেপন করিয়া গোলক করিবে। পরে আমরুলের পাতা বাটিয়া ঐ গোলক লেপিবে। অবশেষে উহা মুষামধ্যে পুরিয়া ও লেপ দিয়া বালুকা-যন্ত্রে ৪ প্রহর বা গজপুটে পাক করিবে। গজপুটে পোড় দিলে ২।৩ পোড়

দিতে হয়। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত ও ওলের দ্রবে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার গোলক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ওলের মধ্যে পুরিয়া ও কর্দ্দম দ্বারা লেপিয়া শুষ্ক করণানন্তর পুনর্ব্বার গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্রভস্ম হইবে।

তাম্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র, গন্ধক ও লেবুর রসে মাড়িয়া মুচী মধ্যে পুরিয়া পোড় দিবে। মুচীর নীচে গন্ধক ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি গন্ধক ও লেবুর রস সহ ঘৃষ্ট তাম্রপত্র রাখিয়া তদুপরি আবার গন্ধক ছড়াইয়া দিবে। অবশেষে তদুপরি আর একটী মুচী দিয়া ও লেপিয়া শুষ্ক করিবে। পরে গজপুটে পোড় দিবে। এইরূপ ২।১ পোড়ে তাম্র ভস্ম হয়। তৎপরে পূর্ব্ববৎ ওলের মধ্যে পুরিয়া পোড় দিবে।

জারিত তাম্র কৃষ্ণবর্ণ ও অঙ্গুলিতে ঘর্ষণ করিলে ঈষৎ দানা দানা বোধ হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা সলফাইড্ অফ কপার।

এইরূপে ভস্মীকৃত তাম্র সেবনে বমন বিরেচন বিদাহ অরুচি প্রভৃতি হয় না। ভাবপ্রকাশের মতে এই তাম্র ভস্ম—পিত্তাপহ ও শ্লেষ্মাহর এবং পাণ্ডু উদরী অর্শ জ্বর কুষ্ঠ কাস শ্বাস ক্ষয় পীনস অম্লপিত্ত শোথ কৃমি ও শূলনাশক অর্দ্ধ হইতে এক রতি পরিবর্ত্তক। বিষভোজীকে বমন করাইবার জন্য ১২ রতি মাত্রায় চিনি ও মধুসহ দেওয়া বিধেয়। জারিত তাম্র বেনারমূল ও নাগেশ্বর শীতল জল সহ পান করিলে মূর্চ্ছা অপনোদিত হয়। ভাবঃ

জারিত তাম্র, আদার রসে মাড়িয়া পানের মধ্যে পুরিয়া ভক্ষণ করিলে গুল্ম উপশমিত হয়। রসেন্দ্র সারঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস। তাম্রভস্ম ও বিষ সমভাগে লইয়া ধূতুরাপত্র রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। আদার রস, চিনি, সৈন্ধব ও লবণ সহ সেব্য। ইহাতে সন্নিপাত-জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ। পারদ গন্ধক অভ্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, যবক্ষার সর্জিকাক্ষার সোহাগা বিটলবণ কড়ি শঙ্খ

চিতা মনঃশিলা হরিতাল হিঙ্গু কট্‌কী রোহিতক ত্রিবৃৎ তেঁতুলত্বক ভস্ম ইন্দ্রবারুণী ধলআঁকড়ামূল অপাঙ্গ তালজটাভস্ম, অম্লবেতস হরিদ্রা দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু ইন্দ্রযব হরীতকী বনযমানী যমানী তুঁতে শরপুঙ্খ রোহিতক রসাঞ্জন চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া এবং গুলঞ্চ ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৩—৬ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে প্লীহা যকৃৎ জ্বর ও গুল্মাদি রোগ প্রশমিত হয়। ভৈঃ রত্না

গুল্ম কালানল রস। পারদ গন্ধক তাম্র হরিতাল সোহাগা যবক্ষার প্রত্যেকে ২ তোলা, মূতা মরিচ শুণ্ঠী পিপুল গজপিপুল হরীতকী বচ কুড় প্রত্যেকে ১ তোলা চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষেৎপাপড়া, হাতিশুঁড়া অপামার্গ ও পটোলপত্রের রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি, অনুপান হরীতকীর জল। ইহাতে সকল প্রকার গুল্মরোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

সূর্য্যাবর্ত্ত রস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া উভয়ের তুল্য পরিমিত তাম্র পত্রে লেপন করিবে, পরে উহা মুষা মধ্যে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। শীতল হইলে মুটীর অভ্যন্তর হইতে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ রতি, বাসকের রস ও মধু সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়। রস রত্নাবলী

হৃদয়ার্ণব রস। পারদ গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা করিবে। কাকমাচী ফল ও ত্রিফলা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৪ তোলা ক্বাথ। ইহার সহিত উক্ত বটীকা এক একটী সেব্য। ইহাতে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

তাম্রেশ্বর। তাম্র পারদ সোহাগা গন্ধক লৌহ পিপুল প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া নিম্বের পত্র ফল ফুল মূল ও ত্বকের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ ও

সোঁদালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে বিবিধ চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ঐ

তাল, তৃণরাজ।

পালমেসী জাতীয় বোরেসস্ ফ্লাবি লিফরমিস নামক বৃক্ষ।

পক্ক তালফল—রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মা বিবর্দ্ধক, দুর্জর মূত্রকর, তন্দ্রা ও শুক্রকর।

তরুণ তালমজ্জা। কিঞ্চিৎ মদকর, শ্লেষ্মল বাতপিত্তঘ্ন ও মধুর।

তালের মাতি—শীতল মধুর মূত্রকর ও বলকর।

তালের তরুণ রস প্রাদাহিক রোগ, প্রমেহ ও উদরীতে ব্যবহার্য্য। তালের রস পচিলে তাড়ি হয়, উহা মাদক। তরুণ রস বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার করে।

তালপুষ্পের ক্ষার গুড় সহ সেবনে প্লীহা নষ্ট হয়।

তালমাথানা।

অপর নাম—কুলেখাড়া, কোকিলাক্ষ।

য়্যাকান্থেসী জাতীয় হাইগ্রোফিলা স্পাইনোজা বৃক্ষ। মূল ও পত্র ব্যবহার্য্য, নিম্ন ভূমিতে প্রতি বৎসরই জন্মে। ইহা শীতল বৃষ্য স্বাদু অম্ল পিচ্ছিল তিক্ত, বাত আম শোথ তৃষ্ণা ও বাতরক্তনাশক।

এই গাছের ক্ষার অর্থাৎ ভস্ম উদরী রোগে মূত্রকরণার্থ প্রযোজ্য। চক্র:

তালমূলী, মুষলী।

হাইপোক্সিডী জাতীয় হাইপোক্সিস অরচিয়ইডিস নামক বৃক্ষের স্থূল মূল।

ইহা মধুর বৃষ্য বৃংহণ তিক্ত রসায়ন। অর্শ দুর্ব্বলতা ধ্বজভঙ্গ রোগে ব্যবহার্য্য।

শতাবরী মুণ্ডিতিকা গুলঞ্চ হস্তিকর্ণ পলাশের বীজ, তালমূলী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ৩০ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবনে দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয়। ভাবঃ

তালীশপত্র।

কোনাইফেরী জাতীয় পাইনস ওয়েবিয়েনা নামক বৃক্ষের শুষ্ক পত্র। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণ; শ্বাস কাস কফানিল অরুচি গুল্ম অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগনাশক। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

তালীশপত্র চূর্ণ, বাসকের রস ও মধু সহ সেবনে কাস শ্বাস রক্তপিত্ত নিবারণ হয়। চক্রঃ

তালীশাদ্য চূর্ণ। তালীশপত্র ১, মরিচ ২, পিপুল ৩, শুঁঠ ৪, বংশলোচন ৫ ভাগ, ছোট এলাচ ও দারচিনি প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, চিনি ৩২ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১৫—৩০ রতি। ইহাতে কাস শ্বাস জ্বর আধ্মান নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

তিল, স্নেহফল।

সিসামী জাতীয় সিসেমম্ ইণ্ডিকম নামক ওষধির মূল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ইহার চাস হয়।

ইহার বীজ হইতে শতকরা ৪০ অংশ তৈল নিঃসৃত হয়। বাদাম ও জলপাইর তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ তিলের তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আয়ুর্ব্বেদমতের পাকতৈল প্রস্তুত করিতে লাগে। তিল আহারার্থেও এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। পোষক, স্নিগ্ধকারক, স্থানীয় প্রয়োগে তরলকারক

ইহার বীজের তৈল মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা বল্য কেশ্য স্নিগ্ধোষ্ণ কফ পিত্তঘ্ন স্বাদু ব্রণে হিতকর, অল্প মূত্রকর, গ্রাহী বাতঘ্ন আগ্নেয় শুক্রল স্তন্য।

তিল তৈল তুলায় ভিজাইয়া ক্ষতোপরি দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ডাং ওয়ারিং তিল বীজের রজোনিঃসারক গুণ আছে বলেন। ইহার পাতা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ফাণ্ট স্নিগ্ধ করণার্থ প্রয়োজ্য। কাঁচা পাতায় শীতল জল ও শুষ্কপত্রে উষ্ণ জল দ্বারা ফাণ্ট প্রস্তুত করিবে। ইহার পাতা পুলটীসরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

তিল কৃষ্ণজীরা ও চিনি ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিলে সদ্য অতিসার নাশক হয়। ভাবঃ

কৃষ্ণ তিল, এক পল মাত্রায় শীতল জলের সহিত কিছু দিন ধরিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়। ঐ

তিল শুণ্ঠ ও গুড় দুগ্ধ সহ তিন দিন সেবন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। ঐ

তিল সৈন্ধব যষ্টিমধু নিম্বপত্র দারুহরিদ্রা হরিদ্রা ও ত্রিবৃৎ, ঘৃত সহ পেষণ করিয়া ব্রণ শোধনার্থে প্রলেপ দিবে। ঐ

গোক্ষুর তিলপুষ্প সমভাগে মধু ও ঘৃত সহ মস্তকে লেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। ঐ

কৃষ্ণ তিল ও বিড়ঙ্গ সমভাগে বাটিয়া লেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট হয়। ঐ

তিলের কল্ক, মধু সহ প্রলেপ দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। চক্রং

তুতফল।

অরটিসী জাতীয় মোরস নাইগ্রা নামক বৃক্ষ। চীনদেশীয় বৃক্ষ, এক্ষণে ভারতবর্ষে রোপিত হইয়াছে। ইহার ফলের রস, উত্তমাস্বাদ ও বর্ণের

জন্য অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার হয়। ইহার ক্রিয়া স্নিগ্ধকারক।

প্রয়োগরূপ।

তুতফলের পাক। তুতফলের রস দশ ছটাক, শর্করা ১৫ ছটাক, সুরা ৫ কাঁচ্চা। তুতফলের রস ও শর্করা মৃদু অগ্নিসন্তাপে দ্রব করিবে, পরে ছাকিয়া লইয়া সুরা সংযোগ করিবে। মাত্রা ১ ড্রাম।

তুঁতিয়া, তুঁতে।

অপর নাম—তুত্থক, তুত্থ।

ভাবতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে জন্মে। ইহা আকরিক পদার্থ, ইংরাজীতে ইহাকে সলফেট অফ কপার বলে। বাজারের তুঁতে স্ফুটিত পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া রাখিবে, দানা প্রস্তুত হইলে শোষক কাগজের উপর বিনা সন্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। আয়ুর্ব্বেদমতে তুঁতে ব্যবহাবের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ানুসারে বিশোধিত করিয়া লইতে হয়। তুঁতিয়া, মধু ও ঘৃত সহ মাড়িয়া মুচীর মধ্যে করিয়া পোড় দিবে, পরে তিনবার ঘোল দ্বারা ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ইহাতে তুঁতে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারোপযোগী হয়।

বিড়াল ও কপোতবিষ্ঠা ও দশমাংশ (তুঁতের) সোহাগা দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিলে তুঁতে বিশোধিত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নায়বীয় বলকারক, সংকোচক, অধিক মাত্রায় বমনকারক। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উগ্র-বিষক্রিয়া করে। স্থানীক প্রয়োগে দাহক উত্তেজক ও রক্তরোধক। পুরাতন রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগে অহিফেণ সহযোগে ব্যবহারে উপকার হয়। তাণ্ডব ও অপস্মার রোগে স্নায়বীয় বলকারক হইয়া ইহা

উপকার করে। মাদক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবার নিমিত্ত তুঁতিয়া অত্যন্ত উপযোগী, কারণ ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অক্লেশে বমন হয়। নিরঙ্কুর ক্ষতে ইহা স্থানীক প্রয়োগে উত্তেজক হইয়া উপকার করে। পুরাতন চক্ষু-প্রদাহে ও প্রমেহরোগে তুঁতে ২ রতি, জল আদ ছটাক ধাবন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাত্রা। ⅛ হইতে ১ রতি সংকোচক ও বলকারক। ১—৬ রতি বা তদধিক বমনকারক। পীচকারির জন্য ১—৪ রতি, জল আদ ছটাক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চাতুর্থকারি রস। হরিতাল মনঃশিলা তুঁতে শঙ্খ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ও মুচীর মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পোড় দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। গোলমরিচ চূর্ণ ও ঘৃতসহ সেব্য। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে তক্রপান বিধেয়। ইহাতে বমন হইয়া শীতজ্বর ও চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। ভৈষজ্য তন্ত্রঃ

গ্রহণী কপাট রস। তুঁতে হরিতাল পারদ লৌহ স্বর্ণমাক্ষিক সোহাগা প্রত্যেকে ১৷৹ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মুচীর মধ্যে পুরিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই রতি। ইহাতে গ্রহণী নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

গর্ভবিলাস রস। পারদ গন্ধক তুঁতে প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া লেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে, পরে জীরা কালজীরা শুঠ পিপুল মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। গর্ভিণীর শূল, বিষ্টম্ভ অজীর্ণ ও জ্বরে প্রযোজ্য। ঐ

পারদ গন্ধক তুঁতে হিঙ্গুল হিরাকস সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগে ফিরিঙ্গি রোগ অর্থাৎ গরমির ঘা শুষ্ক হয়।

শুঁতে কুড় ত্রিবৃৎ তিল দন্তী পিপুল সৈন্ধব মধু হরিদ্রা ও ত্রিফলার প্রলেপ, ব্রণ বিশোধনে হিতকর। চক্রঃ

তুলসী।

লেবিয়েটী জাতীয় ওসিমম্ স্যাঙটম নামক বৃক্ষের পত্র। ইহা কৃষ্ণ ও শ্বেত দ্বিবিধ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া। কটুক তিক্ত হৃদ্য উষ্ণ দাহপিত্তকর ও দীপন। কুষ্ঠ মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্ত পার্শ্ববেদনা ও কফবাতনাশক। ভাবঃ

বিবিধ ধাতুঘটিত ঔষধের সহ পানরূপে তুলসীপত্র রস ব্যবহার হয়। তুলসীপত্র শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া নাসরূপে টানিলে পীনস রোগের উপশম হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

মরিচ চূর্ণ সহ তুলসী পত্র রস সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

তুলসীপত্র গুলঞ্চ শুঠ বামনহাটী ও কণ্টকারীর ক্বাথ পিপুল চূর্ণসহ পান করিলে কাস শ্বাস আশু নষ্ট হয়। চক্রঃ

তুলসীপত্র কণ্টকারী দন্তী বচ সজিনামূল পিপুল মরিচ শুঠ দ্বারা পাচিত তৈল নস্য টানিলে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

বাবুইতুলসী।

ল্যাবিয়েটী জাতীয় অসিমম্ ব্যাজিলিকম নামক বৃক্ষের বীজ ও পত্র। ইহার বীজে একপ্রকার স্নেহ দ্রব্য আছে, জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা নিঃসৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, তরলকারক ও শ্লেষ্মঘ্ন। মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহাবস্থায় শৈত্য করণার্থ ইহা উত্তম

ঔষধ। কাসি ও সর্দ্দিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা বিস্তর উপকার লাভ করা যায়। যথা—বাবুইতুলসীর বীজ ১ তোলা, বচ সিকি তোলা, যষ্টিমধু ৷৹ তোলা, গঁদ সিকি তোলা, পোস্তঢেড়ী একটা, ফুটিত জল দশ ছটাক। সিদ্ধ করিয়া ৫ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক, দিবসে তিনবার পেয়। রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগেও ইহা ব্যবহার হয়। প্রসবান্তের বেদনা উপশমার্থে কেহ কেহ ইহার ব্যবহারের পরামর্শ দেন। বাবুইতুলসীবীজ জলে এতক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে, যে স্ফীত হইয়া উঠে, পরে বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া প্রদাহ স্থানে দিয়া রাখিলে প্রদাহ শান্তি হয়। বাবুইতুলসীবীজ পাঁচ আনা, জল ৪ ছটাক, ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইয়া পানার্থ বিধান করা যায়।

তেউড়ী, ত্রিবৃৎ।

কনভলভিউলেসী জাতীয় আইপোমিয়া টরপিথম নামক লতার মূল। বর্ষাকালে বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট জন্মে। বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও পাওয়া যায়। এই লতা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। শ্বেতবর্ণ তেউড়ীর মূলই সচরাচর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত মৃদুগুণ বিশিষ্ট।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, মূলের ত্বক চূর্ণ, শর্করা অথবা সৈন্ধব শুঠ মরিচ চিনি সহ ১০—২০ রতি মাত্রায় সেব্য। ইহা দ্বারা ৩ ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন হয় অথচ বমন বিবমিষা বা পেট কামড়ান উপস্থিত হয় না। ডাং ওসানেসী ইহার ক্রিয়ার অনিশ্চয়তা হেতু ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন কিন্তু দেশীয় কবিরাজেরা ইহা ব্যবহারে বিশেষ অনুমোদন করেন। আমরাও ইহা ব্যবহার করিয়া কোন কুফল উপলব্ধি করি নাই। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রেচক বাতহর স্বাদু উষ্ণ রুক্ষ এবং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর শোথ ও উদররোগনাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অবিপত্তিকর চূর্ণ। ত্রিকটু ত্রিফলা বিট্‌লবণ মূতা বিড়ঙ্গ এলাচ

তেজপত্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লবঙ্গ ১১ ভাগ, তেউড়ীমূল ৪৪ ভাগ, চিনি ৬৬ ভাগ, চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১৫—৩০ রতি বা তদধিক। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। সার কৌমুদি।

গুড়াষ্টক। শুঠ পিপুল মরিচ পিপুলমূল ত্রিবৃৎ দন্তী ও চিতা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা গুড়সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল বর্ণাগ্নি বৃদ্ধি ও উদাবর্ত্ত প্লীহা পাণ্ডু রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

নারাচ চূর্ণ। কৃষ্ণজীরা ২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মধুসহ সেব্য। ইহাতে আধ্মান উদাবর্ত্ত ও আনাহ নষ্ট হয়। ঐ

তুম্বুরাদ্য চূর্ণ। ধনিয়া সৈন্ধব বিট ও সচললবণ যমানী কুড় যবক্ষার, হরীতকী হিঙ্গু বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা, উষ্ণজল বা যব ক্বাথ সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার শূল গুল্ম আধ্মান নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ত্রিবৃৎ ও শ্যামালতা সিদ্ধ দুগ্ধ বিরেচনার্থ দিবে। ভাবঃ

ত্রিবৃৎ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ ও হরীতকী ৪ ভাগ লইয়া ১০ ভাগ গুড়সহ গুটিকা করিবে। ইহা সেবনে আনাহ নষ্ট হয়। ঐ

তেউড়ীমূল চূর্ণ, ত্রিফলার জলসহ সেবন করিলে গুল্ম বিদ্রধী উপশমিত হয়। ঐ

তেউড়ী ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কাথ সেবনে উদরী নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে কেবল দুগ্ধপান ব্যতীত আর কিছু ভক্ষণ করা উচিত নহে। চক্রঃ

তেজপত্র।

লরেসী জাতীয় সিনেমোমম্ তামল ও ইউকালিপটইডিস্ নামক বৃক্ষের পত্র। মালাবার, সুমাত্রা, জাবা ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহার বল্কল সুগন্ধ, কিন্তু দারচিনির গন্ধ অপেক্ষা মৃদু, আস্বাদ মিষ্ট, গঁদযুক্ত,

ঈষৎ তীব্র ও তিক্ত। ইহার বল্কল দারচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, কিন্তু চর্ব্বণ করিলে জানিতে পারা যায়, কারণ দারচিনি অপেক্ষা ইহার আস্বাদ নির্য্যাসবৎ। বল্কল ও পত্র বায়ুনাশক, আগ্নেয় ও ঈষৎ উত্তেজক। বিবিধ ঔষধের গন্ধাস্বাদ নিবারণের জন্য ব্যবহার হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু উষ্ণ কটুক স্বাদু তিক্ত রুক্ষ পিত্তল কফবাতঘ্ন কণ্ডু অরুচিনাশক।

তেজবতী।

উষ্ণ কটু তিক্ত রুচিকর আগ্নেয় এবং কফ শ্বাস কাস ও বাতব্যাধি-নাশক। ভাবঃ

তেজবতী দুর্ব্বা রসাঞ্জন আকনাদি মূতা ত্রিফলা দারচিনি দারুহরিদ্রা ত্রিকটু কট্‌কী কিসমিস চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে গলরোগ ও বাতপিত্ত কফ নষ্ট হয়। ঐ

তেঁতুল, তিন্তিড়ী।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ট্যামারিণ্ডস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের ফলাভ্যন্ত-রস্থ শস্য। ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় জন্মে। দুর্ভিক্ষের সময় দুঃখী-লোকেরা ইহার বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য ভক্ষণ করে। ইহাতে সাইট্রিক, ম্যালিক, টার্টারিক এসিড ও বাইটারট্রেট অফ পটাশ আছে। তেঁতুল যখন তাম্রপাত্রে রাখা যায়, তখন কিছু অংশ উহাতে সংলগ্ন হয়। কিন্তু এক টুকরা উজ্জল লৌহ উহাতে দিয়া এক ঘণ্টা রাখিলে ঐ তেঁতুল সংলগ্ন তাম্র ইহাতে সংলগ্ন হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মৃদু বিরেচক ও শৈত্যকারক। ইহা দ্বারা পিপাসা দূরীভূত ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও প্রদাহা-দিতে ইহা পানীয়রূপে প্রযোজ্য। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, অর্দ্ধ ছটাক তেঁতুলের শাঁস ও জল দশ ছটাক গুলিয়া পানীয় প্রস্তুত করিবে, ইহার

সহিত কিছু চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ডাং এনিস্‌লী ইহার বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য অতিসার ও উদরাময় রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ডাং শার্টও ইহার বিষয়ে অনুমোদন করেন। ইহার পত্রের ফাণ্ট ক্রিমিনাশক ও চক্ষুউঠা রোগে ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে উপকার হয়। শূল বেদনায় তেঁতুলের ছাল ভস্ম প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রদাহ নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অম্লীকা পান। সুপক্ক তেঁতুল ও চিনি, শীতল জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে তাহাতে ছোট এলাচ, লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ বা সেবন করিলে অরুচি নষ্ট হয়। মাত্রা এক ছটাক। ভাবঃ

তেলাকুচা, বিম্ব।

লিথ্রাসিয়ী জাতীয় কক্‌সিনিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের মূল। ইহা মূত্রকর ও শৈত্যকর। ইহার মূলেব রস অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় বিবিধ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার পাতার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্রে মর্দ্দন করিয়া মস্তকে দিলে শিরোবেদনা ও উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়।

তেলিনী মক্ষিকা।

মাইলব্রিস সিকোরিয়াই নামক মক্ষিকা। ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই মক্ষিকা এক ইঞ্চি লম্বা ও ⅓ ইঞ্চি চৌড়া। ইহার পক্ষ মলিন, পীতবর্ণ ও তাহাতে তিনটী ডোরা ডোরা দাগ আছে। এই মক্ষিকা যদি কীট দ্বারা ধ্বংশ হইবার পূর্ব্বে আহরণ করা যায় তাহা হইলে ইউরোপীয় স্প্যানিশ মক্ষিকা অপেক্ষা ইহাতে ⅓ অংশ অধিক কান্থেরাইডিন পাওয়া যায়। ইহার

ক্রিয়া মূত্রকারক, বাহ্যিক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক ও ফোস্কাকারক। ইহা ক্যান্থেরাইডিসের সমগুণকারী ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। ডাং ওসানেসী, বিডী, এস্লেলী, বার্ট, ফ্লেমিং প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহারে অনুমোদন করেন। ডাং ওয়ারিং কেবল ইহার বাহ্যিক ব্যবহারের অনুমোদন করেন।

প্রয়োগরূপ।

তেলিনীর অরিষ্ট। তেলিনী মক্ষিকা স্থূল চূর্ণ দশ আনা, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২—১০ মিনিম।

তেলিনীর পলস্ত্রা। তেলিনীমক্ষিকা চূর্ণ ৪ ছটাক, তিলতৈল ১ কাঁচ্চা, পীতবর্ণ মোম ৪ ছটাক, বসা ৪ ছটাক, ধূনা ২ ছটাক। মোম, বসা, ধূনা ও তৈল একত্রে গলাইয়া অল্প শীতল হইলে তেলিনী চূর্ণ দিয়া আলোড়ন করিবে, যতক্ষণ সম্পূর্ণ শীতল না হয়।

থলকুড়ী, মণ্ডুকপর্ণী।

অম্বিলিফেরী জাতীয় হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা নামক গুল্মের পত্র। বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে। বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আনিয়া পত্র বিচ্ছিন্ন করিবে ও সূর্য্যোত্তাপ ব্যতীত শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার পত্র শুষ্ক করণার্থ কোনরূপ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহার গুণের হানি হয়। এক প্রকার উদ্বায়ী তৈলের উপর ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে, উত্তাপে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, বলকারক ও স্বেদজনক। সেবন করিলে হস্ত পদে উত্তাপ বোধ হয় অথবা ঝিন ঝিন করে, কচিৎ চুলকাণি হয় বা চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়। নাড়ী পুষ্ট ও বেগবতী হইয়া উঠে। কিছু দিন পরে মরা মাংসের ন্যায় চর্ম্ম উঠিয়া যায়। স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক। চূর্ণের মাত্রা ১—২ রতি।

আময়িক প্রয়োগ। ইহার তিক্ত পত্র ঈষৎ ভাজিয়া তাহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া শিশুদের উদরাময় ও অন্ত্রের অন্যান্য পীড়ায় প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। নানা প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মপীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। বেদনা ও কাল শিরাতে প্রয়োগ করিলে প্রদাহনিবারক হয়। কুষ্ঠরোগে স্পর্শ বোধ না থাকিলে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শিয়াছে। কিন্তু

ইহার উক্ত রোগারোগ্যকর গুণ অদ্যাপি বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ইহার চূর্ণ বা ফাণ্ট (৫ রতি, জল ১ ছটাক) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে এবং ক্ষত স্থানে সরস পত্র বাটিয়া পুলটীসরূপে ব্যবস্থা করিবে। চূর্ণের মাত্রা ৪ রতি দিবসে তিন বার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। কুষ্ঠ রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। যথা—থলকুড়ীর পত্র ১ তোলা, শ্বেতকরবী পুষ্প ৩ টা, এক পোয়া ছাগ ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বশরীরে লেপন, ও অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় (বালকের জন্য বয়স বিবেচনায় মাত্রা কমাইতে হইবে) পান করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। উপদংশ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় ইহা সেবনে উপকার হয়। অসুস্থ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার রস ও যষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চ রস ও উহার মূল ও পুষ্পের কল্ক সেবন করিলে নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া বল বর্ণ বৃদ্ধি হয়।

দন্তী।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় বালিয়স পার্মম মণ্টেনম নামক বৃক্ষের বীজ ও মূল। বাঙ্গলা দেশে অপর্য্যাপ্ত জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, ক্রিমীনাশক। ইহাতে শূল অর্শ কণ্ডু রক্তপিত্ত শোথ ও উদরী রোগ নষ্ট হয়। ইহার বীজ ব্যবহারের পূর্ব্বে দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। পরে উহার বীজাভ্যন্তরস্থ শাঁস গ্রহণ করিতে হইবে। দন্তী শ্বেতপুনর্ণবা দেবদারু শুঠ তেউড়ী ত্রিকটু ও চিতে দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ পানে শোথ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নারাচ রস। পারদ সোহাগা মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক শুঠ পিপুল প্রত্যেকে ২ ভাগ, দন্তীবীজ ৯ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে আধ্মান মলবিষ্টম্ভ ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

দন্তী হরীতকী। বড় বড় হরীতকী ২৫ টী (একখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিবে) দন্তীমূল ২৫ পল, চিতা ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ছাকিয়া এবং হরীতকীগুলি ৪ পল তিল তৈলে অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে পুরাতন গুড় ২৫ পল উক্ত ক্কাথ জলে গুলিয়া হরীতকী সহ একত্রে পাক

করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিবৃৎ ৪ পল, পিপ্পল ও শুঠ মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ৪ পল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা ও হরীতকী ১ টা। ইহাতে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা পাণ্ডু, শোথ ও অর্শ প্রভৃতি নষ্ট হয়। চক্রঃ

ভেদি জরাঙ্কুশ। পারদ ও বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগার খই ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ, মরিচ কটফল ও দন্তীবীজ প্রত্যেকে ৫ ভাগ চূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত কবিবে। মাত্রা ১ মাষা, চিনি সহ সেব্য। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জলপান কর্ত্তব্য। ইহাতে তরুণ ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্না।

দাড়িম।

গ্রানেটী জাতীয় পিউনিকা গ্রানেটম নামক বৃক্ষ। ইহার মূল বল্কল, বীজ, ফল বল্কল, পুষ্প ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাবুল বোখারা ও এসিয়া মাইনরে জন্মস্থান। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশেই বহুকাল হইতে রোপিত হইয়াছে। প্লিনী বিবেচনা করেন যে, ইহার জন্মস্থান কার্থেজে ছিল; পরে তথা হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে নীত ও রোপিত হইয়াছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূলের বল্কল ক্রিমীনাশক এবং ফলের বল্কল সংকোচক। উভয়বিধ বল্কলই ট্যানিক এসিড আছে। ইহার পক্কফল স্বাদু অম্ল ও রুচিকর, ফলের রস শর্করা ও জল সহ একত্রে পানীয় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা দাহ জ্বর ও মুখ দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ইহার পুষ্পেও ট্যানিক এসিড আছে এবং সংকোচক জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে দাড়িম ফুলের রস ও শ্বেত দুর্ব্বার রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২।৩ বার নস্য দিলে উহা আরোগ্য হয়। দাড়িম মূলের ত্বক ১ তোলা, বিড়ঙ্গ আদ তোলা জলের সহিত বাটিয়া বা ক্বাথ করিয়া সেবন করাইলে ক্রিমী অন্ত্র মধ্যে নষ্ট হইয়া বাহির হয়। ফিতার ন্যায় ক্রিমী রোগেই দাড়িম মূলের ত্বক সমধিক উপকারী। ইহার মূলের বল্কল সেবনের পর দিন একটী বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলের আবরণ বা খোসা উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার লব্ধ হইয়াছে।

প্রয়োগরূপ।

দাড়িম মূলের ক্বাথ। দাড়িম মূলের বল্কল (তরুণ) ১ ছটাক,

জল পাঁচ পোয়া। সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। ইহা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর শূন্যোদরে ৬ বার সেব্য, পরে একটী বিরেচক প্রযোজ্য।

দাড়িমফল ত্বকের ক্কাথ। দাড়িমের খোসা শুষ্ক ১ ছটাক, জল দশ ছটাক, আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। কবল ও পীচকারির জন্য ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ব্যবহার করিতে হইলে ইহার সঙ্গে লবঙ্গ, দারচিনি দ্বারা সিদ্ধ করিবে। অহিফেণের সঙ্গে ব্যবহার করিলে উদরাময়াদি আরোগ্য হয়। ডাঃ কার্কপাটি্ক ইহা প্রাচীন রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন। ডাঃ ওয়ারিংও ইহা ব্যবহারে সুফল লাভ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

দাড়িমাষ্টক চূর্ণ। কচি দাড়িম ফলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা, বংশলোচন ১ তোলা, ছোট এলাচ, দারচিনি তেজপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, যমানী ধনিয়া জীরা পিপুল পিপুলমূল মরিচ ও শুঠ প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩০ রতি। ইহাতে অতিসার ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। চক্রঃ

দাড়িমাদি চূর্ণ। অম্ল দাড়িম ২ পল, খাঁড় ৩ পল, দারচিনি তেজপত্র এলাচ চূর্ণ মিলিত ১ পল একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে অরুচি নিবারণ হয়। ভাবঃ

দাড়িমাদ্য ঘৃত। দাড়িমের বীজ, বিড়ঙ্গ তণ্ডুল, হরিদ্রা চই জীরা শুঠ হরীতকী বহেড়া আমলকী পিপুল গোক্ষুর যমানী ধনে তেঁতুল চই লোধ ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত ৪ সের ও দাড়িমের ক্বাথ ১৬ সের দিয়া ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

গঙ্গাধর ক্বাথ। কঞ্চট (চোরাইশাক বা কাঁচড়াদাম) দাড়িম জাম ও পানিফলপত্র, বালা মুতা ও শুঠের ক্বাথ সেবনে অত্যন্ত বেগবান অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

শর্করা ও দাড়িম অথবা দ্রাক্ষা ও দাড়িমের কল্ক মুখমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলে মুখশোষ ও আস্য বৈরাস্য নষ্ট হয়। ভাবঃ

দাড়িম ফলের ত্বক, লোধ, যষ্টিমধু ও কট্‌ফল চূর্ণ, তণ্ডুলাম্বু সহ সেবনে বাত শ্লেষ্মাতিসার নাশক হয়। ঐ

দাড়িম পুষ্পের রস ও দুর্ব্বার রস একত্রে নস্য টানিলে নাসা হইতে রক্ত-স্রাব নিবারিত হয়। ঐ

দাদমর্দ্দন।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া য়্যালেটা নামক বৃক্ষের পত্র। বঙ্গ-দেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে। ইহার দ্বারা দদ্রু আরোগ্য হয় বলিয়া ইহার নাম দাদমর্দ্দন হইয়াছে। এই বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার পুষ্প পীতবর্ণ ও সৌন্দর্য্যশালী। দদ্রু ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রকার চর্ম্মপীড়ায় ইহার সদ্য পত্র কুট্টিত, লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। তামিল দেশে সমগ্র বৃক্ষ উপদংশ ও বিষাক্ত জন্তু দংশনাদিতে ব্যবহার হয়। ইহা সাধারণ বলকারক। ইহার পত্র সেবন করিলে মৃদু বিরেচক গুণ প্রকাশ পায়। মেঃ জে উড্‌ বলেন যে, ইহার পত্রের অরিষ্ট ব্যবহার করিলে সোণামুখীর ন্যায় বিরেচক ক্রিয়া দর্শায়। ডাং পল্‌নী এণ্ডি বলেন যে, ইহার পত্রের সার একষ্ট্রাঃ কলসিন্থের সমগুণকারী। ইহার ক্রিয়া বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা বঙ্গীয় চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

দাদমর্দ্দনের মলম। দাদমর্দ্দনের পত্র কুট্টিত ও মোমের মলম সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই মলম দিনে ২।৩ বার দাদের উপর মর্দ্দন করিতে হইবে।

দারচিনি, গুড়ত্বক।

লরেসী জাতীয় সিনেমোমম্ জিলানিকম নামক বৃক্ষের তরুণ শাখার বল্কলের অভ্যন্তরাংশ। ভারতবর্ষ, সিংহল জাবা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহাতে একরূপ বাষ্পী তৈল, কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড ও সিনামিক এসিড আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সুগন্ধি, উত্তেজক, আগ্নেয় ও বায়ুনাশক। ইহাতে অল্প সংকোচক গুণও আছে। জর্ম্মণ দেশীয়

চিকিৎসকেরা ইহাকে জরায়ু সংকোচক বলেন এবং রজসাধিক্য রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উদরাময় অজীর্ণ উদরাধ্মান ও আধ্মানশূলে ইহা ব্যবহৃত হয়। তিক্ত, বিরেচক ও সংকোচক ঔষধের দুর্গন্ধনাশ ও সুগন্ধ জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বমন ও বিবমিষা নিবারণার্থ ইহার ফাণ্ট বিশেষ উপকারক। জরায়ু পেশীর ক্ষীণতা বশতঃ প্রসব বিলম্ব হইলে ইহার অরিষ্ট এক ড্রাম মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে জরায়ু সংকোচন হইয়া প্রসবের সহায়তা করে। দন্তক্ষতে দন্তগহ্বর মধ্যে ইহার তৈল এক বিন্দু প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

দারচিনির জল। দারচিনি কুট্টিত ১০ ছটাক, জল ১০ সের। ৫ সের চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে প্রযোজ্য।

দারচিনির অরিষ্ট। দারচিনি স্থূল চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম। উত্তেজক ও বায়ুনাশক মিশ্র সহযোগে ও সংকোচনার্থে ব্যবহার্য্য।

দারচিন্যাদি চূর্ণ। দারচিনি, ছোট এলাচ বীজ ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক। পৃথক পৃথক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২—৮ রতি।

দারচিনির তৈল। চুয়াইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। সিংহল দ্বীপ হইতে ইহার তৈল আমদানি হয়। সদ্য জাত তৈল পীতবর্ণ, কিন্তু পুরাতন হইলে লোহিত বর্ণ হয়। মাত্রা ১—৫ মিনিম। এই তৈল শঙ্খদেশে মর্দ্দন করিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

দারচিনি মুতা ধনে ও এলাচ বা দারচিনি, মুতা ও আমলকী চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মুখ বিশুদ্ধি ও অরুচি নিবারণ হয়।

দারচিনি এলাচ ও তেজপত্র, এই তিনের সম্মিলনকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি এবং তৎসঙ্গে নাগেশ্বর থাকিলে চাতুর্জাতক কহে।

ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব।

অগুরু।

একুইলেরিয়া এগালোচা নামক বৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। চন্দনকাষ্ঠের ন্যায় গোলাকার খণ্ডে বিক্রীত হয়। বর্ণ কৃষ্ণ, বিশেষ সুগন্ধযুক্ত। ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উষ্ণ, কটু তিক্ত তীক্ষ্ণ সুগন্ধ পিত্তল লঘু। ইহা কর্ণ চক্ষু রোগঘ্ন ও বাতকফনাশক। কৃষ্ণ অগুরু অধিক গুণবিশিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদমতের বিবিধ ঔষধ ও তৈল প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অঙ্কোট।

অপর নাম—অঙ্কোল, ধলা আঁকড়া।

য়্যালানজিয়ম লামারকিয়াই নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ব্যবহার্য্য।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ পত্র, পত্রের পার্শ্ব হইতে হাতিশুড়ার মত এক একটী আঁকড়া বাহির হয়। হাতি-শুড়ার গাছের সঙ্গে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। কটু তীক্ষ্ণ স্নিগ্ধ উষ্ণ। বঙ্গদেশের শুষ্ক স্থানে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। লঘু, সংকোচক, রেচক, কৃমি, শূল আম, শোফ বিসর্প কফ রক্তপিত্ত ও মূষকাদি বিষাপহ। ইহার ফল শীতল স্বাদু, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ গুরু বল্য বিরেচক এবং বাতপিত্ত দাহ ও ক্ষয়নাশক। ধলা আঁকড়ার মূলের কল্ক তণ্ডুলাম্বু ও মধুর সহিত পান করিলে প্রবল অতিসার নিবারণ হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অস্ফোট বটিকা। ধল আঁকড়া মূল, আকনাদি মূল ও দারু হরিদ্রা প্রত্যেকে ৮ তোলা, চালুনি জলে বাটিয়া ১ তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটিকা চালুনি জল দিয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত কফোদ্ভূত, দ্বন্দজ ও সন্নিপাতজ অতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

অনন্ত মূল।

য়্যাসক্লিপিয়াডেসী জাতীয় হেমিডিসমিস্ ইণ্ডিকস নামক লতার মূল। ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশের সকল স্থানেই সচবাচর জন্মে। দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার্সাপারিলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব। ইহার মূল সকল নলাকার বক্র, ঈষৎ পীতাভ পাটল বর্ণ, বিশেষ গন্ধযুক্ত, ঈষৎ তিক্তাস্বাদ। এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল ও হিমিডিসমিণ নামক বীর্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর, পরিবর্ত্তক, মূত্রকারক স্বেদজনক, আগ্নেয়, স্নিগ্ধকারক। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ, ঔপদংশিক ক্ষত, পুরাতন বাত, জ্বর ও চর্ম্মপীড়ায় প্রযোজ্য। ডাং ওসানেসী ইহাকে সার্সাপারিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

প্রয়োগরূপ।

অনন্তমূলের ফাণ্ট। অনন্তমূল কুট্টিত ২॥০ তোলা, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক, আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক।

অনন্তমূলের ক্বাথ। অনন্তমূল ২ ছটাক, জল দেড় সের, আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক। গৌণিক উপদংশ রোগে ইহার সহিত আইয়োডাইড অফ পটাসিয়ম মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অনন্তমূলের পাক। অনন্তমূল কুট্টিত ২ ছটাক, পরিষ্কৃত চিনি ১৪ ছটাক, স্ফুটিত জল ১০ ছটাক। অনন্তমূল ও জল একত্রে আবৃত পাত্রে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে নিচে অপরিষ্কার পদার্থ জমিয়া গেলে উপরিস্থ স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া চিনির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাক প্রস্তুত করিবে। সমুদায়ে ১ সের ৫ ছটাক ওজনে হইবে। মাত্রা ১—৪ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পিণ্ডতৈল। অনন্তমূল ধূম মঞ্জিষ্ঠা মোম ও দুগ্ধ সিদ্ধ তৈল বাতরক্তে প্রযোজ্য। ভাবঃ

মহাপিণ্ড তৈল। অনন্তমূল, নিম্ব, কুষ্মাণ্ড, পুঁইশাক, জাম ও গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ, গব্য দুগ্ধ, কামরাঙ্গার রস এবং কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, মেদ, সুল্‌ফা, ক্ষীরিণী, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধব, রক্তচন্দন দিয়া তিল তৈল পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে বাতরক্ত, চর্ম্মদল, পামা প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

সারিবাদি কল্ক। অনন্তমূল, বালা, মূতা, শুণ্ঠী, কটকী একত্রে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। মাত্রা ১—২ তোলা। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

উৎপল (সুঁদি) রক্তচন্দন, লোধ, বেনারমূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল জল দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে বিস্ফোটের দাহ নষ্ট হয়। ভাবঃ

অনন্ত, তিল, লোধ ও যষ্টিমধুর কষায় (ক্বাথ) দ্বারা শিশুর মুখ ধৌত করিয়া দিলে মুখস্রাব নিবারণ হয়। ভাবঃ

অন্তমূল।

য়্যাসক্লিপিয়াডেসী জাতীয় টাইলোফোরা য়্যাজমেটীকা নামক বৃক্ষের শুষ্ক পত্র। বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, সিংহল দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বালি প্রধান স্থানে জন্মে।

স্বরূপ। শুষ্কপত্র ২।৩ ইঞ্চ দীর্ঘ, অখণ্ড অণ্ডাকার, তীক্ষ্ণাগ্র ঊর্দ্ধ প্রদেশ মস্থণ, নিম্নপ্রদেশ লোমশ, দুর্গন্ধ ও কদর্য্য আস্বাদ।

ক্রিয়া। বমনকারক, স্বেদজনক, কফ-নিঃসারক। ইপিক্যাকিউয়ানহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগে (জ্বর সত্ত্বেও) ২॥০ হইতে ৫ রতি মাত্রায় দিবসে তিন চারি বার সেবনার্থ ডাং ওয়ারিং উপদেশ দেন। আবশ্যকানুসারে ইহার সহিত মিউসিলেজ বা অহিফেণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া-জাত রোগে এই ঔষধ কুইনাইনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে ডাং ওয়ারিং বলেন।

পুরাতন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ, কাশি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে যষ্ঠিমধুর পাক বা চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে উপকার দর্শে। ২ রতি মাত্রায় দিনে ২।৩ বার দিবে।

ইহার মূলও ব্যবহার হয়; কিন্তু ডাং কার্কপাট্রিক বলেন যে, মূল অপেক্ষা পত্র অধিক গুণকারী ও উহার ক্রিয়া নিশ্চিত। ডাং বিডি বিবেচনা করেন যে, ইহা শোষিত হইয়া ফুসফুসীয়-পাকাশয়িক স্নায়ুতে (নিমোগ্যাষ্ট্রিক) ক্রিয়া দর্শাইয়া বমন উৎপাদন করে। বমনকারক মাত্রা ৫—১৫ রতি। স্বেদজনক ও কফ-নিঃসরণার্থ ১—২ রতি।

ডাং ওসানেসীও ইহা ব্যবহারে সুফল লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

অপরাজিতা।

অপর নাম—বিষ্ণুক্রান্তা।

লিগিউমিনেসী জাতীয় ক্লাইটোরিয়া টারনেটীয়া নামক লতার মূল। বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সচরাচর জন্মে। অনেকে যত্নপূর্ব্বক পুষ্পোদ্যানে রোপণ করিয়া থাকেন।

স্বরূপ। ইহার দুই প্রকার পুষ্প, শ্বেত ও নীলবর্ণ। পুষ্প ভেদে লতাও দ্বিবিধ। ইহার মূল ঈষৎ পীতাভ শ্বেত ও গোলাকার। দেবাচ্চ-

নার জন্য দ্বিবিধ পুষ্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূলের আস্বাদ কষায়, কটু ও তিক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক ও মূত্রকারক। ডাঃ কানাইলাল দে বলেন যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ আতুরালয়ে ডাং ওসানেসী ইহাব সুরাবাসিত সার ২৷৷০ হইতে ৫ রতি মাত্রায় ব্যবহার কবিয়া ইহাব উগ্র বিরেচন শক্তি উপলব্ধি কবিয়াছেন। মেঃ মুরডেন শেরিফ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাব মূল বল্কল ৩০—৬০ রতি মাত্রার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া সেবনে লিঙ্গনাল ও মূত্রাশয়ের উগ্রতা নিবারণ করে এবং মূত্রকারক ও মৃদু রেচক হয়, এই লতার বীজেরও বিরেচক গুণ আছে। ডাং শর্ট বলেন ঈষৎ ভর্জিত বীজ ৩০ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিরেচন হয়। ডাং ডিমকও উক্তমতের পোষকতা করেন। ডাং হেনিস বলেন যে, ইহার পুষ্পের পাকে উত্তম রং হয়। অপরাজিতার পাতার রসের নস্য করিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত আছে। ভাব প্রকাশ বলেন যে, ইহাব মূল মূত্ররোগ, ত্রিদোষ, আম, শোথ, ব্রণ ও বিষাপহ এবং রেচক ও মূত্রকর।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

শ্বেত অপরাজিতার মূল, ঘৃতসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গলগণ্ড প্রশান্ত হয়। ভাবঃ

নীল অপরাজিতা ও পিপুল মূল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই শ্বেত কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ঐ

অপরাজিতামূল, চোরপুষ্পী, দন্তীমূল, নীলবৃক্ষের মূল সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া বাটিয়া গোমূত্র সহ সেবন করিলে উদরী ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

অপাঙ্গ।

অপরনাম—অপামার্গ, চিড়চিড়ে।

য়্যামারানতেসি জাতীয় য়্যাচিরাস্থিস য়্যাসপেরা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। মূত্রকারক ও সংকোচক। ইহা মূত্রগ্রন্থির উপর মৃত্রূরূপ ক্রিয়া করে। তীক্ষ্ণ, দীপন, কটু তিক্ত, পাচন।

আময়িক প্রয়োগ। মূত্রযন্ত্রের পীড়াজনিত উদরী রোগে ডাং-কর্নিস ইহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাং জি স্মিথ, জে শর্ট ও কানাইলাল দে প্রভৃতি ইহার মূত্রকারক গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বৃক্ষ পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, তাহা সেবনেও মূত্রকর হয়। এই ক্ষারে অধিক পরিমাণে পটাশ থাকে। এই ক্ষার শুণ্ঠীর ফাণ্ট সহ উদরীরোগে প্রযোজ্য। ডাং টণর ও দে বলেন যে, বিষধর জন্তু ও সর্প দংশনে ইহার বীজ বা সপুষ্প অগ্রভাগ ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয়। বৃশ্চিকাদির দংশনে ইহার পাতা ও সপুষ্প শাখাগ্র বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। রজসাধিক্য ও উদরাময় রোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ হিতফল উপলব্ধি হয়। ইহার মূলের রস আঘ্রাণে পালাজ্বর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

ভাব প্রকাশ বলেন যে, ইহা ছর্দ্দি কফ মেদ অনিল হৃদ্রুজ অর্শ কণ্ডু শূল উদরী ও অপচীনাশক।

প্রয়োগরূপ।

অপাঙ্গ ক্বাথ। অপাঙ্গ (সমগ্র গাছ) ১ ছটাক, জল ১৮ ছটাক সিদ্ধ করিয়া ১২ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অপামার্গ তৈল। অপামার্গ ক্ষার, জল ও তৎকল্ক দ্বারা সাধিত তিল তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাধির্য্য ও কর্ণনাদ নষ্ট হয়। চক্রঃ

শিখরী তৈল। গৃহ ধূম, পিপুল দেবদারু যবক্ষার করঞ্জ সৈন্ধব ও অপামার্গ বীজ দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে নাসার্শ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

অপাঙ্গ মূল, গোলমরিচ সহ সেবনে বিসূচিকা ও শূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

অপাঙ্গের পত্র ও গোলমরিচ সমভাগে লইয়া অশ্বলালার সহিত বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। ভাবঃ

অপাঙ্গের বীজ ও সৈন্ধব সুপিষ্ট করিয়া নাড়ীব্রণে (নালীক্ষত) পূরণ করিয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উহা আরোগ্য হয়। ঐ

অপাঙ্গের রসে মূলার বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম আরোগ্য হয়। ঐ

অভ্র।

ইংরাজী নাম ট্যাল্‌ক।

অভ্র ৪ প্রকার—শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ। শেষোক্ত প্রকারই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্র কেবল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেই ব্যবহার হয়।

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে উহার পাত বা স্তর খুলিয়া ফেলিয়া কাঁটানটের রস ও কাঁজিতে ৮ প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে অভ্র বিশোধিত হয়।

ধান্যাভ্রক। কম্বল মধ্যে অভ্রের সিকিভাগ ধান্য দিয়া তিন রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্র চূর্ণ পড়ে, ইহাকে ধান্যাভ্রক কহে

অভ্রমারণ। ধান্যাভ্রক শুষ্ক করিয়া ও অর্কক্ষীর দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করিবে। তৎপরে উহা অর্কপত্রে বেষ্টন করিয়া শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার পোড় দিবে। তদনন্তর বট জটা ক্বাথে মাড়িয়া ও পূর্ব্বরূপ চক্রকার করিয়া তিন বার পোড় দিবে। ইহাতে অভ্রমারণ সিদ্ধ হয়। মৃতাভ্র সম পরিমিত ঘৃত সহ লৌহ কটাহে পাক করিবে। ঘৃত নিঃশেষ হইলে নামাইবে। এইরূপে প্রস্তুত অভ্র সর্ব্ব কার্য্যে প্রযোজ্য।

ধান্যাভ্রক গোমূত্র বা কুকুরশোঁকার পাতার রস দিয়া মাড়িয়া চাক্তি বাঁধিবে, পরে তাহা শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে। যখন অভ্র নিশ্চন্দ্র ও ইষ্টক বর্ণ হইবে, তখনই ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে

জানিতে হইবে। একশত হইতে এক সহস্র পোড় দিলে অভ্র উৎকৃষ্ট গুণশালী হয়।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয় রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, জারিত অভ্রে সিলিকেট অফ পটাশ ও লৌহ আছে।

মারিত অভ্রের গুণ। কষায় মধুর আয়ুষ্কর ত্রিদোষনাশক। বলবীর্য্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি, কামোদ্দীপক, পরিবর্ত্তক। ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ প্লীহা, উদরী, গ্রন্থিবিষ কৃমি প্রভৃতি রোগে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। মাত্রা ৩—৬ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বিদ্যাধরাভ্র। বিড়ঙ্গ, মূতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, দন্তী, ত্রিবৃৎ, চিতা প্রত্যেকে ২ তোলা, পুরাতন মণ্ডুর ৩২ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, পারদ ১॥০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ মাষা, গব্য দুগ্ধ বা জল সহ সেব্য। পারদ থলকুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া পরে গন্ধক সহ কজ্জলী করিবে। এই ঔষধ সেবনে পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র ½ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল জইত্রী প্রত্যেকে ৪ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ ও ধুস্তুর বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা। পানের রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সান্নিপাতিক রোগ, কাস, ধ্বজভঙ্গ ও দৌর্ব্বল্য আরোগ্য হয়। (ঐ) ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হরিতাল না দিয়া স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলার স্থানে এক তোলা দেওয়ার বিধি উল্লিখিত আছে।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস। অভ্র ৮ ভাগ, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জইত্রী, জায়ফল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, বিদ্ধদারক বীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড-মূল, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে মূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুর বীজ, হিজলবীজ, প্রত্যেকে ২ ভাগ। এই সমস্ত একত্রে পানের রস দিয়া মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, কাস শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্না—

মন্মথাভ্র রস। পারদ গন্ধক অভ্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, কর্পূর বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, তাম্র ½ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বিদ্ধড়ক বীজ, জীরা ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া বীজ, বেড়েলা, আঁলকুশীর বীজ, আতিস জৈত্রী জায়ফল লবঙ্গ সিদ্ধি বীজ, শ্বেত ধূনা, যমানি প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান দুগ্ধ। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য এবং অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

মদন মঞ্জরী বটী। অভ্র ৪ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ, রসসিন্দুর ১ ভাগ, কৃষ্ণ ধুস্তুর মূল চূর্ণ ১ ভাগ, দারচিনি তেজপত্র এলাচ নাগেশ্বর জায়ফল মরিচ পিপুল শুঁঠ লবঙ্গ জাতীপত্র প্রত্যেকে ২ ভাগ, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ঘৃত মধু দিয়া মোদক বাঁধিবে। মাত্রা দুই হইতে চারি আনা। ইহা সেবনে মনে আনন্দোদয় ও কামোদ্দীপন হয়। ভাবঃ

জ্বরাশনী রস। পারদ গন্ধক সৈন্ধব বিষ (কাঠবিষ) তাম্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ অভ্র প্রত্যেকে ৫ ভাগ, নিসিন্দা পত্র রসে মর্দ্দন করিয়া পরে গোলমরিচ চূর্ণ ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে পানের রস সহ সেব্য। ভৈঃ রত্না

অগ্নিকুমার রস। পারদ গন্ধক সোহাগা লৌহ কাঠবিষ ত্রিকটু বনযমানি অহিফেণ প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র সর্ব্বসমান, চিতার কাথে ৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া গোলমরিচবৎ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

সুলোচনামৃতাভ্র। অভ্র ৮ তোলা, কুল, চই, বেনার মূল, দাড়িম লেবুর রস, আমলকী, আমরুল প্রত্যেকের ৮ তোলা রস বা কাথে মর্দ্দন করতঃ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে

অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কাস, প্লীহা, মেহ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ইহা বিশেষ বলকর। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

হরিশঙ্কর রস। অভ্র আমলকীর রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও অন্যান্য মূত্রপীড়া উপশমিত হয়। ঐ

অর্জুনাভ্র। অর্জুন বৃক্ষের ত্বকের রসে অভ্র ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

শৃঙ্গারাভ্র। অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল তেজপত্র, লবঙ্গ জটামাংসী তালীশপত্র দারচিনি নাগেশ্বর কুড় ধাইফুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, ছোট এলাচ, জায়ফল প্রত্যেকে ১ তোলা, হরীতকী, বহেড়া আমলকী, শুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে চারি আনা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জলে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ চনক প্রমাণ বটীকা করিবে। আদা ও পানের রস সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাস ও কাসাদি নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্না

অম্লবেতস।

অপর নাম—চুক্র

রিউমেক্স ভেসিকেরিয়স নামক গাছ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। অম্লভেদন লঘু দীপন, হৃদ্রোগ শূল গুল্ম মূত্রদোষ প্লীহা উদাবর্ত্ত হিক্কা আনাহ অরুচি শ্বাসকাস অজীর্ণ বমন বাতব্যাধিনাশক। রুক্ষ পিত্তল, ছাগমাংস দ্রবকর। ভাবঃ

অর্জুন।

অপর নাম—ককুভ, বীরতরু।

কম্ব্রিটেসি জাতীয় টারমিনেলিয়া আর্জুনা নামক বৃক্ষের বল্কল। ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর, সংকোচক তিক্ত, তৃষ্ণা কফাপহ। ইহাতে মূত্রাঘাত, অশ্মরী, হৃৎপিণ্ড পীড়া, ক্ষত ও সদ্যব্রণাদি আরোগ্য হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অর্জ্জুন ঘৃত। অর্জ্জুন বৃক্ষের বল্কলের কল্ক ও রস বা ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা সকল প্রকার হৃদাময়ে উপকারী। ভাবঃ

অর্জ্জুনাদ্য ঘৃত। অর্জ্জুন বল্কল, পটোলপত্র নিম্ব বচ যমানি আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা ভেলা অগুরু মূতা কুড় চিতে রক্তচন্দন বেনার মূল, গোক্ষুর শ্বেতখদির, রক্ত পুনর্ণবা, পটোলপত্র হরিদ্রা ত্রিফলা পাতরকুচী, অশ্মন্তক (আবুটা পশ্চিমে খ্যাত) অর্জ্জুন চই লোধ মঞ্জিষ্ঠা ও আতিস, ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, প্রমেহ রোগে প্রযোজ্য। ভাবঃ

বীরতরাদ্য তৈল। অর্জ্জুন, পাতরকুচি, গণিয়ারি, শোনাছাল পাটলা, গুলঞ্চ, এরণ্ড, বেনার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশ কাশ শর ও ইক্ষু মূল, অপরাজিতা, কুলে খাড়া, শতমূলী, গোক্ষুর বীজ, অশোক, ব্রাহ্মী, গাম্ভারী ফল ও মূল, ইহাদের কল্ক ও ক্বাথ দ্বারা তৈল পাক করিবে ইহাতে শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

অর্জ্জুন বৃক্ষের ত্বক চূর্ণ, ঘৃত দুগ্ধ বা চিনি সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ভাব

গোধূম ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ, ছাগ দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত সহ পাক করিবে। ইহা মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

অর্জ্জুন ত্বক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অস্থিভঙ্গ ও আঘাতে উপকার করে। চক্রঃ

অলম্বুষা।

লঘু স্বাদু, কৃমি পিত্ত কফাপহ। ভাবঃ

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। অলম্বুষা, গোক্ষুর বীজ, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক, পিপুল তেউড়ী, মুতা, বরুণ, পুনর্নবা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ কাঁজি, তক্র বা দুগ্ধ সহ সেবনে আমবাত, শ্বয়থু নষ্ট হয়। ঐ

অলম্বুষা চূর্ণ কাঁজির সহিত পান করিলে স্থূলকায় ব্যক্তিদের গাত্র দৌর্গন্ধ নিবারিত হয়। ঐ

অশোক।

লিগিউমিনোসি জাতীয় সারাকা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের বল্কল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে। বসন্তকালে ইহার পুষ্প হইয়া থাকে, তখন এই বৃক্ষ দেখিতে অত্যন্ত সৌন্দর্য্যশালী হয়।

শীতল তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণ্য কষায়। অপচী, তৃষ্ণা দাহ কৃমি শোষ বিষ ও রক্তজিৎ, ইহার বিশেষ গুণ সংকোচক ও রক্তরোধক, রজসাধিক্য ও প্রদর রোগে ব্যবহার্য্য।

অশোক ঘৃত। অশোক বল্কলের কাথ, জীরার কাথ, তণ্ডুলাম্বু, ছাগদুগ্ধ, কেশুরিয়ার রস প্রত্যেকে ৪ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ-জীরক ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাসানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়াল বীজ, পরুষফল, যষ্টিমধু, অশোক মূল, কিসমিস, শতমূলী কাটানটের মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা দিয়া পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে ৬৪ তোলা চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার প্রদর, কুক্ষিশূল, কটিশূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

অশোক বল্কল ৮ তোলা, জল ৮ সের, পাকশেষ ২ সের, উহার সহিত দুগ্ধ ২ সের জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। ইহা সেবনে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। ভাবঃ

অশোক বল্কলের কাথ দুগ্ধ সহ সেবনে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। ঐ

অশ্বগন্ধা।

সোলেনেসী জাতীয় উইথানিয়া সম্নিফেরা নামক বৃক্ষের মূল। বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে।

এই বৃক্ষের মূলের গন্ধ অশ্বের গাত্রের গন্ধের ন্যায়, তজ্জন্য এই নামে আখ্যাত হইয়াছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর, পরিবর্ত্তক, কামোদ্দীপক। বায়ু শ্লেষ্মা শ্বিত্র শোথ ও ক্ষয়াপহ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অশ্বগন্ধাদি চূর্ণ। অশ্বগন্ধামূল ও বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে পুষ্টিবিধান ও কামোদ্দীপন হয়। শাঙ্গঃ

অশ্বগন্ধা ঘৃত। অশ্বগন্ধা মূলের কল্ক ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ একত্রে পাক করিবে। ইহা সেবনে বালকের পুষ্টিবৃদ্ধি হয়। চক্রঃ

অশ্বগন্ধা তৈল। অশ্বগন্ধার ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ দ্বারা পাচিত তৈল অভ্যঙ্গ করিলে কৃশাঙ্গ ব্যক্তিদিগের শরীর পুষ্ট হয়। ভাবঃ

অমৃত প্রাশাবলেহ। গব্য ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃতমূর্চ্ছার্থে—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কল্কার্থ—বেড়েলা, গোধূম অশ্বগন্ধা গুলঞ্চ গোক্ষুর কেশুর ত্রিকটু ধনে, তালাঙ্কুর ত্রিফলা মৃগনাভি (লতাকস্তুরী) আলকুশী বীজ, মেদ মহামেদ কূড় জীবক ঋষভক শঠী দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র এলাচ তেজপত্র দারচিনি নাগেশ্বর জাতীপুষ্প রেণুক, সরল কাষ্ঠ, জৈত্রী ছোটএলাচ হৃদ্দি-পুষ্প, অনন্তমূল তেলাকুচার মূল, জীবন্তী ঋদ্ধি বৃদ্ধি যজ্ঞডুম্বুর প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথারীতি পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃত ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা, অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত বিশেষ পুষ্টিকর, ইহা সেবনে প্রমেহ ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি এবং বল, শুক্র ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্না

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

অশ্বগন্ধা বেড়েলা গাম্ভারী শতমূলী পূনর্ণবা দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ সেবনে ক্ষত ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

অশ্বগন্ধা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃত বা তৈল সহ সেবনে কৃশতা নষ্ট হইয়া পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত। ঐ

অশ্বগন্ধার ক্বাথ সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত সহযোগে ঋতুস্নানের পর পান করিলে বন্ধ্যা দোষ নিবারণ হয়। ঐ

অশ্বগন্ধার ক্বাথ, দুগ্ধ ঘৃত তৈল বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধ মাস সেবন করিলে দেহের পুষ্টি ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়। ঐ

অশ্বত্থ।

আর্টিসিয়ী জাতীয় ফিকস রিলিজিয়োজা নামক বৃক্ষের বল্কল। ভারতবর্ষে জন্মে।

পিত্ত শ্লেষ্মা ও ব্রণ রক্তজিৎ, গুরু কটু রুক্ষ বর্ণ্য যোনি বিশোধক।

অশ্বত্থ বট যজ্ঞডুম্বুর পাকুড় ও নিম্বছালকে পঞ্চ বল্কল ও ইহাদের ক্বাথকে পঞ্চবল্কল কষায় কহে। এই কষায় ক্ষত ধৌত, প্রদরাদিতে পীচকারি ও মুখরোগে কবলরূপে প্রযোজ্য।

শুষ্ক অশ্বত্থ বল্কল অগ্নি দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া দিবে। পরে সেই জল ছাকিয়া লইয়া পান করিলে ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ভাবঃ

অশ্বত্থ আরগ্বধ, বট বৃক্ষের ফল, রক্তচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে প্রমেহ নিবারিত হয়। ঐ

অশ্বত্থ বট যজ্ঞডুম্বুর পাকুড় ও বেতস বল্কল ঘৃতসহ বাটিয়া লেপ দিলে বিদ্রধী নষ্ট হয়। ঐ

অশ্বত্থ যজ্ঞডুম্বুর অর্জ্জুন জাম ও লোধ চূর্ণ দ্বারা অবধূলিত করিলে শীঘ্রই ব্রণ (ক্ষত) পুরিয়া উঠে। ঐ

অশ্বত্থ বৃক্ষের কল্ক দুগ্ধ পেষিত করিয়া প্রলেপ দিলে ন্যচ্ছ (মাছতে বা ছুলী) নষ্ট হয়। ঐ

মুখের ক্ষতে অশ্বত্থ মূল বল্কল চূর্ণ, মধুসহ স্থানীক প্রযোজ্য। চক্রঃ

অশ্বত্থ মূল বল্কল চূর্ণ ক্ষতোপরি ছড়াইয়া দিলে ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হয়। ঐ

অহিফেণ।

ওপিয়ম।

প্যাপেভরেসী জাতীয় প্যাপেভর সম্‌নিফেরম্‌ নামক ওষধির অপক্ক ঢেড়ীকে অল্প অল্প চিরিয়া দিলে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়, ইহা বায়ুতে শুষ্ক হইয়া পাটলবর্ণ হইলে, চাঁচিয়া লইয়া একত্রে পিণ্ডাকারে সংযত করে; ইহাকেই অহিফেণ বলে।

অহিফেণ তিন প্রকার। ১ম তুরস্ক দেশীয়, ২য় মিসর দেশীয়, ৩য় ভারতবর্ষীয়।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব।—পিণ্ডাকার, নরম, গাঢ় পাটলবর্ণ, তিক্তাস্বাদ, গন্ধযুক্ত, দাহ্য। ইহার জলীয় দ্রবে যবক্ষারদ্রাবক দিলে লালবর্ণ হয়। উত্তম অহিফেণে শতকরা ৬।১২ অংশ মরফিয়া নামক বীর্য্য আছে। ইহার দ্রবে মাজুফলের ফাণ্ট দিলে অধঃস্থ হয়।

ক্রিয়া।—মাস্তিষ্ক-উত্তেজক, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনানিবারক আক্ষেপ-নিবারক, স্পর্শহারক, ধারক, স্বেদজনক ও পর্য্যায়-নিবারক। অল্প মাত্রায় সেবন করিলে প্রথমতঃ উত্তেজক হয়, এই উত্তেজন ক্রিয়া সমুদয় শরীরে, বিশেষরূপে মস্তিষ্কে প্রকাশ পায়, পরে মাদক ও অবসাদক হয়।

পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে ১০।১৫ মিনিট পরে মস্তকে অল্প ভার, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, রচনাশক্তি, সাহস, শারীরিক ও মানসিক শ্রমপটুতা ও পেশী সকলের শক্তি প্রভৃতি উত্তেজিত হয় এবং কোন প্রকার বেদনা থাকিলে নিবারণ হয়। এরূপ অবস্থা অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিয়া ক্রমে নিদ্রাবেশ হয়, পরে ৮।১০ ঘণ্টা থাকিয়া জাগরণ হয়, তৎপরে অবসাদনের লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিঞ্চিৎ পরে শরীর সুস্থ হয়। যদি মাত্রার অল্পতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ নিদ্রা না হয়, তবে নানাবিধ স্বপ্ন দেখা যায়।

বিষাক্ত লক্ষণ।—ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে নিদ্রাবেশ, অচৈতন্য, শ্বাসগতি মন্দ, গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু লাল ও মুদ্রিত, কনীনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী স্থূল, কোমল ও মৃদুগামী হয়। ইহার পর অর্থাৎ ৪।৫ ঘণ্টার পর অবসাদনের লক্ষণ উপস্থিত হওতঃ ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ হইয়া লোপ হয়, শ্বাস অতি মৃদু, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়, কিছুকাল অর্থাৎ ৬ ঘণ্টার পর মৃত্যু হয়।

শবচ্ছেদ।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মস্তিষ্কোদরে রস সঞ্চিত, ফুসফুসে রক্তাধিক্য, রক্তের তারল্য ও মালিন্য, কখন কখন মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত নিঃস্রবণ দেখা যায়।

চিকিৎসা। বারম্বার বমন করাইবে, মস্তকে শীতল জলধারা দিবে এবং রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অবসন্নাবস্থায় এমোনিয়া ও ব্রাণ্ডি ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। বক্ষে, উদরে ও অধঃ শাখায় সর্ষপের পটী দিবেক। মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্লিষ্টার দিবে। শ্বাস ক্রিয়ার ও হৃৎস্পন্দনের উত্তেজনার্থ তাড়িত প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। কাওয়ার ক্বাথ, চার ফাণ্ট, মাজুফলের ক্বাথ, জম্বীর রস, ডিম্বের কুসুম যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করাইবে।

নিষেধ।—নবজ্বর বা মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহ, রক্তাধিক্য তরুণ যান্ত্রিক প্রদাহ, অতিসার্ব্বর্ম্ম, কোষ্টবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি। অপব পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় এবং স্তনদায়িনী স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ।—বিবিধ প্রদাহে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। যে সকল যান্ত্রিক প্রদাহে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা যথা—মস্তিষ্ক ও ফুসফুস-প্রদাহ, তাহাতে অহিফেণ প্রয়োগ করিবেনা এবং মুখমণ্ডলের মালিন্য বা ওষ্ঠের বর্ণের মালিন্য কিঞ্চিন্মাত্র দেখিলে অহিফেণ হইতে বিরত হইবে। কিন্তু অন্ত্রাবরণ প্রদাহ, অন্ত্রপ্রদাহ এবং অতিসার প্রভৃতি যে সকল প্রদাহে অবসাদন হইয়া মৃত্যু হয়, তাহাতে অহিফেণ অত্যন্ত উপকারক। অপর যে সকল প্রদাহে যাতনা অধিক হয় ও তন্নিবন্ধন অনিদ্রা হয়, তাহাতেও প্রযোজ্য।

বিবিধ অবিরাম জ্বরে এবং প্রাদাহিক জ্বরে, প্রলাপ, অস্থিরতা, অনিদ্রা উদরাময়াদি নিবারণার্থ অহিফেণ বিশেষ উপযোগী।

উন্মাদ, সূতিকোন্মাদ, মদাতঙ্ক, বিবিধ কারণোদ্ভূত অনিদ্রা, বিবিধ কাশরোগে কাশের উগ্রতা দমনার্থ, অতিসার, উদরাময়, বিসূচিকা, অন্ত্রবদ্ধ রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, আবদ্ধ, দুর্নিবার কোষ্ঠবদ্ধ, সীসশূল, পাকাশয়স্থ স্নায়বীয় উগ্রতা বশতঃ বমন ও হিক্কা, মূত্রাশ্মরী, পিত্তাশ্মরী, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ, লিঙ্গনালের আক্ষেপজনিত প্রস্রাব বন্ধ, মধুমেহ ইত্যাদি রোগে উপকারক। গর্ভস্রাবের উপলক্ষ হইলে, প্রসব বেদনার আরম্ভে যদি জরায়ু যথা নিয়মে সংকুচিত না হইয়া বিশৃঙ্খলরূপে আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে অহিফেণ প্রয়োগ করিবে।

হেতাল বেদনায় কর্পূরসহ প্রযোজ্য। জরায়বীয় রক্তস্রাব, অন্যান্য নানাবিধ রক্তস্রাবে উপকারক। বাত ও স্নায়ুশূলে ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার দর্শে।

নানাবিধ চর্ম্ম রোগে উগ্রতা ও বেদনা নিবারণার্থ ইহা প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

অহিফেণের পলস্ত্রা। অহিফেণ সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ আউন্স, ধূনার পলস্ত্রা ৯ আউন্স। জলস্বেদন যন্ত্রে রজন পলস্ত্রা গলাইয়া তাহার সহিত অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া লইবে।

অহিফেণের পীচকারি। অহিফেণের অরিষ্ট অর্দ্ধড্রাম, শ্বেতসার মণ্ড ২ আউন্স, মিশ্রিত করিয়া লইবে।

অহিফেণের সার। অহিফেণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ১ পাউণ্ড, পরিশ্রুত জল ৬ পাইণ্ট। তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন ক্রমান্বয়ে ২ পাইণ্ট জলে অহিফেণকে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া লইবে, পরে সমুদয় জল একত্র ছাকিয়া জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত করাইবে।

মাত্রা।০ সিকি হইতে ২ গ্রেণ। ইহার অর্দ্ধ গ্রেণ এক গ্রেণ অহিফেণের তুল্য।

অহিফেণের তরল সার। অহিফেণের সার ১ আউন্স, পরিশ্রুত জল ১৬ আং, সুরা ৪ আং *। অহিফেণের সারকে ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ আড়োলন করিবে, পরে ছাকিয়া সুরা সংযোগ করিবে। সমুদায়ে ১ পাউণ্ড হইবে। মাত্রা ৫ হইতে ৪০ মিনিম। ইহার ২২ মিনিমে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

অহিফেণের মর্দ্দন। অহিফেণের অরিষ্ট ২ আং, সাবান মর্দ্দন ২ আং মিশ্রিত করিয়া লইবে।

অহিফেণাদি বটিকা। অহিফেণের সূক্ষ্ম চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ আং, কঠিন সাবান চূর্ণ ২ আং, পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন। একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ হইতে ৫ গ্রেণ। ইহার ৫ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

অহিফেণযুক্ত সুগন্ধি খটীকাচূর্ণ। সুগন্ধ খটীকাচূর্ণ ৯৸০ আং, অহিফেণ চূর্ণ।০ আং। একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ হইতে ৪০ গ্রেণ, ইহার ৪০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

অহিফেণাদি চূর্ণ। অহিফেন চূর্ণ ১॥০ আং, গোলমরিচ চূর্ণ ২ আং, শুণ্ঠীচূর্ণ ৫ আং, জীরাচূর্ণ ৬ আং, কতিরা বা গঁদচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ আং। একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। ইহার ১০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

অহিফেণের খণ্ড। অহিফেণ চূর্ণ ১৯২ গ্রেণ, শর্করার পাক ১ আং, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেণ, ইহার ৪০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

অহিফেণের অরিষ্ট। অহিফেণ স্থূল চূর্ণ ১॥০ আং, সুরা ১ পাইণ্ট। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং সুরা দ্বারা এক পাইণ্ট

* যে যেস্থলে কেবল সুরা লেখা আছে তৎ তৎস্থানে দেশী সুরা বুঝিতে হইবেক।

পূর্ণ করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ৪০ মিনিম। ইহার ১৪॥০ মিনিমে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অকরাদি চূর্ণ। আকরকরা শুঠ লবঙ্গ কুঙ্কুম পিপুল জায়ফল জাতিপুষ্প রক্তচন্দন চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, অহিফেণ চূর্ণ ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, মধু সহ ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র স্তম্ভনকর ও বীর্য্য বৃদ্ধিকারক। ভাবঃ

আমরাক্ষসী। অহিফেণ জায়ফল লবঙ্গ হিঙ্গুল কর্পূর সমভাগে লইয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ঈষ-দুষ্ণ তণ্ডুলাম্বু অণুপেয়। ইহাতে অতিসার ও বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

দুগ্ধবটী। অহিফেণ বিষ প্রত্যেকে ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অভ্র ৬ রতি, দুগ্ধ সহ মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে দুগ্ধ সহ এক একটী বটীকা সেব্য। লবণ জল বর্জ্জিত, পথ্য কেবল দুগ্ধ। জ্বর গ্রহণী ও শোথে ব্যবহার্য্য। ভৈঃ রত্নাঃ

গ্রহণী কপাটরস। জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধূতুরার বীজ প্রত্যেকে ১ ভাগ, অহিফেণ ২ ভাগ একত্রে গন্ধভাদুলের পত্রের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। গ্রহণী ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার্য্য। পথ্য দধি অন্ন। রসেন্দ্র সারঃ

শম্ভুনাথরস। হরিতাল সোহাগা হিঙ্গুল ফটকিরি মনঃশিলা, সিমূল ক্ষার (সেঁকো) বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, পারদ গন্ধক অহিফেণ প্রত্যেকে ৭ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে সিদ্ধি, নিসিন্দা, ধুস্তুর ও নিম্বপত্র রসে ৭। ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার অতিসার, গ্রহণী, জ্বর নষ্ট হয়। পথ্য—দধি অন্ন ও শীতল দ্রব্যাদি।

কর্পূরাদি বটী। কর্পূর মৃগনাভি প্রত্যেকে ১ ভাগ, অহিফেণ ও জৈত্রী প্রত্যেকে ৪ ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। পানের রস সহ বহুমূত্র রোগে প্রযোজ্য। অমৃতসাগর

আকনাদি।

অপর নাম—পাঠা, অম্বষ্ঠা নিমূকা।

মিনিসপার্ম্মেসিয়ী জাতীয় ষ্টিফানিয়া হারন্যান্‌ডিফোলিয়া নামক লতার মূল। বঙ্গদেশের সকল অংশেই অপর্য্যাপ্ত জন্মে। এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার লতার মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে ইহা প্যারেরা ব্রেভার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা মূত্রকর, বলকর ও ঈষৎ রেচক। অশ্মরী, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, ক্ষত ও অন্যান্য প্রকার মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ইহা ব্যবহারে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হইয়াছে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার মূল কটু, তিক্ত, গ্রাহী, বাত শ্লেষ্মহর এবং ইহাতে শূল জ্বর ছর্দ্দি কুষ্ঠ অতিসার হৃদ্রোগ দাহ কণ্ডু বিষ শ্বাস কৃমি গুল্ম ও ব্রণাদি নষ্ট হয়। ইহার পত্র ক্ষতোপরি বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয়।

প্রয়োগরূপ।

নিমূকার ক্বাথ। নিমূকা মূল আদ্ ছটাক, জল ১০ ছটাক, ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১ কাঁচ্চা হইতে ১ ছটাক, দিনে তিনবার।

নিমূকার তরলসার। নিমূকার মূল স্থূল চূর্ণ ৮ ছটাক, ফুটিত পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন, সুরা দেড় ছটাক। দশ ছটাক জলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মূল গুলি ভিজাইয়া রাখিবে, পরে পার্কোলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন

করিয়া জল দ্বারা মূলকে অসার করিবে। যে ফাণ্ট প্রস্তুত হইবে, তাহাকে জলস্বেদনযন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া ৬৷৷০ ছটাক করিবে, শীতল হইলে সুরা সংযোগ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম।•

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

পাঠাদি চূর্ণ। আকনাদি, হিঙ্গু, বন যমানি, বচ, পিপুল, পিপুল মূল চই চিতে ও শুঠ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উষ্ণাম্বু ও সৈন্ধব সহ পানে আমাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

সারস্বত ঘৃত। আকনাদি সজিনা বচ লবণ ধাতকী লোধ প্রত্যেকে ৮ তোলা কল্কার্থ লইয়া ও ১৬ সের ছাগ দুগ্ধ দিয়া ৪ সের ঘৃত পাক কবিবে। ইহাতে গদ্‌গদ মূকতা নষ্ট এবং স্মৃতি মেধা বৃদ্ধি হয়। ঐ

ভদ্রাবহ ঘৃত। আকনাদি, পাটলা, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা ভূমি কুষ্মাণ্ড, কাশ মূল, কুশ মূল, ইক্ষু মূল, গোক্ষুর, পাতরকুচী, চামার আলু, শালি ধান্যের মূল, শরমূল, ভেলা, শিরীষ মূল সমভাগে লইয়া পাদাবশেষ কষায় প্রস্তুত কবিয়া তদ্দারা ৪ সের ঘৃত পাক করিবে, কল্কার্থ—নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দিবে—শৈলজ, যষ্টিমধু, সুঁদিপুষ্প, কাকোলী, শশারুবীজ, কুষ্মাণ্ড বীজ, কাঁকুড় বীজ সমভাগে দিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আকনাদি পটোল যব রক্তচন্দন ধনে আমলকী বাসক দারচিনি তমাল পত্র, গজপিপুল ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া চিনি মধু ও ঘৃত সহ লেহন কবিলে অম্লপিত্ত ও অরুচি নষ্ট হয়। ভাবঃ

আকনাদি মূল, মধু ও তণ্ডুলাম্বু সহ সেবনে অন্তর্ভূত বিদ্রধী নষ্ট হয়। চক্রঃ

আকনাদি পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী যষ্টিমধু ইন্দ্রযবের ক্বাথ পানে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

আকন্দ।

অপর নাম—অর্ক।

য়্যাসক্লিপিয়েডী জাতীয় ক্যালট্রপিস জাইগ্যানটিয়া ও প্রসিরা নামক বৃক্ষের মূলের বল্কল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জন্মে।

রাসায়নিকতত্ত্ব। ইহাতে মুড়ারিণ নামক এক প্রকার বীর্য্য আছে। ইহার আস্বাদ কটু ও বিবমিষা জনক।

ক্রিয়া। বমনকারক, স্বেদজনক পরিবর্ত্তক বিরেচক। ইপিক্যাকিউয়ানহার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৫ রতি হইতে ৩০ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ২০ মিনিট হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে বমন হয়, সচরাচর তৎসঙ্গে বিবমিষা থাকে ও কোন কোন রোগীর বিরেচন হয়।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তামাশয় রোগে ইহা ইপিক্যাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ইপিক্যাকের সমান বা তদপেক্ষা কিছু বেশী দেওয়া আবশ্যক। অহিফেণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়াও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, যৌণিক উপদংশ, বিবিধ প্রকার ক্ষত, পুরাতন বাত, উদরাময় এবং বিবিধ প্রকার চর্ম্ম রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে আকন্দমূল, বাত কণ্ডু কুষ্ঠ বিষ প্লীহা গুল্ম অর্শ উদরী ও কৃমিনাশক। শ্বেত পুষ্প—বৃষ্য, দীপন, পাচন, অরোচক প্রসেক অর্শ কাশ ও শ্বাসনাশক। রক্তপুষ্প—মধুর তিক্ত, কুষ্ঠ কৃমি কফ অর্শ গুল্ম রক্তপিত্ত নাশক ও সংগ্রাহী। অর্ক দুগ্ধ তিক্ত উষ্ণ স্নিগ্ধ; কুষ্ঠ গুল্ম উদরীনাশক ও বিরেচক। ডাঃ এনিসলীর মতে ইহার দুগ্ধ ৬ রতি কয়েক বার সেবনে বমন হয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আকন্দ মূল সংগ্রহ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে পরে বল্কল পৃথক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ সিসির মধ্যে রাখিবে কারণ বায়ু লাগিলে উহার ক্রিয়ার হানি হয়। মাত্রা—পরিবর্ত্তক

বলকারক জন্য ১৷৹ হইতে ৫ রতি দিনে তিনবার, বমনকারক জন্য ১৫ হইতে ৩০ রতি। রক্তামাশয় রোগে ১০—২০ রতি মাত্রায় প্রয়োজ্য, কিন্তু এক বা দুই বারের অধিক দিতে হইবেক না। তৎপরে অল্প মাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকদের পক্ষে অর্দ্ধ হইতে ১ রতি মাত্রা। স্বেদজননার্থ ১—৩ রতি মাত্রায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

অর্কাদি চূর্ণ। অর্ক মূল বল্কল চূর্ণ ১ কাঁচ্চা, অহিফেণ চূর্ণ ১ কাঁচ্চা, সোরা ২ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ২৷৹ হইতে ৫ রতি। ইহার ৫ রতিতে অর্দ্ধ রতি অহিফেণ আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কচ্ছুরাক্ষস তৈল। মনঃশিলা, লঙ্কাসিজ, গন্ধক, সৈন্ধব স্বর্ণক্ষীরি পাতবকুচী শুঠ কুড় পিপুল ঈশলাঙ্গলী, করবী চাকুন্দে বীজ, বিড়ঙ্গ চিতা দন্তী নিম্বপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা, কটু তৈল ৮ সের, আকন্দর আটা ও মনসাসিজের আটা প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা মাখিলে কচ্ছু পামা কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। ভাবঃ

অর্ক তৈল। অর্কপত্রের রস ও হরিদ্রার কল্ক দ্বারা সর্ষপ তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে পামা কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আকন্দমূল জীরা শুঠ পিপুল মরিচ বামনহাটী কণ্টকারী. শুঠ কুড় ইহাদের ক্বাথ সেবনে শীতাঙ্গ মোহ শ্বাস কাসসহ সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

আকন্দ পত্র সৈন্ধবলবণ সহ পুটদগ্ধ করিয়া সুচূর্ণিত করিবে। ইহা দধির মাত সহ সেবনে প্লীহা নষ্ট হয়। ঐ

আকন্দের আটা ও সিজের আটা সহ দারুহরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া

বাতি প্রস্তুত করিবে। ইহা নালী ক্ষতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

শ্বেত আকন্দের মূল দ্বারা তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়। ঐ

আকন্দের মূল বল্কল, আকন্দের আটায় ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। তাহার ধূম পান করিলে কাস শান্তি হয়। চক্রঃ

দন্ত শূলে আকন্দের আটার স্থানীক প্রয়োগ উপকারী। ঐ

আকরকরা।

কম্পজিটী জাতীয় য়্যানসিক্লস পাইরিথ্রম বৃক্ষের মূল। বার্বেরী, স্পেন, আফ্রিকাতে জন্মে। আরবদেশ হইতে বোম্বাইতে আনীত ও রোপিত হইয়াছে।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব। অঙ্গুলির ন্যায় দীর্ঘ কুঞ্চিত, ধূসরবর্ণ কঠিন ভঙ্গুর গন্ধহীন। চর্ব্বণ করিলে প্রথমতঃ ঈষৎ অম্ল ও কটু বোধ হয়, কিঞ্চিৎ পরে জিহ্বা, তালু ঝিন ঝিন করিতে থাকে এবং উষ্ণ বোধ হয়, অবশেষে যথেষ্ট পরিমাণে লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। ইহাতে কটু তৈল ও পাইরিথ্রিন নামক ধূনা আছে।

ক্রিয়া। উত্তেজক, স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক, লালানিঃসারক ও প্রদাহকারক। প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসকগণের নিকট ইহা অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করিতেন।

আময়িক প্রয়োগ। দন্তশূলে এই মূল এক খণ্ড চর্ব্বণ করিলে লালা নিঃসরণ হইয়া উপকার করে। স্বতঃ উৎপন্ন লালাস্রাবে ইহা ব্যবহারে সবিশেষ উপকার দর্শে। তালু ও তালুপার্শ্ব গ্রন্থি শিথিলতা হইলে ইহার কুল্য প্রয়োগ উপকারী। জিহ্বা ও গলদেশের পেশী অবশ হইলে এই মূল চর্ব্বণ করিলে উপকার হয়।

প্রয়োগরূপ।

আকরকরার ক্বাথ। আকরকরা ১ কাঁচ্চা, জল ২৷৷০ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

আকরকরার অরিষ্ট। আকরকরা স্থূল চূর্ণ ২ ছটাক, সুরা তিন পোয়া, ৭ দিন ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। দন্তশূল ও বেদনাদিতে স্থানীক প্রযোজ্য।

আখরোট জংলী।

ইউফরবিয়েসি জাতীয় য়্যালিউরাইটীস ট্রিলোবা নামক বৃক্ষের দৃঢ়ত্বক বিশিষ্ট ফল। মলক্কা, মালাই দ্বীপ ও আসামে জন্মে। বাঙ্গালার নিম্ন প্রদেশেরও কোন কোন স্থানে জন্মে। ইহার শাঁস সুস্বাদু ও বিলাতী আখরোটের সমান। ইহা নিষ্পেষণ করিলে এক প্রকার তৈল বাহির হয়।

ক্রিয়া। শাঁসের কামোদ্দীপক শক্তি থাকা কথিত আছে, বোধহয় ইহাতে অধিক পরিমাণে তৈলবৎ পদার্থ থাকাতে শরীরে বলাধান হইয়া উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার তৈল মৃদু রেচক। ডাক্তার ওয়ারিং বলেন যে, এই তৈল অর্দ্ধ বা এক ছটাক মাত্রায় মৃদু ও নিরাপদ বিরেচক। ঔষধ সেবনের পর ৩—৬ ঘণ্টার মধ্যে বেদনা বিবমিশাদি না হইয়া বিরেচন হয়। ইহা বিস্বাদ নহে, তজ্জন্য ক্যাষ্টর অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আতা।

অপর নাম—গণ্ডগাত্র।

য়্যানোনা স্কোয়ামোজা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জন্মে।

ইহার পত্রের গুণ বিষ বিস্ফোট, ব্রণ বীসর্প ও কুষ্ঠনাশক। মধুর তিক্ত কেশ্য ও কফপিত্তহৃৎ। ফলঃ

পক্কফল – মধুর স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মল শীতল ও গুরু। ভাবঃ

স্ফোটকাদিতে আতার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

আতিস।

অপর নাম—আতৈচ, অতিরিষ।

র‍্যাননকিউলেসিয়ী জাতীয় একোনাইটম হিটরোফাইলম নামক চারার মূল। কমায়ুন, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ক্যাপ্টেন পূথার বলেন যে, ইহা প্রধানতঃ ডেকানে জন্মে ও তথা হইতে ইন্দোরে আনীত হয়।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। অণ্ডাকৃতি দুইটী কন্দ একত্রীভূত, ধূসর বর্ণ, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ, ১৷৹ হইতে দুই বা তদধিক ইঞ্চি লম্বা, গন্ধ বিহীন, অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ, অম্ল বা কষায়ত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। মূল ভাঙ্গিলে যাহার অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও আস্বাদ বিশুদ্ধ তিক্ত নহে তাহা পরিত্যাজ্য। ইহার এক খণ্ড চর্ব্বণ করিলে যদি জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ঝিন ঝিন বা অসাড়তা বোধ হয় তবে তদ্রূপ মূল কোনক্রমেই ব্যবহার করিবে না। জল দ্বারা ১৮ অংশ ও সুরা দ্বারা ৩২ অংশ ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক, পর্য্যায় নিবারক। ডাঃ কানাইলাল দে বলেন যে, প্রকৃত আতীস অতিশয় তিক্ত, ঈষৎ সংকোচক এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে সূত্রবৎ অংশ থাকে। কিন্তু উক্ত সূত্রবৎ অংশ দ্বারা কোন প্রকার অপকার হয় না। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ আতুরালয়ে এবং বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের বহুদর্শিতা দ্বারা ইহার জ্বরঘ্ন ও তিক্ত বলকারক গুণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদিও ইহা কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি তদভাবে ইহা ব্যবহার্য্য। পালাজ্বর ও পর্য্যায় জ্বরের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১০।১৫ রতি মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টান্তর জ্বরের বিরামকালে প্রযোজ্য। জ্বর ও অন্যান্য রোগান্তের দৌর্ব্বল্যে ইহা ২—৪ রতি মাত্রায় দিবসে তিন বার

সেবনে বলাধান হয়। ডাং হেমিং, ডাং বেলফোর, ওয়াটসন, মুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ইহার কার্য্যকারিতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা সংকোচক ও বলকারক এবং কফপিত্ত আমাতিসার কাস ও ক্রিমী নষ্ট করে।

মাত্রা বলকরণার্থ ২—৫ রতি, পর্য্যায় নিবারণার্থ ১০—১৫ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বাল চতুর্ভদ্রিকা। মুতা পিপুল আতিস কাঁকড়া শৃঙ্গী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ২—৪ রতি মাত্রায় মধুসহ সেবনে শিশুর জ্বর অতিসার কাস শ্বাস ও বমি নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আতিস বচ মূতা ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ সেবনে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

আতিস শুঠ মূতা বালা ইন্দ্রযব শৃত জল সেবনে বালকের অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

আতিস শুঠ কুটজ মূতা ও গুলঞ্চের ক্বাথ পানে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আনারস।

ইংরাজী নাম—পাইন য্যাপল।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। আগ্নেয় ও স্নিগ্ধকারক। ইহার তরুণ শাখার মূলভাগ মর্দ্দন করিয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে ক্রিমীনাশক হয়। ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেলি সাহেব পক্ব আনারসের রস পাণ্ডু বা কামল রোগ আরোগ্যকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। জ্বরাবস্থায় বমনে আনারস ভক্ষণ করিলে উপকার হয়। আনারসের পাতার রস এক ছটাক, মিশ্রির গুড়া ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া হিক্কাগ্রস্থ রোগীকে সেবন করাইলে আশু প্রতীকার হয়।

আমি আদা।

অপর নাম—আম্রহরিদ্রা, কর্পূর হরিদ্রা।

স্কিটামিনেয়ী জাতীয় করকিউমা আমআদা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল। বঙ্গদেশে সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। আগ্নেয় ও বায়ুনাশক। অজীর্ণ রোগে প্রযোজ্য। ইহার গন্ধ আম্রের মত। কাঁচা পেঁপে ও তেঁতুল সহযোগে ইহার উৎকৃষ্ট অম্বল হয়।

আমড়া।

স্পন্ডিয়াস মাঙ্গিফেরা বৃক্ষের ফল। ভাবতবর্ষে জন্মে।

বাতঘ্ন গুরু উষ্ণ রুচিকর, সারক। পক্ক আমড়া স্বাদু, শ্লেষ্মল স্নিগ্ধ বৃষ্য বিষ্টম্ভি, বৃংহণ গুরু বল্য, বায়ুপিত্ত ক্ষত দাহ ক্ষয় ও রক্তজিৎ। ভাবঃ

আমরুল।

অপর নাম—অম্ললোনিকা চাঙ্গেরী।

অগজ্যালিডেসী জাতীয় অগজ্যালিস কর্ণিকিউলেটা নামক ক্ষুদ্র গুল্ম। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আপনাপনিই জন্মে। ইহা ইউরোপীয় সরেলের সমতুল্য। ইহার পত্র ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শৈত্যকারক, পিপাসা নিবারক, আগ্নেয়। ইহার ক্ষুদ্র পাতা, ডগা ও পুষ্পাদি শর্করা সহযোগে খণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা জ্বররোগে, শৈত্যকরণ ও পিপাসা নিবারণার্থ প্রযোজ্য। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক কাঁচ্চা। ইহার পত্রের অম্বল ও চাট্‌নী প্রস্তুত হয়, তাহা ভক্ষণে অরুচি নিবারণ হয়। রক্তামাশয় ও গুদভ্রংশ রোগে ইহার পত্র সেবনে উপকার হয়। ধুতুরার দ্বারা মত্ততা উপস্থিত হইলে ইহার পত্রের রস সেবনে মত্ততা নিবারণ হয়। বস্ত্রে ইংরাজী কষকালি পড়িলে

তৎক্ষণাৎ উহাতে আমরুল শাক রগড়াইয়া উত্তমরূপে ধৌত করিলে ঐ কালি উঠিয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

চাঙ্গেরী ঘৃত। আমরুলের রস, কুলের কাথ, দধি, ক্ষারোদক ও শুণ্ঠির কাথ দ্বারা বিপক্ক ঘৃত পানে গুদভ্রংশ রোগ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

চাঙ্গেরী ঘৃত। আমরুলের রস ও তৎকল্ক এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দধি দিয়া ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে গ্রহণী অর্শ প্রবাহিকা মূত্রকৃচ্ছ্র গুদ-ভ্রংশ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

আমলকী।

অপর নাম—ধাত্রী, আমলা।

ইউফরবিয়েসিয়ী জাতীয় ফিলান্থস এম্বিলিকা নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের সকল স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালা, করমাণ্ডেল, মালাবার ও ডেকানে জন্মে। স্ত্রীলোকেরা কেশ পরিষ্কার ও সুগন্ধি করণার্থ ইহার শুষ্ক ফল ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাঁচা অবস্থায় অম্লাস্বাদ, শুষ্কাবস্থায় অম্ল কষায়াস্বাদ, ইহাতে গ্যালিক এসিড আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। শুষ্ক ফল সংকোচক, অপক্কাবস্থায় মৃদু রেচক, পিপাসা নিবারক ও শৈত্যকারক। পৈত্তিক অসুস্থতা ও বিবমিশায় শৈত্য জন্য ইহার সুপক্ক ফল সেব্য। জ্বরে ইহার ফান্ট উত্তম পানীয়। বহুমূত্রে ইহা দ্বারা উপকার হয়। এই বৃক্ষের বল্কল প্রবল সংকোচক এবং উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। বটেভিয়ার আতুরালয়ে ইহার শুষ্ক ফল উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহৃত হইয়া উপকার দর্শিয়াছিল। ডাং এন্সিলী বলেন যে, ইহার পুষ্প শৈত্যকারক ও ঈষৎ রেচক। ডাং রস ইহার বৃক্ষের বল্কলের সার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করায় খদিরের ন্যায় সমগুণকারী হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ইহার তরুণ

শাখাগ্র ও ক্ষুদ্র শাখা সকল অপরিষ্কৃত ও কর্দ্দমাক্ত জলে ফেলিয়া দিলে জল পরিষ্কার হয়। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ত্রিবাঙ্কুরের লোকেরা এইরূপ উপায়ে কূপোদক পরিষ্কার করে। আমলকীর রস ১ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্রে পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। বমন নিবারণার্থ ইহার রস শর্করা সহ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার রস শীতল মূত্রকর ও মৃদু রেচক। শুষ্ক ফল সংকোচক, রক্তরোধক, রক্তপিত্ত ও প্রমেহঘ্ন, বৃষ্য ও বলকর।

হরীতকী বহেড়া আমলকী এই তিনকে ত্রিফলা কহে। তিনটাই সমভাগে গ্রহণীয়। ইহা কফপিত্তঘ্ন, মেহকুষ্ঠহর, চক্ষুষ্য, দীপনী, রুচ্যা ও বিষমজ্বরনাশিনী।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

আমলক্যাদি চূর্ণ। আমলকী চিতা হরীতকী পিপুল সৈন্ধব চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি। ইহা সর্ব্বজ্বর হর, ভেদী রুচিকর শ্লেষ্মহন্তা এবং দীপন ও পাচন। ভাবঃ

চতুরঙ্গাবলেহ। স্বিন্ন আমলকী ফল পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা, শুঠ ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা ও অরুচি শাম্য হয়। ঐ

কল্যাণ গুড়। আমলকী রস ১২ সের, গুড় ৪০০ তোলা পাক করিবে, পরে পিপুল মূল, জীরক চই শুঠ পিপুল মরিচ কৃষ্ণজীরা হবুষা বনযমানি, আকনাদি চিতা ধনে প্রত্যেকে ৮ তোলা, ত্রিবৃৎ চূর্ণ ৬৪ তোলা (তিল তৈল ৬৪ তোলায় ভাজিয়া লইবে) প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। অবশেষে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা বহেড়া ফলের সমান। ইহাতে সকল প্রকার গ্রহণী বিকার, শ্বাসকাস স্বরভেদ ও শোথ নষ্ট হয়, ইহা বলকর। ঐ

মহাকল্যাণ গুড়। আমলকীর রস ১২ সের, গুড় ৬৷৹ সের তেউড়ি মূল চূর্ণ ৬৪ তোলা (৬৪ তোলা তৈলদ্বারা ভাজিবে) পিপুল, পিপুল

মূল, চিতে গজপিপুল ধনে বিড়ঙ্গ যমানী মরিচ ত্রিফলা বনযমানী নীল-বৃক্ষ, জীরা সৈন্ধব রোমক সামুদ্র রচক ও বিটলবণ, আরগ্বধ, দারচিনি তেজপত্র ছোট এলাচ কৃষ্ণজীরা শুণ্ঠী ইন্দ্রযব প্রত্যেকে ২ তোলা, দ্রাক্ষা ৩২ তোলা; মৃদু অগ্নিতে মন্দমন্দ পাক করিবে। অগ্নি ও বলানুসারে যজ্ঞ-ডুম্বুর, আমলকী বা কুল প্রমাণ সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী প্রমেহ দৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য কোষ্টবদ্ধ নষ্ট হয়। ইহা ক্ষীণ ধাতু ও ক্ষীণবল ব্যক্তি-দের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ঐ

ত্রিফলাদ্য তৈল। ত্রিফলা আতীস মূর্ব্বা ত্রিবৃৎ চিতে বাসক নিম্ব সোঁদাল বচ ছাতিম হরিদ্রা দারুহরিদ্রা গুলঞ্চ নিসিন্দা পিপুল কুড় সর্ষপ ও শুঠ কল্কার্থ সমভাগে লইবে এবং তুলসী ও কৃষ্ণতুলসীর রস দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যরূপে প্রযোজ্য। ইহাতে স্থৌল্য ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়। ঐ

আমলকী খণ্ড। সিদ্ধ, বস্ত্র নিষ্পীড়িত বীজাদি রহিত ও শিলা-পিষ্ট কুষ্মাণ্ড শস্য ৪০০ তোলা, ভর্জনার্থ ঘৃত ২ সের, চিনি ৪০০ তোলা, আমলকীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ড রস ৪ সের দিয়া পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে পিপুল জীরা শুঠ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, তালীশ-পত্র, ধনে দারচিনি তেজপত্র এলাচ নাগেশ্বর মূতা প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত শূল শ্বাস কাস অরোচক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

ধাত্রী লৌহ। আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টি-মধু ১৬ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি। ইহাতে শূল অজীর্ণ নষ্ট হয়। ঘৃত মধু সহ আহারের পূর্ব্ব সময় ও অন্তে সেব্য। ঐ

ধাত্রী লৌহ। ঈষৎ কুট্টিত যব তণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ পল শেষ ৪ পল, বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীর রস অভাবে কাথ,

দধি দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ পল, ভূমি কুষ্মাণ্ড রস, ঘৃত, ইক্ষুরস প্রত্যেকে ৪ পল একত্রে মিশ্রিত করিয়া শোধিত মণ্ডুর ৬ পল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন-পাকে জীরা ধনে দারচিনি, তেজপত্র এলাচ গজপিপুল মুতা হরীতকী লৌহ অভ্র ত্রিকটু রেণুক ত্রিফলা তালীশপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা চারি আনা হইতে এক তোলা। ভৈঃ রত্না

• ধাত্রী অরিষ্ট। দুই সহস্র আমলকীর রস, মধু আমলকীর রসের ⅛ অংশ, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শর্করা ৬।০ সের একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষণ-কাল জ্বাল দিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস রাখিবে। ইহাতে পাণ্ডু অজীর্ণ বাতরক্ত বিষমজ্বর, শ্বাস কাস নষ্ট হয়। মাত্রা ১—২ তোলা। চক্রঃ

চ্যবন প্রাশাবলেহ। বেলছাল গণিয়ারিছাল সোনাছাল গাম্ভারী পারুল বেড়েলা শালপান চাকুলে মুগানি মাষানি পিপুল গোক্ষুর বৃহতী কণ্ট-কারী, কাকড়াশৃঙ্গী ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা জীবন্তী কুড় অগুরু হরীতকী গুলঞ্চ ঋদ্ধি জীবক ঋষভক শঠী মূতা পুনর্নবা মেদ ছোট এলাচ, সুঁদি পুষ্প, রক্তচন্দন ভূমি কুষ্মাণ্ড, বাসক মূল, কাকোলী কাকজংঘা প্রত্যেকে ২ তোলা। শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ সরস সুপুষ্ট আমলকী ১২৫ টা, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ছাকিয়া লইবে ও আমলকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া ঘৃত ১২ তোলা, তিল তৈল ১২ তোলায় অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিবে। পরে চিনি ১০০ তোলা ও উক্ত কাথ দিয়া ভৃষ্ট আমলকী পাক করিবে; লেহবৎ হইলে নামাইয়া বংশ-লোচন ৮ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দারুচিনি অর্দ্ধ তোলা, তেজপত্র অর্দ্ধ তোলা ও ছোট এলাচ অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ১২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে স্বরভঙ্গ যক্ষ্মা শ্বাস কাস শুক্রগত দোষ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহাতে অগ্নি ও ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ধাতুর পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভৈঃ রত্নাঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আমলকীর রস মধু সহ সেবনে মেহ রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক ঘৃতের সহিত বদনাভ্যন্তরে রাখিলে মুখে সুরস ও রুচি হয়। ভাবঃ

আমলকী লৌহ শুঠ পিপুল মরিচ হরিদ্রা চূর্ণ, মধু চিনি ও ঘৃত সহ লেহন করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পেষিত আমলকী, খই চিনি প্রত্যেকে ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, জল ১ সের, একত্রে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইহা পানে ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ঐ

আমলকীর কল্ক দ্বারা বস্তি দেশে প্রলেপ দিলে মূত্রনিগ্রহ সত্বর প্রশমিত হয়। ঐ

ত্রিফলা দেবদারু হরিদ্রা ইন্দ্রবারুণী ও মুতার ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। ঐ

আমলকী চূর্ণ গুড়সহ সেবনে শীতপিত্ত নষ্ট হয়। ঐ

আমলকী, সূর্য্যদিপুষ্পের কেশর ও যষ্টিমধু একত্রে লেপ দিলে অরুষিকা নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিফলা চিনি সহ কিছু কাল সেবন করিলে রসায়ন হয়। ঐ

বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে চিনি, হেমন্তকালে শুঠ, শীতকালে পিপুল, বসন্তকালে মধু ও গ্রীষ্মকালে গুড় সহ ত্রিফলা সেবন করিলে রসায়ন হয়। এক বৎসর এইরূপ নিয়মে সেবন কর্ত্তব্য।

আম্র।

য়্যানাকার্ডিয়েসী জাতীয় ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার পক্ক ফল আম্র ভারতবর্ষের সকল ফলাপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অপকাবস্থায় অম্ল নানাবিধ চাটনী ও আচার প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। বীজাভ্যন্তরস্থ শস্যই সাধারণতঃ ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। আমের কেশী সংকোচক ও রক্তরোধক, ক্রিমিনাশক। সুপক্ক ফল পুষ্টিকারক। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, দুর্ভিক্ষাদির সময়ে আমের কেশী সিদ্ধ করিয়া লোকে ভক্ষণ করে। ডাং কার্কপাট্রিক আমের কেশী চূর্ণ ১০—১৫ রতি মাত্রায় ক্রিমিরোগে ব্যবহার করিয়া সুফল উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাতে অধিক পরিমাণে গ্যালিক এসিড আছে। তদ্ধেতু রক্তস্রাবী অর্শ ও রজোধিক রোগে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। এই বৃক্ষ হইতে লালাভ পাটলবর্ণ আঠা নির্গত হয়, তাহা লেবুর রস বা তৈল সহযোগে পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহারে উপকার হয়। ইহার বল্কল, তরুণ পত্র ও নির্য্যাস বিবিধ ঔষধীয় গুণযুক্ত কিন্তু উহাদের ক্রিয়া অদ্যাপি বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয় নাই।

ভাবপ্রকাশ আম্রের নিম্নলিখিত গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আম্রপুষ্প—অতিসার, কফপিত্ত, প্রমেহ ও রক্তস্রাবনাশক, রুচিকর গ্রাহী, বাতল। কচি আম—কষায় অম্ল, রুচ্য বায়ুপিত্তকর। আমশুঠা—স্বাদু কষায়, কফবাতজিৎ। পক্ক আম্র—মধুর বৃষ্য স্নিগ্ধ, বলপ্রদ, বাতহর হৃদ্য, বহ্নি শ্লেষ্মা ও শুক্র বিবর্দ্ধক, ঈষৎ রেচক। আম্র অধিক ভক্ষণ করিয়া শুঠ চূর্ণ ও জল বা জীরা ও সচললবণ সেবন করিলে শীঘ্রই উহা পরিপাক পায়। আমের কেশী—কষায়, ছর্দ্দি ও অতিসারনাশক, ঈষৎ অম্ল মধুর, হৃদয় দাহনুৎ। আমের নব পল্লব—রুচ্য ও কফপিত্ত নাশক। আম্র বল্কল—সংকোচক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

আম্রপাক। পক্ক আম্রের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, ঘৃত ৪ সের, শুঠ ৬৩ তোলা, মরিচ ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, জল ১৬ সের একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ধনে জীরা হরীতকী চিতা মুতা দারচিনি মউরী গেটেলা নাগেশ্বর এলাচবীজ, লবঙ্গ জায়ফল প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের উহাতে ঢালিয়া দিবে। আহারের পূর্ব্বে ৪-৮ তোলা

মাত্রায় সেব্য। বিবেচনানুসারে ইহাপেক্ষাও মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি, বল পুষ্টিবৃদ্ধি এবং অম্লপিত্ত, মহাশ্বাস, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডু রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আম জাম ও অর্জুন বৃক্ষের ছাল শীতল জলে ভিজাইয়া ও ছাকিয়া লইয়া মধু সহ পান করিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব ও অতিসার নিবারিত হয়। শার্ঙ্গঃ

আমের কেশী ও বিল্বশুণ্ঠীর ক্বাথ, মধু ও শর্করা সহ সেবনে ছর্দ্দ্যতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

আমের কেশী, লোধ বিল্বশাঁস ও প্রিয়ঙ্গু, তণ্ডুলাম্বু ও মধুসহ পক্কাতিসার নাশার্থ সেব্য। ঐ

আমসী সৈন্ধব লবণ সহ তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে চর্ম্মদল নষ্ট হয়। ঐ

লৌহ চূর্ণ ২ তোলা, আমের কেশী ১০ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা ও বহেড়া ৪ তোলা একত্রে পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে ২৪ ঘণ্টা রাখিবে। পরে উহা কেশে মাখাইলে কেশের শুক্লতা গিয়া কৃষ্ণতা হয়। ঐ

আমের কেশী, হরীতকী আমলকী পিয়ালবীজ যষ্টিমধু কুড় মাষকলাই ও সৈন্ধব সমভাগে একত্রে দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

আম্র জম্বু প্রবাল যষ্টিমধু ও বট ইহাদের দ্বারা সাধিত তৈল কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ নষ্ট হয়। ঐ

আম্র ও জম্বুর ত্বকের ক্বাথ, খই চূর্ণ সহ সেবনে গর্ভিণীর গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

আমের কেশী, খই ও সৈন্ধব মধুসহ সেবনে শিশুর ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ঐ

আয়াপান, বিশল্যকরণী।

কম্পজিটী জাতীয় ইউপেটোরিয়ম আয়াপানা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র। হার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, এক্ষণে ভারতবর্ষের নানাস্থানে, জাবা ও সিংহল দ্বীপে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক ঘর্ম্মকারক বলকারক। মরিসসে ইহার পত্র চার পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। তথায় ইহার ফাণ্ট অজীর্ণ, উদরাময় ও কাশিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৫৪ ও ৫৬ খৃষ্টাব্দে তথায় যে বহুব্যাপী বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে ইহা ব্যবহার করায় শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি ও রক্তসঞ্চালন উত্তেজিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সর্প দংশনের ইহা প্রতিবিষ বলিয়া কথিত হয়। ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ উপায়ে প্রযোজ্য। ডাং এন্সিলী বলেন যে, ইহার পত্র বাটিয়া অসুস্থ ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহার পত্র নিষ্পেষিত রস অর্দ্ধ হইতে এক কাঁচ্চা মাত্রায় সংকোচক জন্য আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয়। আয়াপানের পাতা বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে ঘা ক্রমে পুরিয়া আইসে ও ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। কেহ কেহ ইহা আমরক্ত রোগে ব্যবহার করেন।

এই চারার সমুদায় অংশই সদ্‌গন্ধ যুক্ত ও ঈষৎ তিক্ত কষায়াস্বাদ।

আরগ্বধ।

অপর নাম—সোঁদাল, সোনালী, সুবর্ণক।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসীয়া ফিষ্টিউলা নামক বৃক্ষের ফলের আভ্যন্তরিক শস্য। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। ঘোর পাটল বর্ণ আটাযুক্ত, মিষ্টাস্বাদ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। ইহাতে শর্করা, গঁদ ও পেক্‌টিন নামক দ্রব্য আছে। ইহার ফলের স্বরূপ বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, কারণ বঙ্গদেশের সকল লোকেই

তাহা অবগত আছেন। ইহার শাঁসের ৫ অংশে ৩ অংশ শর্করা পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অল্প মাত্রায় মৃদু বিরেচক, অধিক-মাত্রায় বিরেচক। ইহা কেবল প্রয়োগ করিলে আধ্মান ও বেদনা উপ-স্থিত হইতে পারে, তদ্ধেতু বায়ুনাশক ঔষধ সহযোগে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে মুত্রের বর্ণ ঘোর পাটল হয়। কোষ্ঠবদ্ধে প্রযোজ্য। বীজ ও পত্র চূর্ণের ক্রিয়াও ঐরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। ডাং ইরভাইন বলেন যে ইহার মূল বল্কল উগ্র বিরেচক।

প্রস্তুত করণ। শাঁস ৷৷০ সের, জল দিয়া ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে পরে ছাকিয়া লইবে, তদনন্তর জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিবে। শাঁস বাহির না করিয়া সমগ্র ফল কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেও প্রস্তুত করা যায়।

মাত্রা ১—২ ড্রাম মৃদু রেচক, ১—২ আউন্স বিরেচক।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে ইহার শাঁস স্বাদু রেচক গুরু শীতল, ইহা জ্বর হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত বাতরক্ত উদাবর্ত্ত ও শূল নষ্ট করে। মূলও রেচক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

আরগ্বধাদি ক্বাথ। সোঁদাল ফলের মজ্জা, পিপুলমূল মূতা কটকী ও হরীতকীর ক্বাথ, সংশোধন পাচন ও দীপনকর বিরেচক। সশূল, আম-জ্বর ও কফবাতপিত্ত জ্বরে প্রযোজ্য। ভাব

আরগ্বধের পত্র কটু তৈল দিয়া ভাজিয়া সেবন করিলে আমঘ্ন ও কটিগ্রহ নিবারক হয়। ভাব

সোদালের পত্র, করঞ্জপত্র, দ্রোণ পুষ্প, পলাশ পুষ্প, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ হরিদ্রা কুটজ যষ্টিমধু মূতা শুঠ রক্তচন্দন আমলকী যমানী দেবদারুর কল্ক দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে কণ্ডু, পামা ও শীতপিত্ত নষ্ট হয়।

আরারুট।

মারাণ্টাসি জাতীয় বিবিধ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে মারাণ্টা অরণ্ডিনেসিয়া ও রামোসিসিমা নামক বৃক্ষ হইতে আরারুট প্রস্তুত করে। শেষোক্ত প্রকার বৃক্ষ পূর্ব্ব বাঙ্গালা, শ্রীহট্ট, কুমিল্লাতে জন্মে। বাজারে যে আরারুট বিক্রয় হয়, তাহার সঙ্গে অনেক সময় আলুর পালো মিশ্রিত থাকে এবং তদ্দারা ইহার গুণের হানি করে। আলুর পালোর দানা কথঞ্চিৎ বৃহৎ বিধায় এবং পর্দ্দা পর্দ্দা থাকায় অনায়াসে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরুপণ করা যায়।

ক্রিয়া। পুষ্টিকারক, লঘুপাক ও স্নিগ্ধকারক। দুর্ব্বল পীড়িত ও শিশুদের পক্ষে লঘুপাক বিধায় প্রযোজ্য। একটী পাত্রে গরম জল দিয়া তাহাতে কিছু কিছু আরারুট ছড়াইয়া দিয়া কাটির দ্বারা অনবরত নাড়িবে তাহা হইলেই উহা জলের সঙ্গে মিশিয়া সেবনোপযোগী হইবে। আবশ্যকানুসারে ইহার সঙ্গে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আর্দ্রক।

অপর নাম—শুঠ শৃঙ্গবের, নাগর।

সিটামিনী জাতীয় জিঞ্জিবর অফিসিনেল নামক ওষধির কন্দ। ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি নানাস্থানে জন্মে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। ২।৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, ঈষৎ পীতবর্ণ, সদ্‌গন্ধযুক্ত, ঝাল আস্বাদ। ইহাতে বায়ী তৈল, ধূনা ও শ্বেতসার পাওয়া যায়।

ক্রিয়া। উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক। কবিরাজেরা ইহার রস অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার করেন। কাঁচাবস্থায় আদা ও শুষ্কাবস্থায় শুঠ নামে আখ্যাত হয়। ডাং ওয়ারিং, কাঁচাপেক্ষা শুষ্ক আর্দ্রক ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহা চর্ব্বণ করিলে লাল নিঃসরণ হয়। বাহ্যপ্রয়োগে চর্ম্মে উগ্রতা সম্পাদন করে।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাধ্মান, আধ্মান শূল, অন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে প্রযোজ্য। বিরেচক ঔষধ সহযোগে ইহা ব্যবহার করিলে পেট কামড়ায় না। শিথিল কণ্ঠক্ষত বা বেদনাতে ইহার ফাণ্ট কুল্যরূপে প্রযোজ্য। শুঠ চূর্ণ বিসূচিকা রোগে হাত পায়ে খাল ধরিলে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। নিকট দৃষ্টি রোগে ইহার উগ্র অরিষ্ট কপালে মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। শিরঃপীড়াতে শুণ্ঠীর পলস্ত্রা কপালে লাগাইবে। দন্ত বেদনাতে শুঠ একখণ্ড চর্ব্বণ করিলে উপকার হয়। পুরাতন বাত রোগে সন্ধিস্থলে শুণ্ঠী চূর্ণ ও জল একত্রে প্রলেপ দিলে বেদনাদি নিবারিত হয়। ডাং ওয়ারিং পুরাতন বাতগ্রস্ত রোগীকে শয়ন করিবার পূর্ব্বে শুণ্ঠীর ফাণ্ট (ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে) পান করিবার উপদেশ দেন। শুণ্ঠীর ঈষদুষ্ণ ফাণ্ট কাসি, সর্দ্দি ও বিষমজ্বরের শৈত্যাবস্থায় পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শূল রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার লাভ করা গিয়াছে। যথা—শুঠ চূর্ণ ৫ তোলা বিটলবণ ২।০ তোলা, সোহাগা ১।০ তোলা (ওজনের পর খই করিয়া লইবে) মুলতানি হিং ।৵০ আনা, সজিনার ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, পরে উহাতে বিটলবণ সোহাগার খই ও শুণ্ঠী চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৫৫টি বটীকা বাঁধিবে। সজিনার রসের পরিমাণের নিয়ম নাই, যত রস দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায় তাহাই দিবে। ২৭ দিন পর্য্যন্ত এই বটীকা প্রাতে ও সায়ংকালে এক একটী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মৎস্য। শাক অম্ল মিষ্ট তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাউল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য ও নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই সময় পূর্ব্বোক্ত পথ্যের নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। চূর্ণের মাত্রা ৩—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

শুণ্ঠীর ফাণ্ট। শুণ্ঠীর কুট্টিত ১।০ তোলা, উষ্ণজল ৫ ছটাক, এক ঘটা আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে

এক ছটাক। বায়ুনাশার্থ সাধারণতঃ প্রযোজ্য। সর্দ্দি, বাত প্রভৃতিতেও ইহা উষ্ণ উষ্ণ পান করিলে স্বেদস্রাব হইয়া উপকার করে।

শুণ্ঠীর অরিষ্ট। শুঠ স্থূলচূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা, শোধিত সুরা ১০ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ মিনিম হইতে এক ড্রাম।

শুণ্ঠীর উগ্র অরিষ্ট। শুণ্ঠী চূর্ণ ৫ ছটাক, সুরা যথা প্রয়োজন। শুণ্ঠী চূর্ণ একটী পার্কোলেটর যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ৫ ছটাক সুরা ঢালিয়া দিবে, দুই ঘণ্টা পরে আবার সুরা ঢালিয়া দিবে, নিম্নস্থ পাত্রে যখন অরিষ্ট ১০ ছটাক নিপতিত হইবে তখন তাহা গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ২০ মিনম।

শুণ্ঠীর পাক। উগ্র অরিষ্ট ৬ ড্রাম, শর্করার পাক ১৯ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। **নাগরাদি ক্বাথ।** শুঠ দেবদারু, বেনার মূল, বৃহতী ও কণ্টকারির ক্বাথ সামান্য জ্বরে প্রযোজ্য। ভাবঃ

২। **নাগরাদি ক্বাথ।** শুঠ, বেনার মূল, বেলশুঠ, মূতা বালা ধনে ও মোচরস ইহাদের ক্বাথ পানে গ্রহণী ও পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

৩। **নাগরাদি।** শুট আতিস মূতা, গুলঞ্চ চিরতা ও কুটজ ক্বাথ সেবনে সর্ব্ব প্রকার অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

যোগরাজ ক্বাথ। শুঠ ধনে বামনহাটী পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন পটোল-পত্র, ত্রিফলা, যষ্ঠিমধু বেড়েলা কটকী মূতা গজপিপুল আরগ্বধ চিরতা গুলঞ্চ দশমূল ও নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ ত্রিকোদ্বন সন্নিপাতে প্রযোজ্য। ঐ

সম শর্কর চূর্ণ। শুঠ ৭ ভাগ, পিপুল ৬, মরিচ ৫, নাগেশ্বর ৪, তেজপত্র ৩, দারচিনি ২ ও ছোট এলাচ ১ ভাগ এবং চিনি ২৮ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অর্শ অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

বিশ্বাদ্য চূর্ণ। শুঠ বনযমানি হরিদ্রা দারুহরিদ্রা সৈন্ধব বচ যষ্টিমধু, কুড় ও জীরা চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা প্রভাতে ঘৃত সহ লেহন করিলে বাক্‌শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐ

কল্যাণক চূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চই চিতে, শুঠ মরিচ ত্রিফলা বিট ও সৈন্ধব লবণ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, নাটা বা ডহর করঞ্জ, যমানি ধনে জীরা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা উষ্ণাম্বু সহ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ, অপস্মার উন্মাদ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। ঐ

শুণ্ঠী ঘৃত। শুণ্ঠীর ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অগ্নি সন্দীপন ও কটিশূল নিবারণ হয়। ঐ

শুণ্ঠী ধান্যক ঘৃত। শুঠ ১৮ তোলা, ধনে ১৬ তোলা পেষণ করিয়া ৪ সের ঘৃতে দিয়া ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্ম রোগ কাস শ্বাস নষ্ট ও বল বর্ণাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ঐ

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত। কল্কার্থ—আদা যবক্ষার পিপুলমূল পিপুল ঘৃত ও তাহার চতুর্গুণ কাঁজি দিয়া পাক করিবে। ইহাতে শূল বিবন্ধ, আনাহ ও আমবাত নষ্ট হয়। ঐ

শুণ্ঠী খণ্ড। শুঠ ৬৪ তোলা, ঘৃত ১৬০ তোলা, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৪০০ তোলা একত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে শুঠ পিপুল মরিচ দারচিনি এলাচ, তেজপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাতে বল পুষ্টি বিবর্দ্ধন ও আমবাত প্রশমিত হয়। ঐ

নাগরাদি তৈল। শুঠ ও ত্রিফলার কল্ক ও দধির মাত দ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করিবে ইহা সর্ব্বোদরে প্রয়োজ্য। ঐ

ব্যোমাদ্য শক্তু। শুঠ পিপুল মরিচ চিতা সজিনামূল ত্রিফলা কটকী বৃহতী কণ্টকারী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা আকনাদি আতিস শালপান হিঙ্গু কেউমূল যমানি ধনে চিতে সচললবণ, জীরা ও তবুষা সমভাগে চূর্ণ, তিল তৈল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে চূর্ণ সমষ্টির সমান, ছাতু ১৬ গুণ লইয়া

একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে প্রমেহ মূঢ়বাত কুষ্ঠ অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র শ্বাসকাস গ্রহণী ও স্থৌল্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

গুড়াদি বটীকা। গুড় ২৪ তোলা, শুঠ ২৪ তোলা, পিপুল ২৪ তোলা, মণ্ডুর ৮ তোলা, তিল ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সর্ব্ব শ্বযথু নষ্ট হয়। ঐ

আর্দ্রক খণ্ড। আদার রস ৪ সের, গোঘৃত ২ সের, গোদুগ্ধ ৮ সের শর্করা ২ সের, কল্কার্থ—পিপুল পিপুলমূল মরিচ শুঠ চিতা বিড়ঙ্গ মূতা নাগেশ্বর, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া পাক করিবে। প্রাতঃকালে সেব্য, ইহাতে শীতপিত্ত উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, শ্বাস কাস ও অরোচক প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

সৌভাগ্য শুণ্ঠী। ঘৃত ৩২ তোলা, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৪০০ তোলা পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে তাহাতে শুণ্ঠী চূর্ণ ২ সের, ধনে ২৪ তোলা, স্থলফা ৪০ তোলা, বিড়ঙ্গ ৮ তোলা, জীবা কৃষ্ণজীরা ত্রিকটু মূতা তেজপত্র নাগেশ্বর দারচিনি ছোটএলাচ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে সূতিকা রোগ, জ্বর দাহ তৃষ্ণা ছর্দ্দি মন্দাগ্নি ও কাসাদি নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

শিরোবেদনায় দুগ্ধ ও আদার রসের নস্য টানিলে উপকার হয়। চক্র

আদার রস মধুসহ সেবনে কাসি, সর্দ্দি ও অজীর্ণ নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

শুঠ পর্পট হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ত্রিফলা গুলঞ্চ মুতা কণ্টকারী নিম্ব পটোল কুড় ইহাদের ক্কাথ সেবনে জিহ্বক রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

শুণ্ঠীর ক্কাথ মধুসহ সেবনে অরুচি অগ্নিমান্দ্য শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ঐ

আদার রসের নস্য দিলে জ্বরের মূর্চ্ছা অপনোদিত হয়। ঐ

আদার রস ও সৈন্ধব লবণ একত্রে মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে জ্বরের অরুচি নিবারিত হয়। ঐ

পিষ্ট আমলকী দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে আলবাল নির্ম্মাণ করিয়া

আদ্রকের রস দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহাতে অতিসার রোগ সদ্য আরোগ্য হয়। ঐ

শুঠ ও বেলশুঠার ক্বাথ সেবনে বিসূচী ও ছর্দ্দি নষ্ট হয়। ঐ

শুঠ ও গুড় সমভাগে ভক্ষণ করিয়া শ্বেত পুনর্ণবার রস পান করিলে সর্ব্ব শোথ নষ্ট হয়। ঐ

আদার রস, পুরাতন গুড় সহ সেবনে শীতপিত্ত ও বহ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ঐ

আদার রস, মধু, সৈন্ধব ও তৈল একত্রে ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমধ্যে দিলে কর্ণের বেদনা উপশমিত হয়। ঐ

আলকুশী।

অপর নাম—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বানরী।

লিগিউমিনেসী জাতীয় মিউকিউনা প্রুরিয়েন্স নামক লতাবৎ বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ইহার ফলের মজ্জা, ফলের গাত্র সংলগ্ন লোম ও মূল ঔষধার্থে প্রযোজিত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার ফলের উপরিস্থ কেশ সকল মধু বা শর্করা সহযোগে প্রদান করিলে যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ লোম সকল ক্রিমীর গাত্রে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। মহীলতার ন্যায় ক্রিমীর উপরেই ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। ইহা ব্যবহারের পর এরণ্ড তৈল বা অন্য কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। চর্ম্মে স্থানীক প্রয়োগ করিলে অসহ্য কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। ৫—১৫ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য।

ইহার মূল—বলকর, বাতহর, স্নায়ুর পীড়াতে ব্যবহার্য্য। বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য বলকর, কামোদ্দীপক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বানরী বটীকা। আলকুশীর বীজ অর্দ্ধ সের, গোদুগ্ধ ৪ সের, শনৈঃ

শনৈঃ পাক করিবে। গাঢ় হইলে আলকুশী বীজের ত্বক ফেলিয়া দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে উহা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনির সহিত পাক করিয়া ১ তোলা পরিমাণে বটীকা বাঁধিয়া মজ্জনযোগ্য মধুতে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা সেবনে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য ও ইন্দ্রিয় শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ঔষধ প্রত্যহ একবার সেব্য। ভাবঃ

ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগ ঘৃত। আলকুশী, কুলে খাড়া, শিমুল দাক্ষা শর্করা প্রত্যেকে ১ ভাগ, মধু অর্দ্ধ ভাগ, ঘৃত ও দুগ্ধ এক এক ভাগ দিয়া একত্রে বিমথিত করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শুক্রক্ষয় জন্য রোগ ও যোনিদোষ নিবারিত হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আলকুশী বীজ ও গোক্ষুর বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা ২০—২৫ রতি পরিমাণে চিনি ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি হয়। সুশ্রুঃ

আলকুশী মাষকলাই এরণ্ডমূল রেড়েলামূল ইহাদের ক্বাথ হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেবনে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়। ভাবঃ

আলকুশীমূল, কতবেলের মজ্জা ও পঞ্চ গুরিয়া বীজ (হিন্দী) দুগ্ধ সহ স্ত্রীলোকে সেবন করিলে পুত্রবতী হয়। ঐ

আলু, গোলআলু।

সোলেনম টিউবারোজম নামক লতার মূল ও পত্র। ইহার মূল আহারার্থে সদা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাসায়নিকতত্ত্ব। শুষ্কাবস্থায় ইহাতে ৬৪ অংশ শ্বেতসার, শর্করা ও গঁদ ১৫, প্রটীন ৯, তৈলাক্ত দ্রব্য ১ ও সূত্র ১১ অংশ আছে, সোলোনিয়া নামক এক প্রকার উপক্ষার ইহার বীর্য্য।

ক্রিয়া। মূল পুষ্টিকারক, পত্র মাদক বলিয়া কথিত, কিন্তু পরীক্ষিত নহে।

আময়িক প্রয়োগ। দাহ ও বহুমূত্রে, প্রযোজ্য। আইয়োডিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা সেবনে উপকার দর্শে। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র হইতে সার প্রস্তুত করিয়া শূল ও বাতবেদনাদিতে প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। মাত্রা ২—৩ গ্রেণ।

আলু বোখারা।

রোজাসিয়ী জাতীয় প্রুনস বোখারিয়েন্সিস্ নামক বৃক্ষের শুষ্ক ফল। পারস্য কাবুল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ইহা এক ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদযুক্ত। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া। শীতল, মৃদু রেচক ও পোষ্টক। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট চাটনী প্রস্তুত হয়।

আবুল, হবার।

কোনাইফেরী জাতীয় জুনিপারিস কমিউনিস নামক চারা বা ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল। ইউরোপে জন্মস্থান। ক্যাপ্তেন ওয়েব কর্ত্তৃক নিতীপাস ও মেঃ ইগ্‌লিস কর্ত্তৃক কনায়ার নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাবুল ও হিমালয় অঞ্চল হইতে ইহার সরস ফল কলিকাতায় আনীত হয়।

রাসায়নিকতত্ত্ব—এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল ইহার বীর্য্য।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। ইহার ফল সচরাচর জিন্ নামক সুরা প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। জিনের মূত্রকারক গুণ ইহারই উপর নির্ভর করে। প্রদাহাবস্থা, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয়াদির উদ্দীপনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ শ্বেতপ্রদর দৌর্ব্বল্য শোথ উদরাধ্মান, আধ্মান শূল ও অন্ত্রের আক্ষেপিক পীড়াতে উপকারক। ইহার উগ্র ক্বাথ দ্বারা ধৌত করিলে পাচড়া আরোগ্য হয়।

আবুল তৈল। অপক্ক ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। মাত্রা ২—৮ বিন্দু। এই তৈল এক অংশ ও সুরা ৯ অংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২০ মিনিম হইতে ১॥০ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আবুলের ফাণ্ট। ফল ও তরুণ শাখাগ্র অৰ্দ্ধ ছটাক, স্ফুটিত জল তিন পোয়া। আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে তিনবার সেব্য।

ইক্ষু ও চিনি।

গ্রামিনী জাতীয় স্যাকেরম অফিসিনেরম নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে অপর্য্যপ্ত জন্মে।

ইক্ষুদণ্ড হইতে এক প্রকার মিষ্টরস নিঃসৃত হয়, উহা জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে এবং তাহা হইতে অবশেষে চিনি প্রস্তুত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার চাস হইতেছে। ইক্ষু হইতে রস বাহির করিতে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, শৈত্যকারক অল্প পোষক। আহাৰ্য্য দ্রব্য সহযোগে ইক্ষু শর্করা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইক্ষুশর্করা জলে গুলিয়া তাহাতে লেবুর রস দিলে অতি উপাদেয় শীতল পানীয় প্রস্তুত হয়, গ্রীষ্মকালে ইহা পানে শরীরের তৃপ্তি সাধন হয়। বিবিধ ঔষধের সঙ্গে গুড় ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ইক্ষুমূল—মূত্রকারক ও স্নিগ্ধকারক। আয়ুর্ব্বেদ মতে তরুণ অপেক্ষা পুরাতন গুড় ঔষধার্থে শ্রেষ্ঠ। ঐ

ইক্ষুরস ও আমলকীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ভাব

প্রয়োগরূপ।

শর্করার পাক। শর্করা ২॥০ সের, পরিশ্রুত জল ১॥০ সের, সন্তাপে

দ্রব করিবে, শীতল হইলে এ পরিমাণে পরিশ্রুত জল সংযোগ করিবে, যেন সমুদায়ে তিন সের তিন পোয়া হয়। বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়।

ইন্দ্রযব।

য়্যাপোসিনী জাতীয় হোলারিয়া এন্টিডিসেণ্টিকা নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংগ্রাহী (সংকোচক) আগ্নেয়, কটু, জ্বরাতিসার, রক্তার্শ, বমি বীসর্প কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক।

ডাং এনিস্‌লী বলেন, ঈষৎ ভর্জিত ইন্দ্রযবের ফাণ্ট উদরাময় ও অতিসারাদিতে সংকোচক হইয়া উপকার করে। বিসূচিকার বমন নিবারণার্থও তিনি এই ফাণ্ট পান করাইতে উপদেশ দেন। ইহার ফাণ্ট সেবনে অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কোন কোন চিকিৎসক ইহার কৃমিনাশক গুণ থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ইন্দ্রযব পটোলপত্র ও কট্‌কীর ক্বাথ পানে সন্তত বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

ইন্দ্রযব শ্বেতসর্ষপ কুড় হরিদ্রা গৃহধূম একত্রে তক্রসহ লেপ দিলে শিশুর সিধ্ম, পামা ও বিচর্চিকা নষ্ট হয়। ঐ

ইন্দ্রযব আকনাদি হরীতকী ও শুঠের ক্বাথ সেবনে আমাতিসার (অজীর্ণজনিত) নষ্ট হয়। চক্রঃ

ইন্দ্রযব ও মুথা প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া অল্প জলে পেষণ করিয়া পরে এক সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ করিবে। ইহা এক হইতে দুই কাচ্চা মাত্রায় অল্প মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

ইন্দ্রবারুণী।

অপর নাম—রাখালশশা।

কিউকরবিটেসী জাতীয় সাইট্রলস কলোসিন্থিস নামক লতার ফল ও মূল। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, কামলা পাণ্ডু প্লীহা উদরী শ্বাস কাস ব্রণ প্রমেহ মূঢ়গর্ভ ও বিষাপহ। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নারায়ণ চূর্ণ। যমানি হবষা ধনে ত্রিফলা কৃষ্ণজীরা পিপুল পিপুল-মূল, বনযমানী শঠী বচ শুলফা জীরা শুঠ পিপুল মরিচ স্বর্ণক্ষীরি চিতে যব-ক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, পুষ্কর মূল, কুড় পঞ্চলবণ বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, দন্তী-মূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ইন্দ্রবারুণী প্রত্যেকে ২ ভাগ, সিজদুগ্ধ ৪ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ গুল্মে বদরাম্বু, উদরীতে তক্র, বাতরোগে সুরা বিড্‌ভেদে দধি, অর্শে দাড়িম রস সহ সেব্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক রোগেও ব্যবহার হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ইন্দ্রবারুণীর মূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে স্তনের স্ফীততা ও বেদনাদি নষ্ট হয়। ঐ

ইন্দ্রবারুণীর মূল, অনন্তমূল শ্যামালতা ও ক্ষেৎপাপড়ার ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ ও গুগ্‌গুল সহ সেবন করিলে পুরাতন চর্ম্ম পীড়া, বাতরক্ত, উপদংশ প্রভৃতি নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহার বীজের তৈল কেশে মাখিলে কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ইশার মূল।

য়্যারিষ্টোলোকিয়েসী জাতীয় য়্যারিষ্টোলোকিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের মূল। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূল অত্যন্ত তিক্ত, উত্তে-জক, বলকারক রজোনিঃসারক। বিষম জ্বরাদিতে ব্যবহার্য্য। ডাঃ কার্ক-ট্রিক বলেন যে, ইহার জ্বরঘ্ন গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ডাঃ ফ্লেমিং

অজীর্ণ রোগে ইহার মূল ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ গিবসন আন্ত্রিক পীড়ায় উপকারী বলেন। ইহা সর্প দংশনের মহৌষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহার তরুণ পত্র ও পত্রের রসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়ারিং বিশ্বাস করেন যে, যদি উদ্ভিদের মধ্যে সর্পবিষের প্রতিবিষ থাকে, তবে তাহা য়্যারিষ্টোলোকিয়েসী জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে আছে। ইহার মূল মধুর সহিত মিশাইয়া ধবল রোগে প্রযোজ্য।

ইষপগুল।

প্লাণ্টাজিনী জাতীয় প্লাণ্টেগো ইষপগুল নামক বীজ। পারস্যদেশে জন্মস্থান, এক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জন্মে। জলে ভিজাইয়া রাখিলে জল আটা আটা হয়। ইহাতে মিউসিলেজ বা এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য আছে। শীতল বা উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে এই স্নেহ দ্রব্য নিঃসৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক, তরলকারক ও ঈষৎ সংকোচক। জ্বর কাসি সর্দ্দি, মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। প্রমেহের জ্বালা যন্ত্রণাদি ইহা সেবনে নিবারিত হয়। উদরাময় ও রক্তাতিসারে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই বীজ অল্প জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রদাহাদির শান্তি হয়। বীজগুলি ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা ২০—৬০ রতি মাত্রায় সমভাগে চিনির সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

ইষপগুলের ক্বাথ। ইষপগুল কুট্টিত ১০ আনা, জল তিন পোয়া, আবৃত পাত্রে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া পরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ছটাক, ইহা সর্দ্দি ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ার পক্ষে প্রশস্ত।

এরণ্ড।

অপর নাম—ভেরেণ্ডা, রেড়ী।

ইউফর্বিয়েসী জাতীয় রিসিনিস কমিউনিস নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মে।

ব্যবহার্য্য অংশ। ইহার বীজ হইতে তৈল নিঃসৃত করিয়া ব্যবহৃত হয়। নিষ্পেষণ দ্বারা তৈল বাহির করিয়া থাকে। বিনা উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা শতকরা ২৫ অংশ তৈল পাওয়া যায়। বীজে উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা তৈল বাহির করিলে শতকরা ৩৫ অংশ তৈল নিঃসৃত হয়, কারণ তৎউপায়ে বীজের ধূনার অংশ অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া পড়ে। শেষোক্ত প্রকার উপায়ে প্রস্তুত করতঃ সেবন করাইলে পেট কামড়ায় ও অন্ত্রে উগ্রতা জন্মে। বীজ ও বীজ নিঃসৃত তৈল ব্যতীত ইহার মূল ও পত্র ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। বিশুদ্ধ তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ, বিশেষ গন্ধযুক্ত, আস্বাদ বিহীন। অবিশুদ্ধ তৈল পাটলবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও কটু আস্বাদবিশিষ্ট। সমান অংশ সুরাবীর্য্যে এবং ২ অংশ শোধিত সুরাতে দ্রব হয়, ইথরে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। প্রথমোক্ত তৈল বিরেচক। ইহার গুণ এতদ্দেশীয়েরা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদিত আছে। ইহার ক্রিয়া প্রবলরূপে প্রকাশিত হইলে জম্বীর রস সেবনে সমতা প্রাপ্ত হয়। এই তৈল দ্বারা ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন হয়। উদরে কোন ক্লেশ হয় না এবং বিরেচনের পর কোষ্টবদ্ধ হয় না। উদরোপরি এই তৈল মর্দ্দন করিলেও কাহার কাহার বিরেচন হইয়া থাকে। ইহার তৈল বালক, বৃদ্ধ, নবপ্রসূত ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত। পাকাশয় ও অন্ত্রের যেপ্রকার প্রদাহাবস্থায় অন্যরূপ বিরেচক নিষিদ্ধ, তৎকালে ইহা অবাধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তৈলের মাত্রা ২ কাঁচ্চা হইতে ১ ছটাক পূর্ণবয়স্কদের পক্ষে, বালকের পক্ষে অর্দ্ধ হইতে এক বা দেড় কাঁচ্চা।

এরণ্ডপত্র দুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ অল্প হইলে এরণ্ডপত্রের কাথ দ্বারা স্তন ধৌত ও উহার প্রলেপ দিবে। ডাং শর্ট উক্ত পত্র উত্তপ্ত করণান্তর স্তনোপরি বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, ইহাতে দুগ্ধ-স্রাব বর্দ্ধিত হয়। এতদুদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার পত্রের কাথ বা রস আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদরাময় ও অতিসার রোগে অন্ত্র হইতে বদ্ধ মল নির্গত করণার্থ এরণ্ড-তৈল ব্যবস্থেয়। অর্শ ও সরলান্ত্র বহির্গমন (গুদভ্রংশ) রোগে বিরেচনার্থ ইহাই একমাত্র উপযোগী ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও তজ্জনিত শূল বেদনাদিতে ইহা বিশেষ উপকারক।

ইহার বীজের ক্রিয়া উগ্র বিরেচক। ২।৩ টী বীজ দ্বারা অতি বিরেচন হয়। ২০ টী বীজ সেবন করাতে একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই বীজ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উগ্রমাদক ক্রিয়া করে।

ভাবপ্রকাশের মতে এরণ্ডতৈল—শূল শোথ, কটি ও বস্তিপীড়া, শিরঃপীড়া যকৃৎ প্লীহা কোষ্ঠবদ্ধ উদর জ্বর ব্রধ্ন শ্বাস আনাহ কফ কাস ও কুষ্ঠনাশক। এরণ্ডপত্র—বাতঘ্ন, কফ ক্রিমী বিনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত ও বস্তিশূল-নাশক।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

নিস্তুষ এরণ্ডবীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কটিশূল, গৃধ্রসী নষ্ট হয়। ভাবঃ

এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী ও কণ্টকারীর কাথ সৌবর্চ্চল লবণসহ সেবন করিলে গৃধ্রসী ও শূল নষ্ট হয়। ঐ

এরণ্ডতৈল, পিপুল চূর্ণ ও গোমূত্র একত্রে পান করিলে গৃধ্রসী রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

এরণ্ড তৈল, দশমূল ও শুণ্ঠীর কাথসহ পান করিলে কটিশূল ও উদরী উপশমিত হয়। ঐ

এরণ্ডমূল ও শুণ্ঠীর কাথ, হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল লবণ সহ পান করিলে শূল নিবারণ হয়। ঐ

এরণ্ডমূল বিল্বমূল চিতে শুঠ হিঙ্গু ও সৈন্ধব একত্র সেবনে সদ্য শূল নিবারণ হয়। ঐ

এরণ্ডপত্রের ক্ষার হিঙ্গুসহ সেবন করিলে মেদ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

এরণ্ডমূলের কল্ক, বসা, তৈল বা ঘৃতান্বিত করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে বিদ্রধী উপশমিত হয়। ঐ

এরণ্ডমূল, কুড়, শুঠ, তক্র পেষিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয়। ঐ

এরণ্ডমূল, কুশ ও কাশমূল এবং গোক্ষুর মূলের ক্বাথ—শর্করা সহ পান করিলে গর্ভিণীর শূল নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গন্ধর্ব্ব তৈল। এরণ্ডতৈল, হরীতকী ও গোমূত্র, একত্রে পাক করিবে। ইহা সাত দিন পান করিলে শ্লীপদ রোগ উপশমিত হয়। ভাবঃ

এলবালুক।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহা বৃক্ষ বিশেষের বীজ। লালবর্ণ চূর্ণাবস্থায় বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা পাকে কটু, কষায় শীতল লঘু। ইহাতে কণ্ডু ব্রণ ছর্দ্দি তৃষ্ণা কাস অরুচি হৃদ্রুজ বলাস বিষ পিত্তাস্র-কুষ্ঠ মূত্র-রোগ ও কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ভাবঃ

ইহা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়।

এলাচ বড়।

সিটামিনী জাতীয় য়্যামোমম স্যাবিউলেটম নামক বৃক্ষের ফল। জীবা সুমাত্রা এবং ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহার বীজ সুগন্ধি বায়ুনাশক, আগ্নেয়, উত্তেজক। অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু রুক্ষোষ্ণ, শ্লেষ্ম পিত্তাস্র, কণ্ডু শ্বাস তৃষ্ণা, হৃল্লাস বমি ও কাসনাশক।

এলাচ ছোট বা গুজরাটী।

সিটামিনী জাতীয় ইলিটেবিয়া কার্ডেমোমম্ নামক বৃক্ষের ফল। ঔষধার্থে ইহার বীজ ব্যবহার হয়। মালেবার অঞ্চলের পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের পশ্চিম কুলস্থ পর্ব্বতে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। বিশেষ সদ্‌গন্ধ, রুক্ষ আস্বাদ, এই বীজে অস্থায়ী তৈল আছে। ঐই তৈলই ইহার গন্ধাস্বাদের আধার।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক ও আগ্নেয়। অজীর্ণ, আধ্মান ও অন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনাদি ও স্নায়বীয় অবসন্নতাতে প্রযোজ্য।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

এলাদি অরিষ্ট। এলাচ বীজ কুট্টিত দশ আনা, জীরা কুট্টিত দশ আনা, বীজ রহিত কিসমিস ১ ছটাক, দারচিনি কুট্টিত ১ কাঁচ্চা, ক্রিমদানা চূর্ণ ৩০ রতি, সুরা তিন পোয়া, ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া পরে পার্কোলেশন যন্ত্র দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

এলাদি গুড়িকা। ছোট এলাচ, তেজপত্র দারচিনি প্রত্যেকে ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি যষ্টিমধু খেজুর দ্রাক্ষা প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১—২ তোলা প্রমাণ বটীকা করিবে। প্রত্যহ এক একটী সেব্য। ইহাতে ক্ষত ক্ষয়, কাস শ্বাস, বমি ও অরুচি প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

এলাদি চূর্ণ। ছোট এলাচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মূতা, রক্তচন্দন ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু ও চিনি সহ লেহন করিলে ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ঐ

এলাদি ক্বাথ। ছোট এলাচ, পিপুল যষ্টিমধু পাতরকুচী রেণুক

গোক্ষুর বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথ শিলাজতু সহ পান করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

ওল।

অপর নাম—শূরণ।

য়্যারইডী জাতীয় য়্যামব ফোফেলস ক্যাম্পানিউলেটস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের কন্দ। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার চাস হইয়া থাকে। আপনাপনিও অনেক স্থানে জন্মে। ইহাতে এক প্রকার উগ্ররস আছে, তাহাতে গলার শ্লৈষ্মিক উগ্রতা উৎপন্ন হয়। তদ্ধেতু প্রথমে সিদ্ধ বা ধৌত করিয়া উক্ত উগ্ররস বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে ওল সচরাচর আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত।

ইহা অর্শঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ওল মাটি দিয়া লেপিয়া পোড়াইবে, পরে তাহা সৈন্ধব লবণ ও তিলতৈল সহ সেবন করিলে অর্শ রোগ নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

লঘু শূরণ মোদক। মরিচ ১ ভাগ, শুঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ, গুড় ১৫ ভাগ, একত্রে পাক করিয়া মোদক বাঁধিবে। ইহা সেবনে অর্শ শূল ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ভাবঃ

বৃহৎ শূরণ মোদক। ওল ১৬ ভাগ, চিতা ১ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, হরীতকী বহেড়া আমলকী পিপুল পিপুলমূল তালীশপত্র ভেলা (অসহ্য হইলে রক্তচন্দন) বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধড়ক ১৬ ভাগ; দারচিনি এলাচ প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ গুড় দিয়া পাক করিয়া মোদক বাঁধিবে। ইহাতে অর্শ গ্রহণী প্রমেহ ও শ্বাসাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহা বিশেষ বলকর। ঐ

শ্রীবাহুশাল গুড়। ত্রিবৃৎ তেজবতী (গজপিপুল) দন্তী গোক্ষুর চিতা শঠী অপরাজিতা মূতা শুঠ বালা বিড়ঙ্গ হরীতকী প্রত্যেকে ৮ তোলা, ভেলা ৬৪ তোলা, বিদ্ধড়ক মূল ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, জল ১২৮ সের,

সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাবশেষ করিয়া ছাকিয়া লইয়া পুনরায় তিনগুণ গুড় মিশাইয়া পাক করিবে। খুন্তীতে যখন লাগিয়া যাইবে তখন নামাইয়া নিম্নলিখিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে যথা—তেউড়ী তেজবতী শুল চিতা প্রত্যেকে ১৬ তোলা, এলাচ দারচিনি মরিচ নাগেশ্বর প্রত্যেকে ৪৮ তোলা। ইহাতে অর্শাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

ওলট কম্বল।

ষ্টবকিউলেসী জাতীয় য়্যাবোমা অগষ্টা নামক বৃক্ষ। ইহার মূল বল্কলই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মস্থান। বঙ্গদেশে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এক্ষণে নানাস্থানে ইহার বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক রোপিত হইতেছে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার ফুল হয়, ফুলগুলি দেখিতে লালবর্ণ ও ৫।৭ টী পাপড়ীযুক্ত। এই বৃক্ষ সচরাচর ৫।৭ বা ৮ হাত লম্বা হয়। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। এই বীজ বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিলে চারা উৎপন্ন হয়। ইহার পত্রের সহিত স্থলপদ্ম বৃক্ষের পত্রের এবং ফলের সঙ্গে কামরাঙ্গা ফলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। জরায়ুর ক্রিয়া সংশোধক ও বেদনানিবারক। বাধক বেদনা ও কষ্টরজঃ রোগে ইহার সূক্ষ্ম মূল বা বৃহৎ মূলের বল্কল ঋতুর তিন দিবস ৭ টী গোলমরিচের সঙ্গে জল দিয়া বাটিয়া সেবন করাইলে বেদনা শান্তি ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়। ইহার উপকারিতা সর্ব্বপ্রথমে হিতসাধক নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারীচরণ সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তৎপরে ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে ইহার গুণাদির বিষয় বর্ণনা করেন। বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ দি ব্রিটিস্ মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েসনের ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখের অধিবেশনে কষ্টরজঃ (ডিসমিনোরিয়া) বিষয়ে ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাহাতে ওলটকম্বলের উপকারিতা স্বীকার করেন।

তিনি বলেন যে, ইহা ১০ রতি মাত্রায় অল্প পরিমিত গোলমরিচের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করায় তিনি কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই। কয়েক জন রোগিণীকে আমরা এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই রোগমুক্ত ও সন্তানবতী হইয়াছেন। কাহারও বাধক বেদনা আরোগ্য হইয়াছে অথচ সন্তানোৎপত্তি হয় নাই। যাহা হউক এরূপ চমৎকার ঔষধের পরীক্ষা করা চিকিৎসকদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। একটী রজসাধিক্য রোগগ্রস্থা স্ত্রীলোককে আমরা ইহা প্রদান করি, তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছিল। অন্যান্যবিধ জরায়ু রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। একটী স্ত্রীলোকের বাধক বেদনার সঙ্গে মূত্রাধিক্য রোগ ছিল ইহা সেবনে তাহার মূত্রাধিক্য চমৎকার উপশমিত হইয়াছিল। কয়েকজন অর্শ রোগীকে ইহার মূল ও গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া ও বটীকা করিয়া ১০।১২ দিন ধরিয়া সেবন করানতে অত্যন্ত উপকার দর্শিয়াছিল।

কঙ্কোল।

অপর নাম—কাঁকলা, কঙ্কোলক।

বৃক্ষবিশেষের ফলমধ্যস্থ বীজ। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, গোলমরিচ অপেক্ষা কিছু বড়। ইহা সুগন্ধ, লঘু উষ্ণ তিক্ত, হৃদ্য রুচিপ্রদ, আস্য দৌর্গন্ধ, হৃদ্রোগ ও কফ বাতাময়নাশক। ভাবঃ

বিবিধ ঔষধ ও তৈল সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কটফল।

অপরনাম—কায়ফল।

মিরিসী জাতীয় মিরিকা স্যাপাইডা নামক বৃক্ষের বল্কল। হিমালয় প্রদেশে জন্মে। তথা হইতে পাটনাতে আনীত হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গদেশের সমস্ত বাজারে গন্ধবণিকদিগের দোকানে পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, তিক্ত কটু, কফ নিঃসারক, ইহাতে বাত কফ জ্বর, শ্বাস প্রমেহ অর্শ কাস কণ্ঠাময় ও অরুচি নষ্ট হয়। *বাহ্যিক প্রয়োগে প্রত্যগ্রতাসাধক হয়, ইহার নস্য হাঁচিকারক।* ডাং আরভিন্ বলেন, ইহা ও শুঠের চূর্ণ একত্র করিয়া বিসূচিকা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে সত্বর প্রতিক্রিয়া সমুপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। কট্‌ফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী যবানী কৃষ্ণজীরা শুঠ পিপুল ও মরিচ সমভাগে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। আদার রস বা মধুর সহিত ১০।১৫ রতি মাত্রায় দিবসে ৫।৬ বার লেহন করিলে কফজ্বর, সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

কটফলাদি চূর্ণ। কটফল মূতা কট্‌কী শঠী কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কুড় সমভাগে চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ১৫।২০ রতি মাত্রায় মধু আদার রস সহ লেহন করিলে জ্বর কণ্ঠরোগ কাস শ্বাস অরুচি নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কটফল চূর্ণ নস্য করিলে সর্দ্দি ও শিরোবেদনা নষ্ট হয়। চক্রঃ

কটফল ত্রিফলা দেবদারু রক্তচন্দন পরুষক কট্‌কী পদ্মকাষ্ঠ ও বেনারমূল মিলিত ২ তোলা, জল ৪ সের শেষ ১ সের। ইহা পান করিলে দাহ তৃষ্ণা ও ত্রিদোষ নষ্ট হয় এবং দীর্ঘকাল জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতোপম। তৃষ্ণা ও দাহে অর্দ্ধাবশেষ পাক করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। ভাবঃ

কটফল বিল্বশুঠ ও শুণ্ঠীর কাথ সেবনে বিসূচী ছর্দ্দি নষ্ট হয়। ঐ

কট্‌কী।

অপর নাম—কটু রোহিণী, তিক্তা, কটুক।

স্ক্রফিউলেরিয়েসী জাতীয় পাইক্রোরিজা করুয়া নামক বৃক্ষের মূল। কমায়ুন প্রভৃতি উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, আগ্নেয়, বলকারক। তিক্ত রুক্ষ হৃদ্য, কফপিত্ত জ্বর প্রমেহ শ্বাস কাস দাহ কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক। ভাবঃ

ডাং ট্রাইপ বলেন যে, ইহার জ্বরঘ্ন গুণ আছে। একপ্রকার কাল কট্‌কী (হেলেবোর ব্লাক) আছে তাহা অত্যন্ত উগ্র বিরেচক, কিন্তু ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, তদ্রূপ কাল কট্‌কী কলিকাতার বাজারে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কট্‌কী মূল চূর্ণ ১/২—১ তোলা মাত্রায় চিনি ও ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবনে বিরেচক হয়। চক্রঃ। মাত্রা ইহা অপেক্ষা কম ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ ১৫—৩০ রতি। তাহাতে কার্য্য সা[illegible] না হইলে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। [illegible] রোগ।৮

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

তিক্তাদি ক্বাথ। কট্‌কী মূতা যব আকনাদি ও কটফলের ক্বাথ চিনির সঙ্গে পান করিলে পৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

তিক্তাদি ঘৃত। কট্‌কী মোম হরিদ্রা যষ্টিমধু করঞ্জ ফল ও পল্লব, পটোলপত্র মালতীপত্র ও নিম্বপত্র দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে সদ্য ব্রণ ও ক্ষতাদি আরোগ্য হয়। চক্রঃ

বৈদ্যনাথ বটী। পারদ গন্ধক প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, কট্‌কী চূর্ণ ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া উচ্ছে পাতার রসে বা ত্রিফলার ক্বাথে তিন বার ভাবনা দিয়া কলাই প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান উচ্ছেপাতার রস, পানের রস বা ঈষদুষ্ণ জল। ১—৪ টী বটীকা প্রযোজ্য। ইহা সুখ বিরেচক, ইহাতে নবজ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

চিরতা বাসক কট্‌কী পটোলপত্র ত্রিফলা রক্তচন্দন ও নিম্বের ক্বাথ সেবনে বীসর্প বিস্ফোট জ্বর দাহ তৃষ্ণাদি নিবারিত হয়। ভাবঃ

কট্‌কী চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে বালকের হিক্কা নিবারণ হয়। ঐ

কট্‌কী বচ হরীতকী ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা সিকি তোলা মাত্রায় গোমূত্র সহ সেব্য। ইহাতে অজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয়। চক্রঃ

কতবেল।

অপর নাম—কপিত্থ।

বিউটেসী জাতীয় ফিরোনিয়া এলিফ্যাণ্টম নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অপক্ক ফল সংগ্রাহী (সংকোচক) কষায় লঘু। পক্ক ফল—গুরু তৃষ্ণা হিক্কা ও বাতপিত্ত প্রশমক, গ্রাহী। ভাবঃ

ডাং উড্‌ বলেন যে, অপক্ক ফল সংকোচক ও পক্ক ফল শীতাদ রোগঘ্ন। তরুণ পত্র আগ্নেয় ও বায়ুনাশক। ডাং কানাইলাল দের মতে কত্‌বেল স্নিগ্ধকর ও সংকোচক। তিনি বলেন যে. উদরাময় ও অতিসার রোগে তামিল দেশীয় চিকিৎসকেরা স্নিগ্ধ করণার্থ ইহা ব্যবহার করেন। তাঁহারা ইহার চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রক্তাতিসারে পাকা কত্‌বেলের সরবৎ মিশ্রি বা চিনির সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে উপকার দর্শে। এই বৃক্ষ হইতে একপ্রকার গঁদ বাহির হয়, তাহা ডাক্তার প্যারেরার মতে গম আরেবিকের সম গুণকারী।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কপিত্থাষ্টক চূর্ণ। অপক্ক কত্‌বেলের শস্য ৮ ভাগ (শুষ্ক) চিনি ৬ ভাগ, দাড়িম্বফলের ত্বক, তেঁতুল শাঁস, বেলশুঠ, ধাইফুল বনযমানী ও পিপুল প্রত্যেকে ৩ ভাগ, মরিচ জীরা ধনে পিপুলমূল বালা সচললবণ, যমানি ছোট এলাচ, দারচিনি তেজপত্র নাগেশ্বর শুঠ চিতামূল প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা সিকি তোলা, ইহাতে গ্রহণী অতিসার ও গলাময় নষ্ট হয়। শাঙ্গঃ

কুম্ভীকাদ্য তৈল। পুন্নাগ (একরূপ পুষ্প) খর্জুর কপিত্থ বিল্ব

ইন্দ্রাদের অশ্বক ফলের কাথ ও কল্কার্থ—মূর্তা সরলকাষ্ঠ প্রিয়ঙ্গু গন্ধতৃণ মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ, ধাতকীপুষ্প দিয়া তিলতৈল পাক করিবে। ইহ প্রয়োগে অস্ত্রক্ষত ও নালী প্রভৃতি বিবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

কতিরা।

লিগিউমিনোসী জাতীয় য়্যাসট্রাগেলস ভাইরস নামক বৃক্ষ নিঃসৃত গঁদ, হিমালয় প্রদেশে ও পারস্য দেশে বিস্তর জন্মে। টর্ণফোর্ট বলেন যে গ্রীষ্মকালে এই বৃক্ষের বল্কল হইতে অল্প অল্প সূত্রবৎ গঁদ বাহির হইয়া তাহা ক্রমশঃ শক্ত ও বড় হয়। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার য়্যাসট্রাগেলস বৃক্ষ হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে জন্মে কিন্তু তাহা হইতে ট্রাগাকান্থ গঁদ পাওয়া যায় না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। স্নিগ্ধকারক ও তরলকারক। ফুসফুস ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতায় ইহা ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহার্য্য, প্রমেহ রোগেও স্নিগ্ধ করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গঁদ জলে গুলিলে আটাবৎ হয় এবং সেই জলই সচরাচর প্রযোজিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ।

কতিরাদি চূর্ণ। কতিরা, আরবী গঁদ (অভাবে বাবলার গঁদ) তণ্ডুলের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক, পরিষ্কৃত চিনি ১৷৷০ ছটাক, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহা ১০—১৫ রতি, অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার্য্য।

কদম্ব।

য়্যান্থোসিফেলস কদম্ব নামক বৃক্ষ। ভারতের সকল প্রদেশেই জন্মে।

মধুর, কষায় লবণ গুরু, বিষ্টম্ভকর রুক্ষ, কফ শুন্য ও অনিলপ্রদ। ভাবঃ

নিম্ব অর্জ্জুন অশ্বত্থ কদম্ব শাল জম্বু বট যজ্ঞডুম্বুর, বেতস ইহাদের ক্বাথ দ্বারা উপদংশীয় ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। ভাবঃ

স্থানীক প্রদাহ ও স্ফোটকাদিতে কদম্বের পাতা ৭ পুরু করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়, এমনকি অনেক স্ফোটক তদ্দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কদলী।

অপর নাম--রম্ভা, কলা।

মিউজাসী জাতীয় মিউজা পারাডাইসিয়েকা নামক বৃক্ষ। ইংরাজীতে ইহাকে প্লান্টেন ট্রি বলে।

ইহার ফল আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গণ্য। ইহাতে শতকরা ৬০ হইতে ৬৮ অংশ শ্বেতসার (ষ্টার্চ) আছে। ফল ঈষৎ রেচক এবং পুষ্টিকারক।

ইহার পাতা গটাপার্চ্চা ও স্পর্মাসিটীর মলমের পরিবর্ত্তে ব্লিষ্টারের ক্ষত আবরণ করিতে ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যবহারে কোন কুফল উৎপন্ন হয় না অথচ ক্ষত সত্বর অর্থাৎ ৫।৬ দিনে আরোগ্য হয়। প্রথম দুই দিন উপরের চিক্কণ প্রদেশ, তৎপরে পত্রের নিম্ন প্রদেশ চর্ম্মোপরি সংস্থাপন করিবে। পত্রে অল্প নারিকেল তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া ক্ষতোপরি সংস্থাপন করিলে সমধিক উপকার হয়। ক্ষতাদিতে জলপটী দিতে হইলে লিণ্ট বা তুলা জলে ভিজাইয়া ক্ষতোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি এক খণ্ড কদলীপত্র বন্ধন করিয়া দিবে। চক্ষু রোগে হরিতবর্ণ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কদলী পত্র দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে।

কলার বাসনা পোড়াইয়া দেশীয় রজকেরা এক প্রকার ক্ষার প্রস্তুত করে; পরে তাঁহা জলে গুলিয়া ও ছাকিয়া লইয়া ক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার করে।

ভাবপ্রকাশের মতে মোচা—স্বাদু, শীতল বিষ্টম্ভী ও কফনুৎ, গুরু

স্নিগ্ধ রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও ক্ষত ক্ষয়হর। পক্ব ফল—স্বাদু হিম বৃষ্য বৃংহণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নেত্ররোগঘ্ন, মেহঘ্ন ও রুচিমাংস কৃৎ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কদল্যাদি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের, মোচা ১০০ পল (১২॥০ সের) পাকার্থ কদলী মূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কল্কার্থ—রক্তচন্দন সরলকাষ্ঠ জটামাংসী কদলী মূল, এলাচ লবঙ্গ হরীতকী আমলকী বহেড়া কতবেলের শাঁস, পদ্ম মূল, কেশুর মূল, শুঁদি মূল, পাণিফল মূল, বট যজ্ঞডুম্বুর অশ্বত্থ পিয়াল পাকুড় বম্‌সা, আম জাম কুল মউল লোধ অর্জুন কেঁদু কট্‌কী কদম্ব শিরীষ পলাস প্রত্যেকে ২ তোলা পেষণ করিয়া দিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সোম রোগাদি বিবিধ মূত্র রোগ নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কাঁটাল পরিপাকার্থ কদলী ফল সেব্য ও কদলী পরিপাকার্থ ঘৃত পান বিধেয়। ভাবঃ

পক্ব কদলী ফল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি একত্রে সেবন করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়। ঐ

কণ্টকারি।

অপর নাম—নিদিগ্ধিকা, সিংহী, ব্যাঘ্রী।

সোলেনেসী জাতীয় সোলেনম জ্যাকুইনী বা জ্যান্থোকারপম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল বা সমগ্র বৃক্ষ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই স্বতঃ উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কফ নিঃসারক, মূত্রকারক। কাসি জ্বর সর্দ্দি শ্বাস যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। ডাং উইলসন বলেন যে, ইহার ডাঁটা, ফল ও ফুল তিক্ত ও বায়ুনাশক। ইহার বীজ দগ্ধ করাইয়া সেই ধূম দন্তে লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয়। ইহাতে

অধিক পরিমাণে লাল নিঃসরণ হইয়া উক্ত রোগ উপশমিত হয় বলিয়া ডাং মোরহেড কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে ইহার মূল বাটিয়া ও সুরা সহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন নিবারিত হয়। তিনি ইহার ফলের রস গলা বেদনাতে উপকারী বলেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার মূল—তিক্ত কটু দীপন রুক্ষ উষ্ণ পাচন। শ্বাস কাস জ্বর কফানিল পীনস পার্শ্বপীড়া ও হৃদাময়নাশক। ফল---পাকে কটু, শুক্রের রেচক, ভেদি তিক্ত, পিত্তাগ্নিকর ও কফবাতনাশক, কণ্ডু কাস কৃমি ও জ্বরনাশক।

কণ্টকারী দশমূলের একটী অঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কণ্টকার্য্যাদি ক্বাথ। কণ্টকারী গুলঞ্চ বামনহাটী শুঠ ইন্দ্রযব দুরালভা চিরতা রক্তচন্দন মুতা পটোলপত্র ও কট্‌কীর ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহ তৃষ্ণা ও কাসাদি নষ্ট হয়। ভাবঃ

কণ্টকার্য্যাবলেহ। কণ্টকারী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের, ছাকিয়া লইবে, পরে তাহাতে গুলঞ্চ চই চিতে মুতা কাকড়াশৃঙ্গী শুঠ পিপুল মরিচ দুরালভা বামনহাটী রাস্না ও শঠী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, শর্করা ২০ পল, ঘৃত তৈল প্রত্যেকে ৮ পল দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল, বংশলোচন ২ পল, পিপুল চূর্ণ ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ইহাতে শ্বাস কাস ও হিক্কা আরোগ্য হয়। ঐ

নিদগ্ধিকাবলেহ। কণ্টকারী ১০০ পল, পিপুল মূল ৫০ পল, চিতা ২৫ পল, দশমূল ২৫ পল, জল ১২৮ সের, সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৮ সের পুরাতন গুড় দিয়া পুনরায় পাক করিবে, লেহবৎ হইলে পিপুল ৮ পল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ১ পল, মরিচ ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু

অৰ্দ্ধ সের দিয়া আলোড়ন করিবে। ইহাতে স্বরভেদ শ্বাসকাস ও প্রতিশ্যায় রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

সিংহাম্মৃত ঘৃত। কণ্টকারী ও গুলঞ্চ প্রত্যেকে ১০০ পল কুট্টিত করিয়া ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে ছাকিয়া লইবে, কল্কার্থ ত্রিকটু ত্রিফলা রাস্না বিড়ঙ্গ চিতা গাম্ভারী মূল, ডহর করঞ্জ ত্বক ও কুটজ সূক্ষ্মরূপে পেষিত, ঘৃত ৪ সের, যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে মধুমেহ. মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, ক্ষয়কাস প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

ব্যাঘ্রী তৈল। কণ্টকারী দন্তী বচ সজিনা তুলসী শুঠ পিপুল মরিচ ও সৈন্ধব দ্বারা সিদ্ধ তৈল নস্য করিলে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কণ্টকারী শুঠ কুড় গুলঞ্চ প্রিয়ঙ্গু ব্রহ্মী বচ গন্ধপলাসী বামনহাটী বাসক দুরালভা বালা ও তুলসীর ক্বাথ সেবনে জিহ্বক রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কণ্টকারী বৃহতী দুরালভা পটোলপত্র কাঁকড়াশৃঙ্গী পদ্মকাষ্ঠ কুড় ও কটকীর ক্বাথ পানে শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

কণ্টকারী বৃহতী দ্রাক্ষা বাসক কর্চূর বালা শুঠ ও পিপুলের ক্বাথ, মধু ও চিনি সহ পান করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয়। ঐ

কণ্টকারীর ক্বাথ কৃষ্ণজীরা বা পিপুল চূর্ণ সহ পান করিলে কাসি আরোগ্য হয়। ঐ

কণ্টকারীর স্বরস মধুসহ সেবনে মূত্র দোষ নষ্ট হয়। ঐ

শ্বেত কণ্টকারীর মূল, ঘৃতকুমারীর রস সহ ঋতুস্নানের পর সেবন করিলে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয়। ঐ

কমলা গুড়ী।

অপর নাম—কম্পিল্লক, কামিলা।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় ম্যালোটস ফিলিপেন্সিস নামক বৃক্ষের ফলের বাহিরে স্থিত লালবর্ণ চূর্ণ। করমাণ্ডেল, কন্কান, ত্রিবাঙ্কুর, মহীসুর, বম্বে

আসামের কোন কোন অংশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। বৃক্ষের পাতা ও কাণ্ডাদিতে যদিও এই গুঁড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহা বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, তাহা সাধারণতঃ ফল হইতে ঝাড়িয়া আহরণ করে। জলের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, কিন্তু সুরাসারের সঙ্গে সিদ্ধ করিলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, ইথরেও দ্রব হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কৃমিনাশক, ডাঃ রয়াল বলেন যে, ইহার মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশবৎ সূত্র সকলের উপর এই ক্রিয়া নির্ভর করে। ফিতার ন্যায় কৃমিতে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার বিরেচক গুণও আছে।

মাত্রা। ২০—৫০ রতি, ইহাতে দাস্ত হইয়া ক্রিমী নির্গত হয়, কথন কথন ইহার দ্বারা পেট কামড়ায়।

প্রয়োগরূপ।

কামিলার অরিষ্ট। কামিলা ৩ ছটাক, সুরা তিন পোয়া, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মধ্যে মধ্যে কেবল আলোড়ন করিবে। তিন পোয়ার যাহা কম হয় (ছাকিলে) তাহা সুরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ ড্রাম, দুই মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তর দিবে। চূর্ণাপেক্ষা ইহাতে সহজে বিরেচন হয় এবং কৃমিও তৎসঙ্গে নিঃসৃত হইয়া থাকে। সুগন্ধি জলের সহিত ব্যবহার করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কম্পিল্লক চূর্ণ চিনি বা গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে গুল্ম ও কৃমি নষ্ট হয়।

কম্পিল্লক বিড়ঙ্গ হরীতকী যবক্ষার সৈন্ধব সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২০—৪০ রতি, তক্র সহ সেব্য। চক্রঃ

কমলালেবুর ত্বক।

বিউটেসী জাতীয় সাইট্রস অরানসিয়ম নামক বৃক্ষের ফলের ত্বক ভারতবর্ষের মধ্যে কাছাড়, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

দুই প্রকার কমলালেবুর ত্বক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ১ম তিক্ত কমলার ত্বক, ২য় মিষ্ট কমলার ত্বক। প্রথমোক্ত প্রকার সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ত্বকের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ শ্বেতাংশ পরিত্যাগ ও ত্বক শুষ্ক করিয়া রাখা উচিত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। আগ্নেয়, ঈষৎ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও বলকারক। সদগন্ধের নিমিত্ত অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার করা যায়। ইহার সুগন্ধ ও উত্তেজন ক্রিয়ার আধার বাষ্পী তৈল। অজীর্ণ, মন্দাগ্নি ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতিতে অন্যান্য বলকর ও আগ্নেয় ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ।

কমলাত্বকের ফাণ্ট। তিক্ত কমলার ত্বক ১ কাঁচ্চা, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক; আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলাত্বকাদির ফাণ্ট। তিক্ত কমলারত্বক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড) দুই আনা, সরস জম্বীর ত্বক ৩০ রতি, লবঙ্গ কুট্টিত ১৫ রতি, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলাত্বকের অরিষ্ট। তিক্ত কমলার ত্বক কুট্টিত ১ ছটাক, সুরা তিন পোয়া। সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিবে, মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিবে, পরে নিংড়াইয়া ছাকিয়া লইয়া তিন পোয়ার যত কম হয়, তাহা সুরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

কমলাত্বকের পাক। কমলাত্বকের অরিষ্ট ৫ ছটাক, শর্করার ॥০ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

কমলালেবুর পুষ্প হইতে নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ প্রস্তুত হয়।

কমলা পুষ্পের জল। কমলা পুষ্পকে জলের সহিত চুয়াইলে

ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। আক্ষেপ নিবারণার্থ স্নায়বীয় ও গুল্ম বায়ু রোগে প্রযোজ্য।

কমলা পুষ্পের পাক। কমলা পুষ্পের জল ৪ ছটাক, শর্করা ১।৷০ সের, পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন। ৮ ছটাক জলে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শর্করা দ্রব করিবে। শীতল প্রায় হইলে কমলা পুষ্পের জল ও পরিশ্রুত জল মিশাইয়া /২৷০ সের পূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলার পুষ্প হইতে একরূপ আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

করঞ্জ।

অপরনাম—ডহরকরঞ্জ, নক্তমাল।

লিগিউমিনোসী জাতীয় পন্‌গেমিয়া গ্লাব্রা নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার মূল, কুষ্ঠ উদাবর্ত্ত গুল্ম অর্শ ক্রিমি ও শোথহর। ফল—কফ বাতঘ্ন, মেহ অর্শ ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক।

ডাং শিব্‌সন বলেন যে, ইহার ফল হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, তাহা বিবিধ চর্ম্মপীড়া ও বাতে মর্দ্দনার্থ প্রয়োজিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

করঞ্জাদি চূর্ণ। করঞ্জ ফলের মজ্জা, চিতামূল সৈন্ধব শুঠ ইন্দ্র ও শ্যোনাক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ তক্র সহ সেবনে অর্শ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

করঞ্জাদ্য ঘৃত। করঞ্জ নিম্ব অসন শাল জম্বু বট ইহাদের কষায ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে উপদংশ উপশমিত হয়। ঐ

গলিত কুষ্ঠারি রস। রস গন্ধক তাম্র গুগ্‌গুলু চিতা শিলাজতু কুঁচিলা ত্রিফলা ও অভ্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, করঞ্জবীজের শাঁস ৪ ভাগ একত্রে

ঘৃত মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫—২০ রতি। ইহাতে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ঐ

করঞ্জ তৈল। করঞ্জ ছাতিম কুশলাঙ্গলী, স্নুহী ও অর্ক দুগ্ধ, চিতা ভৃঙ্গরাজ হরিদ্রা কাটবিষ ও গোমূত্র দ্বারা বিপক্ক তৈল মর্দ্দনে বীসপ বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়। ঐ

পৃথ্বীসার তৈল। ডহরকরঞ্জ বীজ নিঃসৃত তৈল ১ সের, কাঁজি ৮ তোলা, কল্কার্থ—চিতা করবী নিসিন্দা কাটবিষ পাটবীজ প্রত্যেকে ৮ তোলা, কাঁজিতে পেষণ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। এই তৈল ... দুষ্টানি চর্ম্মপীড়া ও ক্ষত আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বীজ নিঃসৃত তৈল কুষ্ঠ ও বাত ব্যাধিতে প্রয়োজ্য। ভাবঃ

করঞ্জ নিম্ব ও নিসিন্দা পত্র বাটিয়া লেপ দিলে ব্রণ, ক্রিমী বা পোকা নষ্ট হয়। ঐ

ডহরকরঞ্জ বীজ, চাকুন্দে বীজ ও কুড় গোমূত্র সহ বাটিয়া লেপ দিলে উদ্ভেদ যুক্ত চর্ম্মপীড়া নষ্ট হয়। চক্রঃ

নাটাকরঞ্জ।

অপর নাম—পূতিকরঞ্জ, কটকলিজা, নাটা।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সিসাল পাইনা (গিলানডিনা) বণ্ডুসিলা নামক বৃক্ষের বীজ। বাঙ্গালা, বম্বে, ত্রিবাঙ্কুর ও করমাণ্ডেল প্রভৃতি প্রদেশে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। আভ্যন্তরিক শস্য শ্বেতবর্ণ ও অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ। ইহাতে স্থায়ীতৈল, ধুনা এবং তিক্ত দ্রব্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক ও জ্বরঘ্ন। ইহার শস্য চূর্ণ করণান্তর গোলমরিচ চূর্ণের সহিত মিশাইয়া ২—৫ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে বলকরণার্থ

ইহা প্রযোজ্য। এরণ্ড তৈলের সহিত ইহার বীজ চূর্ণ উত্তমরূপে মাড়িয়া কুলদোষের পীড়ায় স্থানীক প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। আম্বয়নাতে ইহার মূলকে সংকোচক ও বীজকে ক্রিমিনাশক বলে। কচিন চীনে ইহার পাতা শোষক ও রজোনিঃসারক এবং মূল সংকোচক বলিয়া কথিত হয়।

ডাং রয়াল, টইনিং প্রভৃতি ইহার জ্বরঘ্ন গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার্য্য। ডাং কার্কপাট্রিক বলেন যে, ইহার মূল ৫ রতি মাত্রায় সেবনে, বীজের শাঁস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন গুণ প্রকাশিত হয়।

প্রয়োগরূপ।

নাটাকরঞ্জাদি চূর্ণ। নাটাফলের শাঁস চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, গোলমরিচ চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিয়া শিশী মধ্যে রাখিবে। ৫—৭ রতি মাত্রায় দিনে ২।৩ বার।

করবী।

অপর নাম—করবীর, অশ্বমারক।

য়্যাপোনিসি জাতীয় নিরিয়ম ওডোরম বৃক্ষের মূল। শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুষ্পভেদে ইহা দুই প্রকার। দ্বিবিধ বৃক্ষ একরূপ গুণ বিশিষ্ট।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত কষায় কটুক, ব্রণ লাঘবকর কুষ্ঠ ক্রিমি ও কণ্ডুঘ্ন। উষ্ণ বীর্য্য, সেবনে বিষক্রিয়া করে, অতএব ইহা ব্যবহারকালে সাবধানতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা সাধারণতঃ বিবিধ চর্ম্মরোগে বাহ্যিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইহার মূলের ত্বক সেবনে বিষাক্ত হইয়াছিল ও তাহার ধনুষ্টঙ্কার রোগের ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

করবীরাদি তৈল। করবী মূল, হরিদ্রা দন্তীমূল কুশলাঙ্গলী সৈন্ধব চিতা টাবালেবুর মূল, কুটজ ছাল ও আকন্দের আটা দিয়া তিল তৈল

পাক করিবে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে ভগন্দরের ক্ষত শুষ্ক হয়। ভাবঃ

করবীরাদ্য তৈল। তিল তৈল ৪ সের, করবী মূলের ক্বাথ ৮ সের গোমূত্র ৮ সের, কল্কার্থ—রক্তচিতা মূল, বিড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেকে অর্দ্ধ সের পেষণ করিয়া দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে বিবিধ চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

করবী মূল জল দিয়া বাটিয়া উপদংশ ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। শাঙ্গঃ

করবীপত্রের রস চক্ষুতে ফোট দিলে চক্ষুউঠা ও অধিক সলিল স্রাব নিবারিত হয়। চক্রঃ

করলা উচ্ছে।

কিউকরবিটেসী জাতীয় মমরডিকা চ্যারানটিয়া নামক লতা। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই জন্মে। ইহার ফল বড় বড় হয়, আর একপ্রকার উচ্ছে আছে তাহার ফল উহাপেক্ষা অনেক ছোট হয়। উভয় প্রকারের ফলই তরকারিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহার সদ্য পত্রের রস উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। সমগ্র লতা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কুষ্ঠ ও সাংঘাতিক ক্ষতাদিতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মহোপকার সংসাধিত হয়। ইহার পত্রের জ্বরঘ্ন গুণ আছে, গোলমরিচের সহিত প্রয়োগ করিলে সামান্য প্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার সদ্যপত্রের রস আয়ুর্ব্বেদীয় অনেকগুলি ঔষধের ভাবনা দিতে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

করিতা, পাতা।

মালভেসী জাতীয় সিডা একিউটা নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূলের আস্বাদ তিক্ত ও তাহাতে মিউসিলেজবৎ পদার্থ আছে। শুঠ সহযোগে ইহার মূলের ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া সবিরাম জ্বরে ও পুরাতন অন্ত্রপীড়াতে ব্যবহার করিতে ডাং কানাইলাল দে অনুমোদন করেন। ডাং ওসানেসী বলেন যে, ইহা দ্বারা ক্ষুধা ও স্বেদস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং অন্যান্য মূল্যবান তিক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার নিষ্পেষিত রস ক্রিমিনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পত্র তৈলসহ বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগে পূঁযোৎপত্তি বৃদ্ধি হয়। ইহার জ্বরঘ্ন গুণের নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ইহা উত্তম তিক্ত বলকারক।

করু।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় জেনসিয়ানা করু নামক বৃক্ষের মূল। সিমলা মুসরী ও হিমালয়ের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকারক, জেনসিয়ানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

করুর ফাণ্ট। করু দশ আনা, কমলার ত্বক কুট্টিত ১৫ রতি, ধনে ১৫ রতি, সুরা ১ ছটাক, পরিশ্রুত জল ৪ ছটাক। প্রথমতঃ সুরাতে উক্ত দ্রব্যগুলি আবৃত পাত্রে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে পরে জল সংযোগ করিয়া দুই ঘণ্টার পর ছাকিয়া লইবে। মাত্রা এক কাঁচ্চা হইতে অর্দ্ধ ছটাক।

কর্পূর।

অপর নাম—চন্দ্রাহ্ব।

লবেসী জাতীয় সিনেমোমম্ ক্যাম্ফরা নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়। চীন, কচিন চীন, জাপান জাবা স্থমাত্রা বর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৮৬ হইতে ·৯৯৭। সহস্র ভাগ জলে এক ভাগ কর্পূর দ্রব হয়। শোধিত স্থরায় সমানাংশ দ্রব হয়। ক্লোরোফর্ম্ম, ইথর, উদ্বায়ী ও স্থায়ী তৈল এবং এসিটীক এসিডে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কর্পূর সহজে চূর্ণ হয় না।

ক্রিয়া। আক্ষেপ-নিবারক, স্বেদজনক, উত্তেজক ও অবসাদক, বেদনা-নিবারক। অধিক মাত্রায় মাদকোগ্র বিষক্রিয়া করে, নাড়ীর গতি দ্রুত না হইয়াও ইহার মাদকতা ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহার কামানুদ্দীপক গুণ আছে বলিয়া অনেকে ব্যাখা করেন। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় যদি বমন হইয়া না যায়, তবে মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। মস্তকে ভার, শিরোঘূর্ণন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকার, প্রলাপ আক্ষেপ অচৈতন্য ও সুষুপ্তি ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় ধমনীর পুষ্টি ও স্পন্দনের লাঘব হয়। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া পরে চৈতন্যোদয় হয়। একটী শিশু ১০ রতি পরিমাণে কর্পূর সেবন করিয়া বিষাক্ত হইয়া মরিয়াছিল। কর্পূর দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবে, পরে লক্ষণানুরূপ চিকিৎসা করিবে।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বররোগে আবিল্য, অস্থিরতা, অনিদ্রা, মৃদু প্রলাপ ও আক্ষেপাদি থাকিলে এবং তাহা যদি মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা প্রদাহজনিত হয়, তবে কর্পূর প্রয়োগে স্নায়বীয় উত্তেজক হইয়া উপকার করে। বিবিধ প্রকার জ্বর ও প্রদাহ রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায়, উন্মাদ সূতিকোন্মাদ, শ্বাসকাস, হৃৎশূল, বিবিধ প্রকার কাসি, স্নায়ুপীড়া ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। কর্পূ

ষ্ট্রীকনিয়ার প্রতিবিষরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ষ্ট্রীকনিয়ার প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিষ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বিবিধ যান্ত্রিক প্রদাহে প্রদাহের উগ্রতা হ্রাস হইবার পর যদি রোগী দুর্ব্বল, নাড়ী ক্ষীণ ও শরীর শীতল হয়, তবে কর্পূর অল্প মাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। বিবিধ আক্ষেপজনক রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য।

জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের বিবিধ রোগে, হেতাল বেদনা, কষ্টরজরোগে কর্পূর ও অহিফেণ গঁদ জল সহ সেবনে উপকার দর্শে। স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ ও যোনিকণ্ডূয়ন, এবং পুরুষের কামোন্মাদ ও লিঙ্গোচ্ছ্বাসাদি রোগে কর্পূর জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা লাঘব করিয়া উপকার করে। শুক্রমেহ রোগে কর্পূর অহিফেণ সহযোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন বাতরোগে ২—৫ রতি মাত্রায় কর্পূর কিঞ্চিৎ অহিফেণ সহ প্রয়োগ করিলে বেদনা-নিবারক ও স্বেদজনক হইয়া উপকার করে। কর্পূরের পুটলি করিয়া আঘ্রাণ লইলে বা কর্পূরের নস্য ব্যবহারে সর্দ্দি আরোগ্য হয়।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগের কর্পূর একটী অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিবিধ আকারে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্পূরের সুরাসার সংযোগে প্রস্তুত চূড়ান্ত দ্রব সবিশেষ উপকারী। (প্রয়োগরূপ দেখ।) এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বটিকা ব্যবহারে অনেক সুফল উপলব্ধি করা গিয়াছে। যথা—কর্পূর অর্দ্ধ হইতে এক রতি, ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধ রতি, হিঙ্গুল সিকি রতি, গোলমরিচ, জায়ফল, হিঙ্গুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ রতি একত্রে এক এক বটিকা। রোগের প্রারম্ভে এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেব্য। ভেদ বন্ধ হইয়া গেলে আর সেবন করাইবে না। পিপাসায় মসিনা সিদ্ধ জল পানার্থ বিধান করিবে।

বাত, মচকান বেদনা, কণ্ডূয়নশীল চর্ম্মপীড়া প্রভৃতিতে কর্পূর বাহ্যিক প্রযোজিত হইয়া থাকে। শয্যাক্ষতে কর্পূর সুরা সহ লাগাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া ফেলা উচিত।

মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে।

প্রয়োগরূপ।

কর্পূরোদক বা মিশ্র। কর্পূর স্থূল চূর্ণ এক কাঁচ্চা, পরিশ্রুত জল ৫ সের। কর্পূর এক খণ্ড বস্ত্রে বাধিয়া ২ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার হয়।

কর্পূর সুরা। কর্পূর অর্দ্ধ ছটাক, শোধিত সুরা ৪।০ ছটাক দ্রব করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ মিনিম, মিউসিলেজ অর্থাৎ গঁদ ভিজান জলসহ সেব্য। ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। সাধারণতঃ বেদনা, বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে ইহা স্থানীক প্রযোজিত হইয়া থাকে।

কর্পূরের চূড়ান্ত দ্রব। কর্পূর ১ ছটাক, শোধিত সুরা বা সুরাসার ১ ছটাক। সুরাসার একটি শিশীর মধ্যে রাখিয়া পরে কর্পূর চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে যতক্ষণ দ্রবীভূত না হয় ততক্ষণ আলোড়ন করিবে। ইহা ৫—১০ বিন্দু মাত্রায় শর্করা সহ ৫।১০ বা ২০ মিনিট অন্তর ওলাউঠা রোগের প্রারম্ভে প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হয় অথবা রোগের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত করে যে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে সহজেই আরোগ্য হয়। বয়সানুসারে মাত্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

কর্পূরাদি অরিষ্ট। অহিফেন স্থূল চূর্ণ ২০ রতি, লোবান ২০ রতি, কর্পূর ৩০ রতি, মৌরির তৈল ৩০ বিন্দু, সুরা তিন পোয়া, সপ্তাহ আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম। কাশের উগ্রতা নিবারণার্থ প্রযোজ্য।

কর্পূর মর্দ্দন। কর্পূর আদ ছটাক, জলপাই, পোস্ত বা সর্ষপ তৈল দুই ছটাক, দ্রব করিয়া বাতরোগে ও আভিঘাতিক বেদনা স্থলে মর্দ্দন করিলে উত্তেজক ও বেদনানিবারক হইয়া উপকার করে।

কর্পূরাদি মর্দ্দন। কর্পূর ১।০ ছটাক, সর্ষপ তৈল ২৷৷০ ছটাক, দারচিনির তৈল সিকি কাঁচ্চা, তার্পিনতৈল ২৷৷০ ছটাক, সুরা ৭ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিবে; প্রথমে সুরাতে কর্পূর দ্রব করিয়া পরে অপরাপর দ্রব্য মিশাইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কর্পূর রস। হিঙ্গুল অহিফেণ কর্পূর মুতা ইন্দ্রযব ও জায়ফল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে জ্বরাতিসার, অতিসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। রস রত্নাবলী

কর্পূরাসব। পরিষ্কৃত সুরা ১২॥০ পল, কর্পূর ১ পল, ছোটএলাচ মুতা শুঠ যমানী মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সমুদায় কদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, ইহা বিসুচিকা রোগের মহৌষধ। অন্যান্য অন্ত্রপীড়াতেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। মাত্রা এক মাষা, বারম্বার সেব্য (১০—১৫ মিনিট অন্তর)। ভৈঃ রত্নাঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বটক্ষীরে কর্পূর মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে শুক্র রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা সদ্য শস্ত্র ক্ষত পূরণ করিয়া বাধিয়া রাখিলে বেদনা নিবারণ হয় ও ক্ষত না পাকিয়া আরোগ্য হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

কলম্বা।

মেনিসপার্মেসী জাতীয় জ্যাটিরিয়োজা ক্যালম্বা নামক লতার মূল। পূর্ব্বে এই বৃক্ষকে ককুলস পালমেটস বলিত। ওজিয়ো ও মোজাম্বিক দেশে জন্মে, তথা হইতে মান্দ্রাজে আনীত ও রোপিত হইয়াছে। ইহার মূল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ও শুষ্ক করিয়া বিক্রয় করে। শুষ্ক কলম্বা আফ্রিকা হইতে সিংহলে ও তথা হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। চক্রাকার খণ্ড, ঈষৎ গন্ধযুক্ত তিক্তাস্বাদ। ইহাতে কলম্বিন নামক বীর্য্য, বার্বিবিয়া নামক তিক্ত উপক্ষার, কলম্বিক এসিড ও শ্বেতসার আছে। ইহার ক্বাথে আইয়োডিন সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড না থাকায় লৌহ

ঘটিত ঔষধ সহযোগে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে সহজে চূর্ণ করা যায়, চূর্ণের বর্ণ হরিতাভ, কিন্তু অধিক দিন থাকিলে পাটলবর্ণ হয় এবং ভিজাইলে ইহার বর্ণ ঘোর দেখায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকারক ও আগ্নেয়। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ রোগ, পাকাশয়ের উগ্রতা, বমন, (গর্ভাবস্থায়) উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ইহা প্রয়োগে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২ হইতে ১০ রতি, দিনে ২।৩ বার সেব্য।

প্রয়োগরূপ।

কলম্বার ফাণ্ট। কলম্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড এক কাচ্চা, শীতল পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কলম্বার অরিষ্ট। কলম্বা কুট্টিত এক ছটাক এক কাচ্চা, সুরা ১০ ছটাক, ৭॥০ ছটাক সুরাতে ৪৮ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে পার্কো-লেসন যন্ত্রে স্থাপন করিয়া বাকী ২॥০ ছটাক সুরা ঢালিয়া দিবে, পরে ১০ ছটাকের কম হইলে সুরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ৩০ মিনিম হইতে ২ ড্রাম।

কলম্বার সার। কলম্বা কুট্টিত অর্দ্ধ সের, পরিশ্রুত জল ২॥০ সের, পাঁচ পোয়া জলে বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত কলম্বা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে নিং-ড়াইয়া লইবে, পুনরায় পাঁচ পোয়া জলে ঐ কলম্বা ভিজাইয়া ও বার ঘণ্টা পরে নিংড়াইয়া লইবে। পরে উভয় জল একত্র করিয়া ও ছাঁকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিলেই সার প্রস্তুত হইল। মাত্রা ১ হইতে ৫ রতি।

কাওয়া, কফি।

সিনকোনেসী জাতীয় কফিয়া আরেবিকা নামক বৃক্ষের শুষ্ক ফল আরব্য ও পারস্য দেশে জন্মস্থান, ইদানীং ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক ও বলকারক, এই ক্রিয়া কফিন্ নামক বীর্য্যের উপর নির্ভর করে। ইহা সেবনে শারীর বিনাশ ক্রিয়া হ্রসিত হয়, সেবনের পর প্রস্রাবে ইউরিয়ার অংশ হ্রাস হয়। অধিক মাত্রায় হৃৎকম্প ও অস্থিরতা আদি স্নায়ুবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তরুণ প্রদাহ ও অর্শ-রোগ থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ। সুরা, অহিফেণ ও কাটবিষের দ্বারা বিষাক্ত হইলে কাওয়ার ক্বাথ প্রয়োগ করিলে স্নায়বীয় উত্তেজক হইয়া উপকার করে। উদরাময় ও শৈশবাবস্থায় বিসূচিকাবৎ উদরাময় রোগে ইহার ফাণ্ট প্রয়োগে উপকার হয়। নানাপ্রকার উৎকট জ্বররোগে শারীরবিধান ধ্বংস হ্রাস করণার্থ প্রযোজ্য। স্নায়ুশূল ও শ্বাস কাসাদিতে ইহার ফাণ্ট পানে সবিশেষ উপকার হয়। ইহা সেবনে অনিদ্রা উপস্থিত হয়।

গর্ভাবস্থায় বমন হইতে থাকিলে কফির ফাণ্ট পানে উপকার হয়। বিষমজ্বরে ইহার ফাণ্ট পানে উপকার দর্শে। অধিক মাত্রায় যদি কফি সেবন্ করা যায়, তাহা হইলে বিরেচক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, কফি ব্যবহারকালে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কাংস।

তাম্র ও বঙ্গের মিলনে কাংস প্রস্তুত হয়। ইহার পাতলা পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের ক্বাথে তিন তিন বার নিষেচন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে অর্কদুগ্ধ দ্বারা সংপিষ্ট গন্ধক, কাংশ-পত্রে (সমভাগ) লেপন করিয়া মুষা মধ্যে পুরিয়া পোড় দিবে। এইরূপ দুইবার পোড় দিলে কাংস ভস্ম হয়।

কাংস—কষায় তীক্ষ্ণোষ্ণ, লেখন, নেত্রহিতকর, রুক্ষ ও কফপিত্তহর; বলকর ও পরিবর্ত্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নিত্যানন্দ রস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ গন্ধক তাম্র কাংস বঙ্গ হরিতাল

তুঁতে শঙ্খ কড়ি ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহ বিড়ঙ্গ পঞ্চলবণ চই পিপুলমূল হবুষা বচ শঠী আকনাদি দেবদারু ছোটএলাচ ও বৃদ্ধড়ক বীজ চূর্ণ সমভাগে লইয়া হরীতকীর রস বা ক্বাথ সহ মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। শীতল জল সহ এক একটী বটীকা সেব্য। ইহাতে শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

কাকনাসিকা।

অপর নাম—কাকজংঘা, কেওঠুটো।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। তিক্ত কষায়, কফপিত্তজিৎ ইহাতে জ্বর রক্তপিত্ত কণ্ডু বিষ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। ভাবঃ

কাকজংঘা মূল মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে অথবা উহার মূলের ক্বাথ গুড় সহ সেবন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়। ঐ

কাকজংঘা মূল চূর্ণ দন্তে লাগাইলে দন্তক্রিমি নষ্ট হয়। ঐ

কাকমাচী।

অপর নাম—গুড়কামাই।

সোলেনেসী জাতীয় সোলেনম নাইগ্রম নামক বৃক্ষের ফলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধোষ্ণ, স্বর শুক্রদ, তিক্ত ও রসায়ন। ইহাতে শোথ কুষ্ঠ অর্শ জ্বর মেহ নষ্ট হয়, ইহা নেত্রহিতকর, হিক্কা, ছর্দ্দি ও হৃদ্রোগনাশক।

কাকমাচির মূল মস্তকে ধারণ করিলে অথবা উহার মূলের ক্বাথ গুড়সহ পান করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়। ভাবঃ

উদরী রোগে ডাং মুডিন শেরিফ ইহার পত্রের ক্বাথ ব্যবহারে উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ক্রিয়া মূত্রকর ও ঈষৎ রেচক।

কাকমারি।

মেনিসপার্মেসী জাতীয় ককুলস ইণ্ডিকস নামক বৃক্ষের ফল। মালা-

বার, সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, কনকান, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য জঙ্গলে জন্মে। ইহার ফল বিষাক্ত গুণযুক্ত। এই ফল দেখিতে বড় বড় মটর অপেক্ষাও বড়, বরবটীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজে পিক্রোটক্সিন নামক এক প্রকার বীর্য্য আছে।

ইহা আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। করোটীর স্বাচপীড়া ও কীটনাশার্থ বাহ্যিক প্রযোজিত হয়। বাঙ্গালা দেশে মৎস্য মারিবার জন্য ইহা দ্বারা জল বিষময় করে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে ধনুষ্টংকারের মত আকম্পন ও উগ্র মাদক সেবনবৎ অচৈতন্যতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ।

কাকমারিব মলম। কাকমারিব বীজ ৪০ রতি, প্রস্তুতীকৃত চর্ব্বি বা মোমের মলম অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। বিবিধ চর্ম্মরোগে প্রযোজ্য। চর্ম্মে ক্ষত থাকিলে সাবধানতা সহকারে ব্যবহার্য্য, কারণ উহা শোষিত হইয়া বিষক্রিয়া করিতে পারে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী।

য়্যানাকার্ডিয়েসী জাতীয় রস্ সক্সিডেনিয়া নামক বৃক্ষের শাখাগ্রে কীট কর্ত্তৃক প্রস্তুত একপ্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ জন্মে। ইহার আকার শৃঙ্গবৎ, মধ্যে শূন্য. অল্প কৃষ্ণবর্ণ, উভয় পার্শ্বে সরু, অঙ্গুলির মত মোটা, বন্ধুর।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কফ নিঃসারক,বলকারক, সংকোকোচক। ভাবপ্রকাশের মতে কষায় তিক্ত উষ্ণ, কফ বাত ক্ষয় জ্বর শ্বাস তৃষ্ণা কাস হিক্কা অরুচি ও বমিনাশক।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শৃঙ্গাদি ক্বাথ। কাঁকড়াশৃঙ্গী বামনহাটী হরীতকী কৃষ্ণজীরা পিপুল চিরতা ক্ষেৎপাপড়া দেবদারু বচ কুড় দুবালভা কটফল শুঠ মূতা ধনে

কট্‌কী ইন্দ্রযব যব আকনাদি রেণুক গজপিপুল অপামার্গ পিপুলমূল চিতে ইন্দ্রবারুণী আরগ্বধ নিম্ব শঠী সোমরাজবীজ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা, যমানী বনযমানী সমভাগে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা হিঙ্গু ও আদার রস সহ পান করিলে অভিন্যাস জ্বর ও তন্দ্রা, কর্ণশূল, সন্নিপাত, শ্বাস কাসাদি উপদ্রব নষ্ট হয়। ভাবঃ

শৃঙ্গাদি চূর্ণ। কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী মূল, কিসমিস শুঠ পিপুল ও শঠী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ১৫ রতি মাত্রায় মধু সহ অবলেহ করিলে শুষ্ক কাসি নিবারণ হয়। চক্রঃ

শৃঙ্গাদি চূর্ণ। কাঁকড়াশৃঙ্গী আতিস ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ২।৩ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন করিলে শিশুর কাস জ্বর ছর্দ্দি নষ্ট হয়। শার্ঙ্গঃ

কাকাতোদালি।

রুটেসী জাতীয় টোডালিয়া একিউলেটা নামক বৃক্ষের মূল। মালাবার, করমাণ্ডেল মহীসূর কনকান ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য স্থানে জন্মে। ইহার মূলের বল্কল ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

স্বরূপ। মূল স্থূল গুরু ও শাখা বিশিষ্ট, তিক্ত উগ্র ও সদ্গন্ধযুক্ত বল্কল দ্বারা আচ্ছাদিত। উপত্বক পীতবর্ণ, ঈষৎ লোমশ, অভ্যন্তর প্রদেশে ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠ থাকে, উহা শুষ্কাবস্থায় গন্ধাস্বাদ বিহীন।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বলকারক, বায়ুনাশক ও পর্য্যায়-নিবারক। পর্য্যায়-নিবারক গুণ অনিশ্চিত। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও অন্যান্য রোগান্তের দৌর্ব্বল্যে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। ডাং বিডী ইহার উত্তেজক ও বলকারক গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্ব্বে ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হইত।

প্রয়োগরূপ।

কাকাতোদালির অরিষ্ট। কাকাতোদালি মূলের বল্কল ৫ কাঁচ্চা,

দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম, দিনে ২। ৩ বার সেব্য।

কাকাতোদালির ফাণ্ট। কাকাতোদালি মূলের বল্কল স্থূল চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, স্ফুটিত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে ২। ৩ বার সেব্য।

কাঁকুড় ও শসা।

কিউকরবিটেসী জাতীয় কিউকিউমিস মিলো ও সাটাইভস নামক লতার ফলের বীজ। বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে যথেষ্ট জন্মে। ইহার বীজ নিষ্পেষণ করিলে এক প্রকার পুষ্টিকারক তৈল পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকারক, বীজগুলি ঈষৎ ভাজিয়া পরে চূর্ণ করণান্তর শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া মূত্রকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহাদের ফল স্বাদু, পিত্তাপহ ও রক্তপিত্তহর। পাকিলে পিত্তল, কফবাতহর। ইহাদের বীজ মূত্রল (মূত্রকারক) শীত রুক্ষ, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র জিৎ। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা মূত্রস্তম্ভ ও ক্ষুদ্রাশ্মরীতে মূত্রবৃদ্ধি করণার্থ ব্যবহার হয়।

মাত্রা। বীজ চূর্ণ ১০ হইতে ৪৫ রতি, প্রতি তিন ঘণ্টান্তর, যতক্ষণ প্রস্রাব পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ ঐ নিয়মে ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

শশার বীজ চূর্ণ চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্র নিগ্রহ নিবারিত হয়। ভাবঃ

কাঁকুড় বীজ, যষ্ঠিমধু ও দারুহরিদ্রা, তণ্ডুল জল সহ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

কাঁকুড় বীজ কল্ক (অর্দ্ধ তোলা) সৈন্ধব ও কাঁজির সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

শশার বীজ, তিল ঘৃত দুগ্ধ ও ত্রিফলার কল্ক একত্রে সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত বেদনা প্রশমিত হয়। ঐ

কাঞ্চন।

অপর নাম—কাঞ্চনার, কোবিদার।

লিগিউমিনোসী জাতীয় বহিনিয়া ভ্যারাইগেটা ও একিউমিনেটা নামক বৃক্ষত্বক। মূল, বল্কল ও পুষ্প ব্যবহার্য্য; রক্ত ও শ্বেত পুষ্প ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার বল্কল সংকোচক, বলকর ও পরিবর্ত্তক, গণ্ডমালা চর্ম্মপীড়া কৃমি ক্ষত ও ব্রণাপহ। পুষ্প—লঘু, সংগ্রাহী, রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসনাশক। রক্তকাঞ্চনের ত্বকের ক্বাথ শুঠ ও মধু সহ সেবন করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কাঞ্চনার গুগ্গুলু। রক্তকাঞ্চনের ত্বক ৪০ তোলা, শুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরীতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে ৪ তোলা, বরুণ ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র এলাচ দারচিনি প্রত্যেকে আদ্ তোলা চূর্ণ, সর্ব্ব সমান গুগ্গুলু লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও অর্ব্বুদাদি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কাঁজি, কাঞ্জিক।

ইহা প্রস্তুত করিতে আউস ধান্য চূর্ণ ২ সের, জল ৮ সের। একত্রে ১৫ দিন বা একমাস ভিজাইয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক হইয়া কাঁজিতে পরিণত হয়। ইহা অম্লাস্বাদ, শীতল এবং জ্বর ও গাত্রদাহে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার্য্য। ইহা ভিনিগারের সমগুণ বিশিষ্ট, অতএব তৎপরিবর্ত্তে

ব্যবহার যোগ্য। ধান্য দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে ধান্যাম্ল বলে। যব তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে সৌবীর কহে। অন্ন দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে আরনাল, মাষকলাই ও যব সংযোগে প্রস্তুত কাঁজিকে তুষাম্বু কহে।

শুক্ত বা চুক্র। গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ, ঘোল ৮ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে। ইহা পাচক, দীপক, অম্লরস। ইহাতে শূল গুল্ম আমবাত শ্লেষ্মা বমি তৃষ্ণা আস্য বৈরাস্য ও বহ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

কাঁজিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া তদ্দ্বারা অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিবিধ প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল পাক কালে কাঁজি দিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কাঞ্জিক তৈল। তিল তৈল ৪ সের, কাঁজি ৬৪ সের, ক্রমে ক্রমে দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে দাহ জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত। হিঙ্গু শুঠ পিপুল মরিচ চই সৈন্ধব প্রত্যেকে ৮ তোলা কল্কার্থ লইবে, ঘৃত ৪ সের ও কাঁজি ১৬ সের; একত্রে পাক করিবে। ইহা সেবনে জঠর রোগ, শূল আমবাত কটীগ্রহ ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয়। ঐ

কাটবিষ।

অপর নাম—বিষ, বৎসনাভ, শৃঙ্গীবিষ, মিটাবিষ, মিটাজহর, কাষ্ঠ-বিষ, অমৃত।

র‍্যাননকিউলেসী জাতীয় একোনাইটম নেপিলস ও ফিরোক্স নামক বৃক্ষের মূল। হিমালয় প্রদেশে জন্মে এবং বঙ্গদেশস্থ সমস্ত গন্ধবণিক-দিগের দোকানে বিক্রীত হইয়া থাকে। শীতকালে বা বসন্তকালের প্রারম্ভে এই মূল সকল তুলিতে হয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে

বিষক্রিয়া করে। ইহাতে একোনাইসিয়া নামক বীর্য্য আছে, তাহাই ইহার বিষক্রিয়ার মূল।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক, বেদনা-নিবারক, প্রদাহ-নাশক, স্বেদজনক ও কচিৎ মূত্রকারক, স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, বেদনা-নিবারক ও স্পর্শহারক। শরীরের কোনস্থানে লাগাইলে প্রথমতঃ ঐস্থান উষ্ণ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ পরেই ঝিন ঝিন করিয়া অবশ হয়। চর্ব্বণ করিলে অধিক পরিমাণে লাল নিঃসরণ এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ ঝিন ঝিন করিয়া অবশ হয়। ইহা আঘ্রাণ করিলে নাসাভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়।

বিষাক্ত লক্ষণ। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ, অব্যবস্থিত বা লুপ্ত, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত, শ্বাসগতি ক্ষীণ ও দ্রুত, শিরোঘূর্ণন মুখগহ্বর হইতে ফেণা নিঃসরণ, দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি রাহিত্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা। যদ্যপি বমন না হইয়া থাকে, তবে বমনকারক ঔষধ দিবে, পরে উষ্ণজল দ্বারা (ষ্টমাক পম্পের সাহায্যে) পুনঃ পুনঃ পাকাশয় ধৌত করিবে। যদি বিষ ভোজনের অধিকক্ষণ পরে রোগী চিকিৎসাধীন আইসে, তবে বিষের যে অংশ অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্গত করণার্থ এরণ্ড তৈল সেবন করাইবে। পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে অহিফেণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, ইথর প্রভৃতি উত্তেজক দ্বারা জীবনীশক্তি উন্নত রাখিবে এবং অধঃশাখায় ও উদর প্রদেশে সর্ষপের পটী দিবে। বিষনাশার্থ জান্তব অঙ্গার সেবন করান উচিত।

নিষেধ। অত্যন্ত শারীরিক দৌর্ব্বল্য, নীরক্তাবস্থা, শিরঃপীড়া পেশীর শিথিলতা, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত থাকিলে ইহা সেবন করান অবিধেয়।

আময়িক প্রয়োগ। তরুণ বাতরোগে ইহা মহৌষধ। পুরাতন বাতরোগে ইহার স্থানীক প্রযোগ উপকারক। প্রদাহ, প্রাদাহিক জ্বর, একজ্বর ও স্বল্প বিরাম জ্বর দমনার্থ কাটবিষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ সময়

মত প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহার আশ্চর্য্য ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রদাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দমিত হয়। গলপ্রদাহ, কর্ণমূলপ্রদাহ, উৎকট সর্দ্দি, ফুসফুস ও তদাবরক প্রদাহ, বিবিধ স্নায়ুশূল, ধনুষ্টংকার, রক্তস্রাব ও হৃৎপিণ্ডের অতিস্পন্দন দমনার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চূর্ণের মাত্রা ¼ হইতে অর্দ্ধ বা এক রতি। কিন্তু চূর্ণাবস্থায় প্রায়ই ব্যবহার হয় না।

প্রয়োগরূপ।

কাটবিষের অরিষ্ট। কাটবিষ স্থূলচূর্ণ ৫ কাঁচ্চা, সুরা তিন পোয়া। পার্কোলেসন দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ৩—১০ মিনিম। কিন্তু সচরাচর ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায় প্রয়োগে সুফল উপলব্ধি হইয়াছে। আমরা এক হইতে দুই বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ সুফল লাভ করিয়াছি। আভ্যন্তরিক ব্যবহারের পক্ষে এই প্রয়োগরূপটী বিশেষ উপযোগী।

কাটবিষের মর্দ্দন। কাটবিষ স্থূলচূর্ণ ১০ ছটাক, কর্পূর অর্দ্ধ ছটাক, সুরা যথা প্রয়োজন। কাটবিষ চূর্ণ অল্প সুরায় আবৃত পাত্রে তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, পরে পার্কোলেসন যন্ত্রে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ সুরা সংযোগ করিবে এবং আধার পাত্রে কর্পূর দিবে। দশ ছটাক পূর্ণ হইলে আর সুরা দিতে হইবে না। বাত ও স্নায়ুশূলাদি রোগে বাহ্য প্রয়োগার্থ বিশেষ উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদমতে কাটবিষ ব্যবহারের পূর্ব্বে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কাটবিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে উহা বিশোধিত হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহার গুণ উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মাঘ্ন এবং জ্বর শিরঃপীড়া, গলপীড়া, অজীর্ণ, আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মৃত সংজীবনী বটিকা। বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, ধূস্তুর বীজ ও হিঙ্গুল সমভাগে গ্রহণ করিয়া এক দিবস সিদ্ধির রসে মর্দ্দন

করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা করিবে। আকন্দ মূলের ক্বাথ অনুপান। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

মৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ গন্ধক মরিচ পিপুল সোহাগা প্রত্যেকে ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটীকা করিবে, মধুসহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নিবৃত্ত হয়। (জ্বর বিচ্ছেদ করণার্থ উষ্ণাবস্থায় প্রযোজ্য)। রস রত্নাঃ

আনন্দ ভৈরব রস। হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, বিষ ও পিপুল, সমভাগে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইন্দ্রযব, কূটজছাল চূর্ণ ও মধুসহ সেব্য। ইহাতে নানা প্রকার অতিসার নষ্ট হয়। পথ্য—ছাগ তক্র, দধি ও অন্ন। রাত্রিতে সিদ্ধি সেব্য। ভৈঃ রত্নাঃ

সৌভাগ্য বটীকা। বিষ সোহাগা জীরা পঞ্চলবণ হরীতকী আমলকী, বহেড়া, শুঠ পিপুল মরিচ, অভ্র পারদ ও গন্ধক সমভাগে মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা শেফালিকা, বাসক, কেশরাজ ও অপামার্গ পত্র রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। জীর্ণজ্বরে শীত, অধিক স্বেদস্রাব ও উত্তাপ প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ঐ

ভস্মেশ্বরী রস। আরণ্য উপল সম্ভূত (ঘুঁটে) ভস্ম ১৬ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ চূর্ণ একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তামণী।

অমৃতাদি বটী। বিষ ২ ভাগ, বরাটক (কড়িভস্ম) ৫ ভাগ ও মরিচ ৯ ভাগ একত্রে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটাকা করিবে। ইহাতে কফ ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ভাবঃ

দুর্জ্জল জেতা রস। বিষ ২ ভাগ, দগ্ধ কপর্দ্দক ৫ ভাগ, মরিচ ও শুঠ প্রত্যেকে ৫ ভাগ লইয়া আদার রস দিয়া মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে। প্রাতেঃ ও সায়ংকালে দুইটী করিয়া বটীকা জল সহ সেব্য। ইহা দুর্জ্জলজ জ্বর, সামজ্বর, অজীর্ণ, আধ্মান ও শূলে প্রযোজ্য। ঐ

রামবাণ রস। পারদ গন্ধক বিষ লবঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, জায়ফল অর্দ্ধ ভাগ লইয়া তেঁতুল ফলের রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ বটী বাঁধিবে। মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তামণী।

অজীর্ণ কণ্টক রস। বিষ হিঙ্গুল সোহাগা পিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া কলাই সদৃশ বটীকা করিবে। অজীর্ণে প্রযোজ্য। ভাবঃ

কল্পতরু রস। বিষ পারদ গন্ধক মনঃশিলা কাংসমাক্ষিক সোহাগা প্রত্যেকে ১ ভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১০ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—৫ রতি। বাতশ্লেষ্মা জ্বর, শ্বাস কাস, বহ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ ইহাতে নষ্ট হয়। ইহার নস্যে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিপুর ভৈরব রস। বিষ ১ ভাগ, শুঠ ২, পিপুল ৩, পিপুল মূল বা মরিচ ৪, তাম্র ৫ ও হিঙ্গুল ৬ ভাগ একত্রে আদার রসে মাড়িয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে বাত ও শ্লেষ্মজ্বর প্রভৃতিতে প্রযোজ্য। ঐ

কফকেতু রস। বিষ সোহাগা পিপুল শঙ্খভস্ম সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করতঃ আদার রসে তিন বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে পীনস, শ্বাস কাস, গলরোগ, কর্ণ দন্ত ও নেত্র রোগ ও সর্দ্দি প্রভৃতি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

পঞ্চানন রস। বিষ ২ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ ও তাম্র ২ ভাগ, আকন্দ মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে প্রবল জ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ রত্নাঃ

প্রচণ্ড রস। বিষ পারদ গন্ধক সমভাগে লইয়া দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে, পরে নিসিন্দা পত্র রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান আদার রস, ইহাতে নবজ্বর নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনে গরম হইলে মস্তকে তৈল ও তক্রপান ব্যবস্থেয়। ঐ

মৃতোত্থাপন রস। গন্ধক ২ ভাগ, পারদ মনঃশিলা বিষ হিঙ্গুল অভ্র তাম্র লৌহ হরিতাল স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া গোঁড়ালেবু আমরুল নিসিন্দা ও হাতিশুড়ার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। পরে চিতামূলের ক্বাথে দ্বিপ্রহর মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ-রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কর্পূর, হিঙ্গু, ত্রিকটু চূর্ণ ও আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর আরোগ্য হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ। ভৈঃ রত্নাঃ

বিষ তৈল। করঞ্জ বীজ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা আকন্দ মূল, তগর-পাদুকা, করবী বচ কুড় আস্ফোতা (হাপরমালী) রক্তচন্দন মালতীপুষ্প ছাতিম মঞ্জিষ্ঠা নিসিন্দা পত্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, কটু-তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শ্বিত্র, বিস্ফোট, লূতাকীট, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, কচ্ছু ও বিষদূষিত ব্রণাদি আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পারদ বিষ মরিচ তুঁতে নিশাদল চূর্ণ, ধুতুরা ও রসুনের রস সংমর্দ্দন করিয়া সন্নিপাত কৃত মোহে মূর্দ্ধি ও পাদোপরি লেপন করিবে। ভাবঃ

বিষ ৪ মাষা ও যষ্টিমধু ১ মাষা সূক্ষ্মরূপে চূর্ণিত করিবে। এই চূর্ণ সর্ষপ প্রমাণ লইয়া নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্ত করিয়া রাখিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

কাঁটানটে।

অপর নাম—তণ্ডুলীয়।

আমরানতেসি জাতীয় আমরান্তস স্পাইনোজম নামক বৃক্ষের মূল। বঙ্গদেশের সকল স্থানেই আপনাপনিই জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকর, ঈষৎ রেচক, লঘু ও স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ ও তরল করণার্থ ইহার পাতা বাটীয়া প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। মরিসসে ইহার মূল ও পত্রের ক্বাথ মূত্রকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। অশোক বৃত

...ক করিতে ইহার মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল বাটিয়া লেপ ...পীড়া নিবারণ হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

রক্তচন্দন নাগেশ্বর শ্যামালতা কাটানটের মূল ও শিরীষ বল্কল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারণ হয়। ভাবঃ

কাটানটের মূল ও রসাঞ্জন (রসত) মধু ও তণ্ডুল জল সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয় এবং ইহা বামনহাটী ও শুঠ সহ সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

কার্পাস।

মালভেসী জাতীয় গসিপিয়ম হার্বেসিয়ম নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

রক্তকৃৎ, মূত্রবর্দ্ধক, কর্ণপীড়কা, নাদ পূঁযস্রাববিনাশক। ইহার বীজ স্তন্যদ বৃষ্য স্নিগ্ধ, কফকর গুরু। ভাবঃ

কার্পাসের তুলা দগ্ধ ক্ষতাদিতে স্থানীক লাগাইয়া রাখিলে বাহ্যিক বায়ু সংস্পর্শ বিরহিত ও তৎস্থানের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া বিশেষ উপকার করে। প্রদাহিত স্থানেও ইহার স্থানীক প্রয়োগ সুফলপ্রদ। দগ্ধ ক্ষত ভিন্ন অন্যান্য প্রকার ক্ষতেও তুলা দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

কার্পাসাস্থি স্বেদ। কার্পাসাস্থি (বীজ) কুলত্থ তিল যব এরণ্ড-মূল, মাসিনা পুনর্ণবা শণবীজ একত্রে কাঁজি দ্বারা বাটিয়া পোটলী করতঃ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে নানাস্থানের বাতাদি প্রশমিত হয়। ভাবঃ

কাল জীরা, কৃষ্ণ জীরক।

র‍্যাননকিউলেসী জাতীয় নাইজিলা সাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার চাস হয়।

ইহা তীব্র সুগন্ধযুক্ত, এই বীজ হইতে শতকরা ১৩ অংশ সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়। ...ড়ালে

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকারক, পাচক, বায়ুনাশক। বিরেচক ও তিক্ত ঔষধের সঙ্গে ১০—৩০ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকদের দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধিত হয়, তদ্ধেতু প্রসবান্তে ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে। শাল ও রেসমী কাপড়াদির মধ্যে কৃষ্ণজীরা ছড়াইয়া দিয়া রাখিলে উহা পোকায় কাটে না। ভাবপ্রকাশ বলেন যে ইহা সংগ্রাহী জ্বরঘ্ন পাচন বৃষ্য বল্য রুচ্য কফহারক চক্ষুষ্য এবং বায়ু আধ্মান গুল্ম ছর্দ্দি ও অতিসারনাশক।

প্রয়োগরূপ।

কৃষ্ণজীরক অরিষ্ট। কৃষ্ণজীরা ২ ছটাক, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম। সাধারণতঃ বিরেচক ঔষধ সহযোগে প্রযোজ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কালজীরা আদতোলা গুড়ের সহিত সেবনে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

কালজীরা কটফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস নিবারণ হয়। ঐ

কালজীরা, জীরা মরিচ কিসমিস তেঁতুলের শাঁস, দাড়িমরস, সৌবর্চ্চল লবণ ও গুড় মধু একত্রে লেহন করিলে অরুচি নিবারণ হয়। চক্রঃ

কালজীরা পিপুল সচললবণ ও মদ্য একত্রে সেবন করিলে যোনিশূল নিবারণ হয়। ঐ

কালকস্তুরী, লতাকস্তুরী।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্কস মস্চেটস নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষের মধ্যে নানাস্থানে জন্মে। ইহার বীজ সুগন্ধ। আয়ুর্ব্বেদীয় তৈলের গন্ধপাকের ইহা একটি মসলা।

তিক্ত স্বাদু বৃষ্য চক্ষুষ্য ও শ্লেষ্মা তৃষ্ণা বস্তি ও আস্য রোগ-নাশক। ভাঃ

ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহা পাচক, আক্ষেপনিবারক এবং বলকারক। ডাঃ কানাইলাল দে বলেন যে, আরবদেশীয় লোকেরা ইহা চূর্ণ করিয়া কফির সঙ্গে ব্যবহার করেন।

কালকাসুন্দে, কাসমর্দ্দ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া সোফোরা নামক বৃক্ষ। পত্র বীজ ও মূল চর্ম্মপীড়ায় ব্যবহার্য্য। ইহাতে কাসি উপশমিত হয়, তজ্জন্য বোধ হয় ইহার একটি নাম কাসমর্দ্দ।

কালকাসুন্দে বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে সিধ্ম আরোগ্য হয়। চক্রঃ

কালমেঘ।

অপর নাম—কল্পনাথ, মহাতিক্ত।

য্যাকান্থেসী জাতীয় আণ্ড্রোগ্রাফিস প্যানিকিউলেটা নামক বৃক্ষ। মূল, পত্র ও শাখাদিও ব্যবহার্য্য। বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকর, আগ্নেয়। ইহার ক্রিয়া কোয়াসিয়ার সমান, অতএব তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য, রক্তামাশয়ের বর্দ্ধিতাবস্থায় ইহা ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম্ম গৃহীত হয়। এতদ্দেশে শিশুসন্তানদিগকে আলোই নামক যে ঔষধ সেবন করাইয়া থাকে, তাহা প্রস্তুত করিতে এই কালমেঘ এবং এলাচ লবঙ্গ ও দারচিনি লাগে। ইহা পেটের পীড়া, জ্বর, পেটে বেদনা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। অজীর্ণ রোগেও ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে।